রামাশ্বমেধ গীতাভিনয়।

দণ্ডীপর্ব্ব, উত্তরাপরিণয়, তুলসীলীলা, রাই-উন্মাদিনী ও
সুরথোদ্ধার প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা

শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য
প্রণীত।

কলিকাতা,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

১৩১১ সাল।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

কলিকাতা,

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন,

"কালিকা যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

সদ্‌গুণগ্রাহী সদাশয়

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় সমীপে—

আমার কন্যা

শ্রীমতী হেমপ্রভা দেবীর

কুশল কামনায়

আপনার

আশীর্ব্বাদ মাত্র প্রার্থী হইয়া

এই গ্রন্থ

আপনার করকমলে

অর্পণ করিলাম

গ্রন্থকার।

কৃতজ্ঞতা।

আশার অবধি নাই। মনুষ্যমাত্রই আশার দাস তবে আমার আশা বা আকাঙ্ক্ষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কি .

কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখিতে দেখিতে দুই একখানি করিয়া সাতখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। পাঠকগণেব অনুগ্রহে কোন কোন খানির পুনঃসংস্করণও হইয়াছে ও হইতেছে

সত্য কথা বলিতে গেলে আমার সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশে প্রধান সহায় ও উদ্যোগী বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীর সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। আমি গুরুদাস বাবুর নিকট চিরকৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ আজ আমি আমার এই "রামাশ্বমেধ গীতাভিনয়ের" গ্রন্থস্বত্ব তাঁহাকে অর্পণ করিলাম

গ্রন্থকার

রামাশ্বমেধ গীতাভিনয়।

প্রস্তাবনা।

গীত

মন পুণ্য শূণ্য জন্য কেন ক্ষুণ্ণ অবিরাম,
একবার প্রকারে প্রসঙ্গে যদি বল রাম নাম ;
হবে পূর্ণানন্দ রামের কৃপায় পূর্ণমনস্কাম ॥
হৃদে জ্ঞান যোগ না জন্মিলে, প্রেমার্ণবে না নামিলে,
কুপথে ভ্রমিলে যায় নারকী সামিলে ;—
অন্তে ভক্তিহীন জীবের যদি মুক্তি না মিলে,
তবে অজামিলে কেন রাম দেন মুক্তিধাম ॥
যার নামে দশরথ নৃপতি, পান ব্রহ্মবধ পাপে নিষ্কৃতি,
ব্রহ্মহত্যা হেতু সেই রাম হন যজ্ঞে ব্রতী,
শুন শ্রীরামের অশ্বমেধ-পর্ব্ব, অপূর্ব্ব ভারতী,—
দিবেন অন্তে দিব্য গতি রাম দুর্ব্বা-দল-শ্যাম ॥

রামাশ্বমেধ গীতাভিনয়।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—অযোধ্যা রাজপথ

মহর্ষি অষ্টাবক্রের প্রবেশ।

অষ্টাবক্র —এই ত সম্মুখেই অযোধ্যাধাম। সর্ব্বগুণধাম রামচন্দ্রের দেশাগমনেই অযোধ্যার পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তিত হয়েছে। বর্ষাপীড়িতা প্রকৃতি, শরদাগমে যেমন নবীন শোভা ধারণ করে, অযোধ্যা রাজ্যও তেমনি দুঃখের বর্ষান্তে সুখের শরতে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে রামচন্দ্রের বনগমনে অযোধ্যা আকাশে যে শোকের মেঘ উঠেছিল, যে মেঘে এই সুখের আধার অযোধ্যার সব আঁধার করে রেখেছিল, যে শোকের বর্ষাতে অযোধ্যা-বাসীর চক্ষে শতধারা বর্ষণ করেছিল, এতদিনে সে মেঘ ঘুচেছে,

এতদিনে অযোধ্যা-আকাশে অকলঙ্ক রামচন্দ্রের পূর্ণোদয়ে জগৎ আনন্দময় হয়েছে। চাঁদ ত উদয় হয়েছে, এখন চকে বের সাধ কি পূর্ণ হবে না। চাঁদ উদয় হলেই ত চকোরের বাসনা পূর্ণ হয়ে থাকে, তবে আমার নয়ন চকোর কি, সে সুধায় বঞ্চিত হবে? হে জগদাভিরাম আমি তোমাদের নয়নাভিরাম যুগলরূপ দর্শন কর্‌ব ব'লে অগ্রসর হয়েছি, আমার বাসনা কি পূর্ণ হবে না? একবার তোমার সেই স্থিরদামিনী শোভিত, বামদেব সেবিত নবঘন শ্যাম রূপটি কি দেখ্‌তে পাব না? আমি শুনেছি, তুমি সরল ভিন্ন বক্রের বাসনা পূর্ণ কর না, তবে আমার বাসনা কেমন করে পূর্ণ হবে? আমি যে বক্র শুদ্ধ যে আমার দেহের অষ্টাঙ্গ বক্র ব'লেই অষ্টাবক্র নাম হয়েছে, তা নয়। আমার মন বক্র, প্রাণ বক্র, আবার এ দু'জনের সঙ্গে চক্র ক'রে ছটা রিপু পর্য্যন্ত বক্র। অন্তরের এই অষ্টজন বক্র ব'লেই আমার অষ্টাবক্র নাম হয়েছে, লোকে মিত্রকে অন্তরঙ্গ বলে, কিন্তু আমার সেই অন্তরঙ্গই হয়েছে ঘোর শত্রু। বরং যারা বক্র বহিরঙ্গ, তারাই আমার অন্তরঙ্গের কার্য্য করেছে, আমার এই অষ্ট বহিরঙ্গ বক্র কদর্য্য হয়ে, আমাকে আত্ম রূপজ মোহে মুক্ত রেখেছে তা না হবে কেন? পিতৃলোকের অভিশাপও পুত্রের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হয়ে থাকে, আমি ত পিতৃশাপেই এ বক্রদেহ প্রাপ্ত হয়েছি, আমি যখন মাতৃগর্ভস্থ, সেই সময় একদিন পিতা কহোড়, জননী সুজাতার সমীপে বেদ পাঠ কর্‌ছিলেন, আমি সেই মাতৃগর্ভ হ'তেই পিতার বেদ পাঠ অশুদ্ধ নির্দ্দেশ করেছিলাম ব'লেই পিতা ক্রুদ্ধ হ'য়ে এই অভিশাপ প্রদান করেন, "হে জড়ায়ুবাসীপুত্র। গর্ভবাস অবস্থাতেই তোমার মন যখন এত বক্র, তখন তোমাকে আর অন্য অভিসম্পাত কি প্রদান ক'র্‌ব, তুমি অষ্ট অঙ্গে বক্র হয়ে ভূমিষ্ঠ হবে" পিতা আমার মন বক্র জেনেই দেহ পর্য্যন্ত বক্র করেছেন। তবে

হে সরলের সখা এ বক্রের প্রতি কি তোমার দয়া হবে ? আমি জানি, তোমার কাছে শঠ সরল সবই সমান, সরলকে বক্র ক'র্‌তেও তুমি, আবার বক্রকে সরল কর্‌তেও তুমি পিতৃসত্য পালন ক'রে অযোধ্যায় এসে কত জনকে কত দয়া করেছ কত অন্ধকে নয়ন দিয়েছ খঞ্জের গমনশক্তি প্রদান করেছ। এ বক্রকে কি সরল ক'র্‌বে না আমি ভৌতিক দেহের সরলতা চাইনে, আমার মনকে সরল করে দাও, বাহ্যিক রূপের পরিবর্ত্তে আমার হৃদয়ে সেই রূপে দেখা দাও, যেন বিশ্বরূপ রামরূপ হৃদয়ে রেখে, এই বিষস্বরূপ সংসার-কারাগারের বাসনা-বন্ধন মুক্ত ক'র্‌তে পারি

গীত।

অনিত্য এ দেহের কি গরিমা, ওহে গুণধাম।
বার্দ্ধক্য, জরা, মরণ যে ছার দেহের পরিণাম।
অন্তরে রাম দাও হে সে রূপ, ত্যেজে এ সংসার বিষ-স্বরূপ,
হৃদয় মাঝে দেখি যেন সেই বিশ্বরূপ —
সদয় ভাবে হৃদয় মাঝে উদয় হও হে আত্মারাম।

অযোধ্যার রাজপথে জনস্রোতের আর বিরাম নাই রামচন্দ্রের লঙ্কা সমরের অনুবল, প্রবল প্রতাপ অগনং বানর সৈন্যগণ বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশে গমন ক'র্‌ছে মহর্ষিজনক দীর্ঘ-বনবাস-প্রত্যাগত কন্যা সহ জামাতাকে দর্শন ক'র্‌তে এসেছিলেন, তিনিও স্বধামে যাত্রা করেছেন। ইতিপূর্ব্বেই মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞে বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতি দেবীর সঙ্গে রামচন্দ্রের মাতৃগণ জামাতৃ যজ্ঞে গমন করেছেন, সুতরাং রামচন্দ্রের দেশাগমনে চতুর্দ্দিক হ'তে যে অবিশ্রান্ত জনস্রোত অযোধ্যাভিমুখে প্রবাহিত হয়েছিল, এক্ষণে সে জনস্রোত অনেকাংশে সাম্যভাব ধারণ করেছে রামচন্দ্রও এক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে সিংহাসনে

উপবেশনের উপযুক্ত সময় পেয়েছেন, এখন দেখি, রাম আমার বাসনা পূর্ণ করেন কি না একবার আত্মারামের সহিত রামনাম কর্‌তে কর্‌তে রামদর্শনে গমন করি।

গীত।

হে রাম গুণ সিন্ধু,
দীন জন-গতি, সজ্জন-সংগতি,
দুরিত দলন দাশরথী দীনবন্ধু
ত্রিতাপ নিস্তারকারী, তাবকব্রহ্ম তারকারী,
রক্ষকুল অরি, হরি রঘুকুল ইন্দু
অপার কৃপা জলধি, শুকাবেনা গুণনিধি,
অগুণে কাতরে যদি বিতর কৃপাবিন্দু।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—অযোধ্যারাজ অন্তঃপুর

রাম ও সীতার প্রবেশ।

রাম।—বল বল প্রিয়ে! আমার কাছে ব'ল্‌বেনা ত আর কার কাছে ব'ল্‌বে। লজ্জা কি? কি সাধ হয়েছে বল রামের দেহে জীবন থাক্‌তে সীতার সাধ অপূর্ণ থাক্‌বে না। কি সাধ হয়েছে বল। তবে একটী কথা, তোমার সাধ পূর্ণ কর্‌ব বল্‌তেও হৃদয় কম্পিত হয়। একদিন তোমার সাধ পূর্ণ ক'র্‌তে গিয়েই তোমাকে হারিয়ে, দুই ভ্রাতায় বনে বনে কেঁদে বেড়িয়েছি। মনে হয় কি?

সীতা।—সে কথা স্মরণ করিয়ে কেবল প্রাণে যাতনা দেওয়া। আমি আর কোনও সাধ ক'রব না।

রাম।—না জানকি! আমিত তোমার অভিমান হওয়ার মত কথা কিছুই বলি নাই! তবে এজীবনে অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি—তোমাকেও অনেক যন্ত্রনা দিয়েছি। এ রাম-হৃদয়-উদ্যানের সীতা স্বর্ণলতা চিরদিন ধূলায় ধূসরিতা হয়েছে সে মর্ম্মযাতনা কি আর জীবন সত্বে বিস্মরণ হ'তে পারব! এখন কি বাসনা বল অবশ্যই পূর্ণ হবে।

সীতা —জীবন বল্লভ! তপবন বাসিনী মুনিপত্নীগণ কেমন শরলা কেমন সদা হাস্যময়ী! যেন বসন্তের বনলতা

রাম —তাঁরাত সযত্ন পালিতা উদ্যানলতা নন! তাঁরা স্বভাব-জাতা বনলতাই বটেন! কেন তাঁদের কথা এখন কেন?

সীতা —বনবাস কালে যাদের সঙ্গে একত্রে বাস ক'রেছি, আমাকে বনকষ্টে কাতরা মনে করে, যাঁরা কত ধর্ম্মপ্রসঙ্গে আমায় সর্ব্বদা আনন্দিতা করবার জন্য চেষ্টা করতেন। এখন একবার তাঁদের দেখতে, তাঁদের সঙ্গে বন-কুসুম চয়ন ক'রতে বড় সাধ হয়। আর মুনিবালিকা গণকে বস্ত্রালঙ্কার দিয়ে সাজাতে অনেক দিন হ'তে সাধ আছে। তাই—

রাম।—এ'ত রঘুকুলের কুল-বধূর উপযুক্ত কথাই জানকি! দান ব্রত ধর্ম্মানুষ্ঠানে এরূপ মতি থাকাই ত উচিত। সে জন্য চিন্তা কি! অতি সত্বরেই সে সাধ————

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী।—মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হ'তে অষ্টাবক্র মুনি এসেছেন।

রাম।—তাঁকে শীঘ্র ল'য়ে এস

[কঞ্চুকীর প্রস্থান।

রাম।—প্রিয়ে! মহর্ষি অষ্টাবক্রের নিকট মাতৃগণের এবং মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞের সমাচার পাব

অষ্টাবক্রের প্রবেশ

রাম।—আসুন আসুন আসতে আজ্ঞা হক্ দাসের প্রণাম গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন (প্রণাম)

অষ্টাবক্র —সমুদ্র-জলের আধার এক সমুদ্র ভিন্ন আর কি হ'তে পারে ?—তোমার প্রণাম তুমিই গ্রহণ কর দাশরথী রামরূপে প্রণাম ক'রছ, আবার আত্মারাম রূপে গ্রহণ কর তোমাদের এ অনন্ত লীলা—অনন্ত চাতুর্য্য আমরা ক্ষুদ্রমতি হ'য়ে যদি বুঝতেই পারব তবে আর চিন্তা কি। কিন্তু রাম প্রণত জনকে আশী-র্ব্বাক্য প্রয়োগ না করলে দুরদৃষ্ট জন্মে, সুতরাং আশীর্ব্বাদ করাই কর্ত্তব্য তা রাম। তোমাকে আর অন্য কল্যাণ বাক্য কি ব'লব ? তবে এই আশীর্ব্বাদ করি—

গীত

তারে কূলে তুলে দিও হে রাম নিরাপদে
যদি পাতকী অকূলে কাঁদে,
যেন মর্ম্মে পরশে সে মর্ম্ম বেদন্,
ওহে ব্রহ্মময় এই ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে
করিলে প্রণাম মোরে হয়ে দাশরথী রাম,
গ্রহণ করহে পুনঃ, হৃদে হয়ে আত্মারাম,
ত্রিলোক প্রণাম্য তুমি, কে লবে তব প্রণাম,
(আজ) তোমার প্রণাম রাম সঁপিলাম তব পদে

রাম —দেব। রঘুবংশীয়গণ আপনাদের চির আজ্ঞাবহ দাস, এক্ষণে দাসের নিকট কিজন্য আগমন হয়েছে অনুমতি করুন

সীতা —দেব। আপনারা রঘুকুলের গুরু কেবল রঘু কুলের কেন, জগতের পূজনীয় আপনাদের কৃপা দৃষ্টি হ'লে আর জীবের দুরদৃষ্ট থাকে না। চিরদিন বনকষ্ট সহ্য করে অযোধ্যায় এসে আপনাদের পদ পূজা ক'রতে পেয়েছি! আশীর্ব্বাদ করুন আর যেন কোনও অনিষ্ট না ঘটে—।

অষ্টাবক্র —মা। তোদের যে কিসে ইষ্ট, কিসে অনিষ্ট, কিসে সুখ, কিসে কষ্ট, আমিত তার কিছুই বুঝতে পারিনে, আমিত জানি তোরা যা করিস্ সকলই জগতের হিতব্রত সাধনের জন্য। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি যথাকালে বীরপুত্র প্রসবিনী হও। কিন্তু মা একটী কথা বলি, স্নেহ জলের ন্যায় নিম্ন গামিনী, সমতল ভুমিতে জল পতিত হ'লে, সে জল সম ভাবেই ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, কিন্তু নিম্ন ভুমি প্রাপ্ত হলে আর সমভাবে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত না হ'য়ে নিম্ন স্থানকেই পূর্ণ ক'রে থাকে, অন্যস্থান শুষ্ক হয়ে শতধা বিদীর্ণ হ'লেও সে দিকে গমন করে না। তেমনি মা। যতদিন পুত্রবতী না হ'য়েছ, ততদিন তোমার স্নেহ সলিল এ জগৎ-সমভুমিতে সম ভাবেই ব্যাপ্ত আছে, কিন্তু পুত্রবতী হলে আর সে স্নেহবারি সকল ভুমিতে ব্যাপ্ত না হ'য়ে সেই অপত্য স্থানরূপ নিম্ন ভুমির দিকেই ধাবিত হয়ে সেই স্থানকেই পূর্ণ করবে। তখন তোর কৃপাবারি অভাবে হৃদয় ক্ষেত্র শতধা বিদীর্ণ হ'লেও পাছে কৃপাবিন্দু দানে কাতরা হ'ও, সেই ভয়ে বলি মা। কালে রঘুকুলের উপযুক্ত বীরপুত্র প্রসবিনী হও, কিন্তু এ দীন সন্তানগণকে যেন বিস্মরণ হও না। আমি শুনেছি সক্ষম পুত্র অপেক্ষা অক্ষম পুত্রের প্রতিই মাতৃস্নেহ অধিক হ'য়ে থাকে, সেই ভরসাতেই বল্‌ছি, দেখ যেন এই কদাকার বিকলাঙ্গ অক্ষম পুত্রকে কৃপাপাঙ্গ দানে কাতরা হও না।—

রাম —তাপসশ্রেষ্ঠ। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি আর্য্য ঋষ্যশৃঙ্গ, আর্য্যা শান্তা প্রভৃতি সকলে কুশলে আছেন ত? আমাদের মাতৃগণের ত সর্ব্বাঙ্গিন মঙ্গল, আরব্ধ যজ্ঞের ত কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই?

অষ্টা।—হাঁ, উপস্থিত সমস্তই মঙ্গল। রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্র যে রাজ্যের প্রতিপালক সে রাজ্যের যাজ্ঞিক গণের যজ্ঞ

কার্য্য যে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে তাতে আর সন্দেহ কি ? সম্প্রতি ভগবতী অরুন্ধতী এবং অন্যান্য মুনিপত্নিগণ, তোমার প্রতি এই অনুমতি ক'রেছেন যে, সীতা সতী গর্ভবতী অবস্থায় যে কিছু অভিলাস প্রকাশ করবেন, তা যেন তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করা হয়। আর ভগবান বশিষ্ঠদেব এই কথা ব'লেছেন যে, "বৎস রামচন্দ্র আমরা জামাতার যজ্ঞকার্য্যে নিতান্ত বিব্রত হয়ে পড়েছি, তুমি বালক, এবং অল্প দিন মাত্র রাজ্যভার গ্রহণ করেছ, অতএব প্রাণপণে প্রজা পালন এবং সর্ব্বদা তাদের সন্তোষ সাধনে নিযুক্ত থাকবে "

রাম —ভগবান বশিষ্ঠের আদেশ আমার শিরধার্য, পিতৃরাজ্য পালনার্থে আর প্রজারঞ্জনের জন্য যদি আমাকে প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'রতে হয়, এমন কি যদি প্রজাপুঞ্জের সন্তোষবিধানের জন্য পতিপরায়ণা সীতাকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'রতে হয়, রাম তাতেও কুণ্ঠিত হবে না, সে জন্য কোন চিন্তা নাই

অষ্টা —তবে এক্ষণে আমি বিদায় হ'লেম, যজ্ঞ সমাপনান্তেই তোমার মাতৃগণের সহিত মহর্ষি বশিষ্ঠদেব অযোধ্যায় আগমন ক'রবেন , তোমার মাতৃগণ বিশেষরূপে ব'লে দিয়েছেন বধূমাতা সন্তান সম্ভাবিতা ব'লেই তাঁকে যজ্ঞদর্শনে আনা হয় নাই, এবং রামচন্দ্রকেও সর্ব্বদা তাঁর চিত্তবিনোদন জন্য রেখে আসা হ'য়েছে সে জন্য সর্ব্বদাই চিন্তিত আছি, যজ্ঞ সাঙ্গ হ'লে সত্বরেই অযোধ্যায় গমন ক'রব, ফলকথা, গর্ভবতী বধূমাতা যখন যে সাধ ক'রবেন তা যেন অপূর্ণ না থাকে

রাম —গুরুজনের আজ্ঞা শিরধার্য্য সাধ্যমত তাঁদের আজ্ঞা পালনে বাধ্য থাকলাম

অষ্ট —তবে রামচন্দ্র আমি বিদায় হই

রাম —আপনার পুণ্যাশ্রমবাসী, অন্যত্রে আপনাদের কষ্ট

সম্ভব তবে রঘুবংশীয়গণ নাকি সর্ব্বদাই আপনাদের পদরজা-কাঙ্ক্ষী মধ্যে মধ্যে এসে পদরজ প্রদানে কৃতার্থ ক'র্‌বেন একক্ষণে প্রণাম হই (উভয়ের প্রণাম)

[অষ্টাবক্রের প্রস্থান

চিত্রপট হস্তে লক্ষণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ —আর্য্য সেই চিত্রকর আমাদের আদেশ মত চিত্র-পট প্রস্তুত ক'রে ল'য়ে এসেছে।

রাম —ভ্রাতঃ, সীতা চিত্তবিনোদনের জন্যই তোমার চিত্র-পট প্রস্তুতে অনুমতি দেওয়া কি উপায়ে যে সীতার মনোক্লেশ নিবারণ ক'রবে সর্ব্বক্ষণের জন্য তুমি সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত। ভাল হ'য়ে আসতে বল কোন্ পর্য্যন্ত চিত্রিত হ'য়েছে ?

লক্ষণ —দেবীর অগ্নি পরীক্ষা পর্য্যন্ত।

সীতা —একি প্রিয় দর্শন চিত্রপট আনতে ব'লে এমন বিমর্ষভাবে অধোবদন হলেন কেন ?

রাম।—প্রিয়ে যার কাছে হৃদয়ের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত দেখাতে লজ্জা বা কষ্টবোধ হয় না, তার কাছেও লজ্জা পেতে হ'চ্ছে যিনি জন্ম পবিত্রা, অন্য বস্তুর দ্বারায় তাঁর পবিত্রতা পরীক্ষায় অগ্রসর হ'য়েছিলাম, তীর্থবারি বা অগ্নি কথনও যে অন্য বস্তুর দ্বারা শোধিত হ'তে পাবে না, সে কথা সে সময়ে ক্ষণকালের জন্যও হৃদয়ে স্থান পায় নাই

সীতা।—আর সে কথার আন্দোলন কেন,

লক্ষণ —(চিত্রপট বিস্তার করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) এই চিত্রপট দর্শন করুন এই সেই মিথিলা বৃত্তান্ত। যে সময় আর্য্য রামচন্দ্র দুর্জ্জয় হরধনু ভঙ্গ করেন, সেই সময়ের দেহ-ভঙ্গিটী কেমন চিত্রিত হ'য়েছে দেখুন।

সীতা।—এই বুঝি তোমাদের চারি ভ্রাতার প্রতিমূর্ত্তি ?

ইনিই বুঝি আমার পিতৃকুলের পুরোহিত গৌতম ? এই বিবাহ কালে আমার হস্ত ধারণ ক'রে নাথের হস্তের সহিত একত্র ক'রে দিচ্ছেন দেবর এ স্ত্রীমূর্ত্তিগুলি কা'র কার ?

লক্ষ্মণ —এইটী আপনার এইটী অর্য্যা মাণ্ডবীর, এইটী বধূ শ্রুতকীর্ত্তির, আর এই টে —

সীতা —লজ্জা কেন ?

লক্ষ্মণ ।—দেবি। দেখুন ? এই ভগবান পরশুরামের প্রতিমূর্ত্তি মিথিলা হ'তে প্রত্যাগমন কালে ইনিই আর্য্য রামচন্দ্র কর্ত্তৃক—

রাম ।—লক্ষ্মণ। চিত্রপটে দেখাবার উপযুক্ত স্থান ত অনেক আছে

লক্ষ্মণ ।—(স্বগতঃ) এই গুণেই রাম গুণসিন্ধু নাম ধারণ ক'রেছ জগতে অনেকানেক মহাত্মাই আত্মগুণ কীর্ত্তন শ্রবণে পরিতৃপ্ত হ'য়ে থাকেন, কিন্তু আর্য্য রামচন্দ্রের স্বভাব তার সম্পূর্ণ বিপরীত. পাছে হরধনুভঙ্গের পর,পরশুরামকে পরাস্ত ক'রেছেন এই আত্ম প্রশংসা শুন্‌তে হয়, সেই জন্য আমার কথায় বাধা দিয়ে চিত্রপটের অন্যস্থান দেখাতে ব'ল্‌ছেন এতদূর না হ'লে জগতের সকলে একবাক্য হয়ে রাম চরিত্রের পক্ষপাতী হবে কেন (প্রকাশ্যে) দেবি। দেখুন এই সেই মন্থরা, এই আমাদের বনযাত্রা, আর এই সেই জটাবন্ধন ব্যাপার. সূর্য্যবংশীয় রাজন্যগণ বৃদ্ধাবস্থায় উপযুক্ত পুত্রের করে রাজশ্রী অর্পণ পূর্ব্বক অরণ্যে যাত্রা ক'রে থাকেন, কিন্তু রঘু-কুল-তিলক আর্য্য রামচন্দ্র বাল্যাবস্থাতেই জটা বল্কলধারী হ'য়ে বনচারী হ'য়েছিলেন।

রাম —লক্ষ্মণ। পিতৃসত্য পালনের জন্য জটাবল্কল ধারণ, সে ত আমার কর্ত্তব্য ব্রত, কিন্তু তুমিও যে নবীন সন্ন্যাসী সেজে বনবাসী হ'য়েছিলে সে কোন্ কর্ত্তব্য ব্রত সাধনের জন্য,কার সত্য পালনের জন্য ভাই ?

লক্ষ্মণ —পিতৃসত্য-পালন যেমন রামের ব্রত, রামপদসেবার জন্য বনগমন কি লক্ষ্মণের তেমনি কর্ত্তব্য ব্রত নয়?

রাম।—এই গুণেই হতভাগ্য রাম তোদের কাছে চিরদিনের জন্য কেনা হ'য়েছে। শত শত বার দেহ ধারণ ক'রলেও,লক্ষ্মণরে তোর গুণের ধার শোধ ক'রতে পারব না

সীতা —এদিকে ইনি কে? বোধ হয় ইনি সেই নিষাদপতি গুহক, আহা। দেখুন কেমন মধুর ভাব কেমন আপনার পদপ্রান্তে পতিত হ,যে বন গমনে নিষেধ ক'রছেন।

লক্ষ্মণ —এদিকে দেখুন, এই সেই বিন্ধ্যাটবী প্রবেশের পথ, যে স্থানে বিরাধ নামে দুর্জ্জয় রাক্ষস আমাদের গমনে বাধা দিয়ে ছিল, আর এই সেই পঞ্চবটী এই সেই মায়ামৃগ রূপী মারীচ। এই দেখুন রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ ব্যাপার। আর ইনিই আমাদের পিতৃমিত্র পক্ষীরাজ জটায়ু, যিনি রাম কার্য্য সাধনের জন্য রাক্ষস হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করেছিলেন. এই সেই ঋষ্যমুখ পর্ব্বত। আর ঐ দেখুন আপনার প্রিয়পুত্র হনুমানের প্রতিমূর্ত্তি।

সীতা —দেবর এস্থানে এ চিত্রটী কি? আমাদের সহোপকারী পবন পুত্রের ন্যায় মূর্ত্তি, দুটী বানরে পরস্পর যুদ্ধ করছে আর আর্য্যপুত্রের ন্যায় নবজলধর শ্যামসুন্দর একটী বীরমূর্ত্তি ধনুর্ব্বান ধারন করে অন্তরালে দাঁড়য়ে আছেন, এগুলি কোন সময়ের ঘটনা?

লক্ষ্মণ।—দেবি ও স্থানটী তত সুন্দর নয়, এদিকে দেখুন হনুমান কর্ত্তৃক লঙ্কা দগ্ধ।

রাম।—(স্বগতঃ) ধন্য লক্ষ্মণ। আমি যে স্থানে অন্যায় ভাবে বানররাজ বালিকে বধ করে ছিলাম, বিদেহ নন্দিনী সেই স্থানটীর কথা জিজ্ঞাসা করছেন, কিন্তু সে স্থানের কথা আন্দোলনে পাছে আমি লজ্জিত হই, সেই ভয়ে লক্ষ্মণ সে স্থানের কথা উপেক্ষা করে

অন্য স্থান দেখিয়ে সীতাকে অন্য মনস্ক করবার উপক্রম করছে আহা ধন্য লক্ষ্মণ ধন্য তোমার বুদ্ধি কৌশল ।

সীতা ।—দেবর এস্থানটী কি? আমিত চিনতে পারলেম না

রাম —বিদেহ নন্দীনি । এস্থানটী কখনও দেখ নাই, ত কেমন করে চিনবে? এটী মাল্যবান পর্ব্বত । তোমাকে হারা হয়ে দুই ভাইয়ে এই বনে কেঁদে বেড়িয়েছি এসকল স্থান আর দেখে কাজ নাই, বরং এদিকে দেখ এই সেতু বন্ধন ব্যাপার । আর এই দেখ যুদ্ধ ক্ষেত্র ।

সীতা —ও স্থান গুলি কি? ওগুলিও বোধ হয় যুদ্ধ ক্ষেত্রের অন্য অংশ

রাম ।—জীবিত সর্ব্বস্বে । ও স্থানের কথা জিজ্ঞাসা ক'রনা, ওস্থানে যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তা স্মরণ করতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়

গীত ।

আসে চক্ষে জল ঐ দুঃখের স্থান নিরীক্ষণে
বিদরে প্রাণ মনে হলে এক্ষণে,
ঐ স্থলে, শক্তিশেলে, আমি হারাই প্রাণের লক্ষ্মণে
দেখ প্রিয়ে অপর ভাগে, এখনও অন্তরে জাগে
দংশেছে অগণ্য নাগে সমর অঙ্গনে,—
যুগল ভ্রাতায়, যে দিন হেথায় ছিলাম নাগপাশ বন্ধনে,
মনে হলে ইচ্ছা হয় প্রাণ ত্যজি বিষ ভক্ষণে

(রামের উরুদেশে মস্তক রাখিয়া সীতার শয়ন)

রাম —লক্ষ্মণ । অধিকক্ষণ চিত্রপট দর্শন জন্য পরিশ্রান্তা হয়ে কান্তা বুঝি নিদ্রিতা হলেন এখন আর নিদ্র ভঙ্গের প্রয়োজন নাই চিত্রপট দর্শন এই পর্য্যন্ত থাক, তুমি বহির্ব্বাটীতে চল ।

লক্ষ্মণ —যে আজ্ঞা—

রাম —একি! সীতা নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায় "নাথ রক্ষা করুন, নাথ রক্ষা করুন, ঐ সেই পাপিষ্ঠ রাবণ" অস্ফুটভাবে একথা বলে চমকিত হবার কারণ কি? বোধ হয় এইমাত্র চিত্রপট দৃষ্টে গত বিষয় মনে মনে আন্দোলন করাতে স্বপ্নাবস্থায় তাই দেখছেন আহা! পতি ব্রতা সরলা সতী রাবণ হৃতা হয়ে কত দুর্গতিই ভোগ করেছেন

(দুর্ম্মুখের প্রবেশ)

দুর্ম্মুখ —মহারাজ! অভিবাদন করি

রাম —কতদূর কি জানতে পেরেছ?

দুর্ম্মুখ।—কোশলবাসী প্রজাগণ সকলেই আপনার গুণগানে রত সকলেই বলে, গুণধাম রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসন গ্রহণ করাতে তাঁর সুশাসন গুণে আমরা স্বর্গগত মহারাজ দশরথের শোক বিস্মরণ হয়েছি

রাম —এত গেল প্রশংসার কথা, নিন্দাবাদ কিছু শুনেচ কি? অসঙ্কোচে প্রকাশ কর

দুর্ম্মুখ —(স্বগতঃ) আর যে রসনায় বাক্য নিঃস্বরণ হয় না. সীতা চরিত্রে প্রজা সাধারণের সন্দেহের কথা কেমন করে প্রকাশ করব! দুর্ম্মুখের মুখ হতে এবাক্য বজ্র পতিত হলেই অযোধ্যার সুখ-পর্ব্বত একবারে ভষ্ম হবে। হয়ত আজ অযোধ্যা রাম শূন্য হবে—নয় রঘুকুলের রাজলক্ষ্মীকে আজ জন্মের মত হারাতে হবে। হা হতভাগ্য দুর্ম্মুখ! পিতা মাতায় যে তোর দুর্ম্মুখ নাম রক্ষা করেছিল আজ সে নাম সার্থক কর্ আর চিন্তা করি কেন, আগে নিষাদের বৃত্তি অবলম্বন করে বিহঙ্গিনী বধের বেলায় বিষাদের ভাব কেন।

রাম —দুর্ম্মুখ নিরবে রইলে যে! যা শুনেছ অব্যাকুলচিত্তে

ব্যক্তকর। নতুবা ন্যায় ধর্ম্মের নিকট পতিত হবে। কারণ তুমি এই কার্য্যের জন্য ব্রতী আছ

দুর্ম্মুখ।—মহারাজ, রামরাজ্যে প্রজামাত্রেই সুখী। তবে—আপনার বনবাস কালে সীতা দেবী রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত হয়ে অনেকদিন পর্য্যন্ত দুর্জ্জয় রাবণ গৃহে বাস করেছেন, সেই জন্যই প্রজাগণ তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করে থাকে

রাম।—ওঃ কি ভীষণ বজ্রাঘাত. (ক্ষণকাল অবনত মস্তকে নিস্তব্ধ থাকিয়া) দুর্ম্মুখ। তুমি আপন কর্ত্তব্য কার্য্যই করেছ, তার জন্য দুঃখিত হওনা এক্ষণে বিদায় হতে পার

[দুর্ম্মুখের প্রস্থান

ওঃ পরগৃহ বাস স্ত্রীজাতির পক্ষে কি ভয়ঙ্কর। আমি পরীক্ষাদি বিবিধ উপায় দ্বারা সেই পরগৃহ বাসরূপ কলঙ্কের নিরাকরণ করলাম" তথাপি দুর্দ্দৈব বশতঃ সেই সীতা চরিত্রের কলঙ্ক সন্দেহ উন্মত্ত কুক্কুর বিষের ন্যায় আমার সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হল।, হায়, এখন কি কর্ত্তব্য অথবা আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনাই কি, প্রজা-রঞ্জনকেই যখন জীবনের প্রধান ব্রতরূপে গ্রহণ করেছি, সূর্য্য-বংশীয়গণের সনাতন ধর্ম্ম বলে জেনেছি, রাজ্যভার গ্রহণকালে যখন প্রজারঞ্জনপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করব ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছি এইমাত্রেই যখন মহর্ষি অষ্টাবক্রের নিকট কুলগুরু বশিষ্ট দেবের আদেশ শিরধার্য্য ব'লে স্বীকার করেছি। তখন আর অন্য বিবেচনা কি। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে কি অকলঙ্ক সূর্য্যকুলে কলঙ্কার্পণ করব! যিনি আমার বিমাতা কৈকেয়ীর নিকট প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হয়ে আমাকে বনবাস দিয়ে পুত্রশোকে প্রাণ পরিত্যাগ করে-ছিলেন, তথাপী প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করেন নাই। আমি সেই পিতার পুত্র হয়ে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করব রামের জীবন সত্তে তা হবেনা, সীতা নির্ব্বাসনই এখন শেষ সিদ্ধান্ত হা। আমি কি

চণ্ডাল মাংস বিক্রেতা যেমন গৃহ পালিতা বিহঙ্গিনীকেও বধ করতে কাতর হয়ন, আমিও তেমনি হৃদয় পিঞ্জরের পালিতা বিহঙ্গিনীকে ছলনা ক্রমে জন্মের মত অরণ্য পাথারে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়েছি হ! আমি কি অস্পৃশ্য চণ্ডালাধম। আর আমি প্রিয়াকে স্পর্শ কর্‌বার যোগ্য নই! আর চিরবিশুদ্ধা সতীর দেহ স্পর্শ ক'রে কলঙ্কিত কর্‌বনা, (উরুদেশ হইতে সীতার মস্তক ভূমিতে রক্ষা করিয়া কর ধারণপূর্ব্বক) প্রিয়তমে যজ্ঞভূমি-সম্ভূতে। চির বনবাস সহচরি আজ চিরজীবনের মত—এজন্মের মত হতভাগ্য রামকে পরিত্যাগ কর। আজ নৃশংস রাম তোমাকে চিরবিষাদ সিন্ধুতে বিসর্জ্জন দিবার জন্য নিশাদ বৃত্তি অবলম্বন করেছে। আর এ চণ্ডালকে স্পর্শ ক'র না হা সতি! হা রামময় জীবিতে অশুভক্ষণে তুমি চন্দনতরুভ্রমে বিষবৃক্ষকে আশ্রয় করেছিলে। এতদিন রত্নহারভ্রমে যে কালসর্পকে কণ্ঠে ধারণ করেছিলে আজ তোমায় সেই কণ্ঠস্থিত কাল ভুজঙ্গ নিদ্রিতাবস্থায় তোমার মস্তকে দংশন কর্‌তে উদ্যত হয়েছে। হা মাত অরুন্ধতি হা দেব বশিষ্ঠ হা ভগবান বিশ্বামিত্র! হা তাতঃ জনক! হা মাত কৌশল্যা। হা পরমোপকারী লঙ্কাপতি মিত্র বিভীষণ। হা সখে সুগ্রীব প্রাণাধিক পবন-কুমার। একবার এসে দেখ! আজ দুরাত্মা রাম তোমাদের কি সর্ব্বনাশ কর্‌তে উদ্যত হয়েছে। হা জীবনদোসর লক্ষ্মণ! তুমি যে সীতার জন্য পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসর অনশনে অনিদ্রায় অতিকষ্টে অতিবাহিত করেছ, যার জন্য—যে জানকীর উদ্ধার জন্য রাবণ নিক্ষিপ্ত শক্তিশেল বক্ষে ধারণ করেছ, আজ চণ্ডালাধম রাম, সেই রঘুকুলের কুল-লক্ষ্মীকে জন্মেরমত বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হ'য়েছে। হা আদিদেব আদিত্য! তুমিই রঘুবংশের পিতা, তুমিই এ চিরপবিত্র বংশের আদি পুরুষ, তোমার এমন পবিত্র

কুলের কুল পাংশুল রামের এ চণ্ডালাধম আচরণ আর কতক্ষণ দর্শন করবে। আর এ কুলপাংশুলকে তোমার পবিত্র কুল কলঙ্কিত করতে ধরাধামে রেখনা, এখনি—এই মুহূর্ত্তে ভস্ম কর, কিম্বা দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর। আমাকে বনবাসে পাঠিয়ে আমার পিতা যেমন প্রাণত্যাগ করেছেন, তেমনি সীতা নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন, এ সতী-পত্নী-ঘাতী রামের পাপ দেহের পতন হয়।

[চক্ষুতে অঞ্চল দিয়া প্রস্থান

সীতা।—(নিদ্রা ভঙ্গান্তে চক্ষু মার্জ্জন পূর্ব্বক) ভাল কাজ করি নাই, চিত্রপট দেখতে দেখতে তোমার উরুদেশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেম। ছি ছি। বড় অন্যায় কর্ম্ম করেছি না আর ঘুমাব না তোমার কষ্ট হবে, (উত্থান পূর্ব্বক) কৈ? নাথ আমাকে একাকিনী রেখে চলে গিয়েছেন, এমন কেন হলো। আবার কি কোন অপরাধ করেছি, দেখি কোথায় গেলেন, ঐ যে আসছেন, একটু রাগ করে থাকব মনে কল্লেম তাও বুঝি পারলেম না

(রামচন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ।)

রাম—জানকি। তোমাকে একটা কথা বলতে এলেম (অধোবদনে দণ্ডায়মান)

সীতা—কেন নাথ। অকস্মাৎ এমন ধারা অধোবদন হ'য়ে রইলে? আমি কি কোন মন কষ্টের কত কথা বলেছি।

রাম।—রাম-হৃদয় বিনোদিনি! যে কথায় রামের হৃদয়ে বেদনা বোধ হবে সে কথাত তুমি কখন শেখ নাই।

সীতা—তবে অমন ধারা অধোবদন হলেন কেন?

রাম—তুমি যে এইমাত্র বলছিলে যে, মনে ক'রেছিলাম রাগ ক'রে থাকব, কিন্তু থাকতে পাল্যেম না, জানকি। সহসা তোমার অভিমানের কারণ কিছুই স্মরণ করতে পারছিনে। তাই সেই বিষয়ই চিন্তা করছি।

সীতা।— মনে ক'রে দেব ? চিত্রপট দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমি নিদ্রিতা হ'লে কি অবস্থায় আমায় রেখে গিয়েছিলে বল দেখি ?

রাম।—হুঁ, তোমাকে সে অবস্থায় একাকিনী রেখে যাওয়া অন্যায় হ'য়েছে, অবশ্য সেজন্য অভিমান ক'র্‌তে পার, কিন্তু জানকি ! তুমি নিদ্রিতা হলে, আমি অনেকক্ষণ ধরে অনেক বিষয় চিন্তা করলাম ; আমার জীবনের কার্য্য পরম্পরা পর্য্যায়-ক্রমে আলোচনা ক'রে দেখ্‌লেম যে, আমি তোমার ন্যায় পতি পরায়ণা ধর্ম্ম-নিরতা সতীর নিতান্তই অযোগ্য পতি কণ্টক তরু কখন কল্প লতার আশ্রয় যোগ্য হ'তে পারে না।

সীতা।—কেন কেন নাথ তুমি সীতার পক্ষে অযোগ্য পতি কিসে ? আমি কত জন্ম সাধনা ক'রে তোমার ন্যায় গুণের আধার পতি লাভ ক'রেছি। তুমি আমার আরাধ্য ধন, ইহলোকের আশ্রয়—পরলোকের পরম দেবতা। বাঞ্ছা ফলদাতা রাম যদি "কণ্টকতরু" তবে কল্পতরু কে ? আমি বাঞ্ছা কল্পতরু রাম-পদমূলে আশ্রয় পেয়েছি প্রার্থনা করি জন্ম জন্ম যেন এই তরুর ছায়াতেই স্থান পাই জগদাভিরাম রাম যার পতি, তার মত ভাগ্যবতী আর কে আছে ? দৈব চক্রে যা ঘটেছে তা স্মরণ ক'রে আর মনকে ব্যাকুলিত ক'র্‌বেন না ; এখন জিজ্ঞাসা করি আমার কাছে যে কথাটি প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলেন, মনে আছে কি ?

রাম —জানকি চিত্তের চঞ্চলতা প্রযুক্ত আমার স্মরণ পথে কিছুই নাই, কেবল ভবিষ্যতের অন্ধকারগর্ত্ত হ'তে আমার ভাগ লিপির একটা বিকট ছায়া মাত্র চক্ষের উপর নিয়তই নৃত্য করছে সুতরাং কোন কথাই স্মরণ পথে আস্‌ছে না ; কি কথা. জানকি

সীতা।—সহসা তোমার মন এমন অসুস্থ হলো কেন আগে মনকে সুস্থ কর তার পর বল্‌ব

রাম।—আর সুস্থ! শিরে সর্প দংশন করলে আর আবার জীবনের আশা! কি বাসনা বল জানকি?

সীতা।—সেই তপোবন—সেই মুনিপত্নী দর্শনে যাবার কথা। আপনি সঙ্গে যাবেন ত?

রাম।—হাঁ প্রিয়ে স্মরণ হলো তা সেজন্য চিন্তা কি? সত্বরেই সে সাধ পূর্ণ হবে, তুমি মুনিপত্নীগণকে বিতরণের জন্য যে সমস্ত বস্ত্রালঙ্কার রেখেছ, সেগুলি এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ কর, কল্যই তোমাকে তপোবন দর্শনে প্রেরণ ক'রব। এখন তুমি অন্তঃপুর মধ্যে যাও।

[সীতার প্রস্থান

সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

সুমন্ত্র।—মহারাজ, আপনার চির প্রতিপালিত সুমন্ত্রের অভিবাদন গ্রহণ করুণ।

রাম।—আর্য্য সুমন্ত্র আপনি আমার পিতার মন্ত্রী, রঘুকুলের চিরহিতাকাঙ্ক্ষী মিত্র, আপনি আমার পিতৃ কল্প, দেব বশিষ্ঠের ন্যায় উপদেষ্টা; আপনি শৈশবাবধি আমাকে রামচন্দ্র বলে সম্বোধন করেছেন, আজ আবার নূতন করে মহারাজ সম্বোধন কেন। আপনি আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় রামচন্দ্র বা রামভদ্র বলেই সম্বোধন করবেন।

সুমন্ত্র।—(স্বগতঃ) আহা ধন্যরাম এই গুণেই তুমি জগৎকে বাধ্য করেছ। আজ আমার জীবন ধন্য—দেহ ধারণ ধন্য। এত দিনে আমার রঘুকুলের দাসত্বকে চরিতার্থ জ্ঞান করলাম।

লক্ষ্মণ।—আর্য্য আপনার দাস লক্ষ্মণ আপনাকে প্রণাম করছে।

রাম।—প্রাণাধিক সৌমিত্রি তোমার সর্ব্বাঙ্গিন কুশলত? আর কোনরূপ মানসিক বা দৈহিক কষ্ট নাইত?

লক্ষ্মণ —যে দিন পাপিষ্ঠ রাবণ বংশ ধ্বংশ করে, রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েছেন, যে দিন চির আশা-লতার ফল স্বরূপ রাম সীতার মস্তকে রাজছত্র ধারণ করে যুগলরূপের পদপূজা করতে পেয়েছি, সেই দিনেই লক্ষ্মণের সকল দুঃখের শান্তি হয়েছে

সুমন্ত্র —রামচন্দ্র। সম্প্রতি দুর্ম্মুখের মুখে শুনলেম যুবরাজ লক্ষ্মণকে আর এই অনুগত দাসকে নাকি কি জন্য আহ্বান করেছেন ?

রাম।—আর্য্য সুমন্ত্র

সুমন্ত্র —রাম চন্দ্র "সুমন্ত্র" এই পর্য্যন্ত বলেই যে অধোবদন হলেন ?

রাম —তুমি কি বিষ বৈদ্যগণের নিকট শোন নাই, যে সর্প উন্নতমস্তকে দংশন করে, তার বিষবির্য্য সামান্য মন্ত্র ঔষধিতেই বিনষ্ট হয়ে থাকে, আর সে বিষের চিকিৎসাও বিষ বৈদ্যের অসাধ্য হয় না, কিন্তু যে সর্প বক্রমুখে—নত মস্তকে দংশন করে,তার বিষে আর নিস্তার নাই। এ রামরূপ কালসর্পও আজ অযোধ্যাবাসী-গণকে সাংঘাতিকরূপে দংশন করবার জন্যই নত মস্তক হয়েছে। সুমন্ত্র অপরকে সুখী করা কষ্টসাধ্য, কিন্তু দুঃখের ভাগী করতে সকলেই সক্ষম দুর্ভাগ্য জনের সংসর্গও সংক্রামক। কর্ম্ম-নাশার অপবিত্র শ্রোতে মিলিত হলে, পুণ্য তোয়া ভাগীরথী শ্রোতও যে অপবিত্রা হয়ে থাকে; রাম সম্মিলিতা সীতাই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সুদ্ধ সীতা কেন? মাতৃগণ, ভ্রাতৃগণ, স্বজন মিত্র পুরবাসী দাস দাসী এমন কি পুণ্যাশ্রমবাসী বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের পর্য্যন্ত ভাগ্য-শ্রোত এই হতভাগ্য রামের কর্ম্মফল রূপ কর্ম্ম নাশার সঙ্গে মিলিত হয়ে অপার দুঃখের সাগরে পতিত হচ্চে। সুমন্ত্র বড় অশুভক্ষণেই প্রজা রঞ্জন ব্রতে দীক্ষিত

হয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করেছিলাম। মনে করেছিলাম, আত্ম নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করে পিতৃরাজ্যের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করব। এমন ধরা যে কলুষিত চরিত্রা বলে রাজলক্ষ্মীকে বিসর্জ্জন দিতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবি নাই

সুমন্ত্র।—রামচন্দ্র! তুমি সূর্য্যবংশের সুসন্তান। রাজনীতি ধর্ম্মনীতি যাঁর সর্ব্বদা আলোচ্য, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ যাঁর উপদেষ্টা তাঁকে উপদেশ দেওয়া আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে বাহুল্যমাত্র। সীতা দেবী রাবণ-হৃতা হয়ে অনেক দিন রাক্ষস গৃহে বাস করেছেন বলে, অযোধ্যার প্রজাগণ সীতা চরিত্রে সন্দেহ বশতঃ আপত্তি উত্থাপন করেছে; সেই লোকাপবাদ ভয়ে তুমিও পতি পরায়ণা সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছ। এই কি জগদাভিরাম রামের কর্ত্তব্য কার্য্য। এই কি রামের সেই সর্ব্ব-ব্যাপিনী বিচার শক্তির পরিচয়। অলীক লোকাপবাদ ভয়ে কুল-লক্ষ্মী সীতাকে অকারণে পরিত্যাগ করলে, এ আনন্দের আধার অযোধ্যার অচলা রাজলক্ষ্মীও সেই সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করবেন। সেইজন্য মিনতির সহিত প্রার্থনা করছি, সাধে সাধে সাধের প্রতিমা বিষাদের সাগরে বিসর্জ্জন দিয়ে আনন্দের ধাম অন্ধকার করোনা।

গীত।

রাম ত্যজ এ বাসনা সম্প্রতি
কেন সন্দেহ, হৃদে স্থান দেহ,
জানি বিদেহ কন্যা সীতা সাধ্বী সতী।
তিনি ত্রিজগৎ প্রশংসিতা, অপাপ পরশিতা,
ধন্যা গণ্যা ত্রিলোক মান্যা সীতা——
সেই স্বর্ণ স্বর্ণ লতারে, কেমনে অকাতরে,
বন-পাথারে ভাসাবে রঘুপতি

রাম।—সুমন্ত্র। তুমি অতি বহুদর্শী, সূর্য্যকুলের পুরাতন মন্ত্রী, যদিও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কুলগুরু বশিষ্ঠদেব উপস্থিত নাই, তথাপি এ হৃদয়ের সম্পূর্ণ সাহস আছে যে, সুমন্ত্র সঙ্গে সুমন্ত্রণা লাভে বঞ্চিত হবনা। আমি এই দুর্ব্বহ রাজ্যভার গ্রহণ করেছি মাত্র; কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে সমদৃষ্টি রেখে, ধর্ম্মানুসারে রাজকার্য্য পরিচালনের ভার আপনাদের উপরেই নিহিত। অর্ণব যান আরোহীগণকে বুকে ক'রে বহন করে বটে, কিন্তু উপযুক্ত কর্ণধারের সাহায্য ভিন্ন অকূলে কূল প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাক বরং প্রতিকূল স্রোতে পতিত হয়ে নিমগ্ন হবারই সম্ভব। এবিপদ তরঙ্গে কর্ণধার হ'তে তোমরা ভিন্ন আর কেউ নাই? সেই জন্যই আহ্বান করেছি তুমি জান সীতা অপাপ স্পর্শীতা, সীতা নির্ম্মল চরিত্রা, পবিত্রা সতী-কুলের শীর্ষ স্থানীয় আমিও ত জানি, অগ্নিপরীক্ষাকালে তার প্রত্যক্ষ পরীক্ষাও পেয়েছি। কিন্তু জনপদবাসী প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ে যে সন্দেহাঙ্কুর বদ্ধমূল হয়েছে, তার উৎপাটনের উপায় কি? রাজ্যভার গ্রহণ কালে প্রজারঞ্জন পূর্ব্বক রাজ্যপালন ক'রব ব'লে সত্য বদ্ধ হয়েছি, এবং সত্য রক্ষাই সূর্য্য বংশের সনাতন ধর্ম্ম জেনে, রাজ্যভার গ্রহণ কালেই আমি সেই কুলধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছি, স্বর্গগত পিতৃদেব সত্যধর্ম্ম রক্ষার জন্য আমাকে বনবাস দিয়ে পুত্রশোকে প্রাণ পরিত্যাগ করেছেন, তথাপি সত্যপথ পরিত্যাগ করেন নাই; আমি সেই সত্যপরায়ণ পিতার পুত্র হয়ে, সত্যভঙ্গ পাপে পবিত্র সূর্য্যকুলে কলঙ্কার্পণ ক'রব। সীতা পরিত্যাগে পরাঙ্মুখ হয়ে প্রকৃতি বর্গেরনিকট অসতী-গামী স্ত্রৈণ ব'লেপরিচিত হব। সুমন্ত্র। সীতা শোকে যদি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হয় সেও কর্ত্তব্য। তথাপি সীতা গৃহে রেখে স্ত্রৈনতাপবাদের সহিত সত্য ভঙ্গ জন্য মহাপাপের ভার কখনই বহন ক'র্‌তে পারবনা। জানি, সীতা বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করে, হৃদয়

মন্দিরের চিরপ্রতিষ্ঠিত অমল স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জ্জন দিলে, শূন্য মন্দির শীঘ্রই ভগ্ন হবে, সীতা নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গেই রামজীবনের অবসান হবে। কিন্তু সুমন্ত্র লোকাপবাদ জন্য ঘোর কলঙ্কভার বহন অপেক্ষা, সে মৃত্যুও রামের পক্ষে শতগুণে মঙ্গলজনক। এক্ষণে সীতাকে নির্ব্বাসিত করাই আমার শেষ সিদ্ধান্ত। তোমরা রথ প্রস্তুত করে সত্বরে সীতাকে তপোবন দর্শায়নচ্ছলে বাল্মীকীর তপোবনে পরিত্যাগ করে এস,এসম্বন্ধে সদাসদ্‌বিচার বা মতামত প্রকাশের প্রয়োজন নাই। শীঘ্র রথ প্রস্তুতে অনুমতি দাও।

সুমন্ত্র।—রাজ আজ্ঞা শিরধার্য্য। যখন অবিচার্য্যরূপে রাজ-আজ্ঞা প্রতিপালনই ভৃত্যের নিত্য কর্ত্তব্য, তখন সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ নিতান্তই অবৈধ। কিন্তু রামচন্দ্র। প্রবল চিত্তবেগ সম্বরণে সক্ষম না হওয়াতে আরও কিছু বল্‌তে বাসনা হ'চ্ছে, ক্ষমা কর্‌বেন। এক্ষণে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। প্রজা-রঞ্জন আর সত্য পালন, এই দুইটিই সূর্য্যবংশের সনাতন ধর্ম্ম, আর গুরু আজ্ঞা প্রতিপালন কি, কর্ত্তব্য ব্রত মধ্যে পরিগণিত নয়। প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনের জন্য গর্ব্ভবতী পতিপরায়ণ বনিতাকে বনবাসিনী ক'রে—সেই জঠরবাসী অপাপস্পর্শী জীবের সহিত পতিরতা পত্নীর প্রাণ বিনাশ করাই কি সুনির্ম্মল সূর্য্যকুলের সনাতন ধর্ম্ম? এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই মহর্ষি অষ্টাবক্রের নিকট, কৌশল্যাদি মাতৃগণের—অরুন্ধতী প্রভৃতি ঋষি পত্নীগণের এবং বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের আজ্ঞা প্রাণপণে প্রতিপালন কর্‌ব ব'লে প্রতিশ্রুত হ'য়েছ, সাধ্যমতে সীতার মনোরঞ্জনে—আর যখন যে সাধ ক'রবেন সেই সাধ পূরণে অঙ্গিকার ক'রেছ,সে ঋষি বাক্য—সেই মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন কর্‌লে কি রাম-চরিত্র কলুষিত হবে না? বিশেষতঃ জাম তৃ যজ্ঞ দর্শনে গমন কালে, দেবী কৌশল্যা তোমাকে বারম্বার বলে গিয়েছেন, যে কুলবধূ সীতার প্রতি যেন সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকে, গর্ব্ভাবস্থায়

শোক,দুঃখ,দুঃশ্চিন্তা যেন কোনরূপে অন্তরে স্থান না পায়, সীতা-চিত্ত বিনোদনের পক্ষে যেন বিশেষরূপে লক্ষ্য থাকে, সে সকল গুরুবাক্যের মর্য্যাদা কি এইরূপে রক্ষা করা হলো। কঠোর অরণ্য-বাস কষ্টে যদি গর্ব্ভবতী সতীর কোনো সর্ব্বনাশ ঘটে—যদি সেই নির্দ্দোষ জড়াবয়ুনী জীবের কোন অনিষ্ট পাত হয়,তা'হ'লে "রাম-নামে পাপস্পর্শ করবে কি না জানিনা, কিন্তু রাম হ'তে রঘুকুলের এ কলঙ্ককীর্ত্তি চিরদিন অক্ষয় থাক্‌বে। সেইজন্য বিনয় সহকারে বল্‌ছি, সদাসত বিবেচনা পূর্ব্বক যে কর্ত্তব্য হয় অনুমতি কর্‌লেই কৃতার্থ হই।

রাম।—সুমন্ত্র। সকলই জানি—সবই বুঝি। নিরপরাধিনী সীতাকে অরণ্য বাসিনী কর লে,সেই কঠোর কানন-বাস-কষ্টে যে, সতীর সর্ব্বনাশ হবে আমাকেও যে জগতে পত্নীপুত্রঘাতী নাম গ্রহণ ক'র্‌তে হবে তাও বুঝি, সমস্তই বুঝি, তথাপি সত্যপালন—প্রজারঞ্জনই রাম জীবনের প্রধান ব্রত সুতরাং আর কোন প্রতিবাদ উত্থাপন না ক'রে অবিচার্য্যরূপে আমার প্রিয় কার্য্য সাধন কর।

সুমন্ত্র।—(স্বগত) যতই প্রতিবাদ করি, রামের চিত্তবেগ আর পরিবর্ত্তিত হবে না। তা হ'লে যে, বক্ষ-বাক্য ব্যর্থ হবে। (প্রকাশ্যে) রামচন্দ্র। সীতাদেবীকে নির্ব্বাসিতা করাই যদি স্থির হ'লো, তবে অশ্বের প্রতি রথ প্রস্তুতে অনুমতি প্রদান কর। এ বৃদ্ধ অবস্থায় আর গুরু ভার বহনে সুমন্ত্রের সাধ্য নাই চির জীবন তোমার পিতার রথে স রথিত্ব ক'রেছি, কত মহাযুদ্ধে জীবনের প্রতি লক্ষ্য না ক'রে, লক্ষ লক্ষ বিপক্ষ সেনার লক্ষ্য অস্ত্র বক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক ধারণ ক'রেছি। অলক্ষ্য ভাবে রথ চালনা ক'রে অন্যের লক্ষ্য ভ্রষ্ট ক'রেছি, কিন্তু বার্দ্ধক্যবশতঃ জরার আক্রমণে আর সে সাধ্য নাই। মনে ক'রেছিলেম যৌবনে মহারাজ দশরথের

রথে সারথি হ'য়ে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছি, আবার বার্দ্ধক্যে যখন সারথিত্বে অসমর্থ হব, অথচ এ দেহ রথও জীর্ণ হবে, তখন এ সারথিত্ব পরিত্যাগ ক'রে ঐ সারতীর্থ রামপদাশ্রয়ে পতিত থেকে জীবনের শেষভাগ অতিব হিত কর্‌ব, আর শেষের সেই ভীষণ শমন সংগ্রামের দিন উপস্থিত হ'লে, এই ষড়অশ্ব যে জিত দেহ রথে ঐ দাশরথিকে সারথি করে রামনাম অমোঘ শর ধারণ পুরঃসর শমন সমরে অগ্রসর হব তাই বলি, এ বৃদ্ধ কালে আর কোন গুরুভার অর্পণ না করে, ভার হস্বং পুরঃসরঃ এ কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্মভার হ'তে অবসর প্রদান কর

গীত।

বার্দ্ধক্যে দুর্ব্বল অসার অতি সারথি,
দিওনা রাম এ গুরুভার, তব ভারতী ভাব অতি।
করিতে আর সারথিত্ব, সাধ্য নাই এ সারথির ত,
সার এখন ঐ সারতীর্থ রামপদ অগতির গতি।
রথী হ'য়ে মম রথে, জিনেছ কত দৈরথে,
অন্তে যেন দেহরথে হয়ো দাসরথি রথী

রাম —(স্বগতঃ) হ রামের ন্যায় এমন নিষ্ঠুর চণ্ডাল জগতে আর কে আছে যে, অকাতরে সেই সরলাবালা সীতাকে নির্ব্বাসিতা কর্‌তে সম্মত হবে? (প্রকাশ্যে) ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ। তুমিত এসে পর্য্যন্তই চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়িয়ে আছ, কোন কথাই যে শুনতে পাচ্ছিনে

লক্ষ্মণ —লক্ষ্মণ আবার চিত্র পুত্তলিকা নয় কবে? লক্ষ্মণ যদি চিত্র পুত্তলিই না হবে, তা হ'লে যে মুহূর্ত্তে সীতা নির্ব্বাসনের কথা কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে, সেই মুহূর্ত্তেই তার পাপদেহ ভস্মে পরিণত হ'তো রামের ক্রীড়ার পুতুল হয়ে এসেছি—একা আমি

কেন, এ জগৎ সংসারই ত যেন ক্রীড়ার পুতুল। এ ক্রীড়ার পুতুল নিয়ে কখন কাঁদাচ্ছ—কখন হাসাচ্ছ, কখন রাজা করছ—কখন পথের ভিখারী সাজাচ্ছ। কর রাম! তোমার মনে যা আছে তাই কর, এ দেহ যখন চিরদিনের মত রাম পদে বিক্রয় ক'রেছি, রাম দাসত্বই যখন জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য ব্রত ব'লে এ মহাব্রতে দীক্ষিত হ'য়েছি, তখন এ ক্রীড়ার পুতুলকে নিয়ে যে ইচ্ছা খেল্‌তে পার। এ পুতুল ভাঙ্গতেও তুমি, গড়তেও তুমি। আমি পিতা জানি নাই—মাতা জানি নাই; বন্ধু—ভ্রাতা—স্বজন—সম্পদ সব পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র রামপদই ইহ পরলোকের সম্বল ব'লে জেনেছিলাম। রামই এ তৃষিত চাতকের—নবীন জলধর; নয়ন চকোরের—পূর্ণসুধাকর। লক্ষ্মণের মন চিরদিনই ঐ রাম-পদ ফুল্ল-কমলের মধুকর হ'য়ে চিদানন্দরূপ মকরন্দ পানে আনন্দিত হবে মনে ক'রে এ রামদাসত্ব ব্রতে ব্রতী হ'য়েছিলেম, অগ্রে যদি জান্‌তেম যে, জীবন শেষকাল পর্য্যন্ত এ দাসত্ব ব্রত পালন ক'রেও রাম হৃদয়ের অন্ত পাবনা, রাম হৃদয়ে এত কপটতা,—এত চাতুরী এ যদি পূর্ব্বে জান্‌তেম। তা'হ'লে কি শান্তিধাম-নিলাচল ভ্রমে আগ্নেয়গিরির আশ্রয় গ্রহণ ক'রে এমন ধারা দগ্ধ হ'য়ে প্রাণ হারাতেম। আমি সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে যে জগদ্বন্দিনী জনকনন্দিনীর পদ পূজার জন্য চতুর্দ্দশ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় অতিবাহিত ক'রেও সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ ক'রেছিলাম—যে সীতার জন্য বিষম নাগপাশ বন্ধন অকাতরে সহ্য ক'রেছিলেম, যার জন্য বিষময় শক্তিশেলের বিষম যাতনা সহ্য ক'রতে কাতর হই নাই, সেই সীতাকে বিনাদোষে নির্ব্বাসিতা ক'রবেন—দাবদগ্ধা কুরঙ্গিণীকে ঘোর অগ্নিমুখ হ'তে উদ্ধার ক'রে, আবার প্রজ্জ্বলিত অনল রাশিতে নিক্ষেপ ক'রবেন, এ যদি আগে জান্‌তে পারতেম; সে শক্তিশেল হ'তে উদ্ধার হ'য়ে আবার এ

শক্তিশেল বক্ষে ধারণ ক'রতে হবে, এ কথা যদি পূর্ব্বে বুঝ্তেম। তাহ'লে কি আর ইন্দ্রজিৎ বধের জন্য পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসর কাল অনশনে অনিদ্রায় থেকে সেই সকল অসহনীয় যাতনা অকাতরে সহ্য ক'রতেম একদিন স্বর্ণলতা জড়িত নীল চলের ন্যায়—স্থির দামিনীশোভিত জলধরের ন্যায়, রাম সীতার যুগলরূপ দর্শন করে, নয়ন যুগলের চরিতার্থতা— জীবনের সার্থকতা সম্পাদন ক'রব আশাতেই, সকলদুঃখ -সকলকষ্ট—সকল যাতনা অকাতরে সহ্য ক রেছিলাম। এতদিনে সেই চিরবোপিত আশা লতায় ফল ধারণও ক'রেছিল,কিন্তু সে সুখময়ফলভোগ লক্ষ্মণের ভাগ্যে ঘট্‌বে কেন? লক্ষ্মণের সুখ রামের প্রাণে সহ্য হবে কেন? তাহ'লে যে বৈমাত্রেয় হিংসার নামই লোপ হবে। যে দিনে বিমাতা কৈকেয়ী রামের প্রতি বৈমাত্রেয় বাদ সাধন ক'রেছিলেন, রামও সেই দিন হ'তে প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন যে, বিমাতৃ পুত্রগণকে আর সুখী হ'তে দেব না আজ লক্ষ্মণকে দিয়েই তার পরীক্ষা দানে উদ্যত হ'য়েছেন। তা না হবে কেন? বৈরনির্য্যাতনই রাজধর্ম্ম। এই সূর্য্যবংশে যে মহাত্মা জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, তিনিই জগতে একটা-না একটা কীর্ত্তি রেখে গিয়াছেন সগরের কীর্ত্তি—সাগর। ভগীরথের কীর্ত্তি—ভাগীরথি, আর দাশরথি রামের কীর্ত্তি—নির্ব্বাসনচ্ছলে গর্ভবতী সতী পত্নীর প্রাণ বিনাশ ধন্য রাম। ধন্য তোমার চাতুরী সূর্য্যবংশে যে মহাত্মা যে কীর্ত্তিই রেখে জান্, কালে হয়ত সব লোপ হবে, কিন্তু এ সীতা-নির্ব্বাসনরূপ রাম কীর্ত্তি জগতে চিরদিন অটল অক্ষয় ভাবে বিরাজিত থাক্‌বে।

গীত

তোমার এযশ গীত গাবে জগৎ-জনে
সূর্য্যকুল কবিলে ধন্য যে পুণ্য অর্জ্জনে

যে জন্মেছে সুপুত্র সূর্য্য কুলে,
অনন্ত অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গেছে ভূতলে,
সগরের কীর্ত্তি ভাবতী,　　(সাগররূপে জগৎ ব্যাপ্ত হে রাম)
ভগীরথের ভাগীরথি, তব কীর্ত্তি দাসরথি জানকী বর্জ্জনে
- কত সা'ধে করে পূজা'র আ'য়ো'জন,
না হ'তে অর্চনা সাঙ্গ, দিতে হবে বিসর্জ্জন,
জগতে অকীর্ত্তি রবে,　　যাব অনন্ত রৌরবে,
(মাতৃহন্তা আমায় বল্‌বে সবে)　(আমার পাপের শান্তি নাই হে রাম)
নারকী বলিবে সবে লক্ষ্মণ দুর্জ্জনে

রাম।—প্রাণাধিক সৌমিত্রি! সত্য বলেছ, আমি চিরদিনই তোমাদের সঙ্গে বিবিধ প্রকারে বৈমাত্রেয় ব্যবহার করে আস্‌ছি? আপন অদৃষ্ট গুণে রাজ্যভ্রষ্ট বনবাসী হয়েছি, আর সেই সঙ্গে তোমাকেও দুঃখের সমভাগী করে সন্ন্যাসী সাজিয়ে বনবাসের সহচর করেছি। প্রাণাধিক ভ্রাতা ভরত গৃহে থেকেও সুখ-সম্ভোগ-আশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জটা বল্কলধারী সন্ন্যাসী সেজে, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে চতুর্দ্দশ বৎসর অতিবাহিত করেছে। আমারই নির্ব্বন্ধ তিশয়ে যদিও এবিশাল রাজ্য ভার গ্রহণ করেছিল, কিন্তু কখন বল্কলবাস ভিন্ন রাজবসন পরিধান করে নাই—রাজভূষণ অঙ্গে ধারণ করে নাই—কুশাসন ভিন্ন কখন রাজসিংহাসনে উপবেশন করে নাই। অযোধ্যার শূন্য সিংহাসনে আমার পাদুকা স্থাপন ক'রে, দেবতার ন্যায় পূজা করেছে। নিত্য পূজার সময়, ধারা-বিগলিত-চক্ষের জলে সেই পাদুকা স্নান করিয়ে, গুণনিধি ভ্রাতা আমার প্রতিনিধি রূপে রাজ্য পালন করেছে। কিন্তু আমি এম্‌নি দুর্ভাগ্য—এম্‌নি নৃশংস চণ্ডালাধম যে, এমন প্রাণপ্রতিম ভ্রাতৃগণকে একদিনের জন্যও সুখী কর্‌তে পা'র্‌লেম না। আমি এজীবনে অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি সত্য, কিন্তু কি গৃহবাসে—কি সন্ন্যাসে; যখন—যেখানে—যে ভাবেই গতকরেছি,

সে সম্পূর্ণ দুঃখের অবস্থা হ'লেও কেবল তোমার ন্যায় ভক্তি-পরায়ণ ভ্রাতাকে চিরসহচর পেয়েছিলেম বলেই, সে ঘোর দুঃখের দিনও সুখে অতিবাহিত করেছি কিন্তু লক্ষ্মণ বড় দুঃখের কথা জন্মাবধি যে ভ্রাতা মুহূর্ত্তের জন্যও রামবাক্যের প্রতিবাদ করে নাই, যখন যে আদেশ করেছি, সদাসত বিচার না ক'রে শিরধার্য্যপূর্ব্বক অবিচার্য্যরূপে যে,সেই আদেশ পালন করেছে ; যে লক্ষ্মণ একদিন অগ্রজ সেবার জন্য, পিতৃদেব পরিত্যাগেও পরাঙ্মুখ হয় নাই, আজ সময় দোষে, সেই লক্ষ্মণ রামবাক্যের বিরুদ্ধবাদী। সীতা নির্ব্বাসনের সঙ্গে রামের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী ত্যাগ ক'রবে, আর সেই সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গেই যে এজগৎ সংসারও রামকে ত্যাগ ক'রবে সুতরাং তেই তা সম্পূর্ণ বুঝ্‌তে পেরেছি . কিন্তু লক্ষ্মণ জন্মাবধি এজীবনে যত কষ্ট—যত যন্ত্রণা পেয়েছি "লক্ষ্মণ রাম-বাক্যে বিরুদ্ধাচারী" এদুঃখ সর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণে গুরুতর

লক্ষ্মণ —চতুর্দ্দশবর্ষ অনাহারে—নাগপাশ বন্ধনে—শক্তিশেল পতনে, মহীরাবণ কর্ত্তৃক বন্ধনগ্রস্থ হয়ে বধ্য বেশে পাতাল-পুরে গমনে, যখন যেখানে যত যাতনাই ভোগ করেছি, আজ রামের মুখে "লক্ষ্মণ রামবাক্যের প্রতিবাদী" এ বাক্য লক্ষ্মণের পক্ষে তদপেক্ষা শত-সহস্রগুণে যন্ত্রণাদায়ক

রাম —তবে কেন সীতা নির্ব্বাসনে প্রতিবাদ কর্‌ছ ভাই।

লক্ষ্মণ —প্রতিবাদ করি নাই, তবে একটী আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ক'র্‌ছি, কৃপা করে এই আশীর্ব্বাদ করুন, নিরপরাধিণী সীতাকে অনাথার বেশে অরণ্যবাসে নির্ব্বাসিতা করে, আর যেন হত-ভাগ্য লক্ষ্মণকে এ সীতাশূন্য অযোধ্যায় ফিরে আস্‌তে না হয়, সরলা সীতার বক্ষে রাম-আজ্ঞা-রূপ বিষম বজ্র নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই যেন লক্ষ্মণের মস্তকে বজ্র পতন হয় আর প্রতিবাদ ক'র্‌বনা। রাম কার্য্যের জন্যই দেহ ধারণ করেছি, আবার রাম

কার্য্যের জন্যই পতন হবে আর সদাসত বিবেচনা ক'র্ব না, ধর্ম্মাধর্ম্ম, মায়, মমতা, শোক সন্তাপ, হিতাহিত জ্ঞান, কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বিচার, সব ত্যাগ করলেম রামকার্য্যের জন্য হৃদয় পাষাণময় করলেম। রাম দাসত্বের জন্য চণ্ডালত্ব গ্রহণ করলেম এক্ষণে অনুমতি করুন যে আদেশ ক'রবেন, চিরদিন যেমন রাম-আজ্ঞা শিরধার্য্য করে অবিচার্য্য রূপে পালন করেছি আজও তাই কর্ব

রাম।—লক্ষ্মণ তুমি যেমন রামকার্য্য সাধনের জন্য হৃদয়কে পাষাণময় করলে, আমিও তেমনি লোকাপবাদ কলঙ্কভার অপ-নোদন জন্য, অন্তরের বেদনা অন্তরে রেখে—পাষাণ হৃদয় পাষাণে বন্ধন করে, নিতান্ত নিরপরাধিনী জেনেও, সরলা স্বর্ণপ্রতিমা সীতাকে অরণ্য পাথারে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়েছি, আর এই নরাধম রামের পাপে যে, অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীও অন্তর্হিত হবেন, তাও জান্‌তে পেরেছি, মন্দির প্রতিমাশূন্য হলে যেমন সে মন্দিরের ওস্তি আর সত্ত্ব থাকেন, সুতরাং বিবিধ বৃক্ষাদি বদ্ধমূল হয়ে অচিরেই তাকে ধ্বংশ করে; এমন্দিরও তেমনি সীতা শূন্য হ'লে, শোক সন্তাপাদি বিবিধ বৃক্ষ বদ্ধমূল হয়ে যে অচিরেই এ মন্দিরকে ধ্বংশ করবে—এই সীতা নির্ব্বাসনই যে রাম-জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক—এই অঙ্কেই যে রামের সংসার-রঙ্গভূমিম অভিনয় সাঙ্গ হবে, তাও জানি। লক্ষ্মণরে সবই জানি—সকলি বুঝ্‌তে পেরেছি। তথাপি সত্যের জন্য—অকলঙ্ক সূর্য্যকুলে কলঙ্কস্পর্শ ভয়ের জন্য—প্রজা-রঞ্জনের জন্য—সীতা নির্ব্বাসনই আমার শেষ সিদ্ধান্ত। এক্ষণে যাও ভাই তপোবন দর্শনচ্ছলে সীতাকে বাল্মীকের তপোবনে পরিত্যাগ করে এসগে পরে এ হতভাগ্যের ভাগ্যলিপি যা' আছে তাই হবে।

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) তবে সীতা দেবীকে নির্ব্বাসিত করাই

রামের স্থিরসঙ্কল্প। আজ রঘুকুলে সীতা নির্ব্বাসনরূপ মহাকীর্ত্তি স্থাপিত হবে, আর এই হতভাগ্য লক্ষ্মণকে চণ্ডাল বৃত্তি অবলম্বন ক'রে,সেই কীর্ত্তি-স্তম্ভ গঠনের সহযোগী হ'তে হবে। চিরদিন পরমেষ্ট দেবীর স্থায় পূজা করে আজ সেই রঘুকুলের কুললক্ষ্মীকে জন্মের মত বিজন-বনপাথারে বিসর্জ্জন দিতে হবে। ভবনে,বনে, উল্লাসে উপবাসে চির দিন যাঁর স্নেহরসে প্রতিপালিত হয়েছি, লক্ষ্মণের চক্ষে দুঃখের অশ্রু বিন্দু দেখ্‌লে যাঁর বক্ষে শত শেলাঘাতের স্থায় যাতনা হয়েছে। আজ সেই মাকে—সেই রঘুকুল-কমলা—স্নেহের প্রতিমাকে ছলনাক্রমে বিজন বনে বিসর্জ্জন দিয়ে আস্‌তে হবে। হা হতবিধে এই কর্‌লে, হতভাগ্য লক্ষ্মণের দ্বারায় এই সকল লোমহর্ষণ কার্য্য সম্পন্ন ক'র্‌বে বলেই কি লঙ্কাধামের সেই ভীষণ যুদ্ধে জীবিত রেখেছিলে এই জন্যই কি পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসর অনশনে অনাসনে অনিদ্রায় অতিবাহিত করেও এ পাপ দেহের পতন হয় নাই হা দেবরাজ তুমি কোথায়, এ মাতৃ-হন্তার পাপের ভার আর কতদিন সহ্য ক'র্‌বে এখনও এ মহা-পাতকীর মস্তকে বজ্র নিক্ষেপ কর্‌লে না। দেবরাজ। আমি করপুটে অকপটে প্রার্থনা কর্‌ছি—যত শীঘ্র পার তোমার সেই ভীষণ অশনি প্রহারে মহাপাতকীর পাপ দেহভস্মে পরিণত কর দেবরাজ হে, সর্ব্ব দেবের অধিশ্বর হয়ে, অকৃতজ্ঞ হইওনা, এই হতভাগ্য লক্ষ্মণ দীর্ঘ অনশনে বহুকাল অনিদ্রায় কঠোর কষ্টে থেকে তোমার পরম বৈরি মেঘনাদকে বিনাশ ক'রে, যদি কিছু উপকার সাধন করে থাকে, তবে সেই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ এ মহাপাতকীর মস্তকে একবার সেই ভীষণ বজ্র নিক্ষেপ কর। কৈ দেবরাজ। বজ্রাঘাতে পাপদেহ ভস্ম ক'রলে না! না তা ক'রনা—দেবরাজ হে বজ্র নিক্ষেপ ক'রনা লজ্জা পাবে—বজ্রাঘাত ব্যর্থ হবে রামের এই ভীষণ সীতা-নির্ব্বাসন অ দেশ-

রূপ বাক্য-বজ্রে যে পাপদেহের পতন হ'লনা, সে দেহস্পর্শ মাত্রই তোমার সামান্য বজ্র ব্যর্থ হবে। হা পক্ষিরাজ গরুড়। একদিন নাগপাশবন্ধনে মুক্ত ক'রে,স সামান্য নাগের দংশনে বাঁচিয়েছিলে, আজ যে ব স দাসত্বরূপ বিষম নাগপাশে বদ্ধ হ'য়ে,কঠোর রামাজ্ঞা রূপ কোটী বিষধরের দংশনে প্রাণ যায়। রক্ষা কর। হাঃ অরণ্যবাস-সহচর পরম মিত্র মারুতি এক দিন মস্তকে গুরুভার মহাগিরি গন্ধমাদন বহন ক'রে, বাবং নিক্ষিপ্ত শক্তিশেলে বাঁচিয়ে ছিলে; এখন কোথায় আছ,—বাঁচাও।—এ বার নিক্ষিপ্ত বিষম শক্তিশেল হ'তে বাঁচাও। মারুতি রে একবার এসে দেখে যাও, আজ দুর্জ্জন লক্ষ্মণ তোমাদের কি সর্ব্বনাশ ক'রতে উদ্যত হ'য়েছে। ওরে, যে রত্নের মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে, লঙ্কা দগ্ধকালে আপন মুখ দগ্ধ ক'রেও কাতর হও নাই; ভীষণ সমর সিন্ধু সেচনকরে বহু কষ্টে যে রত্ন উদ্ধার ক'রেছিলে, চণ্ডালাধম লক্ষ্মণ আজ তোমাদের সেই সমর সাগর সেচন করা রত্ন, অরণ্যের মত বিজন পাথারে বিসর্জ্জন দিতে যাচ্ছে। মারুতি রে। কোথায় আছিস্ একবার আয় আজ অযোধ্যার আনন্দ পর্ব্বতে কি বজ্রাঘাত হ'য়েছে দেখে যা। (অধোবদনে উপবেশন)

সুমন্ত্র।—কুমার লক্ষ্মণ। গাত্রোত্থান কর, যখন সদাসত বিবেচনা পরিশূন্য হ'য়ে, রাম আজ্ঞা পালনই জীবনের কর্ত্তব্যব্রত ব'লে জেনেছ, যখন সেই "রাম কার্য্যে আত্মত্যাগ "রূপ মহাব্রতে দীক্ষিত হ'য়েছ, তখন আর রাম আজ্ঞার প্রতিবাদ ক'রে কেন ব্রত ভঙ্গ কর; আর বিলম্ব ক'র না। চল রামাজ্ঞা শিরধার্য্য ক'রে, সীতা দেবীর সঙ্গে অযোধ্যার সৌভাগ্য লক্ষ্মীকে বিসর্জ্জন দিয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—গঙ্গাতীর।

সীতা ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

সীতা।—দেবর! তপোবন দর্শনে যাত্রাকালে, প্রাণেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে, তাঁরে প্রণাম ক'রে আস্‌তে পেলেম না; হয়ত আমার উপর কত অভিমান ক'র্‌বেন! দেবর! নাথ ত বেশ সন্তুষ্ট হ'য়ে অনুমতি দিয়েছেন?

লক্ষ্মণ।—দেবি! তাঁর অনুমতি ব্যতীত লক্ষ্মণ কোন্ কার্য্য ক'রতে সক্ষম? লক্ষ্মণ রামাজ্ঞা ভিন্ন পদমাত্র গমনেও সমর্থ নয়। অথচ জগতে এমন কার্য্যও নাই, যা রামের আদেশে লক্ষ্মণের দ্বারা সম্পন্ন হ'তে না পারে। তিনি যেমন অনুমতি দিয়েছেন লক্ষ্মণও সেই মত কার্য্যে ব্রতী হ'য়েছে।

সীতা।—আস্‌বার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা না ক'রে আসা ভাল হয় নাই, সেই জন্যই বোধ হয় মন এত ব্যাকুল হ'চ্ছে। প্রাণের মধ্যে কেমন হু হু ক'র্‌ছে। তপোবন দেখ্‌তে যাব ব'লে মনে যত আনন্দ ছিল, ততই যেন নিরানন্দ এসে হৃদয়কে অধিকার ক'র্‌ছে। এমন কেন হ'চ্ছে দেবর!

লক্ষ্মণ।—শুদ্ধ আর্য্য রামচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই ব'লে নয়, যাত্রাকালে আপনার ভগিনীগণের সেই বিষাদপূর্ণ ভাব দেখে এসেছেন, অথচ মাতৃগণ যজ্ঞ দর্শনে গমন করায়, তাঁদের সঙ্গেও অনেক দিন সাক্ষাৎ হয় নাই, এই সকল কারণে চিত্ত চঞ্চল হ'তে পারে; চলুন মুনিপত্নীগণের সহিত সাক্ষাৎ কর্‌লেই মনের অশান্তি দূর হবে, তপোবন আর অধিক দূর নাই, এই পুণ্য সলিলা জাহ্নবী। পর পারেই ঐ মহর্ষি বাল্মিকির তপোবন।

সীতা।—দেবর। ঐ কি তপোবন? তপোবনের আর সে আনন্দময়ী—সে শান্তিময়ী ভাব দেখছি না কেন? কেমন যেন সব শূন্যময় বোধ হ'চ্ছে। মনের ভিতর যেন কেমন হু হু ক'রে উঠছে। কেন এমন হ'চ্চে দেবর।

লক্ষ্মণ।—দেবি। দেখুন ঐ সম্মুখেই ঋষি দিগের পবিত্র যজ্ঞ বেদী, আহা লতা সজ্জিত তাপস তরুটিতে আশ্রম কুটীরের দ্বারদেশের কেমন শোভা হ'য়েছে। চলুন এখনি মুনীপত্নীগণের সহিত সাক্ষাৎ হ'বে

সীতা।—দেবর। যতই তপোবন নিকটবর্ত্তী হ'চ্ছে, ততই প্রাণ কেঁদে উঠছে। হৃদয়ের বন্ধন যেন শিথিল হ'য়ে আস্‌ছে। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে। দক্ষিণাঙ্গ নৃত্য ক'রছে, চক্ষে জল আস্‌ছে। প্রাণকে কিছুতেই স্থির কর্‌তে পার্‌ছিনে। ওকি দেবর। তুমিও অধোবদন হ'লে কেন? ঐযে তোমারও চক্ষের জলে বুক ভেসে যা'চ্ছে। হিমানি-সিক্ত পদ্মের ন্যায় মুখখানি মলিন হ'য়ে আস্‌ছে; বল বল দেবর। নাথেরত আমার কোন অমঙ্গল ঘটে নাই। আর যে আমি স্থির হ'তে পার্‌ছি না, প্রাণ গেল বাঁচাও। আমার দিব্য কি হ'য়েছে বল। আর বিলম্ব ক'রনা

লক্ষ্মণ।—দেবি সর্পশিশুকে সযত্নে প্রতিপালন ক'রলেও, সে সর্পের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে না; যে লক্ষ্মণরূপ

কাল সর্পকে এতদিন অপত্য স্নেহে লালনপালন করেছিলেন, সে আজ স্বধর্ম্ম পালনে অগ্রসর হ'য়েছে। মা গো। বল্‌তে হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্ছে, আপনি বহু দিন রাক্ষস ভবনে অবস্থিতি ক'রে-ছিলেন ব'লে, প্রজাগণ আপনার চরিত্রবিষয়ে দোষারোপ করায় প্রজা রঞ্জন কঠোর ব্রতে দীক্ষিত রামচন্দ্র, সেই পিশাচ ব্রত—কি ধর্ম্মব্রত জানিনা মা, সেই ব্রত রক্ষার জন্য রঘুকুল-লক্ষ্মী মা তোমাকে আজ জন্মের মত বন-বাসিনী ক'রেছেন। আর রামের সেই কঠোরাজ্ঞা পালনের জন্য অযোধ্যার আনন্দমঠ অন্ধকার ক'রে—চির আরাধ্যা দেবী দয়ার প্রতিমা মা তোমাকে জন্মের মত বন পাথারে বিসর্জ্জন দিতে এসেছি মা। এই হ'তেই আপনার রাম দর্শনের শেষ—হতভাগ্য লক্ষ্মণেরও সে সুখের শেষ, আর যাবনা মা, এমন স্নেহময়ী—এমন দয়ার প্রতিমা বিস-র্জ্জন দিয়ে, আর শূন্য অযোধ্যায় যাবনা এ যাতনাময় জীবন-ভার বহন ক'রে—এ পাপমুখ দেখাতে সংসারেও আর থাক্‌বনা। আমার ন্যায় পিশাচ—আমার ন্যায় চণ্ডাল ধম যতদিন সংসারে থাক্‌বে ততদিন কেবল ধরণীকে ভারাক্রান্তা থাক্‌তে হবে। যাও মা। ঐ সম্মুখেই বাল্মিকির তপাশ্রম। যাও।—পুণ্যাশ্রমে যাও। ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা ক'র্‌বেন। আর এই হতভাগ্য লক্ষ্মণকে এই আশীর্ব্বাদ করে যাও, যেন এই মহাপাতক সংগ্রহ ক'রে, এ সতী-ঘাতক লক্ষ্মণকে আর সংসারে থাক্‌তে না হয়, আর যেন জগতে এ দগ্ধ মুখ দেখাতে না হয়। তুমি তোমার চিরদিনের বন্ধু ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে শান্তিধামে অবস্থিতি কর। আমিও আমার আজী-বনের বন্ধু অসিকে আশ্রয় ক'রে আমার ন্যায় মহাপাতকীর যোগ্যস্থান নরকের পথ পরিষ্কার ক'রে চ'লে যাই। এস—আমার চিরবন্ধু অসি! এত দিন তো মার কটিতে ধারণ ক'রে বিপক্ষের উপদ্রব শান্তি ক'রেছি। আজ কণ্ঠে আলিঙ্গন ক'রে চির দুঃখের

শান্তি করি। এস। আমার অদিনের বন্ধু।—বিপদের সহায়। তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে মাতৃ-হত্যা—আত্ম-হত্যা উভয় পাপের পাতকীর যোগ্য কি নূতন নরকের সৃষ্টি হ'য়েছে দেখিগে মা। দাও—দুরাত্মা লক্ষ্মণকে জন্মের মত বিদায়—

(অসি নিষ্কাসন ও সীতা কর্ত্তৃক ধারণ)

সীতা।—দেবর। কর কি? আত্মহত্যা ক'রনা, আমার ভাগ্যে যা ছিল তাই ঘটেছে। আমি হতভাগিনী আমার কপালে অনেক দুর্গতি লেখা আছে, নইলে যাঁর তুলনা নাই—গুণের সীমা নাই—করুণার অন্ত নাই। এমন দয়ার সাগর রামকে পতি পেয়ে, কেন সেই হৃদয় ভরা প্রেমে—তেমন প্রাণভরা করুণায় বঞ্চিত হব। দেবর। এ কারো দোষ নয়,সবই এই জন্মদুঃখিনীর কপালের দোষ। তোমার অপরাধ কি? তুমি আমার স্নেহের পুতুলি। গুণের সাগর দেবর। আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার দাদার পদে অচলা ভক্তি থাকে। আমি ভগবানের কাছে কায়মনে প্রার্থনা করি, আবার যদি নারীজন্ম গ্রহণ ক'রতে হয়, তা হ'লে যেন জন্ম জন্মান্তরে সেই দয়ার সাগর রামকে পতি, আর তোমার মত গুণেরসাগর দেবর পাই যাও লক্ষ্মণ। অযোধ্যায় যাও। নাথকে আমার প্রণাম জানাইও, তিনি যেন এ চির দুঃখিনীর অপরাধ ক্ষমা করেন। মাতৃগণ গৃহে এলে ব'ল, তাঁরা যেন আমার জন্য শোক তাপ না করেন। যাও—দেবর গৃহে যাও। আমার কথা রাখ—আমি তোমার করে ধরে ব'লছি, শোকে অধির হ'যে অযোধ্যার সর্ব্বনাশ ক'রনা। তোমার কোন অমঙ্গল হ'লে লক্ষ্মণ-গত প্রাণ রঘুনাথের দেহে জীবন থাকবে না। মাতৃগণও শেষ বয়সে শোকের সাগরে পড়ে প্রাণ হারাবেন। তাই বলি দেবর। আমার মত হতভাগিনীর জন্য, বড় সাধের অযোধ্যা অন্ধকার ক'রনা। আমার জীবনের শেষ হয়েছে—জগৎ অন্ধকার হ'য়ে

আস্‌ছে—সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে। হাঃ—নাথ। মরণ সময়ে এক—বা—র
(লক্ষ্মণের বক্ষে পতন ও মুর্চ্ছা)

লক্ষ্মণ।—দেবি সর্ব্বনাশ ক'রলেন যাই—ঐ আশ্রম তরুতলের ছায়ায় লয়ে যাই, দেখি যদি দেবীর চৈতন্য সম্পাদন ক'রতে পারি।

[সীতাকে বক্ষে লইয়া প্রস্থান

উন্মত্ত ভাবে লক্ষ্মণের পুনঃ প্রবেশ

লক্ষ্মণ।—হ'লো রামের কার্য্য উদ্ধার হল। এইবার লক্ষ্মণের কার্য্য উদ্ধারের সময় উপস্থিত কে সুমন্ত্র! সুমন্ত্র—জ্বল্‌ল। আজ চিতা জ্বল্‌ল। শোকের চিতা—পাপের চিত—দুঃখের চিত—ধূধূ ক'রে—হুহু করে জ্বল্‌লে' পুড়্‌বে—এই চিতায় পুড়্‌বে! শোকের চিতায় রাম পুড়্‌বে,—পাপের চিতায় লক্ষ্মণ পুড়্‌বে, দুঃখের চিতায় পুরবাসী পুড়্‌বে, আর লক্ষ্মণের ক্রোধের চিতায় রাজ্য-সুদ্ধ—সীতা চরিত্রে সন্দিগ্ধ—কলুষিত চিত্ত পাপাত্মাদের পাপ দেহ দগ্ধ হ'য়ে ভস্মে মুক্ত হবে। আর মমতা নাই—মায়া নাই—দয়া নাই—করুণা নাই। পাষাণ।—হৃদয় পাষাণ হয়েচে। ঘাতকের হৃদয়—নৃশংসের হৃদয় হ'তে সব চ'লে গিয়েছে! চল—অযোধ্যায় চল! আন—রথ সুমন্ত্র! আজ মহা প্রলয়—। জগতে মহা প্রলয় হবে। "সীতা অসতী" এ কথা যার রসনা হ'তে নির্গত হয়েছে তারই পাপ রসনা ছেদন করে জ্বলন্ত হুতাশনে নিক্ষেপ কর্‌ব, জগৎ পোড়াব—রাম রাজ্য শ্মশান কর্‌ব॥

[দ্রুত প্রস্থান

সুমন্ত্রের প্রবেশ

সুমন্ত্র।—সর্ব্বনাশ সকল দিকেই সর্ব্বনাশ। সীতা দেবীকে নির্ব্বাসিত করে, কুমার লক্ষ্মণ শোকে উন্মত্ত—ক্রোধে আত্মহারা। ধনি শূন্য! এ ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাণ ক'র্‌তে অগ্রসর হওয়া, আর

অনলে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হ'তে যাওয়া সমান কথ যাই যতদূর সাধ্য সান্ত্বনা ক'রে অযোধ্যায় ল'য়ে যাবার চেষ্টা করি।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—গঙ্গাতীর

বাল্মীকির শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম শিষ্য —দেখ্ দেখি ভাই গঙ্গা কূলে,
উঠ্‌ল কেন আগুন জ্ব'লে ?

২য়।— দূর্ ক্ষেপা ও আগুন নয়,
আগুন কখন শীতল হয় ?
আগুন যখন যেখানে জ্বলে,
সেই খানেতেই আলো খেলে।
এ যে দেখি মজার আগুন,
এ আগুনের একি গুণ .
জ্বল্‌লো কোথা গঙ্গাতীরে,
আলো হ'লো হৃদ্ মাঝারে।

১ম।— এ আগুনের এত গুণ !
কিসে জ্বলে ভাই এ আগুন ?

২য় — সাধন পূজন দুখান কাঠে,
ভক্তি জোরে ঘস্‌বি এঁটে,
বিরাগের ধূম উঠ্‌বে যখন,
জান্‌বি আগুন জ্বল্‌বে তখন।

গুরু গোদেব যে গে ব'সে,
কাঠে ক ঠে ঘসে ঘসে,
সব পুড়্য়ে করলেন ছাই,
তাতেই আগুন দেখ্‌তে পাই

১ম ।— তবে কেন আযনা ভাই,
গঙ্গাতীরে দেখ্‌তে য ই

২য় ।— কি দেখ্‌তে যাব ভাই,
গুরুব তেমন আদেশ নাই

১ম — মনের আঁধার ঘুচ্‌বে যাতে,
কেন গুরুব নিষেধ তাতে ?
ভোজ র মত থাক্‌বি ব'সে,
(আর) গুরুব পাত্‌ড়া চাট্‌বি ঠেসে ?

২য় — তোর্‌ মত যে ভব ঘুরে,
সেই মরুকগে ঘুরে ঘুরে
ক্ষুদ্র জগৎ দেহের মাঝে,
দেখ্‌তে জান্‌লে সবই আছে
জল্‌ছে আগুন গঙ্গাতীরে,
তাই দেখ্‌তে চল্‌লি দৌড়ে ।
দেখ্‌না কেন চক্ষু বুজে,
গঙ্গাত এই দেহের মাঝে ।
সুষুম্না পিঙ্গলা ইড়া,
মহা তীর্থ নয় কি এরা ?
ইড়া নাড়ী সরস্বতী,
পিঙ্গলা যমুনা নদী
সুষুম্নারে গঙ্গা বলে,
ত্রিবেণী ত্রিধারাচ্ছলে,

ভ্রূ-সন্ধি দ্বিদল তলে,
মুক্ত বেণী এ'কেই বলে,
এইত প্রয়াগ তীর্থ ধাম,
মহা শ্মশান এবি [illegible]
কাজ কি গিছে কর্ম্মভোগে,
এই শ্মশানে বসনা যাগে।

১ম —
শুন্‌তে ভাল মুখের কথা,
সাধ নাই তার সাথ ব্যথ
নিত্য পূজা শিখ্‌গে আগে,
তার পরে যাস্ শ্মশান যাগে
মূলে হ'লনা হাতে খড়ি,
বেদ পড়তে তাবাতাবি ?
কাঁচা দুধে না দিয়ে জ্বাল,
সব খেতে সাধ! হায়রে কপাল
এখন আয়না খপর নিয়ে,
গুরুর কাছে ব'লব গিয়ে।

২য়।—
কি জানাবি গুরুর কাছে—
জানতে কি তাঁর বাকি আছে ?
নইলে দেহ ক'রে মাটী,
সাধে কি তাঁর পাতড়া চাটি ?
খপর দিতে যাওয়া বিফল,
যেতে ব'লছিস্—যাচ্ছি চল্

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য ।

স্থান—বাল্মিকীর তপোবন ।

(বাল্মিকীর প্রবেশ)

বাল্মিকী ।—রামচন্দ্রের জন্মপরিগ্রহের ষষ্ঠিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মার আদেশে আমি রামলীলার আদি অন্ত লিপিবদ্ধ ক'রে, রামায়ণ নামক মহাকাব্য রচনা করি জীবের মুক্তি-স্বরূপ স্বায় মহাকাব্য রামায়ণ রচনার ষষ্ঠি সহস্র বর্ষ অতীত হ'লে পতিতপাবন ভগবান চতুরাংশে সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন তৎপরেই ভগবানের বাল্যলীলা মিথিলাযাত্রা—তাড়কা নিধন, হরকোদণ্ড ভঙ্গ পূর্ব্বক জনক-যজ্ঞভূমি সম্ভবা জগৎলক্ষ্মী সীতার পানিগ্রহণ—রাজ্যাভিষেক কালে দৈবচক্রে বনগমন, রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ, সৈন্যাহরণ, বলি নিধন, সাগর বন্ধন, রাবণ বংশ ধ্বংস, দেশাগমন, রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি ঘটনা পরম্পরা আমার পূর্ব্বলিখিত মত পর্য্যায়ক্রমে কার্য্যে পরিণত হ'য়েছে ; এক্ষণে সীতা নির্ব্বাসনের কাল উপস্থিত । এই শান্তিপূর্ণ তপোবনকে পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত ক'রে, এই তপ-সাধন বিহিন তাপসাধম বাল্মিকীর সাধনা পূর্ণ করবার জন্যই পূর্ণব্রহ্মময়ী-সীতা, নির্ব্বাসিতাচ্ছলে এই তপোবনে আগমন ক'রবেন । কিন্তু কৈ । এখনও যে মার দেখা নাই তবে কি আমার লেখ মিথ্যা হ'লো যে কার্য্যের জন্য বহুকালার্জ্জিত যোগবলের ধ্বংস ক'রলাম, আমার যে লিপি যথাকালে কার্য্যে পরিণত হবে ব'লে দেবতারাও একবাক্যে বরদান ক'রেছিলেন ; "যদি বেদের লিখনেও ব্যতিক্রম ঘটে, তথাপি বাল্মিকীর লিপির বিন্দুমাত্রও ব্যতিক্রম ঘ'টবে না" ব'লে স্বয়ং জগদ্বিধাতা বিধাতা পর্য্যন্ত যাকে বরদান ক'রেছিলেন আজ তার লিখন অন্যথ হ'তে চল্লো .

রামের দয়া হ'ল না? আর কতদিন ডাকব আর ডাকবারও ত কথা ছিল না,—আপনি এসে দেখা দেবারই কথা। ভাল, যার জন্য বহুকালের সঞ্চিত তপোবল ধ্বংস করেছি, তারই জন্য নয় আবার যোগাবলম্বন করব আবার না হয় তেমনি ধারা বল্মিকারত হ'য়ে কীট দংশনে কায়া পতন ক'রব তথাপি কি রামের দয়া হবে না, পুনর্ব্বার দেহ পরিবর্ত্তন না ক'রলে কি বিদেহনন্দিনী দেখা দেবেন না ভাল, দেখি তাঁদের দয়া হয় কিনা। মন উতলা হইও না, ভক্তিযোগে ডাক একদিন-না-একদিন সেই ভক্তাধিনের দয়া হবেই হবে যে রাম, ভক্তিতে বাধ্য হ'য়ে শাখা মৃগের সখা হ'য়েছেন—ভক্তিতে নিষাদের মিত্র হ'য়েছেন তিনি কি অনুতাপিতের নিষাদের অশ্রুমোচন ক'র্‌বেন না? রাম কি নামের মাহাত্ম্য নষ্ট ক'রবেন? কখনই না, এখন বিচারশক্তি—তর্কযুক্তি পরিত্যাগ ক'রে, স্থির ভক্তিযোগে মুক্তকণ্ঠে সেই মুক্তির ধন রামকে ডাক ভবার্ণবের নাবিক রাম কর্ণধার কুলে থাকতে আর ভবের ধারে ব'সে অশ্রুধারে ভাসতে হবে না! সময় হ'লেই রাম উদ্ধারের উপায় ক'রবেন।

গীত

আত্মমন একান্ত কেন ভাস অশ্রুধারে
ব্রতী ত সে রাম নাবিক পতিত উদ্ধারে
যে সুধায় শান্তি জীবের সংসার ক্ষুধা রে,
ম'জনা যেন বিষয়-বিষে ত্যজে সে সুধা রে;
অকাতরে যাবি ত'রে ভব সিন্ধু ধারে;
সদা সকাতরে ডাকরে সে রাম কর্ণধারে॥
পড়িয়ে এ ভব কূপের বিষম আঁধারে,
বিষয়-বাসন-পাশে কেন বাঁধারে;
যাতায়াত জঠর জ্বালা হবে সমাধারে,
ত্যজে তর্ক যুক্তি, স্থির ভক্তি মুক্তি পথে ধা রে

(শিষ্যদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

২য় — গুরুদেব প্রণাম করি

১ম — শীঘ্র ক'রে আশীষ ক'রে,
দেরি ক'র না চল দৌড়ে

বাল্মিকী।—কোথা যেতে ব'লছ বৎস ? এত তাড়াতাড়ি কেন ? ঘটনা কি বল দেখি ?

১ম — সাধ করে কি তাড়াতাড়ি,
বল্‌তে গেলেই হবে দেরি
যা দেখ্‌লাম গঙ্গাতটে,
পথে বল্‌ব—চল ছুটে ,

বাল্মিকী —এমন ঘটনা কি হয়েছে যে, বল্‌বারও সময় নাই ?

১ম।— সময় থাক্‌লে এত কি কই,
সময়ই বা আর আছে কৈ ?
যে ক-টাদিন সময় ছিল,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে ফুরিয়ে গেল।

বাল্মিকী — এত ব্যস্ত যে বল্‌বারও সময় নাই ; (দ্বিতীয়ের প্রতি) বৎস তুমি বল দেখি, এমন কি প্রয়োজন ?

২য় — বড় প্রয়োজন—বড় প্রয়োজন,
যা'র মত আর নাই প্রিয়জন,
সাধন—ভজন—ইষ্ট পূজন,
যার জন্যে এত আয়োজন,
মহাযোগে আসন পেতে,
গুণে গেঁথে খড়ি পেতে,
গাছের বাকল, ভুজ্য পাতে,
যার জন্যে লিখ্‌লে পেঁতে,

সেই এসেছে গঙ্গাতীরে,
দেখ্‌বে গুরু, চল দৌড়ে

১ম — কি বল্‌ছিস্‌ মুণ্ডুমাথা,
বুঝ্‌তে নারি ও সব কথা,
কাজ কি শুনে পরের মুখে,
দেখবে চল আপন চ'খে

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—গঙ্গাতীর অপরাংশ ।

(সীতাদেবীর প্রবেশ)

সীতা —দশ দিক শূন্য আজ এ পোড়া নয়নে,
কোথা যাব একাকিনী, কোন দিক নাহি চিনি,
কে দিবে আশ্রয় আর এঘোর বিপিনে
পতি ত্যজ্যা পাপিনীর কে আছে ভুবনে

বাল্মিকীর তপোবন শুনেছি অদূরে,
বিষম কলঙ্ক ভার, মাথায় করিয়ে আর,
কেমনে বা যাব তথা—কি বলিব তাঁরে,
দাঁড়াবার স্থান আর নাহিক সংসারে

সংসার-মমতা-হীন মায়া-মুক্ত পিতা,
মায়ের হবেনা দয়া, তিনিও সর্ব্বং সহা,
তনয়ার তাপে সাকি হবেন তাপিতা ।
কলঙ্কিনী হ'লে কন্যা কে করে মমতা

তরুগণ ভ্রাতা মোর, তারাও অচল,
চিরদিন পরাশ্রিতা, ভগ্নীগণ বনলতা,
জড়ের আশ্রিতা ও রা জড় বুদ্ধি বল —
পরাধীনা—তাদেরই বা কি আছে সম্বল

অসতী চরিত্রা সীতা কুলকলঙ্কিনী
কালিমা দিয়েছে কুলে, তাই যেন ক্রোধানলে,
দহিছে দ্বিগুণ দাহে দিপ্ত দিনমণি।
কে হয় সদয় দেখে কুল কলঙ্কিনী

নিদাঘ-তাপিতা-লতা দোলে বায়ুভরে,
দুঃখিনীর দুঃখ দেখে, তাপিতা হইয়া দুঃখে,
ছায়াতে জুড়াতে যেন ডাকিছে আমারে
সরলা বনের বালা কি জানে সংসারে ?

যাই তবে— যাই ভগ্নি তো সবার কাছে
জড়ের আশ্রয় থেকে, জর জর পরদুঃখে,
সরলা তোদের সমা কেবা কোথা আছে,
পরের দুঃখেতে তাই পরাণ কেঁদেছে
যাই তবে—— (গমনোদ্যত ও পতন)

বাল্মিকী ও তৎ শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ

বাল্মিকী —কৈ বৎস, কি দেখাতে সঙ্গে আন্‌লে ?
২য় — ঐ দেখ প্রভু গঙ্গাতীরে,
বন আলো করে ধুলায় পড়ে,
১ম — দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে ভাবছ কি ছাই,
চল না কেন নিকটে যাই।

বাল্মিকী —অবোধ নিকটে যাই—নিকটে যাই ব'লছ, ওর নিকটে যাওয়া কি সহজ কথা তবে উনি দয়া ক'রে যাকে নিকটে স্থান দেন সেই ধন্য—তার সাধন বলকেও ধন্য।

১ম — আমাদের কি কিছুই নাই?
যাতে স্থান দেন ক'রব তাই
(আর) সত্যই যদি আগুন হয়,
পুড়েই এবার ম'রব নয়

বাল্মিকী।—বৎস। তুমি যাঁর রূপের আলোকে মুগ্ধ হ'য়ে অনল-জ্ঞান ক'রছ ও অনলই বটে কিন্তু সামান্য অনল নয় আগুনের সঙ্গে এ আগুনের গুণের তারতম্য অনেক কারণ আগুনের কাছে গেলে জীবমাত্রকেই তপিত হ'তে হয় কিন্তু এ আগুনের কাছে গেলে, পাপ তাপ এমন কি মনের ত্রিতাপ পর্য্যন্ত নষ্ট হ'য়ে থাকে অগ্নিতে বারি সেচন করলে অনলই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় কিন্তু এ অনলে ভক্তিবারি সেচন ক'রলে অনল নির্ব্বাণ হওয়া দূরে থাক, সেচনকারীই নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হয়ে থাকে অনলে কেবল জড়বস্তুই দগ্ধ হয় কিন্তু এ অনলে পাপ—তাপ—জ্বালা—যন্ত্রণা—মায়া—মমতা, এমন কি পাপ সংসার-বন্ধন পর্য্যন্ত পুড়ে যায়। একবার যে এ আগুনে পুড়তে পেরেছে তাকে আর সংসার পোড়ায় পুড়তে হয় না ওরে। আগুন ত কেবল বাহ্যজগতের অন্ধকার নষ্ট ক'রতে পারে, কিন্তু অন্তর্জ্জগতের অন্ধকার নষ্ট ক'রতে যে গুণের প্রয়োজন, সে গুণ এ আগুন ভিন্ন আর কিছুতে নাই; এ যে কি আগুন, এখন বুঝতে পেরেছ কি?

১ম।— ছাই বুঝলাম মুণ্ডুমাথা,
সবই তোমার হেঁয়ের কথা।

নেবেনা আগুন ঢাল্‌লে জল
তবে কি ওটা বজ্রানল ?

বাল্মিকী —বৎস তে মার এ অনুমানও অযৌক্তিক নয়, যদি চপলা ব'লেই স্থির ক'রে থাক, তাও বলা যেতে পারে, তবে সে চপলা নিয়ত চঞ্চল —এ অচঞ্চল স্থির সৌদামিনী যদি বল যে চঞ্চল আর এ স্থির সৌদামিনী—অচঞ্চলা কেন ? তার কারণ, মেঘ নিরাশ্রয়—থাকেও নিরাশ্রয়ে, আর সৌদামিনী সেই নিরাশ্রিতের আশ্রিতা সুতরাং যার আশ্রয়ের পর্য্যন্ত আশ্রয় নাই, সে স্থির হবে কেমন ক'রে ? সেই জন্যই চপলা স্বভাব চঞ্চলা এ সৌদামিনী ত নিরাশ্রয়া নয়, এ সৌদামিনী যে মেঘকে আশ্রয় ক'রে থাকে, সেই মেঘই জগতের আশ্রয়। সুতরাং যে স্থির জলদের আশ্রিতা সে চঞ্চলা হবে কেন ? যদি বল এ যদি স্থির মেঘের স্থির সৌদামিনীই হ'লো, তবে মেঘচ্যুতা দেখ্‌ছি কেন ? তারও কারণ সৌদামিনী মেঘচ্যুতা হ'লেই বজ্রাগ্নিরূপে পরিণত হয়। আর সেই বজ্রানল যেখানে পতিত হয়, সে স্থানের সমস্ত পদার্থই দগ্ধ করে এ সৌদামিনীও সময়ে সময়ে মেঘচ্যুত হ'য়ে বজ্রানলরূপে পতিত হ'য়ে থাকে. একবার সুরগণের শত্রু রাক্ষসকুল ধ্বংসের জন্য এই সৌদামিনী মেঘচ্যুতা হ'য়ে লঙ্কাধামে পতিতা হ'য়েছিল, এবারে এই শরণাগত বাল্মিকীর পরম শত্রু পাপ তাপাদি দুর্জ্জয় রক্ষকুল বিনাশের জন্য সেই স্থির জলদের বক্ষ পরিত্যাগ ক'রে তপারণ্যে উদয় হ'য়েছেন বৎসরে বহু যুগযুগান্তকাল যোগাসনে থেকেও যে ধন হৃদপদ্মে স্থির ক'র্‌তে পারি নাই, আজ সেই আরাধ্য ধনে বিনা সাধনে তপোবনে বসে প্রাপ্ত হ'য়েছি। ওরে এ সামান্য সৌদামিনী নয়, সেই দয়ার জলদ রাম জলধরের হৃদয়ের ধন সীতাসৌদামিনী এসে তপোবনে উদয় হ'য়েছেন আর

চিন্তা নাই, যখন ভক্তের হৃদয়-উদ্যানের ধন চতুর্ব্বর্গ ফল প্রসূতা সীতা-কল্প-লতাকে পেয়েছি, তখন আর ফলের চিন্তা কি? যত্নের সহিত হৃদয়-উদ্যানে স্থাপন ক'রে ভক্তি সলিল সেচন ক'রব, তার কালে ঐ কল্পলতা হ'তে ধর্ম্মার্থাদি চতুর্ব্বর্গের ফল লাভ করে ধন্য হব, যার পদতরণী ভিন্ন, ভব বৈতরণী পারের উপায় নাই; কৃপায় যার জগতের জীবে উপায় পায়, নামে যার জগৎ মাতায়। সকলে সেই জগন্মাতায় একবার নয়ন ভ'রে দর্শন ক'রে জীবন ধন্য কর

গীত।

যার নামে জগৎ মাতায়।
নয়ন ভরে দেখ্‌রে একবার সেই জগৎ-মাতায়
তরিতে এ বৈতরণী, নাই যার পদ বৈ তরণী,
পেয়েছি আজ রাম ঘরণী, সেই ধরণী সুতায়
কল্প কল্প করে সাধন, কোটী কল্প কল্পনার ধন,
পেয়েছি সেই কল্পলতা সীতার দরশন -
রোপিয়ে প্রেম-সিন্ধু কূলে, ভক্তি সলিলে সিঞ্চিলে,
কালে চতুর্ব্বর্গ ফলে, ঐ সীতা কল্পলতায়।

(ধরাশায়িনী সীতার নিকট গমনপূর্ব্বক)

মা! আর ধরাশয়নে কেন? গাত্রোত্থান কর অনেক দিন হ'তে ডাকৃছি—অনেক দিন হ'তে মা মা বলে কাঁদছি। মার কি দয়া নাই? অনেক মা দেখেছি, কিন্তু তোমার মত এমন মমতা হীনা মাতা ত কখনো দেখি নাই। সন্তানের চক্ষে দুঃখের অশ্রু দেখা দূরে থাক, একটু মলিন ভাব দেখ্‌লে অন্য মাতার দুঃখের সীমা থাকেনা, আর আমার এম্‌নি দয়া হীন মা যে নিরাশ্রয় অনাথপুত্র নিয়ত মা মা বলে কাঁদছে কিন্তু মার আমার দৃক্‌পাতও নাই—কর্ণপাতও নাই। তা হবেনা কেন, [illegible]র যাতে উৎপত্তি

তার দোষ গুণ তদনুরূপই হয়ে থাকে, তুমি ধরণীসুতা সর্ব্বংসহা ধরাগর্ভে তোমার জন্ম, যার মা সর্ব্বংসহা সে যে সহজে সব সহ্য করবে তার আর বিচিত্র কি? মা! অনেক দুঃখ দিয়ে— অনেক কাঁদিয়ে তবে দেখা দিয়েছ আর ছাড়বনা এক্ষণে গাত্রোত্থান করে দাসের কুটীরে চল, আমি চিরবাঞ্ছিত ধন মাতৃপদ যুগল পূজা করে জীবন সার্থক করি।

গীত

ত্যজ মা রোদন, কি মন বেদন, রাখ নিবেদন নির্ব্বেদ দায়িনী।
কত পুণ্যে মা রে, তপোবনের মাঝে, গোলোক ত্যজে দেখা দিয়েছ জননী॥

ধরাসুতা ধরায় লীলা প্রকাশিতে, অথবা ধরার ভার বিনাশিতে,
অমরে তুষিতে, এসেছ মা সীতে, রক্ষকুল নাশিতে মোক্ষ বিধায়িনী

শতজন্মার্জ্জিত সাধনের গুণে, এনেছি মা তোরে বেঁধে ভক্তিগুণে,
অথবা স্বগুণে, এলে পাপিগণে পাপাগুনে নিস্তারিতে নিস্তারিণী

যে সু দৃষ্টে তরে গো-ব্রহ্ম ঘাতকী, হবেনা সীতে সে দৃষ্টিপাত কি,
হই যদি পাতকী, তাতেই ভয় এত কি, ঐ পা ত পাতকী-পারের-তরণী

বহ্মাদি যার তত্ত্ব না পান যোগ ধ্যানে, সেই ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী উদয় তপোবনে,
ভাবলে ব্রহ্মজ্ঞানে, ব্রহ্ম পদ নিদানে, বিতরেন ঐ ব্রহ্ম সনাতনী

সীতা।—ঠাকুর কে আপনি? কোন্ দেবতা? পতি পরিত্যজ্যা পাপিনীর প্রতি প্রসন্ন হয়ে এ অনাশ্রয় অরণ্য মধ্যে আশ্রয় দিতে এসেছেন আপনার করুণাপূর্ণ প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখে বোধ হচ্ছে, আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মূর্ত্তি – করুণার আধার আমি আপনাকে প্রণাম করি

বাল্মিকী।—তা বেশ. এমন ধরা জীবকে মায়ামুগ্ধ করে কর্ম্মসূত্রে বন্ধনগ্রস্থ না ক'রলে, তোদের খেলার পথ প্রশস্থ হবে কেন? মা অন্তর্য্যামিনী হয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন তুমি কে? এ এক

নূতন কথা বটে। মায়ের কাছে যে সন্তানকে আত্মপরিচয় দিতে হয় এ হ'তে আর আশ্চর্য্য কি আছে মা আমি যে কে, তাকি তোর মনে নাই ? তা থাক্‌বে কেন মন কাছে থাক্‌লে ত মনে পড়বে মন যে তোর অযোধ্যায় পড়ে আছে তা মা। পতি পদে মন সমর্পণ ক'রে সতী-ধর্ম্ম রক্ষা করাও উচিত; আবার দীন হীন অনাথ পুত্রদের স্নেহচক্ষে দেখাও মায়ের কর্ত্তব্য। মা বহুযুগ যুগান্ত কাল বল্মিকাবৃত থেকে কীট দংশনে কায়াপতন পূর্ব্বক তোদের সাধনা ক'রেছি, তোরাই দয় করে দীন পুত্রের বাল্মিকী নাম রক্ষা করেছিস, পূর্ব্বে যে মহাপাপী রত্নাকর নাম ছিল, আজ মুক্তি-রত্নাকর তোর পদ যুগল প্রাপ্ত হয়ে আমার সে নামও সার্থক হ'লো

সীতা —ঠাকুর আপনারা অন্তর্য্যামী, যোগবলে আপনাদের অজানিত কিছুই থাকে না, তাই বিনা পরিচয়েই এ হত ■ গিনীকে চিন্‌তে পেরেছেন।

বাল্মিকী —কি বল্লি মা চিন্‌তে পেরেছি—যোগবলে তোকে চিন্‌তে পেরেছি ? সনক সনাতন শুক নারদাদি সমাধি সার করেও যাঁর পদাঙ্গুষ্ঠের মহিমার সীমা ক'রতে পারেন নাই, আমি এমন যোগবল কি সঞ্চয় ক'রেছি যে, সেই বলে অচিন্ত রূপিনী মা তোমাকে চিন্‌তে পারব ? চিন্‌তে পারি নাই মা— পারিনাই। আর যে পারব সে আশাও নাই। তুমি যে কোথাকার বস্তু। কি জন্য এত দয়া হয়েছে—কি খেলার জন্য যে এত খেলা খেল্‌ছ, যা অনন্তাদির চিন্তার অতীত, তার তত্ত্ব আমি কি করে জান্‌ব মা তবে যদি দয়া ক'রে কখন পরিচয় দিস্ তা হ'লেই ধন্য হব।

সীতা —পিতঃ। এ হতভাগিনী রাজর্ষি জনকের কন্যা— মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ—দয়াময় রামচন্দ্রের পত্নী—নাম সীতা।

সত্যপ্রিয় রামচন্দ্র প্রজারঞ্জন রূপ কঠোর ব্রত পালনের জন্য এ হতভাগিনীকে চিরদিনের মত নির্ব্বাসিতা করেছেন ; পিতঃ ! যদি পাপিষ্ঠা ব'লে ঘৃণা না করেন, অসতী অপবিত্রা সীতাকে স্থান দানে যদি আপনার পুণ্যাশ্রম অপবিত্র হবে মনে না করেন, তবে কৃপা ক'রে কিছু দিনের জন্য নিরাশ্রয়াকে আপনার পবিত্র আশ্রমে স্থান দিন্। আপনার দয়া ভিন্ন এ অকূল বিপদ সাগরে কূল পাবার আশা নাই !

বাল্মিকী —মা এ মন্দ কথা নয়। কূলদায়িনী মার দেখা পেয়ে কূল পাবার আশায় এলেম, মা কোথায় কূল হারা সন্তানের প্রতি অনুকূল হয়ে কূলে তুলে দেবেন, তা না হয়ে কুলকুণ্ডলিনী মা আমার বল্লেন "আমি অকূলে পড়ে ভাসছি" ভক্তের সঙ্গে এত চাতুরী না করলে দয়াময়ী নামের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হবে কেন ? ভাল মা ! একটা জিজ্ঞাসা করি, অজ্ঞান শিশু যদি কোনরূপে বিষাক্ত বস্তু ভোজনে প্রাণ হারায়, তাহলে কি লোকে শিশুর প্রতি দোষারোপ করে, না প্রসূতিকেই তিরস্কার ক'রে থাকে ? যা পায় তাই মুখে দিয়ে উদরস্থ করবার চেষ্টা করাই শিশুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কটু কষায় মধুর তিক্ত বিস্বাদ বিষাক্ত কিছুই যাদের জ্ঞান নাই, প্রসূতিই যাদের নিয়ত কালের রক্ষাকর্ত্রী, সেই অবোধ বালক কোন রূপে আত্মনাশ করলে সে জন্য পাপের ভাগী কে ? বালক না প্রসূতি ? শিশু পুত্র যাতে কোন রূপ পীড়া জনক বস্তু উদরস্থ না করে, সেজন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকাই প্রসূতির কর্ত্তব্য। আর জননী মাত্রে করেও থাকে তাই এমন কি, অজ্ঞান শিশু কদাচিৎ যদি কোন পীড়া দায়ক বস্তু উদরস্থ করবার চেষ্টা করে, তাহলে স্নেহময়ী জননী সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ করে তাড়াতাড়ি এসে বালকের মুখ বিবরে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক ভক্ত বস্তু অপসারিত ক'রে. প্রসারিত করে স্নেহ ভরে পালক

বক্ষে ধারণ করে থাকেন তারা সামান্য মা—হৃদয়ও সামান্য, তারা সেই সামান্য হৃদয়ের সামান্য স্নেহ বশে সন্তানের প্রতি এত মমতা প্রকাশ করে থাকে—আর তুমি এমন ভুবনভরা মায়ার প্রতিমা, জগতের মা হয়ে এত দয়াহীনা আমরা শিশু-ধর্ম্মের বশবর্ত্তি হয়ে, কটু তিক্ত মধুর বিষাক্ত যা পাচ্ছি তাই উদরস্থ করছি, আর সংসার-বিষে নিয়ত জর্জ্জরিত হচ্চি তুমি স্নেহময়ী মা কোথায় নিবারণ করবে, না স্বয়ং প্রলোভন দিয়ে স্বহস্তে সন্তানের মুখে বিষ প্রদান করছ। এই কি মায়ের উচিৎ কার্য্য মা। একেত সংসার বিষের জ্বালায় জ্বলছি তার উপর সম্মুখে এই অকূল সমুদ্র। ভীষণ তরঙ্গের সঙ্গে কুটীল স্রোতের ঘোর আবর্ত্তন দেখে আতঙ্কে প্রাণ কাঁপছে। এই অপার পারাবার যে কি করে পার হব, তার উপায় কিছুই স্থির কর্‌তে পারছিনে, তাই মা বড় ব্যাকুল হয়ে বিনয় করে বল্‌ছি এ দিগভ্রান্ত পান্থকে আর অন্ধকারে এনে অন্ধ করিস্‌নে, এখন অনুকূল হয়ে যত শীঘ্র পারিস্ কূলে তুলে দে এমন ধারা অকূলে পড়ে আর কত দিন ভাস্‌ব মা।

সীতা —পিতঃ। আপনি প্রদীপ্ত তপোরাশির আধার, তত্ত্বজ্ঞানের মূর্ত্তিমান দেবতা, আমি সামান্যা অবলা হয়ে আপনার কথার অর্থ কি বুঝ্‌ব। আপনি ব'ল্লেন দুস্তর সাগরের তরঙ্গ দেখে পারের চিন্তায় প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে। এখানে সাগর কোথায় দেব। কেবল এই হতভাগিনী সীতাইত দুঃখের সাগরে ভাস্‌ছে আর দুরাত্মা রাবণ যখন আমাকে হরণ ক'রে লঙ্কায় লয়ে গিয়েছিল, সেই সময়ে সেই বিমান পথ হ'তে তাল প্রমাণ তরঙ্গসঙ্কুল অকূল সাগর দেখে মূর্চ্ছিত হ'য়ে ছিলাম

বাল্মিকী —মা। তুমি সামান্য লবণ সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে মূর্চ্ছিতা হয়েছিলে, আর আমাদের সম্মুখে কি অকূল সাগর পড়ে রয়েছে একবার দেখদেখি। একে কুবাশা বায়ু সংযোগে মায়া

ঊর্ম্মির ঘোর আবর্ত্তন . হিংসা, দ্বেষ, কাম ক্রোধাদি বিকটাকার জলচরগণের ভীষণ আস্ফালন তার উপর কালরূপ কুম্ভীর করাল গ্রাস বিস্তার করে অবস্থিতি কর্‌ছে। দেখ্‌তে পাচ্ছ কি ?—বলি আমাদের সম্মুখে যে কি দুস্তর সাগর পড়ে রয়েছে দেখ্‌তে পাচ্ছ কি ? ঘোর আবর্ত্তনের ভীষণ গর্জ্জন শুনতে পাচ্ছ কি ? কর্ণ কি আছে ? তোমার যদি কর্ণই থাকবে তাহলে কি এত কান্নায়—এত আর্ত্তনাদেও কর্ণপাত কর্‌তে না। তা না কর্ণপাত কর আর নাই কর আর ছাড়্‌বনা—কর্ণধারেরও অপেক্ষা কর্‌ব না ; তরণী ধরেই বসে থাক্‌ব, কর্ণধারের দয় হয় উত্তম, নতুবা জয় রাম জয় রাম ব'লে ঐ তরণী ভব বৈতরণী জলে ভাসিয়ে দিয়ে একবারে ভব পারাবারে পার হয়ে চলে যাব।

গীত।

ঐ দেখ্‌ মা জলধি অপার
ঐ ভয়ে অভয়ে তোর ভিখারী কৃপার
কত জন্ম জন্মান্তরে,　　মা তোরে ডেকে কাতরে,
পেয়েছি আজ এ তপ-প্রান্তরে ,
এলি যদি তারিতে দুস্তরে, (গো —
তবে হয়োনা কাতর নিতে,　　লয়ে পদ তরণীতে,
ভব বৈতরণীতে এ দুর্দ্দিনে কর পার

সীতা।—পিতঃ আপনি সামান্য সাগর পারের প্রার্থী নন, ভব সাগর পারে জন্য চিন্তিত, তা সে জন্যই বা আপনার চিন্তা কেন ? আপনার প্রশস্ত সাধন তরণী, অনুকূল ভক্তি স্রোতে বৈরাগ্য বায়ু বলে অনায়াসে কুল প্রাপ্ত হবে, আমার কাছে সে প্রার্থনা কেন। আপনার পারের উপায় কর্‌ব এমন শক্তি আমার কি আছে ? তবে যদি কখন সেই দিন হয়—যদি কখন গুণধাম রামচন্দ্রের দেখা পাই, তাহলে তাঁর কাছে সব কথা বল্‌ব, যাঁর

নাগে সাগর সলিলে শীলা ভেসেছে আমার ন্যায় দুঃখিনী অবলার জন্য যিনি অকুল সাগরে সেতু বন্ধন করেছেন, তিনি দয়া করলে আপনার জন্য ভব সাগরেও সেতু বন্ধন করে দিতে পারেন আপনি সেই গুণধাম রামচন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করুন, করুণ-হৃদয় রামের অবশ্যই দয়া হবে ; আমার কাছে সে প্রার্থনা কেন দেব .

বাল্মিকী ।—কি বল্লি মা । তোর কাছে সে প্রার্থনা কেন ? রামের কাছে প্রার্থনা করলে তিনি আমার ভব সাগরের সেতু বন্ধন করে দেবেন । দিব্য বালক বুঝান কথা বল্লি ত মা । যে রাম আত্ম কার্য্য সাধনের জন্য লবং সাগরে সেতু বেঁধে ছিলেন, আবার স্বকার্য্য সাধনান্তে দেশাগমন কালে, পাছে অন্য কেউ সেই সেতু অবলম্বন করে সাগর পারে যায়, সেই হেতু যিনি সেই সামান্য সাগরের সেতু পর্য্যন্ত ভগ্ন করে দিয়ে এসে ছিলেন, সেই রাম আমার জন্য ভব সাগরের সেতু নির্ম্মাণ করে দেবেন এ ছেলে ভুলান কথায় কাকে ভুলাচ্ছিস্ মা ।

গীত ।

আর কে করিবে মাগো পাতকী উদ্ধার ।
পতিতের গতি, পথের সংগতি,
তুমি মা জীবের মুক্তি মূলাধার
দাঁড়ায়ে ভবাব্ধি কূলে, কোথায় ভবের নাবিক ব'লে,
যারে ডাকুব সকলে
আজ হারায়ে মা তোরে, অকুল পাথারে,
ভাসিছেন সেই রাম কর্ণধার

(জ্ঞানানন্দ, সত্যানন্দ ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি মুনিবালকগণের প্রবেশ)

জ্ঞানা —আপনি প্রতিদিন সায়ং সন্ধ্যাদি সমাধার পর আশ্রমে ব'সে আমাদের কাছে যে রাম সীতার গুণ কীর্ত্তন

করতেন, যাঁদের গুণ গান করতে করতে প্রেমে উন্মত্ত হয়ে "জয় সীতা রাম, জয় সীতা রাম" ব'লে নৃত্য করতেন, নয়ন প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হ'ত সেই সীতাদেবী নাকি আমাদের তপোবনে এসেছেন? ভাই পরানন্দ আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। আজ দাদার সঙ্গে তেমনি ধারা "জয় সীতা রাম, জয় সীতা রাম" বলে নাচ্‌ব

বাল্মিকী —ভাই জ্ঞানানন্দ, পরমানন্দ, সত্যানন্দ আজ তোমাদের আনন্দ দেখে আমারও হৃদয়ে আনন্দ ধর্‌ছেনা। আহা আনন্দময়ী মা তোর আগমনে আমার তপোবন আজ আনন্দ ময় হয়েছে. ভাই ব্রহ্মানন্দ তোমরা এ আনন্দের সংবাদ কার কাছে পেলে বল দেখি?

ব্রহ্মা।—শুকের মুখে শুনলাম, সে ঐসব কথা, আরও কত কি বল্‌তে বল্‌তে আমাদের কাছ দিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলে গেল, তারও যেন আনন্দের সীমা নাই, সে "মা এসেছেন, মা এসেছেন" বলে নাচ্‌ছে,কখন হাস্‌ছে,আবার হাস্‌তে হাস্‌তে কেঁদে ফেল্‌ছে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম,মা এসেছেন ত তুই কোথায় যাচ্ছিস? তাতে সে কি ক'টা কথা বেশ মিল করে করে বল্‌লে—বেশ মনে পড়ছেনা—কি—তপোবনে এলেন মা—কি —তাইতে কি—

পরা —ওহোঃ হোঃ ব্রহ্মানন্দ শিখ্‌তে পারে নাই; আমি বল্‌ব দাদা?

"তপোবনে এলেন মা, তাইতে সুখ আর ধর্‌ছেনা।
পদ্ম দিয়ে যুগল পদে, কর্‌ব পূজা মনের সাধে।
পূজার সময় হ'ল ভাই' ফুল তুল্‌তে চল্লেম তাই"

এই রকম আরও কি কত বল্‌তে বল্‌তে ঐদিকে চলে গেল, আমরাও ছুটে এলাম।

বাল্মিকী —ভাই যদি এসেছ, তবে সকলে মাকে প্রণাম কর

বালক সকলে —মা ! আমরা আপনাকে প্রণাম কর্‌ছি

সত্যা —দাদা ! সুধু কি মা ব'লেই প্রণাম কর্‌ব ?

বাল্মিকী —ভাই ! ভক্তির সহিত মাকে যা বলে প্রণাম কর্‌বে মা তাতেই সন্তুষ্ট হবেন ! ভাল আমি যা বলি তাই ব'লে আমার সঙ্গে প্রণাম কর বল—

ধরিত্রীগর্ব্ভসম্ভূতাং সাবিত্রী সর্ব্বমঙ্গলে ।
বৈকুণ্ঠবাসিনীলক্ষ্মী নমঃস্তে রাঘবপ্রিয়ে

জ্ঞানা —দাদা মা আশ্রমে থাক্‌বেন ত ? ওঁকে আমরা কি বলে ডাক্‌ব ?

সীতা —আমি বড় দুঃখিনী, আমাকে দুঃখিনী মা বলে ডেক।

জ্ঞানা —তুমি বড় দুঃখিনী, আমরা দাদার কাছে সব শুনেছি ; তুমি বড় ভোগা দিতে ভাল বাস, আমরা ও ভোগায় ভুল্‌ব কি ন ।

বাল্মিকী —ভাই জ্ঞানানন্দ তে সবা তোমাদের মাকে যেমন মা ব'লে ডাক, এ মাকে তেমনি বড় মা বলে ডেক। (সীতার প্রতি) মা আব কেন। গাত্রোত্থান কবে আশ্রমে চল। এতদিন স্বর্ণ অট্টালিকায় ছিলে, এখন কিছু দিনের জন্য দীনের সাধ পূর্ণ কর্‌তে পর্ণকুটীরে বাস ক'র্‌তে হবে। ভাই জ্ঞানা-নন্দ। সত্য পরানন্দ। সকলে একবার পরমানন্দে মাব নাম কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে মাকে আশ্রমে লয়ে চল

জ্ঞানা ।—ভাই সত্যানন্দ। আমরা সেই গানটি গাই—ঐ যে দুকে আস্‌ছে।

(পুষ্প হস্তে দুকের প্রবেশ)

দুকে —কে দুকে ? আমি দুকে।

কিসের দুঃখে দুকে দুঃখে,

আর কি দুকে দুঃখে আছে,
দুঃখের দিন ত ফুরিয়ে গেছে
(এখন) আয়না তোদের সঙ্গে মিলে,
গাই যাব গুণ পরাণ খুলে।

গীত

জয় জয় জননী জগৎমাতা জগৎ-বন্দিনী
যোগমায়া, যোগীন্দ্র যায়া, (জয় জননী) জনক নন্দিনী
জনম মরণ জরা, যাতায়াত যাতনা হরা,
ব্রহ্মময়ী সারাৎসারা, (পরাৎপরা) পতিতপাবনী
(জয় জয় সীতারাম) (জনম সফল হবে, বল জয় সীতারাম)

[সীতাকে লইয়া সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—অযোধ্যা-চিন্তাগার

রামচন্দ্র একাকী আসীন

রাম —(স্বগতঃ)

সুখ রবি অস্ত আজ হ'ল অযোধ্যার
শূন্য প্রাণ শূন্য মন, শূন্য রাজ সিংহাসন,
সুখের ভবন আজ শোকের আধার,
একের অভাবে হয় জগত আঁধার।

ভাঙ্গিল মর্ম্মের অস্থি জন্মের মতন
হৃদয়ের গ্রন্থিচয়, একে একে ছিন্ন হয়,
একে একে খসিতেছে মর্ম্মের বন্ধন,
প্রকাশিছে জীবনের শেষ নিদর্শন।

হুহু ক'রে কালানল জ্বলিছে অন্তরে
জ্ঞান বুদ্ধি কিছু নাই, সব পুড়ে হ'ল ছাই,
পুড়িছে মর্ম্মের গ্রন্থি এক এক ক'রে,
ঘুচিল ভরসা আশা। জনমের তরে

কোটী কোটী কালকীটে কাটিছে বন্ধন
যে তীব্র বিষেতে হায়, সতত জ্বলিছে কায়,
যে বিষম বিষধরে করিছে দংশন,
কারে কব—কে বুঝিবে মর্ম্মের বেদন

শান্তির মন্দির মোর গিয়াছে ভাঙ্গিয়া!
কেবল দুঃখের ছায়া, পাপের বিকট কায়া,
আসিছে গ্রাসিতে যেন নয়ন রঙ্গিয়া—
সম্মুখে নাচিছে ঘোর ভ্রুকুটী ভঙ্গিয়া

হইয়া দীক্ষিত যবে প্রজার রঞ্জনে
প্রাণের প্রতিমা সীতা, করিয়াছি নির্ব্বাসিতা,
স্বহস্তে সাধের হাট ভেঙ্গেছি যে দিনে,
জীবনের সুখ শান্তি গেছে সেই সনে।

পাপের ভীষণ চিন্তা জ্বলিতেছে বুকে।
জুড়াতে যে দিকে চাই, কেবল দেখিতে পাই,
আত্মহারা—উন্মাদিনী প্রাণ পুত্তলিকে,
কাঙ্গালিনী বেশে সীতা কাঁদিছে সম্মুখে।

মুদিলে নয়ন যদি কভু তন্দ্রা আসে
দেখি যেন সেই সীতা, অশ্রুমুখী সন্ত্রাসিতা,
ছিন্ন হেমলতা প্রায় আলুলিত কেশে,
লুণ্ঠিত হ'তেছে ভূমে উন্মাদিনী বেশে।

কভু দেখি মোর নাম করি উচ্চারণ।
দেবগণে সাক্ষী করি, সীতা সতী-কুলেশ্বরী,
বিদায় লইয়া যেন জন্মের মতন,
পশিছে জাহ্নবী জলে ত্যজিতে জীবন!

কি কব—কি কর সখি। ব'লে সক তরে
অমনি সম্মুখে আসি, মুর্ত্তিমান তপোরাশি,
সুধীর গম্ভীর ভাবে কত স্নেহভরে,
কে যেন বোধিছে সখি ব্যাকুল অন্তরে।

জাগ্রতে স্বপনে সব বিভীষিকাময়
হ'লো রাজ্য ছার খার, চতুর্দ্দিকে হাহাকার,
কি যেন বিকট ছায়া দেখি সমুদয়
রাম-ভাগ্যে উন্মাদত্ব ঘটিল নিশ্চয়

(অধোবদনে উপবিষ্ট)

সুমন্ত্রের প্রবেশ

সুমন্ত্র —মহারাজ, অভিবাদন করি

রাম —কে সুমন্ত্র সুমন্ত্র এসেছ, তুমি এলে লক্ষ্মণ কৈ? লক্ষ্মণ কি আর আমার কাছে আস্‌বে না? সত্যই কি সে আর মহাপাপীর মুখ দর্শন ক'রবে না? তা করবে কেন? পাপীকে দেখলেও পাপগ্রস্ত হ'তে হয়। হা রঘুকুল-কুলঃপাংশুল রাম। যে লক্ষ্মণ ছায়ার মত—ছায়ার মত কি—ছায়া হ'তেও অধিক। ছায়া ত কেবল আলোকেই আশ্রিত থাকে, কিন্তু যে লক্ষ্মণ আঁধারে—আলোকে, বিষাদে—পুলকে নিয়ত তোর পদাশ্রিত থাকৃত, তোর পিশাচাধিক আচরণের জন্য সেও আজ তোকে পরিত্যাগ করলে হা বিধাতঃ এ মহাপাপী রামের ভবিষ্য-ভাগ্যপটে যে কি ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করে রেখেছ তা তুমিই জান।

সুমন্ত্র —মহারাজ নিয়ত চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে অপ্রসন্ন ভাবে কালযাপন করলে, ক্রমে চিন্তার বৃদ্ধি বৈ হ্রাস হবে না, সুতরাং তাতে স্বাস্থ্যভঙ্গের সম্পূর্ণ সম্ভব

রাম —আর স্বাস্থ্য! সুমন্ত্র! স্বাস্থ্য থাকলে ত ভঙ্গ হবে! এ দেহে আর আছে কি! বিষের জ্বালা—অনলের দাহ—আর

পাপ পিশাচের বিকট অভিনয় । বিষে জ্বল্‌ছে—আগুনে প্‌ড়ছে তথাপি যে পাপ দেহের ধ্বংস হচ্ছে না , এই বিচিত্র ।

সুমন্ত্র ।—ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। আপনি রঘুকুলের কীর্ত্তিবান পুত্র, যে সাধু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই কঠোর ব্রত অবলম্বন করেছেন, এক্ষণে অধৈর্য্য হ'লে সে সাধু উদ্দেশ্য সাধিত হবে না—অথচ ব্রত ভঙ্গ হবে চিত্তকে আয়ত্ব করুন এতদূর অধৈর্য্য হওয়া কি আপনার ন্যায় কুলধ্বজ ধৈর্য্যশীল কীর্ত্তিবান পুত্রের কর্ত্তব্য ?

রাম —সুমন্ত্র। রাম যে রঘু বংশের কীর্ত্তিবান পুত্র তা মিথ্যা নয়, এই পবিত্র কুলে জন্ম গ্রহণ ক'রে অনেক মহাত্মা অনেক পবিত্র কীর্ত্তি রক্ষা করে,অনন্তধামে গমন করেছেন। তাঁদের নাম স্মরণেও পাপের শান্তি হয় আর আমি এমনি মহাকীর্ত্তি রেখে চল্লেম যে, আর কেউ কাছে আস্‌বে না—নাম কর্‌বেনা—মহাপাপী রঘুকুলের কুসন্তান ব'লে আর কেউ কুশাগ্রেও স্পর্শ করবেনা। রাজ্য অরাজক হবে বল্‌ছ। কি কর্‌ব—উপায় নাই। আমার সাধ্য নাই—শক্তি নাই—জ্ঞান, বুদ্ধি,সব গিয়েছে—সুমন্ত্র সব গিয়েছে। আম দ্বারা তোমাদের কোন উপকারের আশা নাই—রাজ্যের কুশল প্রত্যাশা নাই। যেরূপে পার, হয় রাজ্য রক্ষাকর—নয় সব যাক্, যে পথে রঘুকুলের কুল-লক্ষ্মীকে বিসর্জ্জন দিয়েছি, অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীও সেই পথে যাক্। কৈ লক্ষ্মণ এলোনা। কেমন করে—কি ব'লে সীতাকে জন্মের মত নির্ব্বাসিতা করে এলো একবার বল্লে না ?

সুমন্ত্র।—আর কি শুনবেন দেবীকে অরণ্যে পরিত্যাগ করার পর হতেই, কুমার শোকে কেমন আত্মহারা প্রায় হয়ে উঠেছেন। আর চিত্তের স্থিরতা নাই—কোন কথার অর্থ নাই। কি অসম্বদ্ধ প্রলাপ বল্‌ছেন ; তাঁর নিকটে যাওয়ার সাধ্য আমার

নাই   অসি নিষ্কোষিত—নয়নদ্বয় প্রাতঃ সূর্য্যের ন্যায়! দৃষ্টির স্থিরতা নাই। তাঁর নিকটে অগ্রসর হওয়া আমার ন্যায় শত শত সুমন্ত্রের অসাধ্য সেই জন্য কুমার ভরত শত্রুঘ্ন সর্ব্বদা তাঁর সান্ত্বনার জন্য আছেন আপনার আদেশ বিদিত করায়, তাঁরা উভয়ে বহুকষ্টে তাঁকে রাজ সভায় লয়ে আসছেন

(উন্মত্তপ্রায় লক্ষ্মণকে ধারণ করিয়া ভরত শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ —হলো—রামের কার্য্যোদ্ধার হলো এইবার লক্ষ্মণের কার্য্যোদ্ধারের সময় সুমন্ত্র—আন রথ। ছেড়ে দাও—শত্রুঘ্ন। ছেড়ে দাও যাবনা—আর যাবনা—সুমন্ত্র—চল। অযোধ্যায় চল সীতা চরিত্রে সন্দিগ্ধ-চিত্ত কে আছে আমার চিরশত্রু—মাতৃ-বৈরি কে কোথায় আছে—দেখ। পাপ রসনা ছেদন কর—চিতা জ্বাল—আহুতি দাও শত্রুঘ্ন ছাড়। যেওনা—রামের কাছে লয়ে যেওনা। তা হলে হয়ত নির্ব্বাসনের পরিবর্ত্তে মাকে আমার হুতাশনে নিক্ষেপ করতে বলবে। যাবনা—যাবনা ছেড়ে দাও—ঐ দেখ। বিকট মূর্ত্তি। প্রতারণা—পাপ বিকট মূর্ত্তিতে অগ্রসর হচ্ছে। ঐ দেখ—অগ্নি রাশি পর্ব্বত প্রমাণ অগ্নি রাশি। পুড়ুক—অযোধ্যা পুড়ুক. পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ক। ছেড়ে দাও—সব পোড়াও। খণ্ড খণ্ড করে সতী শত্রুমেধ মহাযজ্ঞে আহুতি দাও.

সুমন্ত্র।—কুমার স্থির হও। সকলেই এমন ধারা শোকে আত্মহারা হ'লে যে সকল দিকেই সর্ব্বনাশহবে। দেখদেখি এই অল্পকালের মধ্যে প্রভু রামচন্দ্রের কি অবস্থা ঘটেছে। হৃদয়ের শান্তি গিয়েছে—দেহের কান্তি গিয়েছে—নব দুর্ব্বাদলশ্যাম কলেবর যেন শরতের ছিন্ন মেঘের ন্যায় কেমন মলিনভাব ধারণ করেছে। এখন যাতে সীতাশোক বিস্মরণ করতে পারেন,তার উপায় করুন। একবার মহারাজের কাছে চলুন।

লক্ষ্মণ —কোথা যাব সুমন্ত্র যে মহৎ কার্য্য সপন্ন করে এলাম তারই সংবাদ দিতে ? চল—হৃদয় ! পাষাণ হও ।—

রাম ।—এলে লক্ষ্মণ ! সীতাকে নির্ব্বাসিতা করে এলে ? বল—বল প্রাণাধিক ! কেমন করে সে সুবর্ণ প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে এলে ?

লক্ষ্মণ ।—কেমন করে !—কেমন করে বনে দিয়ে এলাম ! ব্যাধে যেমন পালিতা বিহঙ্গিনীর পক্ষ ছেদন করে জ্বলন্ত অগ্নিরাশিতে নিক্ষেপ করে ! পাষাণে হৃদয় বেঁধে রাম যেমন সতীর প্রতিমা সীতাকে নির্ব্বাসিতা করতে অনুমতি দেয় ! আজ অকাতরে সেই ক্ষীণপ্রাণা কুরঙ্গিণীকে শ্বাপদ শঙ্কুল বিজন বনে পরিত্যাগ করে এসে লক্ষ্মণ তাহতেও মহাবীরত্বের পরিচয় দিয়েছে ! আস্‌বার সময় দেখলাম, সেই সদ্যচ্ছেদিতা সুবর্ণ-লতা ধরাশায়িনী হয়ে, আপনার মঙ্গল কামনা কর্‌তে কর্‌তে মাতৃগণের পদে—আপনার পদে—গুরুজনের পদে ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌তে করতে জন্মান্তরে আপনাকে পতি প্রাপ্তির কামনা কর্‌তে করতে সেই রঘুকুল-লক্ষ্মী—সেই স্নেহময়ী জননী—সেই সতীর প্রতীমা মা আমার, পাপ তাপময় সংসারের সকল যাতনার শেষ করে চলে গেলেন ।

রাম ।—কি হলো ! সীতা নাই ? বন-বাসের সঙ্গে সঙ্গেই সতী-কুলেশ্বরি সীতা এ জ্বালাযন্ত্রণাময় সংসার হ'তে চলে গেলেন ? হলো—লক্ষ্মণ ! রাম জীবন নাটকের অভিনয় সাঙ্গ হলো ! হা সিতে ! হা প্রিয়ে হা প্রাণাধিকে !—(পতন ও মূর্চ্ছা)

লক্ষ্মণ ।—বেশ হ'লো—সীতা গেল রাম গেল সব শ্মশান হলো ! এইবার লক্ষ্মণেরও সময় হয়েছে ! পাপ সংসার শ্মশান-কূবে সরযূ জলে এ পাপ জীবনের শান্তি করিগে ! দাও সুমন্ত্র—ছেড়ে দাও ।

(প্রস্থানোদ্যত ও ভরত শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক ধারণ)

সুমন্ত্র —মহারাজ। গাত্রোত্থান করুন। সীতা দেবী মূৰ্চ্ছিতা হয়ে ধরাশায়িনী হয়ে ছিলেন, লক্ষ্মণ, দেবীকে মূর্চ্ছিতা দেখেই উন্মত্তের ন্যায় সে স্থান পরিত্যাগ করেছিলেন, সুতরাং চৈতন্য-লাভ দর্শন করেন নাই। আপনি লক্ষ্মণকে শান্ত করুন, নতুবা আজ লক্ষ্মণের হাতেই সংসার শ্মশান হবে। সকল দিকেই সর্ব্বনাশ ঘট্‌বে।

রাম।—(গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) লক্ষ্মণ। সীতাকে হারিয়েছি—স্ত্রী হত্যা করে মহা পাপ সংগ্রহ করেছি। আর কেন পাপের ভার বৃদ্ধি কর? ভাইরে। কারও দোষ নাই, সকলই হতভাগ্য রামের কর্ম্ম-ফল মাত্র তুমি স্থির হও আর অযোধ্যার সর্ব্বনাশ ক'রনা। আমার সঙ্গে চল। ভ্রাতঃ। ভরত-শত্রুঘ্ন। তোমরাও আমার সঙ্গে বিশ্রাম ভবনে এস।

(উন্মত্ত প্রায় লক্ষ্মণকে লইয়া সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—অযোধ্যা—রাজপথ।

দশাশ্বশেখরের প্রবেশ

দশাশ্ব —(স্বগতঃ) আমি অনেক মহাত্মার নিকট শুনেছি, এ সংসার জীবের কর্ম্মক্ষেত্র, আর সেই কর্ম্ম জনিত ফল ভোগের স্থানের নাম "স্বর্গ" এই কর্ম্মক্ষেত্রে এসে যে যেরূপ কর্ম্ম-বীজ রোপন করবে, পরকালে সে সেইরূপই ফল ভোগের অধি-কারী হবে। কিন্তু আমার ত সে মহাজন বাক্যের প্রতি বিশ্বাস হয় না। আমার বোধ হয় জীবের কর্ম্মফল ভোগের আর দ্বিতীয় স্থান নাই, সংসারই জীবের কর্ম্ম-ক্ষেত্র, আবার সেই কর্ম্মফল

ভোগের স্থানই এই সংসার। নতুবা সংসার যদি শুদ্ধ কর্ম্মক্ষেত্র, আর ফলভোগের স্থান অন্যত্র হ'ত, তাহলে এই কর্ম্মক্ষেত্রে এসে সকলেইত সুখ দুঃখ সমভাবে ভোগ ক'রে, কর্ম্মান্তে কেউ স্বর্গে কেউ নরকে গিয়ে কর্ম্মানুসারে ফলভোগের অধিকারী হ'তে পার্‌ত, সে ভোগাভোগের ব্যবস্থা কর্ম্মক্ষেত্রে হ'ত না। একজন স্বর্ণ-অট্টালিকা-বাসী অতুল ধনরাশির অধীশ্বর, আর একজন উদরান্ন শূন্য পর্ণকুটীর বাসী নিতান্ত নিরাশ্রয় পথের ভিখারী। কেউ অকাতরে অগণ্য অর্থ-রাশি অযথা অপব্যয় ক'রে বিলাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করছে, আর কেউ নিরাশ্রয় হীন-যোত্র—কেবল ভিক্ষা-পাত্র মাত্র সম্বল ক'রে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণের পর, দিনান্তে অর্দ্ধাশনে বা অনশনে অতিবাহিত ক'রছে। কেন? সংসার যদি কর্ম্মক্ষেত্রই হয় আর ফল ভোগের স্থান যদি অন্যত্রে হয়, তবে ভোগাভোগের স্থান স্বর্গ বা নরকের কার্য্য এই কর্ম্মক্ষেত্রেই ভোগ করতে হয় কেন? সেই জন্য বলি স্বর্গ নরক কল্পনা মাত্র, সংসারই কর্ম্মক্ষেত্র, আর এই সংসারই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ফল ভোগের স্থান। পূর্ব্বজন্মে যে যেরূপ কর্ম্ম বীজ রোপণ করে এসেছে, পরজন্মে এই কর্ম্মক্ষেত্রেই এসে তার ফলভোগ করছে; আমি পূর্ব্বজন্মে এই কর্ম্মভূমিতে এসে বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ ক'রে গিয়েছিলাম, এ জন্মে এসে তারি বিষময় ফলভোগ ক'র্‌ছি, মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য লালায়িত হয়ে অন্যের দ্বারে ভিক্ষা প্রার্থনা ক'র্‌তে হচ্ছে এই সমস্ত দিবা গত হতে চল্লো, এখনও জলবিন্দু মাত্র উদরস্থ হয় নাই। এ কার দোষ? অনেকেই বিধাতার প্রতি দোষারোপ ক'রে থাকেন, কিন্তু আমি বিধাতার দোষ দিই না, তিনি ত জীবের সুখ দুঃখের কারণ নন, কর্ম্মই জীবের সুখ দুঃখের কারণ; তিনি কেবল কর্ম্মানুরূপ ফলদাতা মাত্র; আমি আত্মকৃত কর্ম্মের জন্য আপনাকেই তিরস্কার করি, আর জীবের সুখ দুঃখের বিধাতা

সেই কর্ম্মকেই নমস্কার করি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কর্‌ছি, আবার এ জন্মে যে বীজ রোপণ করে চল্লেম সেই বীজোৎপাদিত বৃক্ষে যে, পরজন্মে এ হ'তে শত সহস্র গুণে বিষময় ফল ধারণ কর্‌বে তাও বুঝ্‌তে পার্‌ছি, প্রভাতে শয্যা পরিত্যাগের সময়ে যে একবার ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানকে স্মরণ ক'রব এ দরিদ্রতানল দগ্ধ-ভাগ্যে তা ঘটে উঠা দূরে থাক,অধিকন্তু স্ত্রী পুত্রের পূর্ব্বদিনের অনশন জনিত ক্ষুধাক্লিষ্ট মলিন মুখ দেখে ভগবৎ চিন্তার পরিবর্ত্তে উদরান্নের মহাচিন্তা এসে উপস্থিত হয় প্রভাতে জীর্ণ কুশ-শয্যা পরিত্যাগের পরেই সেই ক্ষুধিত বালককে কথঞ্চিৎ শান্ত্বনা পূর্ব্বক এই যন্ত্রণাময় দরিদ্র জীবনকে ধিক্কার দিতে দিতে ভিক্ষার্থে বহির্গত হয়েছি সুতরাং এবারকার কর্ম্মক্ষেত্রের কার্য্য ভিক্ষা আর উদরান্নের চিন্তাতেই গত হ'ল। হা ভগবান! তুমি ত জীবের কর্ম্মফলদাতা, আমার স্বরোপিত কর্ম্মবৃক্ষে যে ফল ধারণ করেছে, তুমি আমাকে সেই ফলই প্রদান করেছ, ভাল, কর্ম্মফলে না হয় দরিদ্র করলে, কিন্তু স্ত্রী পুত্র দিয়ে আবার সংসার-মায়ায় বদ্ধ ক'রলে কেন? যদি সংসারী না ক'রতে, যদি সেই ক্ষুধিতা পত্নীর মলিন মুখ দেখে কাতর হ'তে না হ'ত, যদি সেই দুগ্ধপোষ্য বালকের মায়ায় মুগ্ধ না হ'য়ে, এই দগ্ধ উদর পোষণের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রতে না হ'ত, তাহ'লে আমার কর্ম্মবৃক্ষে যে দারিদ্র ফল ধারণ করেছে, তাকেই অমৃতময় জ্ঞান ক'রতে পারতাম, বোধ হয় এই হতভাগ্যকে আরও কতকগুলি দুর্গতি রাশি ভোগ ক'রতে হবে বলেই দরিদ্রতার সহিত সংসার পাশে বদ্ধ ক'রে পাঠিয়েছ হা দারিদ্র্য! জগতে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, তুমি সংসার-ত্যাগী সাধকের সৎপথের সহায় আবার সংসারীর পক্ষে অসৎ পথেরও পথপ্রদর্শক। তুমি সাধকের মিত্র, সংসারীর শত্রু, তুমি

একবার যে সংসারীকে আশ্রয় করেছ, সে মানব হয়ে পশুত্বে পরিণত হয়েছে। সে পণ্ডিত হয়ে মূর্খ,জ্ঞানি হয়েও ঘোর অজ্ঞান। সাধু হয়েও অসাধু, এমন কি, সে একেবারে সংসারের অগ্রাহ্য,—বন্ধুবান্ধবের পরিত্যজ্য বন্ধুবান্ধব স্বজন মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে আদর অভ্যর্থনা লাভ দূরে থাক্, পাছে কিছু অর্থ প্রার্থনা করবে ব'লে কেউ বাক্যালাপ পর্য্যন্ত ক'রতে চান না তোমার আশ্রিতজনের যে কি দুর্দ্দশা, আমিই তার পরীক্ষা স্থল—আমিই তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। শ্বাপদ সেবিত অরণ্য মধ্যে বাস কিম্বা উপ-বাসে দেহনাশও মঙ্গল, তথাপি ধনহীন হয়ে কেউ যেন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বাস না করেন, দরিদ্রতা যে কি যন্ত্রণা—দরিদ্র-জীবন লয়ে বন্ধুবান্ধব মধ্যে বাস যে কি নরক ভোগ। তার স্বত্ত্বা এই দারিদ্র্য-বিষ-বিদগ্ধ হৃদয়ই জান্‌তে পেরেছ। "বরং বনং ব্যাঘ্র গজাদি সেবিতং, জলেন হীন বহু কন্টকাবৃত তৃণাদি শয্যা,পরিধান বল্কলং, ন বন্ধু মধ্যে ধনহীন জীবিতং" এই মহৎ বাক্য যে মহাত্মার রসনা হতে নির্গত হয়েছে, আমি তাঁর পদে নমস্কার করি জীবিকা-যোত্রহীন দারিদ্র্য জীবন লয়ে স্বজন মিত্র মধ্যে বাস করা, কিম্বা ধন গর্ব্বিত বন্ধুর অনুগ্রহ প্রার্থনা যে কি নরক ভোগ, ধন গর্ব্বিত বন্ধুর সেই ঘৃণাব্যঞ্জক মুখভঙ্গি দরিদ্র-হৃদয়ের সেই যন্ত্রণাময় নরকাগ্নির যে কি ঘোরতর আহুতি, তা যিনি জান্‌তে পেরেছেন, সেই মহাত্মাই বোধ হয় বলেছেন, "বরমপি ধ্বব তরু-তলে বাসং, বরমপি ভিক্ষা বরমুপবাসং; বরমিহ ঘোরে নরকে গমনং, ন চ ধনগর্ব্বিত বান্ধব শরণং" ধন্য সেই মহাত্মা। যদি তিনি দরিদ্র হন, তাহ'লে তাঁর দরিদ্র-হৃদয়ের জ্বলন্তাগ্নিশিখা হতে জ্বলন্ত অক্ষরে এই কয়েকটি বাক্য লিখিত হয়েছে। আর যদি তিনি দরিদ্র না হয়ে, কেবল দরিদ্র-হৃদয়ের সঙ্গে আপন পবিত্র হৃদয়কে মিলিত ক'রে পরদুঃখ জন্য অশ্রুজলে এই মর্ম্মভেদী বাক্য

প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে এ সংসারে তিনিই ধন্য—তাঁর পরদুঃখ-কাতর হৃদয়কে ধন্য তিনি মানব হলেও তাঁর হৃদয়ের সেই দেবভাবকে নমস্কার করি জগতের মঙ্গলের জন্যই সেই সকল মহাপুরুষের জন্ম পরিগ্রহ. ধিক নির্ধনের জীবনে—ধিক দরিদ্রের দেহ ধারণে। নির্ধন হয়ে জীবন ধারণ করা অপেক্ষা নিধনই শতগুণে মঙ্গল

গীত।

ধিক জীবনে তার কিবা ফল
হৃদয় মাঝে যার, জ্বলে অনিবার, বিষম দারিদ্র্য অনল
গ্রহ-চক্রে যারে নাচায়,
বন্ধুগণ ফিরে না চায়,
চক্ষের ধারা কেউ না মুছায়, সে অভাগার কি সুখ বাঁচায়,
নির্ধন জীবন হতে নিধন মঙ্গল

দিবা ত প্রায় অবসান হতে চল্লো, ভিক্ষাও অদ্য এই পর্য্যন্ত। গত কল্যকার দিন স্ত্রী পুত্রের সহিত অর্দ্ধাসনে গত করে, প্রভাতেই সেই ক্ষুধিত বালকের আর্ত্তনাদ শুন্‌তে শুন্‌তে ভিক্ষার্থে বহির্গত হয়েছি, এখন কুটীরে গিয়ে যে সে ক্ষুধাতৃষ্ণাক্লান্ত বালককে কি দিয়ে শ[illegible] করব, কিছুই স্থির করতে পারছি না, মনে করেছিলাম রাম-রাজ্যে সুখী হব, দারিদ্র্য দুঃখের অবসান হবে। আর অনেক মহাত্মার মুখে শুনেওছিলাম যে, রামচন্দ্রের রাজত্বকালে দুঃখের দৌরাত্ম্য দূর হয়ে সুখের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হবে, ক্ষুধা তৃষ্ণার্ত্ত দীন দরিদ্রের আর্ত্তনাদ আর শুন্‌তে হবে না, দয়াময় রামের কৃপায় কোশল রাজ্যের কুশল ভিন্ন আর অনাময় ঘটবে না রামচন্দ্রের দেশাগমনে সে আশালতা অনেকাংশে বদ্ধমূল হয়েছিল, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গেই অযোধ্যা নগরী কি যেন

এক অপূর্ব্ব কান্তি ধারণ করে শান্তিরাজ্যে পরিণত হয়েছিল, রাজদ্বারে ভিক্ষার্থে গমন করা দূরে থাক্, রাজপথেও দণ্ডায়মান হতে হতো না, রাজ-ভৃত্যগণ নিত্য নিত্য দীন দরিদ্রের গৃহে গৃহে গমন ক'রে, অকাতরে আশাতীতরূপে অশন বসনাদি দান করে আসৃত; কিন্তু এ হতভাগ্য দীন দরিদ্রের ভাগ্যে সে সুখসম্ভোগ স্থায়ী হবে কেন? আমার ন্যায় চির-দরিদ্রের নিবাস স্থলে কমলা সে রাজ্যে অবস্থিতি ক'র্‌বেন না বলেই, রামচন্দ্র নির্ব্বাসন ছলে অযোধ্যা-লক্ষ্মী সীতাদেবীকে নির্ব্বাসিতা কর্‌লেন, আর সেই সীতা-নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গেই অযোধ্যার এই অভাবনীয় দশা সংঘটিত হয়েছে ধিক্ মহাপাতকীর জীবনে! এক্ষণে কুটীরে যাই, যে পরিমাণে ভিক্ষা পেয়েছি, এতে আর কার উদর পূর্ণ ক'র্‌ব, এ ভাগ্যে উপবাস ত অবধারিত আর সেই হত ভাগিনীর ভাগ্যও যখন এই ভাগ্যহীনের ভাগ্যাধীন, তখন তার ভাগ্যেও উপবাস। এখন এই মুষ্টিমেয় ভিক্ষালব্ধ অন্নে সেই ক্ষুধিত বালকের তুষ্টিসাধন ক'র্‌তে পারলেই যথেষ্ট। একি! সহসা বামাঙ্গ স্পন্দিত হলো কেন? বাম নয়নের ঊর্দ্ধপক্ষ্ম নৃত্য ক'রে উঠ্‌ল। শুষ্কবৃক্ষের ভগ্নশাখায় বসে বায়সগণও কর্কশস্বরে চীৎকার ক'র্‌ছে. সহসা এই সকল দুর্লক্ষণ দর্শন কর্‌ছি কেন? হা ভগবান! আমার আবার দুর্নিমিত্ত। ভিক্ষাজীবির আবার শুভাশুভ! তুমি মঙ্গলময় বিধাতা, তুমি যা কর জীবের মঙ্গলের জন্য। এক্ষণে কুটীরে যাই, দেখি বিধাতার মনে কি আছে!

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—দশাশ্বশেখরের কুটীরাশ্রম

(তারাবতীর প্রবেশ)

তারা।—(স্বগতঃ) আহা! বাছা আমার কাল হ'তে কিছুই খেতে পায় নাই, আজ আবার এই সমস্ত দিন যায় যায় হয়েছে, সারাদিন উপবাসে কাতর হয়ে "মা আর থাকৃতে পারি না, বড় ক্ষুধা পেয়েছে" বলে কাঁদ্তে লাগ্লো দেখে সকালে দুটি ক্ষুদ ভিক্ষা করে এনে সিদ্ধ করে দিয়েছিলাম, সোনার বাছা আমার সোনা পানা মুখ করে সেইগুলি খেয়ে বল্লে "মা! আর আমি খাবার জন্য কাঁদব না" এতেই এখন আমার পেট ভরেছে, এখন ভিক্ষায় যা পাবে তোমরা খেও, কাল হতে দুজনেই উপস করে আছ, আজ তোমাদের খাওয়া হলে যদি কিছু থাকে আমাকে দিও, না থাকে তবে চাইব না, খাবার জন্যও কাঁদব না, এখন আমি খেলা করিগে" এই বলে পাঁচ ছেলের সঙ্গে খেলায় ভুলে আছে, পিতামাতা যে দীনদুঃখি মুষ্টি ভিক্ষার জন্য লালায়িত, বাছা আমার তা জান্তে পেরেছে, তাই ক্ষুধার যাতনা আমাদিগে সহজে জান্তে দেয় না, ক্ষুধায় অধৈর্য্য না হলে আর কাঁদে না বাছা আমার ক্ষুধায় কাতর হলে পাছে সেই মেঘ-ঢাকা চাঁদের মত মলিন মুখখানি দেখে আমরা প্রাণে ব্যথা পাই, সেই ভেবে অতি কষ্টে ক্ষুধার যাতনা সম্বরণ করে, দুঃখের চক্ষে একটু প্রফুল্ল ভাব দেখিয়ে আমাদের দুঃখের বেগ লাঘব করিবার চেষ্টা করে, এই সারা-দিনের উপবাসে বাছা আমার ক্ষুধায় কাতর হ'য়েছে, কিন্তু পাছে আমরা জান্তে পারি সেই ভেবে এখনও ঘরে আসে নাই, এখনও পাঁচ ছেলের সঙ্গে খেলায় ভুলে আছে

(শশীবিন্দুর প্রবেশ)

শশী —মা। আমি এসেছি; বাবা কি এখনও ভিক্ষা হ'তে আসেন নাই মা?

তারা —না বাপ। এখনও তিনি আসেন নাই, তবে আসবার সময় হ'য়েছে—এলেন ব'লে, তোমার বড় ক্ষুধা হ'য়েছে নয়?

শশী —মা। আমার ত তত ক্ষুধা হয় নাই, তুমিত সকালে ভিক্ষা ক'রে এনে আমাকে খাইয়েছ, কিন্তু মা। বাবা যে আজ দুদিন ধরে উপবাসী আছেন, তুমিও যে মা কাল হ'তে কিছু খাও নাই। আজ বাবা ভিক্ষা থেকে যা কিছু আনবেন আগে তাঁকে দিও পরে তুমি খেও। আহা। বাবা আজ দুদিন ধ'রে বড় কষ্ট পাচ্ছেন, একে উপবাস তার উপর ভিক্ষার জন্য পথে পথে বেড়াতে হ'চ্ছে, মা। কাল হ'তে আর বাবাকে ভিক্ষায় যেতে দেবনা, আমি ভিক্ষায় যাব, কেন মা। আমি কি ভিক্ষা ক'র্‌তে পারব না? এখনত আমি বড় হ'য়েছি, কি ক'রে যে ভিক্ষা ক'রতে হয় তাওত মা বুঝতে পেরেছি

তারা।—ভিক্ষুকের ছেলে ভিক্ষা ক'র্‌তে শিখবে বৈকি। যখন এমন অভাগিনীর গর্ভে জন্মেছ, তখন ভিক্ষায় ভিন্ন আর জীবন ধারণের উপায় কি? হা ভগবান। আর যে সয়না পাপ কর্ণে এও শুনতে হল, বাপ। তুমি দুধের ছেলে হয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে এনে দেবে, আর সেই অন্নে এ পাপ উদর পূর্ণ ক'র্‌তে হ'বে?

শশী।—কেন মা। মা বাপ যদি কাঙ্গাল হয়, তা হ'লে ছেলে ভিক্ষা ক'রে এনে তাদের খাওয়ায় না? আমি যদি এখন হতে ভিক্ষা ক'রতে না শিখি, তা হ'লে যে বাবা বড় কষ্ট পাবেন। বাবার কষ্ট যে আর দেখ্‌তে পারি না মা।

তারা —কি ক'র্‌বে বাবা। সোনার চাঁদ আমার, তুমি বেঁচে থাক, ভগবান কি চিরদিনই আমাদের এমনি দিন রাখবেন?

শশী —মা ! বাবাত এখনও এলেন না ? তবে আমি আর একটু খেলা করিগে, খেলায় ভুলে থাকলে ক্ষুধা-তৃষ্ণার যাতনা তত জ নুতে পারিনে, এখন যাই, বাবা এলে আমাকে ডেক। নয় একটু পরে আমি আপনিই আসব

[প্রস্থান।

তারা —অ হা বাছা আমার যেমন কাঙ্গালের ছেলে, স্বভাবটিও তেমনি কাঙ্গালের মত হয়েছে, অন্যের ছেলে খাবার জন্য কত কাঁদে, ভাল মন্দ দেখে নেবার জন্য কত আখুটী করে, বাছার আমার কোন ল্যাঠা নাই, মা বাপের যেমন দুঃখের দশা, বাছাও আমার তেমনি দুঃখের ভাগী হ'য়েছে, আম দের দুঃখের সংসার, ভিক্ষা ভিন্ন প্রাণরক্ষার উপায় নাই, বিধাতা কোন দিন যাপান, কোন দিন বা অনাহারেও কাটাতে হয়, এত দুঃখের উপর চক্ষের জল সম্বরণ করে কেবল ঐ আঁধারের দীপ সোনার বাছার মুখখানি দেখে জীবন ধারণ ক'রে আছি, আহ বাছার আমার কত জ্ঞান, মা বাপের দুঃখের দশা হ'লে ভিক্ষা করে এনেও যে, অক্ষম পিতা মাতাকে প্রতিপালন ক'র্‌তে হয়, সোনার চাঁদের আমার সে জ্ঞানও হ'য়েছে, এখন ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা যেন অনাথ অনাথার অন্ধের যষ্টিটি অক্ষয় হয়

(শশিবিন্দুর পুনঃ প্রবেশ)

শশী —মা আর আমি খেলা ক'রতে যেতে পার্‌লাম না

তারা —কেন কেন বাবা। অমন করে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলি ? বোঁটা ছেঁড় পদ্মের মত মুখখানি আরও যেন মলিন হয়ে গিয়েছে, চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে, কেন রে কাঙ্গালিনীর ধন কেউ কি তোকে কোন অপমানের কথা

বলেছে ? না কোনরূপ অসুখ হয়েছে ? সোনার চাঁদ আমার ! বুকের মানিক আমার এমন ক'রে কেঁদে এলি কেন বাপ ? কি হয়েছে বল।

গীত।

ওরে অঙ্গের বল, জীবন সম্বল, বল কিসের তরে, কাঁদ কাতরে।
কে দিলে তোর মর্ম্মে বেদন, কিসের তরে বিরস বদন,
ওরে বক্ষের রতন, কে অযতন ক'রেছে তোরে
শিশির-শিক্ত যেন রক্ত-শতদল, কি বিষাদে কেঁদে রাঙ্গা ক'রেছ আঁখি যুগল
অশ্রুধারা তোর চক্ষে, (একি মায়ের প্রাণে সয়রে চাঁদ)
শেলসম বাজে বক্ষে, বড় দুঃখের ধন আমার তুই রে সংসারে

শশী — না মা আমায় কেউ কিছু বলে নাই, আমি ত মা কখন কারও সঙ্গে বিবাদ করিনে, আমাকে কেউ কখন একটা অপমানের কথাও বলে না, যাদের সঙ্গে খেলা করি, তারা আমাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে

তারা —তবে খেলা ক'র্‌তে যেতে যেতে এমনধারা কাঁদতে কাঁদ্‌তে চলে এলি কেন ?

শশী —মা পথে যেতে যেতে মাথাটা কেমন হঠাৎ টন্‌টন্ করে উঠ্‌লো, বড় যাতনা হতে লাগ্‌লে, তাই আর যেতে পার্‌লাম না, যাতন যেন ক্রমেই বাড়্‌ছে আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনে। আমাকে বাবার সেই কুশাসনখানি এখানে পেতে দাও, আমি একটু শুই

তারা —আহা বাছ আমার সারাদিনের ক্ষুধাতৃষ্ণার যাতনায় কাতর হয়ে পড়েছে, ক্ষুধার যাতনায় মাথা ধরেছে, দুধের ছেলের প্রাণে আর কত সইবে ? বাবা, তুমি এই কুশাসনে শোও আমি তোমার কাছে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

শশী।—না মা তোমরা আজ দুদিন ধরে কিছু খেতে পাও নাই, তার উপর আর আমার জন্য তোম কে কষ্ট পেতে হবেনা; বাবার আসবার সময় হয়েছে, আমি শুই, বাবা এলে তাঁর খাবার উদ্যোগ করে দিও, তাঁর খাওয়া হওয়ার আগে আমাকে ডেক না, আমার অসুখের কথাও তাঁকে ব'ল না, তাহ'লে তাঁর খাওয়া হবে না।　　　　(শয়ন)

তারা।—আমাদের যেমন দুঃখের ঘরকন্না, তেমনি দুঃখের দুঃখি ছেলেও পেয়েছি ভগবান কাঙ্গালের ঘরে এমন রত্ন কেন দিয়েছেন, কেনই বা এমন ননীর পুতুলকে দুঃখের আগুনে গলাচ্ছেন, তা তিনিই জানেন ঐ ত নাথ আসছেন, একে নিরম্বু উপবাস, তার উপর আবার ভিক্ষার জন্য পথে পথে বেড়ান, জীর্ণ শরীরে আর এ কষ্ট কত সইবে মুখখানি মলিন হ'য়ে গিয়েছে, দেহ যষ্টি যেন ভেঙ্গে পড়েছে; হা পোড়া অদৃষ্ট! পতির এত কষ্টের ভিক্ষায়েও পাপ উদর পূর্ণ ক'রতে হচ্ছে, ধিক্ সংসারে ধিক্—পোড়া জীবনে।

(দশাশ্বমেধরের প্রবেশ)

দশাশ্ব।—আজ তোমাদের বড় কষ্ট হয়েছে, গতকল্যকার সেই উপবাস, আজও দিনমান গত হতে চল্লো। কিন্তু কি করি. ভগবান কষ্ট দিলে কে তার প্রতিবিধান ক'রবে। এখন যাও অদ্যকার ভিক্ষায় যা কিঞ্চিৎ পেয়েছি, এরই দ্বারায় অন্নাদি প্রস্তুত ক'রে, অগ্রে বালকের প্রাণ রক্ষা কর; পরে আমাদের অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে এই লও ভিক্ষাপাত্র; দ্বিমুষ্টি পরিমিত তণ্ডুল—কিঞ্চিৎ সৈন্ধব। ■ হতেই যা হয় প্রস্তুত কর ওকি, অমনধারা কুশাসনে নিদ্রিত কে?

তারা।—এ কাঙ্গালের কুশশয্যায় আর কে শোবে, তোমার কাঙ্গালের ধন সারাদিনের উপবাসে ক্লান্ত হ'য়ে কুশশয্যায় শয়ন

করেছে, এখন আর ওকে উঠিয়ে কাজ নাই, গাজ আর তোমার আগে খাবে না, তোমার খাওয়া হ'লে তবে পরে খাব ব'লে শুয়েছে

দশাশ্ব।—হা হীন বুদ্ধে। তাও কি কখনও হয়? ঐ দুধের বালককে উপবাসে রেখে পাপ উদর পূর্ণ ক'র্‌তে হবে। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে কুশশয্যায় পড়ে লুণ্ঠিত হবে, আর আমি ঐ ক্ষুধাতুর বালককে রেখে বিষ অন্ন গ্রহণ ক'রব. এখন যাও, যা আছে প্রস্তুত করগে, আমি নদীতীরে সায়ংসন্ধ্যাদি সমাধা ক'রে আসি

[প্রস্থান

তারা।—যাই, দুটো বনের শাক পাত তুলে ভিক্ষার চা'ল কটি সিদ্ধ ক'রে দিইগে আহা, বাছা আমার ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে ঘুমিয়েছে, এখন আর উঠাব না

[তারাবতীর প্রস্থান

(যমদূতদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম দূত —ঢুকে পড়্‌রে ঢুকে পড়্—এই বেলা ঢুকে পড় ভোর সন্ধ্যে বেলা—ঠিক সময় হয়েছে, এই বেলা চল্ দেখিগে সে আগে গিয়ে কত দূর কি ক'র্‌লে ?

২য় —কে আগে গিয়েছেরে ?

১ম —সেই যে রে, সেই কন্‌কনানি ঝনঝনানি টন্‌টনানি, (শিরঃ প্রদর্শন) সেই শিরঃপীড়া মশাই, এতক্ষণ সে নিজের কাজ হাঁসিল ক'রে তুলেছে, চল্ আমরা নিজের কাজ সারিগে, এখন ঢুকে পড়।

২য়।—কোন্ বাড়ীতে ঢুক্‌তে হবেরে ? আমি ত চিনিনে, ঐ বড় বাড়িটেতে ঢুক্‌তে হবে ? ঐ ধপ্‌ধপ্ ক'র্‌ছে।

১ম —দূর বোকা, ওদিকে কি এখন সেঁস্বার যো আছে ওদের যে এখন বাড়্তির মুখ, একটু ভাংটে পড়ে আসুক তার পর দেখিস, গোটা গোটা পাব ক'র্ব ?

২য় —তবে এখন কোন্ বাড়ীতে ঢুক্‌বি বল্ দেখি ?

১ম —ঐ যে—ঐ বনের ধারে ভাঙ্গা কুঁড়ে, বাতাসে যাচ্ছে পাতা উড়ে, ঐ কুঁড়েতে এক বামুন বামনী আর ওদের একটা বছর দশের ছেলে আছে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা ক'রে খেয়ে ঐ ছেলেটিকে সম্বল ক'রে সংসারে পড়ে আছে, আজ ঐ ছেলে টাকে নিয়ে যেতে হবে

২য় —সেকি রে। ঐ গরিব বামুনের সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে হবে, সংসারের সম্বল একটি ছেলে, ওটিকে হারালে কি, কাঙ্গাল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী প্রাণে বাঁচবে ? এ ভাই বড় অন্যায় বিচার

১ম —কেন এ বিচার কি নুতন নাকি ? যমের বিচারই এই রকম অন্ধের নড়ীটি কেড়ে নেওয়া, আঁধারের প্রদীপটি নিবিয়ে দেওয়া, এই ত তাঁর কাজ আমরা হুকুমের চাকর, যেমন হুকুম পেলেম, তেমনি ত কাজ ক'র্‌তে হবে ? আর কি সেদিন আছে ? আগে যেমন ছিল, এখন আবার তেমনি হলো দিন কতক শুন্‌লেম যে, রামরাজা হ'য়েছেন, রামরাজ্যে অকাল মরণ হবে না, রাম রাজা হওয়ার পর সেট বন্ধও হয়েছিল, তার পর শুন্‌লাম, সীতাকে বনে দিয়ে পর্য্যন্ত রাম আর রাজকর্ম্ম দেখেন না, কাজেই চারিদিকে পাপের বলও বেড়ে উঠেছে, আর যম মশায়ও নিজমূর্ত্তি ধরে বসেছেন

২য় —কি মজার বিচার রে পারিস্ চল্ ঐ বড় বাড়ী-টেতে ঢুকে পড়িগে

১ম —কোন্ বাড়ীটে রে ? ঐ সাদা পাথরের মত কোটা বালাখানা ধপ্ ধপ্ ক'র্‌ছে, পৎ পৎ ক'রে নিশানা উড়্‌ছে,

ডগ্ ডগ্ ক'রে দগড়বাজছে, গুড় গুড় ক'রে গুড়গুড়িতে গুড়ক মারছে, ঐ বাড়ীটে ত ? আগেই ত ব'লেছি, ওখানে এখন আমাদের ছেড়ে যমেরও ঢোকবার যো নাই এখন ওরা চচ্চড় ক'রে বাড়চে,—আর আমরাও তথড় ক'রে কাঁপছি যখন হুড়্ মুড়্ করে ভেঙ্গে পড়বে, তখন গিয়ে গড়্ গড়্ করে বেঁধে ফেল্‌বো এখন কি ওখানে এগোবার যো আছে ?

২য় —তা ও বামুনের গিয়ে এখন সর্ব্বনাশ ক'রবি, ওরা দুদিন উপবাস করে আছে তার উপর এ সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে কি ওদের আজ খাওয়া হবে ? দুটো খেতেও কি দিবিনে ?

১ম -এমনি ধারা মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়াই যে আমাদের কাজরে খেপা হা হা হা . এমন সুখের চাকরী কি আর কেউ পায়

গীত ।

আমাদের সুখের চাকরী ভাই, এমন পায় কি সবাই
ধর্ম্মে যে থাকে খাঁটী, তারই চালি ভিটে মাটী,
বাছিনে চাঁদা পুঁটী, গুটী গুটী করি জবাই ।
মা বাপ যার বুড় বুড়ী,
তারই ঘাড়ে আগে চড়ি,
কেড়ে নিই অন্ধের নড়ী, আঁধারের দীপ আগে নিবাই

১ম ।—এখন আয় ছোঁড়াটা পড়ে আছে, আ মরা ঐ কুঁড়ের পাশ দিয়ে ঢুকে পড়ে কাজ সেরে ফেলিগে ।

২য় ।—আমার ত ভাই দেখে শুনে মায়া হচ্ছে মাইরি । না আমার কান্না পাচ্ছে, তুই যা হয় কর আমি একটু সরে দাঁড়াই ।

১ম —তাই হবে এখন চল্ ।

[প্রস্থান ।

(তারাবতীর প্রবেশ)

তারা —আহা ! বাছা আমার ক্ষুধার যাতনায় মাথা ধরেছে ব'লে ছিন্ন কুশশয্যার উপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে, দুধের ছেলের প্রাণে আর কত সইবে ? তিনি সন্ধ্যা আহ্নিক ক'রে আস্‌তে এখনও বিলম্ব আছে, বাছা কেন কষ্ট পায়, যাই তুলে দুটি খাওয়াইগে (পুত্রকে অঙ্কে ধারণ করিয়া) বাবা ওঠ, আহা মুখখানি যেন কালীমাখা হ'য়ে গিয়েছে, ক্ষুধার যাতনায় চক্ষে জল পড়েছে, বাছা আমাদের তাও জান্‌তে দেয় নাই, চখের জল চখেই শুকিয়েছে বাপ আমার, যাদু আমার ওঠ তোমার জন্য খাবার এনেছি, উঠে খাও, (উত্তোলন ও অঙ্গের শিথিলতা দর্শনে) আহা সমস্ত দিন গিয়েছে, ক্ষুধার অবসাদে বাছার আমার সর্ব্বশরীর যেন শিথিল হ'য়ে গিয়েছে (পুত্রবক্ষে হস্তদান পূর্ব্বক) একি একি সর্ব্বনাশ ! বাছা আমার এমন হিমাঙ্গ হ'লো কেন ? নাকে নিশ্বাস পড়ছে না কেন ? ওমা ওমা আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো, ওগো কোথায় আছ দৌড়ে এস, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে পোড়া কপাল বুঝি পুড়ে গিয়েছে, বাপরে সোনার চাঁদ আমার অন্ধের নয়ন, কাঙ্গালের সর্ব্বস্ব ধন ! এমন হলি কেন বাপ ? বাবা তুমি যে এখনি ব'ল্‌লে "মা কাল হ'তে আমি ভিক্ষায় যাব, তোমাদের কষ্ট আর দেখ্‌তে পারিনে, ছেলেরা কি ভিক্ষা ক'রে এনে মা বাপকে খাওয়ায় না ? এম্‌নি এম্‌নি যে কত কথা বলি, এখন সে সব ভুলে যাচ্ছ কেন বাবা ? তোমার সে কথাগুলি চিরকাল শক্তিশেলের মত বুকে ক'রে রাখ্‌তে হবে বলেই কি বলেছিলে ? বাপ তুমি যে আজ সমস্ত দিন কিছু খাও নাই, একবার ওঠ, একবার তেম্‌নি ক'রে হতভাগিনীর গলা জড়িয়ে ধরে, মা আমার বড় ক্ষুধা হয়েছে ব'লে খেতে চাও বাবা ! সংসারে আমাদের কি সুখ আছে ? কেবল তো কষ্ট

মুখখানি দেখে—তোকেই সম্বল ক'রে এ পোড়া সংসারে পড়ে আছি তুমি এমন ক'রে ফাঁকি দিলে আর কার মুখ দেখে এ পাপ প্রাণ রাখব? বাপরে অমর, একবার ওঠ বাপ। একবার মা ব'লে ডাক বাপ ওরে আমি যে অনেকক্ষণ তোকে বুকে করি নি, একবার আয়—একবার আয় বাপ, আয়রে সোনার চাঁদ আমার, তেম্নি ক'রে মা মা ব'লে হতভাগিনীর কোলে এসে তাপিত প্রাণ শীতল কর

গীত

মা ব'লে চাঁদ একবার কোলে আয়রে
কি বিষাদে, নয়ন মুদে,
অচেতন ধরায় রে
এই হ'তে কি সাঙ্গ তোর সংসারের সাধ,
আর কি মা বলিয়ে কোলে আস্‌বিনেরে সোনার চাঁদ ;
তুই যে রে সংসারের সম্বল,
(আমার আঁধারের দীপ অন্ধের নয়ন)
জগতে আর কে আছে বল ,
শূন্য এ সংসারে কেবল আছি তোর মায়ায় রে ॥
যখন যে বল্‌বি রে প্রাণধন,
ভিক্ষা ক'রে দ্বারে দ্বারে মা তোদের ক'র্‌ব পালন ,
আমার বড় কাঙ্গাল পিতা মাতা,
(আমি ভিক্ষায় গিয়ে ব'ল্‌ব সবে) দেখ্‌তে নারি তাঁদের ব্যথা,
শেল হ'য়ে তোর এ সব কথা, থাকবে এ হিয়ায় রে

কৈ বাপ এখনও কথা কইলে না? ওরে বুকের মাণিক! কাঙ্গাল কাঙ্গালীর সর্ব্বস্ব ধন! এমন ক'রে ফাঁকি দিলি কেন। হা পাপ প্রাণ আর কার মায়ায় এ পাপ দেহে আছিস? যার মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে—যার মুখপানে চেয়ে কোন দিন অদ্ধাশনে, কোন

দিন উপবাসে থেকেও এ পাপ দেহে বাস ক'রেছিস্, এখন ত সে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, তবে আর কেন। আর কার মায়ায় আছিস্? পোড়া দেহের মায়া কি ত্যাগ করবিনে? বাপরে! দাঁড়া—যাস্‌নে। তোর হত ভাগিনী জননীকে সঙ্গে নে, পাপ প্রাণ। আর কি সুখে দেহে আছিস্? আমার হৃদয় পিঞ্জর ভেঙ্গে প্রাণের পাখী কোথায় চলে গেল—তার তত্ত্ব করতে বহির্গত হলিনে? যাবিনে—পাপ প্রাণ সহজে যাবিনে? (বক্ষে করাঘাত) যা—নিষ্ঠুর প্রাণ। এখনি যা—এখনি—　　(মূর্চ্ছা)

দশাশ্বশেখরের প্রবেশ।

দশাশ্ব—সায়ং সন্ধ্যাদিত সমাধা করলাম, এক্ষণে আর বিলম্ব করা উচিত নয়, যাই—কুটীরে যাই, সেই সমস্ত দিনের ক্ষুধার্ত্ত বালক হয়ত এতক্ষণ কতই আর্ত্তনাদ করছে, কিম্বা অনশনে ক্লান্ত হয়ে সেই কুশাসনেই পড়ে আছে, যাই আর বিলম্ব করা বিহিত নয়, (কুটীরে প্রবেশ পূর্ব্বক) কুটীর যে নিস্তব্ধ। এই যে, পাকাদি প্রায় সমাধাও হয়েছে, কিন্তু এ সকল এরূপ অযত্ন-রক্ষিতাবস্থায় বিপর্য্যস্ত ভাবে পতিত কেন? অগ্নি নির্ব্বাণ হয়েছে, অথচ পাকস্থলীর অন্ন পাকস্থলীতে অর্দ্ধসিদ্ধ অবস্থায় পতিত; ও কে। ঐযে ব্রাহ্মণীও ক্ষুধাতুরা হয়ে ধরাশয্যা শয়িনী উপর্য্যুপরি দিবসদ্বয় প্রায় উপবাসে অতিবাহিত হয়েছে! অন্ধকার দিবাও গত। অবলার দুর্ব্বল দেহে আর কত সহ্য হবে? দুগ্ধ পোষ্য শিশুর ত কথাই নাই। হা মঙ্গলময় বিধাতঃ জানি তুমি যা কর সকলই জীবের মঙ্গলের জন্য কিন্তু এই ভিক্ষান্নজীবী দরিদ্র ব্রাহ্মণকে এত মর্ম্ম যাতনা দিয়ে যে কি মঙ্গল বিধান ক'রবে তাত কিছুই বুঝতে পারছিনে, হা দারিদ্র্য। এ হতে আর কত বিকট মূর্ত্তি ধারণ ক'রবে? (ব্রাহ্মণীর কর ধারণপূর্ব্বক) প্রিয়ে, আর কেন? ক্ষণকালের জন্য ধৈর্য্য ধারণ কর, সন্ধ্যা গত হয়েছে,

অন্ধকার মত বিধাতা যা বিধান করেছেন তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে, ঐ অর্দ্ধসিদ্ধ অন্নে অগ্রে কোমল-প্রাণ বালকের প্রাণ রক্ষা কর। ওঠ কি কর্‌বে বল বিধাতা যতদিন দুঃখের ভার বহন কর্‌তে দিয়েছেন, তত দিন বইতেই হবে একি! একবারে যে সংজ্ঞাহীন. মূর্চ্ছা নাকি? হা দারিদ্র্য জগতে যত কিছু যন্ত্রণা আছে—যে কোন ব্যাধি আছে, সকলই তোমার অনুগামী। সংসারবাসীর পক্ষে তোমার ন্যায় সংক্রামক ব্যাধি আর কিছুই নাই অন্নকষ্ট যে কি মহাকষ্ট, অন্নহীনের যে কি যাতনা, তা আমিই জানতে পেরেছি. জগতে যে চির-শত্রু, সেও যেন কখন অন্ন কষ্ট না পায়। আজ এক মুষ্টি অন্নের অভাবে চির-দরিদ্রা সাধ্বী পত্নী মৃতপ্রায় ধরাশায়িনী—দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তান ধূলায় লুণ্ঠিত—নিজের জীবনও কণ্ঠাগত প্রায়. একমুষ্টি উদরান্নের অভাবে তিনটি মহাপ্রাণী যায় যায় হয়েছে এ যে ভগবানের কি লীলা ত অন্যে কি বুঝবে কৈ এখনও যে প্রিয়ার সংজ্ঞা নাই, তবে কি অন্নাভাবে ব্রাহ্মণী প্রাণত্যাগ করলেন প্রিয়ে আর উঠ্‌বে না? এ দরিদ্র-জীবনের যাবতীয় যাতনাভার এই হতভাগ্যের উপর অর্পণ করে তুমিও অবসর গ্রহণ করলে। ভাল অগ্রে দেখি বালকের কোন সর্ব্বনাশ ঘটেছে কিনা? (বালকের হস্ত ধারণপূর্ব্বক) বাপ নিদ্রা ত্যাগ করে আমার কোলে এস, সমস্ত দিন উপবাসে আছ, উঠে কিঞ্চিৎ আহার কর। আহা! বৃন্তচ্যুত কমলদলের ন্যায় মুখখানি মলিন হয়ে যেন কালিমাচ্ছাদিত হয়েছে। একি সর্ব্বশরীর স্পন্দহীন। একবারে হিমাঙ্গ শ্বাস প্রশ্বাসও অনুভূত হচ্ছে না, এ যে সম্পূর্ণ মৃতের লক্ষণ। হাঃ আমি কি হতভাগ্য এক মুষ্টি উদরান্নের অভাবে স্ত্রী পুত্রের প্রাণ বিনাশ ক'র্‌লাম? কি পরিতাপ। কি ভীষণ দৃশ্য। হা দারিদ্র্য। এমন ধারা ভীষণ হ'তে ভীষণতর আর কত মূর্ত্তি ধারণ ক'র্‌বে? এক্ষণে প্রার্থনা—যে মূর্ত্তিতে এই

হতভাগ্যের স্ত্রী পুত্রকে দর্শন দিয়েছ, সেই মূর্ত্তিতে—সেই শান্তিময়ী মূর্ত্তিতে এ মহাপাতকীকে আলিঙ্গন কর, আমি চিরদিন তোমার আশ্রিত, আশ্রয়দাতার কাজ কর—আমি যাতনার হস্তে মুক্ত হই

তারা —একি এ কার কণ্ঠস্বর ? নাথ এসেছ ? দেখ দেখ আমার সোণার চাঁদ—আমার বুক ভর চাঁদ আজ কেমন করে ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে দেখ, ওগো তোমার সন্ধ্যা আহ্নিক ক'রে আস্তে বিলম্ব দেখে, তাড়াতাড়ি বাছাকে ভুলিয়ে খাওয়ার মনে ক'রে কোলে তুলে নিতে গিয়ে দেখি, বাছার আমার সোণার অঙ্গ কালি হয়ে গিয়েছে, তেমন হাসি মাখা মুখখানি যেন বাসী পদ্মফুলের মত শুকিয়ে মলিন হয়ে গিয়েছে ওগো ঐ দেখ বাছা আমার দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে বাপরে কেন এমন হলি বাপ ? হা নাথ আর কি দেখ্‌ছ ? আর তোমাকে ভিক্ষায় যেতে হবেনা, আর কার জন্য ভিক্ষা করবে। যার জন্য ভিক্ষা—যাকে সম্বল করে ভিক্ষা, তোমার সেই ভিক্ষার ঝুলি আজ নির্দ্দয় যম কেড়ে নিয়েছে।

দশাশ্ব —হাঃ কি পরিতাপ। শিশুপুত্র অন্নাভাবে প্রাণ হারালে! ক্ষুধা তৃষ্ণার যাতনায় রুদ্ধকণ্ঠে ক্ষণে ক্ষণে মুখ ব্যদন করেছে, আমি এমনি মহাপাতকী যে, মৃত্যুকালে সেই শিশু পুত্রের মুখে এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত দিতে পারলাম না, এ শেল চিরদিন বুকে থাকবে, হা বাপ আমি তোর আহারের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে যা আহরণ করলাম, সেই ভিক্ষার তোর মুখে অর্পণ না করে কি, সেই অন্নে তোর প্রেতাত্মার তর্পণ করতে হবে। হারে আমি যে বড় আশ করেছিলাম, অর্দ্ধাশনে হক অনশনে হক, এ যাতনাময় জীবন ভার বহন করেও যদি তোকে লালন পালন কর্‌তে পারি, তা'হলে মৃত্যুর পর পুত্রের হস্তে

জলপিণ্ড পেলেও এ দরিদ্র-জীবনের পরিণাম সার্থক হবে, আমার সে আশা লতায় কি শেষে এই ফল প্রসব ক'র্‌লে পুত্রের হস্তে পিণ্ড প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে আজ বৃদ্ধকালে সেই দুগ্ধপোষ্য পুত্রের ঊর্দ্ধদৈহিক কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করতে হবে হা কৃতান্ত! শেষে এই করলে তোমাকে লোকে ধর্ম্মরাজ বলে, শুনেছি ধর্ম্মের বিচারে পক্ষপাত নাই, তবে এই ভিক্ষান্নজীবী দীন ব্রাহ্মণের প্রতি এমন নিষ্ঠুর বিচার বিধান ক'র্‌লে কেন? আমার বোধ হয় সবলের সহায়তা, আর দুর্ব্বলের সর্ব্বনাশ করাই দেবত্বের পরিচায়ক, অগ্নিকে লোকে বায়ুসখা বলে, কিন্তু বায়ুর কার্য্য কি—না, সবল অগ্নিশিখাকে প্রদীপ্ত করেন আর দুর্ব্বল দীপ শিখাকে নির্ব্বাণ করে দেন। তুমি ধর্ম্মরাজ সকলের প্রতিই তোমার সমদৃষ্টি, তুমি সকলেরই বন্ধু এ অনাথের আঁধারের দীপটি নির্ব্বাণ করে দিলে তোমার নামের মাহাত্ম্য নষ্ট হবেনা

তারা —ওগো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ। আমার সোনার চাঁদকে বাঁচাও, আমার হৃদয়ের চাঁদ উদয় হয়ে কোথায় অস্ত গেল বলে দাও—আমি সেইখানে যাই।

দশাশ্ব।—চাঁদ উদয় হলে অস্তাচলে গিয়ে অদৃশ্য হয় তা কি জাননা, তবে যে তোমার এ চাঁদ উদয় হয়েই অপূর্ণ অবস্থায় অস্তগত হল, তার কারণ কি বুঝ্‌তে পার নাই। এই দুঃখের অমানিশার আঁধারের পরেই তোমার হৃদয়াকাশে চাঁদ উদয় হয়েছিল, কাজেই সে চাঁদ সঙ্গে সঙ্গেই অস্ত হয়েছে। অমাবস্যার পর যে চাঁদের উদয়, সেত প্রতিপদের চাঁদ। সে চাঁদ আর কতক্ষণ থাক্‌বে; শুনেছি চাঁদ যে স্থানে অস্তগত হয়, সে অস্তাচল সমুদ্রের পর পারে, তোমার হৃদয়ের চাঁদও যে অস্তাচলে গিয়ে বিলীন হয়েছে, সেও এ পারে নয়—সমুদ্রের পর-পারে, এ পারে থেকে আর সে চাঁদের দেখা পাবেনা, যদি কখন

পরপারে যেতে পার, তবেই আবার চাঁদের দেখা পাবে—নইলে এ পারে থেকে কেবল এই দুঃখের অন্ধকারে পড়ে হাহাকার করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই, এক্ষণে চল, মৃতপুত্রকে বক্ষে ধারণ করে জাহ্নবী-জলে জীবন পরিত্যাগ করিগে। (ব্রাহ্মণীর কোল হইতে মৃতপুত্রকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক) চল এবারকার কার্য্যত এই রূপেই সমাধা হ'ল দেখি বিধাতা মৃত্যুর পর কি বিধান করেন

[মৃতপুত্র-সহ উভয়ে প্রস্থানোদ্যত

(নারদের প্রবেশ)

নারদ।—কে তোমরা—স্থির হও স্থির হও করোনা—আত্ম-হত্যা করোনা, কি সর্ব্বনাশ কি সর্ব্বনাশ (নিকটস্থ হইয়া) দেখ্‌ছি ব্রাহ্মণ, অজ্ঞান ব'লেও বোধ হচ্ছে না, তবে এ মতিভ্রম কেন? আত্মহত্যা যে কি মহাপাপ,—আত্মহত্যাকারীর পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর, তাকি জাননা? ছি ছি। এমন পাপ বাসনা পরিত্যাগ কর। বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ হয়ে এ মহ পাপের অনুষ্ঠান কেন। কারণ কি?

ব্রাহ্মণ —তপঃপ্রদীপ্ত দেবকান্তি, কে আপনি? আমি আপনাকে প্রণাম ক'র্‌ছি।

নারদ।—ওকি—কর কি? তুমি ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মণ্যদেব তোমার প্রণাম গ্রহণ করুন, এক্ষণে ব্যাপার কি বল দেখি, এ মৃতপুত্র কার?

ব্রাহ্মণী —(নারদের পদতলে পতিত হইয়া) প্রভু। আপনি কোন্ দেবতা? এ হতভাগ্য ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আর বঞ্চনা ক'র্‌বেন না আপনি অন্তর্য্যামি অন্তরে যা হচ্ছে—এ পোড়া হৃদয় যে ক'রে পুড়্‌ছে,তা আপনি সবই জান্‌তে পার্‌ছেন। আর ছলনা ক'রে যাতনার উপর যাতনা দেবেন না, আমি আপনার কন্যা—আমি আপনার দাসী, দাসীর প্রতি দয়া ক'রে

বলে দিন আমার ■ সর্ব্বনাশ কেন হলো ? কি পাপে এমন বুক ভরা চাঁদ হারালাম ব'লে দিন্

নারদ।—মা আমি যে হই পরে পরিচয় পাবে, এক্ষণে উভয়ে আত্মহত্যার বাসনা পরিত্যাগ কর বোধ হচ্ছে এ শিশু পুত্রটি তোমাদের একমাত্র সংসারের সম্বল,—বার্দ্ধক্যের একমাত্র অবলম্বন। অকালে এই অমূল্য রত্নটি হারিয়ে আত্ম-বিসর্জ্জনে উদ্যত হয়েছ অবশ্য তুমি স্ত্রীজাতি সহজেই অধীরা, তুমি যে শোকে আত্মহারা হবে সে অসম্ভব নয়, কিন্তু তোমার স্বামীকে জ্ঞানবান্ ধীরপ্রকৃতি ব'লেই বোধ হচ্ছে পুত্র কলত্র কে কার মা ? আত্মকার্য্য সাধনের জন্যই সকলের সংসারে আসা—আবার কার্য্যান্তে প্রস্থান এই ত নশ্বর সংসারের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম তবে যে কয়েক দিনের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে বসবাস নির্দ্দিষ্ট, সেই কয়-দিনের জন্যই পিতা, মাতা, পুত্র, কলত্র, বন্ধুবান্ধব রূপে সকলেই পরস্পর মায়া-সূত্রে আবদ্ধ। কিন্তু আপনাপন কার্য্য শেষ হলে, আর কেউ কারও মুখাপেক্ষা ক'র্‌বে না ; সঙ্গে সঙ্গেই মায়ার ফাঁস ছেদন ক'রে চলে যাবে নদীস্রোতে ভাসমান তৃণ কাষ্ঠাদি যেমন ক্ষণকালের জন্য সংযুক্ত হ'য়ে পরক্ষণেই বিযুক্ত,—আবার অন্য বস্তুর সংযোগে ভাস্‌তে ভাস্‌তে সংযোগ বিয়োগের সঙ্গে, ক্রমে অনন্ত সাগরে গিয়ে পতিত হয়, এ সংসারে পুত্র কলত্রাদির সঙ্গে সম্বন্ধও সেইরূপ সকলেই এই কালস্রোতে ভাস্‌ছে, এখনি যে পুত্ররূপে তোমার সহিত সংযুক্ত হয়েছিল, আবার পর-ক্ষণেই বিযুক্ত হয়েছে এইরূপে অন্যের সহিত সংযোগ বিয়োগ ক্রমে অনন্ত-কাল-সাগরে পতিত হবে, তোমরা পুত্রশোকে আত্ম-হত্যা ক'রলে পুত্রের মায়া ভুল্‌তে পার্‌বে, পরস্পরের সম্বন্ধও মিট্‌বে, কিন্তু আত্মহত্যা জন্য মহাপাপের সঙ্গে সম্বন্ধের শেষ যে শত জন্মেও হবে না। তাই বলি, আত্মহত্যার বাসনা পরি-

ত্যাগ ক'রে অযোধ্যা ধামে গমন কর আমি মহাত্মাগণের নিকট শুনেছি যে, রামরাজ্যে অকাল মৃত্যু হবে না, উভয়ে গিয়ে তাঁর অভয়পদে শরণ গ্রহণ করগে. দয়াময় রামের কৃপায় অবশ্যই উপায় হবে। যদি রামচন্দ্র এ অকাল মৃত্যুর—শমনের এ অযথা অত্যাচারের প্রতিকার না করেন তবে আর জাহ্নবী জলে না এসে, সেই জাহ্নবী জন্মদ রাম-পদ মহাতীর্থে মৃতপুত্র সমর্পণ ক'রে, উভয়ে জয় রাম জয় রাম ব'লে সেই সর্ব্ব তীর্থের নিদান মহাতীর্থ রাম পদে পুত্র কলত্রসহ আত্মসমর্পণ ক'রো প্রতিকারের উপায় সত্ত্বে অপ্রীতিকর আত্মহত্যায় উদ্যত কেন? যাও ঐ মৃত নন্দন বক্ষে ধারণ ক'রে সেই রঘুনন্দন রামচন্দ্রের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করগে, আমিও যথাসময়ে রাম দর্শন উপলক্ষে অযোধ্যা ধামে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রব; এক্ষণে আমি চল্লেম।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অযোধ্যার রাজসভা।

রামচন্দ্র আসীন

সুমন্ত্র।—মহারাজ, আপনাকে নিতান্ত ব্যাকুল চিত্ত ও রাজকার্য্য উদাসী দেখে, কুমার ভরত সংবাদ প্রেরণ করাতে মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞস্থল হ'তে মহর্ষি বশিষ্ঠদেব অযোধ্যায় আগমন ক'রেছেন।

রাম।—মহর্ষি বশিষ্ঠ কোথায়? তাঁকে সঙ্গে লয়ে এস।

সুমন্ত্র।—কুমার লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্নকে সঙ্গে ক'রে তিনি রাজসভাতেই আগমন ক'রছেন

(লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও বশিষ্ঠের প্রবেশ।)

বশিষ্ঠ।—মহারাজ রামচন্দ্রের জয় হ'ক্।

রাম।—আসুন আসুন আসতে আজ্ঞা হ'ক, মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞ ত নিরাপদে সম্পন্ন হয়েছে? আমাদের মাতৃগণের ত কুশল?

বশিষ্ঠ।—হাঁ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে, আর তোমার মাতৃগণের কুশলের কথা কি জিজ্ঞাসা ক'রছ? মহারাজ দশরথের স্বর্গারোহণের পর থেকেই সকলে কুশশয্যাশায়িনী হ'য়েছিলেন, এক্ষণে তোমা কর্ত্তৃক রঘুকুলের লক্ষ্মীরূপিণী কুলবধূ সীতা নিরপরাধে নির্ব্বাসিতা হওয়ার কথা শ্রবণে, সে কুশশয্যাও ত্যাগ করেছেন, সকলেই অনশন ব্রতে ধরাশয্যাশায়িনী। আর তাঁরা সীতাশূন্য অযোধ্যায় আস্‌বেন না, জীবনের অবশিষ্ট দিন ক'টা তপারণ্যেই অতিবাহিত ক'রে, সেই শান্তিধামেই দেহ ত্যাগ ক'রবেন স্থির ক'রেছেন তা করুন, জীবনের শেষভাগ তপারণ্যে থেকে, ইষ্ট সাধনায় অতিবাহিত করাই সূর্য্যবংশের সনাতন ধর্ম্ম. এক্ষণে তুমি যে গুরুভার মস্তকে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজারঞ্জন ব্রতে দীক্ষিত হয়েছিলে, সে ব্রত কি এইরূপেই উদযাপিত হবে? রাম! প্রকৃতিপুঞ্জের মনোরঞ্জনের জন্য অপাপস্পর্শিতা জেনেও সীতাকে পরিত্যাগ ক'র্‌তে কাতর হও নাই, এ—রাম-হৃদয়ের দৃঢ়তার—স্থির প্রতিজ্ঞতার অতীব উচ্চতম পরীক্ষা কিন্তু সেই দৃঢ়ব্রত রাম-হৃদয়ের সহিষ্ণুতায় পরিচয় কি এই?

রাম—প্রভু সকলই জানি, কিন্তু কি করি, চিত্ত আর আয়ত্ত ক'র্‌তে পারলাম না, চির প্রতিষ্ঠিতা সতীর প্রতিমা সীতাকে বিসর্জ্জন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার ধৈর্য্য-সেতু ভগ্ন হয়েছে। আমার শান্তির মন্দির হৃদয়ও ভগ্ন হয়েছে, এ ভগ্ন মন্দিরের ক্ষীণালোক জীবন-দীপও যে অচিরাৎ নির্ব্বাপিত হবে, তাও বুঝতে

পেরেছি; যদি সীতার শোকে আমাকে জীবন পরিত্যাগ ক'র্ত্তে হয়, তাতেও আমি দোষী নই। আমার পিতামহ মহাত্মা অজ, ইন্দুমতীর শোকে প্রাণত্যাগ ক'রেছিলেন, আমাকে বনবাস দিয়ে পিতাও রাম! রাম. ব'লে প্রাণত্যাগ ক'রেছেন। আমি ত সেই বংশের সন্তান—সেই পিতার পুত্র! শোকে প্রাণত্যাগ করা আমাদের কুলধর্ম্ম। যে কুলের কুলবধূ মহাদেবী ইন্দুমতী, দেবর্ষি নারদের বিনাযন্ত্র-চ্যুত মন্দার মালার আঘাতে, প্রাণত্যাগ ক'রেছিলেন, আমি সেই কুলের কুলবধূকে বিজন অরণ্য পাথারে বিসর্জ্জন দিয়ে এখনও যে জীবিত আছি এই বিচিত্র!—এই রাম হৃদয়ের সহিষ্ণুতার চরম পরীক্ষা। আপনি আমার উপদেষ্টা, আপনার উপদেশে সকলই জেনেছি, হৃদয়ের ধৈর্য্য-সেতুও যথাসাধ্য দৃঢ় ক'রেছিলাম, কিন্তু সীতা শোকের প্রবল উচ্ছ্বাস সহ্য ক'র্ত্তে সক্ষম না হওয়াতেই সে সেতু ভগ্ন হ'য়েছে, যা হ'ক্ এক্ষণে যতদূর সাধ্য কর্ত্তব্য পালনে যত্নবান হব

(নেপথ্যে—ব্রাহ্মণগণ।—মহারাজ রামচন্দ্র রক্ষা করুন)

ব্রাহ্মণগণের সভায় প্রবেশ

১ম ব্রাঃ।—মহারাজ. রক্ষা করুন, এই কয়টি বনফল দিয়ে আশীর্ব্বাদ করি, রাজলক্ষ্মী অচলা হন

রাম।—আর রাজলক্ষ্মী অচলা স্বহস্তেই সে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়েছি।

২য় ব্রাঃ।—(তোতলাস্বরে) দোহাই মহারাজ! এই গিয়ে—প্রিতিমে আবার হবে, ভাল ভাস্কর আনিয়ে গড়ে দেব, আমাদের রক্ষে করুন, এই গিয়ে—তিন সন্ধ্যে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ব

৩য় ব্রাঃ —মহারাজ রামচন্দ্র। তুমি সূর্য্যবংশের রাজা, দেব দ্বিজ ভক্ত,—দুষ্টের দণ্ড দাতা—শিষ্টের প্রতিপালক—দীনের

আশ্রয়—অনাথের বন্ধু দৈত্যভয়ে শরণাগত ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করুন

রাম।—আপনারা স্থির হউন, চিন্তা কি? এ রাজ্যের রাজা ব্রাহ্মণগণের রাজা নয়—সেই ব্রাহ্মণগণের দাস আপনাদের আজ্ঞা পালনের জন্যই রামের দেহধারণ, আপনাদের বিপদের কারণ বলুন, প্রাণপণে তার প্রতিবিধানে প্রস্তুত হব

৩য় ব্রাঃ।—মহারাজ মথুরার নিকটবর্ত্তী যমুনাকূলে—মহর্ষি ভার্গব, চ্যবন প্রভৃতি মহাত্মাগণের আশ্রম সমীপে আমাদের বাস আমাদের গৃহ নাই, বৃত্তি নাই, পর্ণকুটীরে বাস আর যথাসাধ্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করাই আমাদের কার্য্য কিন্তু দুরাত্মা দানবের অত্যাচারে যজ্ঞাদি নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হওয়া দূরে থাক্, অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই এসে অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হয়, দুরাত্মা লবণ স্বয়ং ঘোর অত্যাচারী, অনুচরবর্গও ততোধিক

২য় ব্রাঃ।—(তোত্‌লা স্বরে) বেটা দত্যি বড় দুষ্ট, সেদিন এই গিয়ে—আমার হাত থেকে এই গিয়ে—কোষাকুষী কেড়ে নিয়ে এই গিয়ে—ব্রাহ্মণীকে কামড়াতে গিয়েছিল। দোহাই মহারাজ এই গিয়ে—বেটাদের মেরে ফেলে দাও, আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ব চিরজীবী হবে, বেরামুণের আশীর্ব্বাদ এই গিয়ে—তে রাত্তিরে ফল্‌বে, তে রাত্তিরের মধ্যে চিরজীবী হবে

৩য় ব্রাঃ।—অতি ভীষণ অত্যাচার মহারাজ। ব'ল্‌তে কি, সময়ে সময়ে আশ্রমকুটীরের দ্বারে - যজ্ঞবেদীতে পশু শোণিত, অতি অস্পৃশ্য গবাদির অস্থি, নরকঙ্কাল নিক্ষেপ ক'রে ঘোর অত্যাচার প্রকাশ ক'রে থাকে

রাম।—থাক্ আর বল্‌বার প্রয়োজন নাই, শীঘ্রই তার প্রতিবিধান হবে

৩য় ব্রাঃ।—আঃ ধন্য মহারাজ! বড়ই আশ্বাসিত হ'লেম, আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী হও

রাম।—(স্বগতঃ) রাম আর সে আশীর্ব্বাদের প্রার্থী নয়, এক্ষণে যাতনাময় জীবনের অবসানই একান্ত প্রার্থনীয় সব গিয়েছে সব বিসর্জ্জন দিয়েছি. তবে যতক্ষণ দেহে বিন্দুমাত্র শোণিত সঞ্চারিত থাক্‌বে, ততক্ষণ সূর্য্যকুলের সনাতন ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের উপকার সাধনে পরাঙ্মুখ হব না

সুমন্ত্র —উপস্থিত যেরূপ মনের অবস্থা, শরীরের যেরূপ ভাবান্তর, তাতে দৈত্যযুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে কি একটু বিবেচনা করা উচিত নয়?

রাম। –সুমন্ত্র! রাম রাজকার্য্যে নিতান্ত উদাসীন, সীতা নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গেই রামের ধৈর্য্য-সেতু ভঙ্গ হয়েছে, আর সেই সঙ্গে সেই রাজ্যমধ্যে দুর্নিবার্য্য দুর্নিমিত্ত সকল সংঘটিত হ'চ্ছে, প্রজাবর্গ বিবিধ অকালে উৎপীড়িত হ'চ্ছে এ হৃদয় সীতা-শোকাগ্নিতে নিরন্তর দগ্ধ হ'চ্ছে ব'লে, হৃদয়ের বল যদিও দুর্ব্বল হ'য়েছে কিন্তু এখনো রামের বাহুবল দুর্ব্বল হয় নাই আমি অদ্যই লবণদৈত্যের উপদ্রব শান্তির জন্য যুদ্ধসজ্জা ক'র্‌ব, তুমি রথ প্রস্তুত কর, আমার প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ প্রাণাধিক ভরত শত্রুঘ্ন তোমরা দেব বশিষ্ঠের মন্ত্রণানুসারে অতি সতর্কের সহিত রাজ্য রক্ষা ক'র্‌বে যাও সুমন্ত্র তুমি আর বিলম্ব ক'র না শীঘ্র অস্ত্র শস্ত্রাদি সহ রথ প্রস্তুত ক'র্‌তে অনুমতি দাওগে, ব্রাহ্মণগণ আপনারা আশ্বস্তচিত্তে অবস্থিতি করুন, পাদচারে গমনে প্রয়োজন নাই, আমার সহিত রথেই গমন ক'র্‌বেন।

লক্ষ্মণ —প্রণমে চরণে দাস চির আজ্ঞাধীন—
বাসনা কিঞ্চিৎ নিবেদিতে রাজপদে।

রাম —প্রাণ দিয়া পূরাইব বাসনা তোমার—
জীবন দোসর। কহ কি বাসনা তব ?
লক্ষ্মণ —চির পদাশ্রিত দাস চির আজ্ঞাবহ,
এ দেহ ধারণ রাম তব কার্য্য হেতু
কটাক্ষে সক্ষম দাস যে কার্য্য সাধিতে
সে কার্য্যে প্রভুর সজ্জা —লজ্জা দেওয়া দাসে
সবিনয়ে মাগি ভিক্ষা দেহ আজ্ঞা মোরে
মুহুর্ত্তে বিনাশি দৈত্য ফিরিব সত্বরে
রাম —শুভক্ষণে বীরব্রতে দীক্ষিত লক্ষ্মণ
অচলা বিজয়-লক্ষ্মী তার ভাগ্য পটে—
অবাধে ত্রিলোক তার কর-তল-গত—
হেন ভ্রাতা নেতা যার অরাতি বিগ্রহে।
ত্রিলোক বিখ্যাত ভাই বাহুবল তব,
বহু বর্ষ অনাহারে নিদ্রা পরিহরি
লক্ষ লক্ষ রক্ষ রিপু নাশি রণাঙ্গণে
বাসব-বিজেতা-জেতা যে বীর লক্ষ্মণ
কি ছার লবণদৈত্য তুচ্ছ তার কাছে ?
তথাপি দানব যুদ্ধে পাঠাইতে তোরে
না চাহে পরাণ মোর, পরাণ পুত্তলি
চিরদিন চীরবাস চির অনাহারে,
অনেক যন্ত্রণা ভাই পেয়েছ কাননে
শক্তিশেলে—মহীতলে মহীর বন্ধনে—
নাগপাশে, যে যন্ত্রণা পেয়েছ লক্ষ্মণ।
এখন বিদরে প্রাণ—হইলে স্মরণ।
যদি ■ শেলের চিহ্ন হয়রে বিলীন,
রামের হৃদয়ে শেল রবে চিরদিন।

তাই বলি থাক রাজ্যে ভ্রাতৃগণ সহ,
স্বয়ং সাজিব আমি দানব বিগ্রহে

ভরত —অলঙ্ঘ্য সাগর পারে রক্ষ রিপু মাঝে—
পেয়েছে অনেক দুঃখ লক্ষ্মণ সুমতি,
নহে যুক্তি প্রাণাধিকে পাঠাতে সমরে,
সার্থক হ'য়েছে দেহ রাম-কার্য্য সাধি
কিন্তু প্রভু চির খেদ দাসের অন্তরে
না সাধিনু রামকার্য্য ,—বৃথা দেহ ধরি।

রাম —কে আছে তোমার সম সৌভ্রাতৃ বৎসল
প্রাণের প্রতিম ভাই আদর্শ মূরতি।
পিতৃ সত্যে বদ্ধ হয়ে বনবাসী আমি,
ভ্রাতৃ প্রেমে সন্ন্যাসী যে তুই রে ভরত।
কাননে বল্কল ধারী আমিও যেমন
ভবনে সন্ন্যাসী ভ ই তুমিও তেমতি।
রাজ পাটে স্থাপি মম পাদুকা যুগলে
অশ্রুধারে ধোয়াইয়া নিত্য পূজাকালে
কোথা রাম বলি কত করিতে রোদন
পাদুকা করিয়া রাজা শূন্য সিংহাসনে
গুণনিধি ভাই মম। প্রতিনিধি হ'য়ে
করিয়াছ রাজকার্য্য, সূর্য্যকুলমণি।
আত্মসুখ ত্যজে সদা পুত্র নির্ব্বিশেষে।
সদা বাঁধা রাম তেঁই তোর ভক্তিপাশে

শত্রুঘ্ন।—হয়েছেন ধন্য সবে ধরিত্রী মণ্ডলে,
সাধি দেব তব কার্য্য, সূর্য্যকুলমণি
শুভক্ষণে লক্ষ্মণেরে দিয়ে পদাশ্রয়
করিয়াছ ধন্য তারে গণ্য বীরকুলে

বহু বর্ষ অনাহারে বধি মেঘনাদে
লভেছে অনন্ত যশ অক্ষয় সুনাম
বাসব-বিজেতা-জেতা তোমার প্রসাদে ।
রাম কার্য্যে শক্তিশেল ধরি বক্ষপাতি
ধরেছে পবিত্র চিহ্ন হৃদয় মাঝারে,
বীরের গৌরব চিহ্ন বীর বাঞ্ছনীয়
সার্থক জনম তাঁর সুমিত্রা উদরে—
সুমিত্র রূপেতে স্থান দিয়েছেন যারে—
ছায়াসম চিরদিন চরণ আশ্রয়ে
জগৎ আশ্রয় রাম, ধন্য সে লক্ষ্মণ
আমারও জনম ধন্য । সার্থক জীবন
রামদাস লক্ষ্মণের জন্ম যে জঠরে
আমারও জনম সেই পবিত্র উদরে ।
তে কারণে এ জীবন ধন্য ব'লে মানি
কিন্তু প্রভু আছে কিছু দাসের প্রার্থনা,
নিবেদিতে রাজপদে,—সৎ কি অসৎ—
না জানি বিচার প্রভু, হ'লে অপরাধি—
করিবেন ক্ষমা দাসে—চির ক্ষমাস্পদ
সৎ প্রভু কাছে ভৃত্য নিত্য অপরাধী

রাম —অচ্ছেদ্য প্রণয় পাশে বেঁধেছিস্ মোরে
চিরদিন বদ্ধ রাম তোদের নিকটে ।
প্রাণাধিক বল বল কি বাসনা তব ?
অপূর্ণ রবেনা সাধ রামের নিকটে

শত্রুঘ্ন ।—দুর্ব্বার কর্ব্বুর কুল সংহারি সংগ্রামে
রাখিলে অক্ষয় কীর্ত্তি ধরিত্রী মণ্ডলে
তোমারি প্রসাদে ধন্য সৌমিত্রি কেশরী—

বিনাশি বিষম বৈরি বীর মেঘনাদে
বীরকুল বাঞ্ছনীয় বীরের ভূষণ—
জয়-লক্ষ যশ-রত্ন স্থির কীর্ত্তি আদি
বাহুবলে ক'রে নিজ কর-তলগত
করিয়াছেন সূর্য্যকুল উজ্জ্বল সগুণে
কিন্তু প্রভু যশ যদি সকলি লভিবে
না রাখিবে কিছু যদি এ দাসের তরে
কিসে পরিচিত তবে হব বীরমাঝে,
কেমনে লোকের কাছে দিব পরিচয় ?
রামের অনুজ বলি, সূর্য্য কুলোদ্ভব
কর পুটে তেঁই ভিক্ষা মাগি পদযুগে
দলিতে দানবদল দেহ আজ্ঞা দাসে
রাম —স্বয়ং সাজিতে রণে বাসনা যে মোর
জয়-লক্ষ-যশস্পৃহা নহে হেতু তার !
দানবের অত্যাচারে উৎপীড়িত সবে
ক্রিয়াহীন দ্বিজগণ যজ্ঞ বিঘ্ন হেতু
আতঙ্কে শরণাগত, সেই হেতু মম
সমর বাসনা ভাই চিন্তা-ক্লিষ্ট দেহে
সমর কুশল তুমি সুশিক্ষিত রণে—
জানি প্রাণাধিক আমি বাহুবল তব !
লক্ষ্মণ অনুজ তুমি, লক্ষ্মণের সম—
রূপ গুণ বাহুবল সমর কৌশল—
কি ছার তোমার কাছে তুচ্ছ সে দানব
কিন্তু ভাই এক চিন্তা অন্তরে আমার
শুনিয়াছি শিব বরে বলী সে দানব
শিবদত্ত শূল সদা সহায় তাহার

তপ-লব্ধ দৈববলে দুর্জ্জয় দানব
তেঁই তোরে পাঠাইতে নাহি সরে মন।
ননীর পুতলি তুই,—নয়নের মণি
সর্ব্বস্ব রতন তোরা সুমিত্রা মাতার,
প্রাণের সোদর মোর জীবন দোসর।
চিরদিন রাঘবের দুরদৃষ্ট বশে
বহু কষ্ট সহিয়াছে তোর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
জীবন সর্ব্বস্ব ভাই লক্ষ্মণ সুমতি।
বহু পুণ্যে অর্পিয়াছি মাতৃ স্বাপ্য ধন
মাতৃপদে—প্রাণাধিক লক্ষ্মণ রতনে.
তুমিও তেমতি, তেঁই না সরে বাসনা
হরিতে সে মাতৃধন, ভাগ্যহীন আমি

শত্রুঘ্ন।—(অধো বদন)

রাম —কেন কেন প্রাণাধিক বিষণ্ণ বদন
সমর বাসনা কিবে এত বলবতী?
আর না রোধিব তোর এ বাসনা স্রোত,
উচ্ছ্বলিত সিন্ধুবেগ কে পারে রোধিতে?

শত্রুঘ্ন —সত্য বটে যা কহিলে রঘুকুলমণি,
দুর্দ্দম সে সিন্ধুবেগ উচ্ছ্বলিত যবে।
কিন্তু প্রভু সিন্ধু বারি যতই উথলে—
যতই উঠয়ে ঊর্ম্মি হয় উচ্ছ্বলিত,
বেলাভূমি অতিক্রম নাহি করে কভু,
সমর-বাসনা স্রোত বহিছে হৃদয়ে
উছলিছে উৎসাহের ঘাত-প্রতিঘাতে
কিন্তু প্রভু! রাম-আজ্ঞা সিন্ধু বেলাভূমি
লঙ্ঘে কি শকতি? দাস চির পদানত

রাম —সমর বাসনা যদি এতই প্রবল,
যাও বৎস দ্বিজগণ সহ প্রাণাধিক ;
দানব সমরে আজ বরিনু তোমারে
ধর দ্বিজগণ, আজ তোমাদের করে
অর্পিলাম ভ্রাতৃ ধনে দানব নিগ্রহে

গীত

করোনা কাল হরণ, যাওরে গৌর বরণ,
করিলাম বরণ রণে তোমারে
মিটাও রণ প্রবৃত্তি, লাভ অতুল কীর্ত্তি
ধন্য আজ হও ধরিত্রী মাঝারে।
শুনেছি সে দানবে, নর কিন্নর অমরে,
সমরে সঙ্কা করে সকলে—
বধিলে সে দানবে, কীর্ত্তি কুসুম-সৌরভে
গৌরবে পূর্ণ রবে সংসারে

মৃত পুত্র কক্ষে লইয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর প্রবেশ

রাম —ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ প্রাণাধিক ভ্রাতঃ। দেখ দেখ অগ্রে একটি চীর-বাস পরিহিত শীর্ণকায় ব্রাহ্মণ, পশ্চাতে মলিনবেশা অবগুণ্ঠিতা একটি স্ত্রীলোক, কক্ষে একটি নিদ্রিত শিশু, অতি বিষন্ন ভাবে ধীরপদবিক্ষেপে এই দিকে আগমন করছেন, যাও লক্ষ্মণ তুমি অগ্রসর হয়ে ওঁদের সমাদরের সহিত সভায় লয়ে এস।

লক্ষ্মণ —যে আজ্ঞে

[প্রস্থান

উভয়কে সঙ্গে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।

ব্রাহ্মণী —কৈ নাথ আর কত দূর ? আর কত দূর গেলে রাম রাজার দেখা পাব ?

. ব্রাহ্মণ —প্রিয়ে আমরা রাম রাজার নিকটই এসেছি, ঐ দেখ আমাদের সম্মুখেই সেই চতুর্ম্মুখের আরাধ্য ধন দয়াল রাম দণ্ডায়মান একবার নয়ন ভরে ঐ শান্তিময়ের শান্তি-ময়ী-মূর্ত্তি দর্শন কর, ঐ রাম রাজার দয়া হ'লে সকল দুঃখের শান্তি হবে

রাম —(প্রণামান্তর) প্রভু রাম এরাজ্যের রাজা নয়, এ রাজ্যে ব্রাহ্মণগণই রাজা, রাম তাঁদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। এক্ষণে আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক কিজন্য আগমন আদেশ করুন,আমি ভৃত্যের কর্ত্তব্য ব্রত পালন করে কৃতার্থ হই,আপনার কোথায় বাস? ঐ অবগুণ্ঠিতা দেবী—আপনার সম্বোধন শ্রবণে সহধর্ম্মিণী বলেই অনুমিত হচ্ছে, উনিই বা কিজন্য রাজসভায় আগমন করেছেন, জানবার জন্য ইচ্ছা বড়ই বলবতী হয়েছে আর ঐ অঙ্কস্থিত শুষ্ক বালকটি—বোধ হয় আপনাদের গৃহ উজ্জ্বলকরা রত্ন

ব্রাহ্মণ —রামচন্দ্র হে আমার গৃহ নাই,পর্ণকুটীর মাত্র সম্বল. আর ঐ রত্নইটীই সেই পর্ণকুটীর উজ্জ্বল করেছিল মনে জান্‌তেম, যে রত্নটি বুঝি আমাদেরই, তাই এতদিন যত্নপূর্ব্বক বুকে করে রেখে ছিলাম, কিন্তু রত্ন যে আমাদের নয়, দুদিনের জন্য দিয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গেই কেড়ে নিয়ে, যেমন আঁধার কুটীর তেমনি আঁধার করবে তা অগ্রে জান্‌তেম না

লক্ষণ —কি কি। তবে কি ওটি মৃত পুত্র? কি হৃদয় বিদারক দৃশ্য ঠাকুর কি ব্যাধিতে বালকটির মৃত্যু হয়েছে?

ব্রাহ্মণ।—ব্যাধি—দারিদ্র্য, অন্নাভাবে মৃত্যু।

লক্ষণ —আহা বড়ই দুঃখের কথা (স্বগতঃ) হাঃ মাতঃ অযোধ্যা লক্ষ্মি। তোমার বনবাসই অযোধ্যার সর্ব্বনাশের কারণ, লক্ষ্মী-হীন রাজ্য যে লক্ষ্মী ছাড়া হবে, অন্নাভাবে যে শত শত জীবন এইরূপে অকালে কালগ্রাসে পতিত হবে, এই তার প্রথম

সূত্রপাত, (প্রকাশ্যে) মহাশয় আপনি জ্ঞানবান, অবশ্যই জানেন, যে, জীবের কাল পূর্ণ হলে কেউ তাকে রক্ষা ক'রতে সক্ষম হয় না এক্ষণে মৃতপুত্র বক্ষে ধারণ করে রাজসভায় আগমন কেন? হারান রত্ন আর কি পাবেন?

ব্রাহ্মণ —লক্ষণ যে রত্ন হারিয়েছি তা আর পাব না, যে দীপ নির্ব্বাণ হয়েছে ত আর জ্বল্‌বে না, এখন ঐ আঁধারের দীপ নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে, এই তৈল বিহীন জীবন দীপের অন্তর্দাহেরও অবসান করতে যাচ্ছিলাম, এক মহাত্মা আমার সে সঙ্কল্পে বাধা দিয়ে, কতকগুলি সারগর্ভ উপদেশ প্রদানের পর বল্লেন, এখানে আত্মঘাতী হয়ে মহাপাপ সংগ্রহ করবে কেন? গঙ্গাজলে আত্ম হত্যা করলে কি, হারাণ রত্ন ফিরে পাবে? রাম রত্নাকরের কুলে যাও যদি হারাণ রত্ন পাও—উত্তম, নতুবা সেই রামপদ মহাতীর্থে মৃত পুত্রের সদ্গতি ক'রে, পরে উভয়ে মিলে সেই পরম তীর্থে প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক পুত্র শোকানল নির্ব্বাণ ক'রবে, আমরা সেই মহাত্মার উপদেশেই এই মহাতীর্থের উদ্দেশে এসেছি, গুণনিধান রাম এখন যা হয় প্রতিবিধান কর।

লক্ষণ —আপনারা পুত্র শোকে অত্যন্ত কাতর হয়েছেন ব'লে কোন কথা বল্‌তে সাহসী হচ্ছি না, অথচ যতক্ষণ পর্য্যন্ত বালকের শব দেহ স্থানান্তরিত না করবেন ততক্ষণ পুত্রহারা শোকাতুরা জননীর শোকের উচ্ছ্বাস বৃদ্ধিই হবে। তাই বলি, স্বহস্তে এর প্রতিবিধান করুন জাতি সত্ত্বে শব দেহ স্পর্শে অন্যের অনধিকার, যদি স্বয়ং মৃতপুত্রের সৎকার্য্য ক'র্‌তে সক্ষম হন, তা হ'লে শব দেহ গঙ্গাতীরে লয়ে চলুন।

ব্রাহ্মণ —হাঁ হে লক্ষণ একি ছলন করছ না সত্য সত্যই তোমার ভ্রান্তি উপস্থিত হয়েছে তা তোমার ভ্রান্তি হওয়া অসম্ভব নয়, কারণ তুমি যে ঐ ভ্রান্তি হারীর সহচর,

দীপালোকে লোকে পথ দেখ্‌তে পায় সত্য, কিন্তু সেই দীপালোক যার হস্তে থাকে তার পথ দর্শনের পক্ষে বড়ই ব্যাঘাত ঘটে যদি পুত্রের পুনর্জীবনের আশা পরিত্যাগ করে সদ্গতির জন্য গঙ্গা তীরেই যেতে হয়, তবে আর অন্যত্রে লয়ে যেতে হবে কেন? আমিত সেই পতিত পাবনী গঙ্গার উৎপত্তি স্থানেই পুত্রের শব দেহ সমর্পণ করেছি শুদ্ধ পুত্রের সদ্গতি কেন? পুত্র কলত্রের সহিত একত্রে ঐ রামপদ পবিত্র তীর্থে প্রাণত্যাগপূর্ব্বক সকলের সদ্গতির উপায় কর্‌ব, গঙ্গা তীরে আর যেতে হবে কেন গয়া গঙ্গাদি সকল তীর্থের আধার রাম পদযুগল সম্মুখে থাক্‌তে আর অন্য তীর্থে যেতে বল কেন? রাম আর কত বঞ্চনা করবে? কাতর কিঙ্করের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত কর, আর করুণা দানে কৃপণতা কর্‌ছ কেন রাম।

গীত।

কিঙ্করে করুণা কর হে শঙ্কর সেবিত রাম
আর করুণা দানে ক'রনা দানে, কৃপণতা হে কৃপা-ধাম
আজ মৃত পুত্র লয়ে কোলে, এসেছি হে সঁপিতে পদকমলে,
যে হয় রাম কর হে গতি, তুমি হে গতি সদ্গতি,
(জীবের জীবন মুক্তি তোমার কৃপায়) (জানি ঐ পদ পতিতের উপায়)
(আমি শুনেছি হে কমল লোচন) (কর ঐ পদে অহল্যায় মোচন)
ভক্তি হীনের ঐ পদ মুক্তিধাম (রামহে)
আজ বক্ষে লয়ে মৃত পুত্রে, কেন হে রাম যেতে বল জাহ্নবী ক্ষেত্রে,
মহাতীর্থ তেয়াগিয়ে, দাঁড়াব কোন্ তীর্থে গিয়ে,
(আর কোন্ তীর্থে লব স্মরণ) (ও রাম সর্ব্বতীর্থ তোমার চরণ)
(যে গঙ্গা জগতের গতি (জানি ঐ চরণে তাঁর উৎপত্তি)
আজ মূলতীর্থে পুত্রে সমর্পিলাম (রাম হে)

ব্রাহ্মণী।— কৈ নাথ এখনও আমার সোনার চাঁদকে

বাঁচাতে পারলে না ? আমরা প্রাণত্যাগে উদ্যত হ'লে এক মহাত্মা বলে ছিলেন যে রামের কাছে গেলে—দয়ার সাগর রামের দয় হলে, তোমাদের সোনার বাছা প্রাণ পাবে— সকল শোকের— সকল দুঃখের শান্তি হবে, তা কৈ হলো নাথ! দয়ার সাগর রামের ত দয় হলে না ? কাঙ্গালের কপাল দোষে কি সাগরও শুকিয়ে গেল।

ব্রাহ্মণ।—না প্রিয়ে সাগর শুকায় নাই, তোমার অঞ্চলবদ্ধ মণী অন্বেষণের জন্য যে সাগর কূলে এসেছ। এ অতল স্থির সমুদ্র, একি শুকাবার সাগর ? এর নাম প্রশান্ত রাম-রত্নাকর এ সাগরের তলও নাই—তরঙ্গও নাই যার মগ্ন হতে না পারলেওত তল পাওয়া যায় না তা নিমগ্ন হতে পারলাম কৈ ? জল অপেক্ষা ভারের গুরুত্ব না থাকলেত সে পদার্থ নিমগ্ন হয় না। এ সাগরে নিমগ্ন হতে, যে গুরু-দত্ত গুরু পদার্থের গুরুত্বের প্রয়োজন, এ পাপ দেহে তা কৈ ? একে ত গুরুত্ব মাত্র নাই, তার উপর করী-ভুক্ত কপিথবৎ অন্তর্সার শূন্য হয়েছি এ দেহ নিমগ্ন হবে কেন ? ভেসে গিয়ে যে কূলে লাগ্‌ব তারও উপায় নাই এ স্থির সাগরে পড়ে জলও পেলাম না কূলও পেলাম না, যেখানে, পড়েছি সেই খানেই ভাস্‌ছি

ব্রাহ্মণী।—তবে কি আর কূল পাব না। কুলের তিলক কোলে করে অমন ধারা আর কতদিন অকূলে ভাস্‌তে হবে রাম অনুকূল কি হবে না কাঙ্গাল কাঙ্গালিনীর কোলের মাণিক কি আর ফিরে দেবে না ? যদি এমন ধারা দিয়ে নিধি হবে নেবে মনে ছিল, তবে কাঙ্গালের কুটীরে এমন রত্ন কেন দিয়েছিলে রাম

ব্রাহ্মণ। তা সে জন্য আর অক্ষেপ কেন ? যার বস্তু সে যদি গ্রহণ করে তাতে দুঃখ কেন ? এক্ষণে এস উভয়ে

যোগ সনে বসে ঐ রাম পদ মহাতীর্থে প্রাণত্যাগ করে পুত্র শোকের শান্তি করি

(নারদের প্রবেশ)।

নারদ।—কে তুমি—রামপদ মহাতীর্থে প্রাণত্যাগ কর্‌তে উদ্যত হয়েছ? দেখছি ব্রাহ্মণ, বাক্‌পটুতাতেও অজ্ঞান ব'লে বোধ হচ্ছে না। তবে এরূপ অবোধের ন্যায় আত্ম হত্যায় উদ্যত কেন রাম পদযে মহাতীর্থ এ যার জ্ঞান আছে, আত্মহত্যার পরিণাম কি তার জ্ঞান নাই? তীর্থে আত্মহত্যা কর্‌লে সদ্গতি লাভ হওয়া দূরে থাক্ বরং সেই আত্মঘাতীর পাপে তীর্থ ক্ষেত্র পর্য্যন্ত অপবিত্র হয়ে থাকে, কি আশ্চর্য্য কি ঘোর ভ্রান্তি

রাম।—আসুতে আজ্ঞা হক্। দাসের প্রণাম গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন

নারদ—তা বটে পাপীর নিকট নত মস্তক হয়ে অভয় প্রদান করাইত রামের কর্ত্তব্য কার্য্য। কারণ তোমর নামই ভুভার হারী। জগতের ভার হরণের জন্যই যখন তোমার অবতার গ্রহণ, তখন এ পাপাধম নারদের ভার ত নিতেই হবে তা অন্যের মস্তকের ভার নিজ মস্তকে গ্রহণ কর্‌তে হলেই কিঞ্চিৎ নত মস্তক হতে হয়, তাই বুঝি পাপাধম নারদের পাপ ভার গ্রহণের জন্যই নত মস্তক হচ্ছ রাম। তুমি যেমন প্রণামের ছলে আমার ভার গ্রহণ কর্‌লে, আমিও তেমনি তোমায় আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ ছলে আমার পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম আত্মকৃত কর্ম্মফল তোমাতেই অর্পণ করে এই প্রার্থনা কর্‌ছি,যেন ভবে এসে ভুভার-হারীনামের গুণ প্রকাশ কর্‌তে ভুলনা।

লক্ষণ—দেবর্ষি। দাস লক্ষণ আপনাকে প্রণাম করছে

নারদ—কে লক্ষণ তুমি আমাকে প্রণাম করছ. তা লক্ষণের প্রণামের কারণও আমি বুঝেছি, লক্ষণ না-কি স্বয়ং অনন্ত

দেবের অবতার ধর্‌তে শিরে ধরাই লক্ষণের কার্য্য লক্ষণ যে, কি বস্তু, পাছে আমি না চিন্‌তে পারি, তাই ধরায় শির স্পর্শন ছলে জানিয়ে দিচ্ছেন—"আমিই অনন্তরূপে অনন্তকে শিরে ধারণ করে আছি অথচ জগতের ভার সমস্তকে স্বমস্তকে ধারণ করাই আমার কার্য্য। আমি বর্ত্তমানে পাপের ভার রামকে ন্যস্ত করতে হবে কেন, আমিই সে ভার গ্রহণে প্রস্তুত" লক্ষণ—এক প্রণামের ছলেই রামভক্তি এবং ভক্তানুরক্তি, সকলগুলিই ব্যক্ত কর্‌লেন ধন্য অনন্ত দেব তোমাদের অনন্ত লীলা সাগরের ক্ষুদ্রবিম্ব নারদ এ খেলার অন্ত কি বুঝ্‌বে? এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি রোরুদ্যমানা ব্রাহ্মণপত্নী ধরালুণ্ঠিতা পুত্রশোকাতুর ব্রাহ্মণ প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত, এসব কি কাণ্ড?

রাম —প্রভুর অজানিত কিছুই নাই, মৃত পুত্রের পুনর্জীবন আশায় শোকাতুর ব্রাহ্মণ দম্পতি রাজসভায় উপস্থিত কিন্তু প্রভু! যে কার্য্য জীব মাত্রেরই সাধ্যাতীত, রামের এমন কি অমানুষীক দৈব শক্তি আছে যে সেই শক্তিবলে ব্রাহ্মণ কুমারকে পুনর্জীবিত ক'র্‌বে

নারদ —কেন সে শক্তি নাই? একটি মৃত ব্রাহ্মণ কুমারের জীবন দান করা কি রামের পক্ষে অসম্ভব হলো? পদরজঃ দানে অহল্যার পাষাণ দেহ উদ্ধার ক'রতে পেরেছ, নাবিকের কাষ্ঠের নৌকা অষ্টাপদে পরিণত কর্‌তে পেরেছ, সিন্ধু সলিলে শীলা ভাসাতে পেরেছ, আর এই অকাল-মৃত ব্রাহ্মণ শিশুর জীবন দান ক'র্‌তে পারবে না? তোমার জন্ম পরিগ্রহের পূর্ব্ব হতেই বিধি-বদ্ধ আছে যে, রামচন্দ্রের রাজত্ব কালে অনাবৃষ্টি—অন্নকষ্ট—তপ-বিঘ্ন—অকাল মৃত্যু প্রভৃতি কোন অনাময় সংঘটিত হবে না, আজ কি তোমা হতে সেই বিধিবাক্য মিথ্যা হবে? নিষ্কলঙ্ক সূর্য্যকুলের সহিত রাম নামে কলঙ্ক স্পর্শ করবে? তুমি প্রজারঞ্জন ব্রতে

দীক্ষিত হয়ে, সূর্য্যকুলের সহিত রামচরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখব ব'লে অপাপ স্পর্শিতা সীতা দেবীকে নির্ব্বাসিত করলে, কিন্তু সেই সীতা নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গেই কোশল সিংহাসনের অবনতি, ন্যায় শাসনের পক্ষেও পূর্ণ ব্যাঘাত সংঘটিত হয়েছে। আমি জানি পাপের অধিকার ভিন্ন রাম রাজ্যে অকাল মৃত্যু সংঘটিত হবে না, এক্ষণে কোথায় কিরূপে পাপের অধিকার হয়েছে অনুসন্ধান পূর্ব্বক প্রতিকার ক'রে, যাতে অনাথ ব্রাহ্মণ দম্পতির অন্ধকার হৃদয়ের ধ্রুব তারাটির পুনরুদয় হয়, যাতে অনাথ ব্রাহ্মণ শিশু প্রাণ পায়, তার উপায় কর আর বৃথা কাল হরণ করো না।

গীত

কেন রাম বৃথা কালহরণ
কর তব অনিমিত্ত ঘটে কি কারণ,
জান হয় রাম তব রাজ্যে ঘটেছে কি পাপাচরণ
ত্বরিতে হে গুণনিধান, ক'রে পাপের প্রতিবিধান,
কর পুত্রের জীবন প্রদান, দ্বিজের শোক কর নিবারণ।
কালের অধিকার অকালে, বরেনা রাম রাজাকালে, জানে সকলে,—
তোমা হ'তে আজ অবধি, মিথ্যা হবে বিধির বিধি,
রামরাজ্যে গুণনিধি, ঘটে যদি অকাল মরণ

রাম —প্রভু আপনি জগজ্জনের উপদেষ্টা। জগজ্জনকে জ্ঞান দান ক'রে নারদ নামের স্বার্থকত্ব সাধন করেছেন। এক্ষণে আদেশ করুন—যাতে ব্রাহ্মণপুত্র পুনর্জ্জীবিত হয় তার উপায় বলুন, আমি অবিচার্য রূপে সে কার্য্য সাধন করব।

নারদ —রামচন্দ্র অন্য কিছুই নয়, তোমার অধিকার কালে জীবের অকাল মৃত্যু হবে না এইটিই স্থির বাক্য কিন্তু উপস্থিত ঘটনা দৃষ্টে নিশ্চয় বোধ হচ্ছে কোনস্থানে কোনরূপ পাপাচার সংঘটিত হয়েছে। এক্ষণে স্বয়ং সশস্ত্রে তার অন্বেষণার্থ বহির্গত হও।

তোমার প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত, মৃত ব্রাহ্মণকুমারকে তৈলপূর্ণ কটাহে রক্ষা কর হ'ক লক্ষ্মণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আজ দিবসত্রয় উপবাসী। ওদের অন্তঃপুর মধ্যে লয়ে যাও যাও মা। পতি সঙ্গে অন্তঃপুরে যাও, এক্ষণে আমিও চল্লেম, আবার যথাসময়ে এসে সাক্ষাৎ ক'র্‌ব। রামচন্দ্র। আর বিলম্ব কেন, কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে প্রস্তুত হও, (স্বগতঃ) সম্বুক নামক শূদ্র ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তির বাসনায় ঘোরতর তপানুষ্ঠান ক'র্‌ছে, তার তপঃপ্রভাবে ইন্দ্রাদি সকলেই ত্রাসিত হ'য়ে উঠেছে ব্রাহ্মণের আচরিত তপাচার শূদ্রের দ্বার'য় সম্পাদিত হচ্ছে, সেই জন্যই দ্বিজ পুত্রের অক'ল মৃত্যু। সেই শাপভ্রষ্ট শূদ্র তাপস রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হ'য়ে স্বদেহ লাভ ক'র্‌বে, বাসবও ইন্দ্রত্ব-চ্যুতির আশঙ্কা হ'তে নিশ্চিন্ত হবে, আর এ সব আয়োজনও সেইজন্য এক্ষণে রামচন্দ্রও তার প্রতিবিধানে গমন করুন, আমিও একবার মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে গমন করি। শুনলাম তথায় সীতাদেবী শুভক্ষণে দুটি যমজ সন্তান প্রসব ক'রেছেন ভাল, রামদর্শন ত হ'ল, একবার যুগল রামাত্মজ দর্শন ক'রে নয়ন যুগল সার্থক ক'রে যাই।

[প্রস্থান।

রাম —ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ। লবণদৈত্য বিনাশের জন্য যুদ্ধযাত্রা কালে শত্রুঘ্ন যে সকল সৈন্য সঙ্গে ল'যে গিয়েছে, তাদের প্রত্যাগমনের এখনও বিলম্ব আছে, সুতরাং অবশিষ্ট সৈন্যাদি সহ সর্ব্বদিকে সমদৃষ্টি রেখে সতর্কতার সহিত রাজ্যরক্ষা ক'র, আর আমার প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত, দেবর্ষির আদেশ মত শবদেহ তৈলপূর্ণ কটাহ মধ্যে রক্ষা ক'রে সর্ব্বদা স্বয়ং তার তত্ত্বগ্রহণ ক'র্‌বে। সুমন্ত্র। আমার বর্ম্ম, চর্ম্ম অসি, ধনু, সমস্ত রথে সজ্জিত কর, আমি এখনি পাপাচরণের অনুশরণের জন্য বহির্গত হব, যাও—শীঘ্র প্রস্তুত হও। আর বিলম্ব ক'র না। ভ্রাতঃ

লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ! সর্ব্বদা সসৈন্যে সতর্ক থাকবে, সাবধান ! !
আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

গীত।

রবে সবে সতর্ক সতত সসৈন্যে।
পাপী অন্বেষণ তরে, ভ্রমিব সর্ব্বত্র রে,
নগরে, চত্বরে, কান্তারে, প্রান্তরে, ভূধরে, ভূগর্ভে, অরণ্যে।
নিত্য নিত্য সবে ভৃত্যগণ সনে,
মৃত্যু-দেহের তত্ত্ব লবে সদা সাবধানে,
দেখ যেন অপরে সে, মৃতদেহ না পরশে,
না প্রবেশে পুরে যেন অন্যে

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—গঙ্গাতীর

সীতা

সীতা —না আর না, আর এ প্রাণ রাখ্‌ব না, যে পাপের আশঙ্কায় এতদিন যাতনাময় জীবন রেখেছিলাম, এখন ত সে পাপের ভয় গিয়েছে এতদিন পিতা বাল্মীকির উপদেশে প্রাণকে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে রেখেছিলাম, প্রাণের কষ্ট প্রাণে চেপে রেখে অনেক সময় অন্য চিন্তায় ভুলে থাকতে পারতেম, কিন্তু আর ত তাও পারি না অভিন্ন পিতৃ মূর্ত্তি বাছাদের নীল-পদ্ম তুল্য প্রফুল্ল মুখ দুটি দেখ্‌লে আমার যে, মনের আগুন দ্বিগুণ হ'য়ে জ্বলে উঠে যেদিন বাছারা আমার ভুমিষ্ঠ হলো, শুনলাম সেই দিনে দেবর শত্রুঘ্ন, লবণ দৈত্য বিনাশের জন্য মথুরা যাত্রা করেন দিবা অবসান হওয়াতে আমাদের তপোবনে রাত্রি যাপন ক'রেছিলেন, পিতা বাল্মীকির নিকট বাছাদের ভুমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদও শুনেছিলেন, কিন্তু পাছে রামের বিরাগভাজন হ'তে

হয়, সেই ভয়ে একবার দেখে যেতেও পারেন নাই আহা যে রঘু-কুলের একটি দাস দাসীর পুত্র সন্তান হ'লে, আনন্দ উৎসবের সীমা থাকে না, আজ সেই রঘু-কুলের কুলতিলক যুগল কুশ-শয্যায় প'ড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। যাদের নামকরণ উৎসবে জগৎ আনন্দিত হবে, আজ কি না বনবাসী ঋষি তপস্বিগণের মত তাদের নামকরণ সমাধা হলো।, বাছাদের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পিতা বাল্মীকি কুশ-মুষ্টির অগ্রভাগ দ্বারা শান্তি-জল প্রদান ক'রেছিলেন ব'লে কনিষ্ঠের নাম "কুশী" আর মূল ভাগের দ্বারা শান্তিজল প্রদান ক'রেছিলেন ব'লে জ্যেষ্ঠের 'লব" নাম রক্ষা ক'রেছেন। বাছারা আমার, পিতা বাল্মীকির যেন কত আদরের ধন। তাঁর তপব্রত এক দিকে,আর বাছাদের লালন পালন এক দিকে। আর আমি বাছাদের জন্য চিন্তা করিনে, যদি তাদের সতী গর্ভে জন্ম হ'য়ে থাকে, যদি ঋষি-বাক্য মিথ্যা না হয়,তাহ'লে ভগবান তাদের মঙ্গল করবেন এখন আর কেন এ রামত্যজ্য দেহ-ভার বহন ক'রে বসুন্ধরাকে ভারাক্রান্তা করি। এই ত সম্মুখেই সেই পাপ তাপ-নাশিনী পতিতপাবনী গঙ্গা, যার নামে জীবের সকল পাপ তাপের শান্তি হয়, সেই শান্তিময়ীর কূলে এসে আর শান্তি লাভের জন্য চিন্তা করি কেন ? ওম জগজ্জননী জাহ্নবি। বড় যাতনায় জ্ব'লে জন্মদুঃখিনী জানকী তোর পবিত্র জলে জীবন জুড়াতে এসেছে মাগো। পাতকিনী ব'লে কেউ দয়া ক'রলে না, কলুষিতা ব'লে হতভাগিনী সীতাকে কেউ স্থান দিলে না, তাই মা। অবশেষে তোর কূলে এসে শরণ লয়েছি তুই যে মা পতিতের গতি, পাতকির আশ্রয় পতিতপাবনী গো। পতি-পরিত্যজ্যা পতিতা সীতা আজ তোর পাদপদ্মে পতিতা, গঙ্গে গো। একবার কৃপাপাঙ্গে চেয়ে এই পতিতা সীতাকে তোর পবিত্র তরঙ্গে স্থান দে।

গীত ।

চাও মা করুণ অপাঙ্গে

বড় দুঃখে তাপে জ্বলে, (মাগো) এসেছি বিমলে,
জুড়াতে ও'তন' ভব তরঙ্গে
ওমা মাধবমোহিনী, মকরবাহিনী
শিব সোহাগিনী রঙ্গে
শিব স্থবত রঙ্গিনী, সুর তরঙ্গিনী
ত্রাহিমে জননী জাহ্নবী গঙ্গে
জানি ব্রহ্ম শাপোদ্ধার, হেতু ম তোমার,
মিলন সাগর সঙ্গে
আজ পতি ব্রহ্মরূপ, দাসীরে বিরূপ,
উদ্ধার জননী কৃপা ভ্রূভঙ্গে
ছিল লিপি ভাগ্যপটে, তাই অকপটে,
রটে কলঙ্ক বৈরঙ্গে
হলেম কুলটা সমা যে, পতিতা সমাজে,
তাই ত্যজে সব অন্তরঙ্গে
আমার যে দুঃখে অন্তর রহে নিরন্তর,
যে অনল জ্বলিছে অঙ্গে
আমার সে মরমের ব্যথা বুঝিবে কে কোথা
দুঃখের কথা আর কব কার সঙ্গে
তুমি অনন্তরূপিণী, অন্তর যামিনী
শুনি পুরাণ প্রসঙ্গে
অন্তে পদ-কোকনদে, দিও স্থান সারদে,
ভীত ভূষণ মানস-ভৃঙ্গে

(গঙ্গা ও মুরলার প্রবেশ।)

গঙ্গা —সখিরে সহসা আজ একি ভাবান্তর .
তীরভূমি আলোকিত, প্রাণ মন পুলকিত
কেন প্রেমানন্দে আজ পূরিল অন্তর ?

মুরলা।—কি হেতু কি ঘটে কোথা কহিব কেমনে।
তব ব্যাপ্তি চরাচর, কিবা তব অগোচর,
অন্তর যামিনী তুমি কিনা জান মনে?

গঙ্গা।—তবে সখি চল দেখি যাই দুই জনে,
পুলকে পূরিল হিয়া কি কারণে দেখি গিয়া,
তীর-ভূমি আলোকিত কিসের কারণে?

মুরলা।—কে তব বোধিবে গতি গতি-বিধায়িনি।
চল হর-মন রমা, পদাশ্রিতা ছায়া সমা,
আছে ত এ দাসী তব সতত সঙ্গিনী।

(গমন পূর্ব্বক)

গঙ্গা।—মরি মরি মরি, কিরূপ মাধুরী, দেখ সহচরি,
দেখলো ত্বরায়।

মুরলা।—ত্যজি মেঘমালা, বুঝি বা চপলা, হয়ে অচঞ্চলা,
লুটায় ধরায়॥

গঙ্গা।—ত নয় তা নয় সখি। তা নয় তা নয়,
কূল আলোকিত যাঁর রূপের আলোকে
প্রেমানন্দে প্রাণমন পূরিল পুলকে
ঐ রূপ একদিন দেখেছি গোলোকে
পলকের তরে আসি ভূলোকে উদয়।

মুরলা।—তবে কি ও মেঘচ্যুতা ক্ষণপ্রভা নয়?

গঙ্গা।—ক্ষণপ্রভা এত প্রভা পাবে মা কোথায়?
সামান্য জলদ কোলে খেলে যে দামিনী,
ও নয় সে ক্ষণপ্রভা জলধি কামিনী।
রাম-জলধর বামে, খেলিত অযোধ্যা ধামে,
সেই মেঘচ্যুতা ঐ সীতা-সৌদামিনী।

মুরলা।—জনকের যজ্ঞ-ভূমে জনম হইতে,

বাল্মীকির তপাশ্রমে বনবাসাবধি—
শুনেছি মা জানকীর জীবনী যতেক।
তাঁর আগমনে তব তীর আলোকিত
অবশ্য সম্ভবে তাঁর রূপের আলোক
অলোক-সামান্যা সীতা ত্রিলোক সুন্দরী।
কিন্তু দেখি কতরূপ, তার আলোকে ত
প্রাণানন্দে পুলকিত হয়না পরাণ
তাই মা সুধাই তোরে সুধাংশু বদনি
কি সুবাদ সীতা সহ সুর-তরঙ্গিণী ?

গঙ্গা —হের সখি। শোক মোহে হইয়া মূর্চ্ছিতা
চৈতন্য বিহীন সীতা চৈতন্যদায়িনী
চেতন করিয়া মাকে ল'য়ে চল গৃহে
পাবে পরিচয় পরে পরাণ সজনি।
(সীতার পদধারণ পূর্ব্বক)
অনন্ত সমাধি যোগে যে পদ আরাধে
বিরিঞ্চি বাসব, সাধে শঙ্কর শ্মশানে,
নাহি জানি পূর্ব্বার্জ্জিত কি সাধন ফলে
পাইলাম অবাধে সে অতুল চরণ
এত দিনে জাহ্নবীর ধন্য এ জীবন
উঠ মা গোলোক লক্ষ্মি। ত্রিলোক-পালিকে
ভুলেছ কি সব হ'য়ে ভুলোকবাসিনী ?
অকূলে লভিতে কূল আকুল হৃদয়ে
কার কূলে এসেছ মা কুলকুণ্ডলিনী ?

সীতা।—কে তুমি মা বন মাঝে কোন মহাদেবী ?
পতিত্যজ্যা পাপিনীরে দেমা পদধূলি।
(পদধূলি গ্রহণোদ্যত)

গঙ্গা।—কিঙ্কর করুণাময়ী কল্যাণদায়িনি
তক'বে অকল্যাণ ক'র না দাসীর
কাষ্ঠ-তরি অষ্টাপদ, পাষাণ মানবী,
পতিত পাবনি। যার চরণ পরশে
ভাসে শিলা সিন্ধুজলে যে রামের নামে,
তার জায়া তুমি, সীতে। জগৎজননী।
কে তারে বিতরে পদ, অযোনি-সম্ভবা।
পদ্মযোনি পদ যাঁর ভাবে নিরন্তর

সীতা।—কে তুমি মা নারী আমি নারিনু চিনিতে,
ক'রোনা বঞ্চনা কহ করুণা বিতরি,
সহজে অবলা আমি অবোধ মানবী,
মানব-ললনা সহ ছলনা কি সাজে?
দেব-বালা তুমি সতি। কহ সত্য করি
কোন মহাদেবী তুমি দয়ার প্রতিমা?

গঙ্গা।—তোর কাছে নহি দেবী, দাসী আমি তোর,
কৃপায় দিয়েছ স্থান ও রাঙ্গা চরণে
দাসী ব'লে, তেই সবে বলে মহাদেবী,—
হরিপদে জন্ম মোর বাস ব্রহ্মলোকে,
স্বর্গে মন্দাকিনী নাম, মর্ত্ত্যে ভাগিরথি,
ভোগবতী নাম মোর রসাতল পুরে,
ত্রিলোকে ত্রিবিধ নাম মা তব দাসীর।

সীতা।—কে মা গঙ্গে।—
গতি-বিধায়িনী গঙ্গে। হ'য়েছে কি দয়া?
না থাকিলে এত দয়া পতিতের প্রতি,
পতিতপাবনী কেন বলিবে ত্রিলোকে?
শুভক্ষণে ধ'রেছ মা দয়াময়ী নাম

শুনেছি মা ব্রহ্মশাপ উদ্ধারের হেতু
এসেছ ভুলোক মাঝে ত্রিলোকপাবনি।
বিরূপ দাসীর প্রতি পতি ব্রহ্মরূপ
ভাগ্য দোষে পতি-কোপে পতিতা অভাগী,
তেঁই মা শরণ তোর ল'য়েছি চরণে
পতি-কোপে উদ্ধার মা পতিতপ বনী

গঙ্গা —একি লীলা লীলাময়ি। কেন এ ছলনা ?
তুমিই দিয়েছ পাপী উদ্ধারের ভার
স্বগুণে করুণাময়ী, তোমারি প্রসাদে
পতিতপাবনী দাসী বিদিতা ত্রিলোকে
পতির চরণে তব জনম আমার
হরিপদ-বিহারিণী নাম সে কারণে,
তনয়া তোমার দাসী খ্যাত চরাচরে
দস্যা কন্যা ব'লে মনে পড়ে নাকি সতি।
সে সব কি ভুলেছ মা কেশব বাসনা ?
সগর-সন্তানগণে উদ্ধারের ছলে,
যে অবধি পাঠাইলে মর্ত্ত্যে এ দাসীরে,
তদবধি মাতৃপদ-সেবায় বঞ্চিত
দাসী তব, তেঁই এবে বড় সাধ মনে
সযতনে রাখি তোরে নিজ নিকেতনে
পুলকে পূজিয়ে পদ পুরাব বাসনা।
দাসীর ভবনে এবে চল দয়াময়ী।

(গীত)

চল চলমা, ও রাম মনোরমা চল মা দাসীর ভবনে।
কেন দেখি মা অধীরা (সংগে কেন এমন ধারা
বহে ধারা মা তোর দু'নয়নে (ধরা ভাসাইয়ে)

জ্বালি শোকে তাপে জ্বলে, মায়ের কোলে গেলে

সকল জ্বালা ভুলে যায় মা সবে ; বুঝি তাই দিবানিশিতে,

(সীতে গো) (শোক তাপের জ্বালা ভুলবি ব'লে)

(মায়ের কোল বড় শীতল ব'লে) সদাই ধরায় শুতে,

ধরায়তে তোর সাধ মা মনে । (ও ধরা নন্দিনী)

(বুঝি বলিছ মা) (মায়েব বুকে শুয়ে দুঃখের কথা)

(বুঝি বলিছ মা) মাগো মা বৈ কন্যার বেদন অন্যে কে শুনে ।

মাগো মায়েব কোলে ব'সে, আছেত বাব মাস,

দুদিন না হয় গেলি কন্যাব বাসে , (দাসী তনয়া তোমার)

(ও রাম-মনোরমা তাকি ভুলেছ ম)

আমার উৎপত্তি যে মা তোর পতির চরণে ।

(ও পতিতপাবনি । (তাকি ভুলেছ মা)

(তাইতে সবে বলে) (হরিপদ বিহারিণী আমায় সবে বলে)

ওমা জনম হ'তে যে, দুঃখিনীবে তাজে,

ব্রহ্মলোকে বেখেছিলে ;

পরে মর্ত্তাপুরে, পাঠালে দাসীরে,

সাগর-কুল উদ্ধারেব ছলে । (আর ত নিলিলে মা)

(দয়া কন্যা বলে কোলে আরত নিলিনে মা)

আছে বড় সাধ অন্তরে, লয়ে যাব তোরে,

বাঁধিয়ে ভকতি পাশে ;

তাইতে এসেছি মা নিতে, চল ত্বরাযিতে,

দুঃখিনী তনয়ার বাসে (আরত ছাড়বনা মা)

(আরত চরণ ছাড়বনা)

(তোরে মাথায় ক'রে ল'য়ে যাব চরণ ছাড়বনা মা)

যদি মাতৃ পূজার সুদিন পেলাম এতদিনে

সীতা —বড়ই জ্বালায় জ্বলে এসেছি জাহ্নবী

জুড়াতে যাতনা জলে, যাব সঙ্গে তোব,

কুমার যুগলে মোর পালিবেন পিতা
বাল্মীকি, স্নেহময় জনকের মত।
একটি বাসনা মোর পূরাস্ জাহ্নবী
মাঝে মাঝে দেখাস্ মা বাছাদের মুখ

গঙ্গা।—কেন চিন্তা কর সতি কুমার যুগলে
যাচিয়া লইয়া যাব মুনীর নিকটে,
দয়ার সাগর ঋষি দিবেন ছাড়িয়া
ভ্রাতৃদ্বয়ে, সযতনে পালি ভ্রাতৃস্নেহে
শিখাব বিবিধ অস্ত্র সমর-কৌশল,
সুদুর্ল্লভ যাহা সতি। মহারথি কুলে।
মাতৃ অঙ্কে তপোবনে তরঙ্গিনী বুকে
যখন যেখানে সাধ খেলিবে দুজনে,
তুমিও খেলিবে মাগো যখন বাসনা,
থাকিবে মুরলা সখি সঙ্গিনী তোমার
দাসীও আসিবে সঙ্গে পদছায়া সম।
দেখাইব তপবন মুনী ঋষিগণে,
দেখাব তাপস তরু আশ্রম কুটীর
সাজে যথা মুনীবালা ফুল্ল ফুল সাজে
আশ্রম পাদপ মূলে দেখাব যতনে,
মৃগশিশু সহ সুখে বাঘিনীর খেলা।
সকলি দেখিবে তুমি, মম মন্ত্র বলে
তব অঙ্গ কেহ সতি না পাবে দেখিতে
চল লো মুরলে। মাকে রাখিয়া যতনে
যাচিবারে যাই মার কুমার যুগলে।

সীতা।—সকলি সম্ভবে তোরে শম্ভু-সিমন্তিনী,
সকলি দেখিতে পাব তোমার কল্যাণে

কিন্তু আর এজনমে—অভাগিনী আমি
পাবনা দেখিতে সেই রাতুল চরণ
সীতা-সরোজের রবি অতুল জগতে

গঙ্গা।—অচিরে পুরিবে সাধ, ত্যজ চিন্তা সখি।
তাপস সংহার হেতু রঘুকুল-রবি
পিতা মোর, আসিবেন যবে এ কাননে,
সঙ্গে ক'রে সেই দিন আনিব মা তোরে
দেখিবে পতির পদ পতিত পাবনি।
একাসনে রাম সনে বসায়ে তোমায়,
মাতৃপদ পিতৃপদ যত্নে পূজা করি
হেরিব যুগল রূপ নয়ন ভরিয়া,
ধন্য হবে জাহ্নবীর জন্ম সেই দিনে

সীতা।—আতঙ্কে কাঁপিল প্রাণ। কি কহিলি সখি।
তাপস সংহার হেতু আসিবেন নাথ?
দয়ার সাগর তিনি সদা শান্তিপ্রিয়
হেন নাথ রত আজ তাপস নিধনে?
শুনে যে শিহরে অঙ্গ, অসম্ভব কথা
বিশেষ বারতা সখি। কহ সত্য করি

গঙ্গা —আচরে দুষ্কর তপ ঘোর বনাশ্রমে
সম্বুক নামেতে শূদ্র ইন্দ্রত্ব প্রয়াসি
সে কারণে রাম রাজ্যে দ্বিজ পুত্র হত
অকালে কালের গ্রাসে পাপাচার হেতু
পতি তব ব্রতী এবে প্রতিকারে তার
নিত্য সত্যপ্রিয় রাম ভ্রমিছেন সদা
পাপীর সন্ধান হেতু নির্ভীক হৃদয়ে,
সতত সশস্ত্র পাণি, বন-বনান্তরে

সীতা।—দ্বিজ আচরিত তপ আচরয়ে পাপী
বিজন বিপিন মাঝে কেমনে মা তবে
পাবেন সন্ধান তার রঘুকুল-মণি ?
না জানি কতই কষ্ট পাবেন কাননে
গঙ্গা।—বৃথা চিন্তা ত্যজ সতি অচিন্তরূপিণী
পদ্মা সহ রাখি তোরে যতনে ভবনে,
যথা কালে যাব আমি উড়ি শূন্য পথে—
আপন বিস্মৃত রামে কহিতে বারতা,
ঊর্দ্ধপদে অধঃশিরে অগ্নি রাশি মাঝে—
তাপস সম্বুক শূদ্র যথা মগ্ন তপে
তোমার কৃপায় সতি অজানিত কিবা ?
কহিব পশ্চিমে তব দৈববাণীচ্ছলে,
চিন্তা পরিহরি এবে চল দয়াময়ি
[সীতা গঙ্গা ও মুরলার প্রস্থান

(রামচন্দ্রের প্রবেশ)

রাম —সাগর-সৈকত, শৈল, ভূগর্ভ ভূধর—
জন স্থান, পান্থশালা প্রাগ্‌ভাব প্রান্তর
পাঁতি পাঁতি অন্বেষিনু অবনীমণ্ডল,
না পাইনু কোন স্থানে পাপীর সন্ধান ।
যথা যাই তথা নাই অন্য আলাপন,
বাক্যচ্ছলে—উপহাসে—বিষাদে—হরিষে'
বালক, বণিতা, বৃদ্ধ, যুবকমণ্ডলে
কেবল জল্পনা মাত্র রামের দুর্নাম
"ন্যায়-যুক্তিহীন রাম নির্দ্দয় পাষাণ
তারি পাপে ঘটে রাজ্যে ঘোর অমঙ্গল
তা'রি দোষে—তা'রি পাপে রাজলক্ষ্মী সমা—

অপাপ স্পর্শিতা সীতা কানন-বাসিনী।"
মনে হয় আরও কত কঠোর দুর্নাম
হ'তেছে জল্পনা রাজ্যে নগরে প্রান্তরে।
পঞ্চ মাস গর্ভবতী সরলা সীতারে
অবাধে দিয়েছে বনে যে রাম নির্দ্দয়,
তার সম মহাপাপী কে আছে ত্রিলোকে
মম পাপে ঘটে রাজ্যে এত অমঙ্গল।
রাম সম মহাপাপী থাকিতে জীবিত
বৃথা কেন করি অন্য পাপীর সন্ধান,
এ পাপ জীবন দানে করিব এখনি—
জীবিত অকাল মৃত ব্রাহ্মণ কুমারে।
আত্মহত্যা মহাপাপ ভাবুক অপরে
পাপে সঙ্কোচিত যারা—ধার্ম্মিক সুধীর,
অকাতরে অবাধে যে নির্দ্দয় রাক্ষস,
গর্ভবতী দয়িতারে দিয়ে বনবাসে,
অনায়াসে বিনাশে সে আত্মজাত ধনে
কবে ভীত সে চণ্ডাল আত্মহত্যা পাপে?

(দৈববাণী)

জ্বালিয়া অগ্নিরাশি রে, ঊর্দ্ধপদে অধোশিরে
করে তপ শূদ্র তপোধন
যাও রাম চিন্তা ত্যজে, নৈমিষ অরণ্য মাঝে
ত্বরা কর তাপস নিধন

রাম।—কি, নৈমিষারণ্য মধ্যে ঊর্দ্ধপদে অধঃমস্তকে প্রজ্বলিত অগ্নিরাশির মধ্যে শূদ্রতাপস তপে মগ্ন যাই—যাই নৈমিষারণ্যে।

নিষ্কোসিত অসি হস্তে প্রস্থান

—❀—

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—অযোধ্যা—রাজসভা।

বশিষ্ঠ।—কৈ এখন পর্য্যন্তত রামচন্দ্র প্রত্যাগত হলেন না পুত্র শোকাতুর ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকেই বা আর এমন ক'রে কতদিন প্রবোধ দিয়ে রাখ্‌ব। আর ত কোনরূপেই সান্ত্বনা কর্‌তে পারি না, উভয়েরই আহার নিদ্রা নাই, নিয়তই কেবল তৈল কটাহস্থ শব দেহের নিকট বসে অবিরল ধারে অশ্রু-বিসর্জ্জন ক'র্‌ছে, রামচন্দ্রের বন-গমনের পর মহারাজ দশরথ পুত্র-শোকে প্রাণ পরিত্যাগ ক'রলে, তাঁর শবদেহ তৈল কটাহ মধ্যে রক্ষা করা হ'য়েছিল, পরে ভরত মাতুলালয় হ'তে এসে তাঁর সৎকার্য্য সাধন করেন আবার এই অকাল মৃত ব্রাহ্মণ কুমারের শবদেহ তৈলকটাহ মধ্যে রক্ষা করা হ'য়েছে, এখন রামচন্দ্র এসে জীবিত কর্‌বেন কি সৎকার্য্য সাধন কর্‌বেন তাত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে, দেবর্ষি নারদের বাক্য কি মিথ্যা হ'বে? ভাল একবার ধ্যানস্থ হয়েই দেখি (ধ্যানস্থ) এই ত রামচন্দ্র শূদ্র তাপসের অনুসন্ধান ক'রে তার বধ সাধনে অগ্রসর হ'য়েছেন,

অদ্যই ত ব্রহ্মণ কুমার পুনর্জীবিত হ'বে। এক্ষণে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে তৈল কটাহস্থ শবদেহ সহ সভায় আনায়ন করাই কর্ত্তব্য, তাঁদের চক্ষের উপর সর্ব্বসমক্ষে মৃত পুত্র জীবন লাভ করুক আর সভাস্থ সকলেই রামের অলৌকিক কার্য্য দর্শন ক'রে প্রেমানন্দে জয় রাম জয় রাম ধ্বনিতে নগর প্রতিধ্বনিত করুক (লক্ষ্মণের প্রতি) কুমার লক্ষ্মণ শীঘ্র পুত্রশোক-সন্তাপিত ব্রাহ্মণ দম্পতিকে মৃত পুত্র সহ সভায় আন্‌তে অনুমতি প্রদান কর, অদ্যই ব্রাহ্মণ কুমার পুনর্জ্জীবিত হবে.

লক্ষ্মণ —প্রভু! ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কি আর সুস্থির আছেন? আপনার সভায় আগমন শ্রবণ মাত্রেই ব্যস্তভাবে এই দিকেই আগমন ক'র্‌ছেন, এক্ষণে শব দেহ কি অন্যের দ্বারায় আনায়ন কর্‌তে হবে?

বশিষ্ঠ।—না, জীবিত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যে স্পর্শ করার প্রয়োজন নাই, ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী উভয়ের যে কেহ হ'ক মৃত পুত্রকে সভায় আনয়ন করুক

লক্ষ্মণ। যে আজ্ঞে

[প্রস্থান।

(মৃতপুত্র বক্ষে তারাবতী ও দশাশ্বমেধর সহ লক্ষ্মণের পুনঃ প্রবেশ)

তারা —ঠাকুর আর কতদিন এমন ধারা কাঁদিতে হবে? আর কতদিন এমন ধারা আশা দিয়ে জীবিত রাখ্‌বেন? রামচন্দ্রের আসার আশায় এ জীর্ণ দেহে আর কত দিন প্রাণ থাক্‌বে? রামের কি দয়া হলো না?

দশাশ্ব —প্রিয়ে সকল কুলই হারালাম। এক মহাত্মার উপদেশে এখানে এসেছিলাম, তিনি ব'লেছিলেন "রামচন্দ্রের কাছে যাও, রামের কৃপায় উপায় হয় উত্তম, নতুবা উভয়ে তাঁর

অভয় পদে প্রাণত্যাগ ক'র্‌বে" এই ব'লে গঙ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগে বাধ দিয়েছিলেন, তাই'লো। মৃত পুত্রের উপায় ত যথেষ্টই হ'লো, লাভে হ'তে গঙ্গাও হারালাম—রামপদ তীর্থেও বঞ্চিত হ'লাম। এখন এস। রামকে ত হারায়েছি, এখন নামকে সম্বল ক'রে জয় রাম জয় রাম ব'লে সরযূ জলে যাতনাময় জীবনের শেষ করি।

লক্ষ্মণ —মহাশয় আর শোকে অধৈর্য্য হ'বেন না, একবার আপনার মৃত পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, শরীরের লাবণ্য কিছুমাত্র হ্রাস হওয়া দূরে থাক, বরং জীবিত দেহের লক্ষণ সকলই ক্রমে প্রকাশ হচ্ছে

বশিষ্ঠ।—মা আর অশ্রুবর্ষণ ক'রে পুত্রের অকল্যাণ ক'রো না, ঐ দেখ শরীর স্পন্দিত হ'চ্চে, শীঘ্র মুখের বসনাচ্ছাদন মুক্ত ক'রে অঙ্কে ধারণ কর।

(শূন্যে দৈববাণী)

রামরাজ্যে যে নিমিত্ত, সংঘটিত অনিমিত্ত,
হইল সে পাপ তিরোহিত।
হত শূদ্র তপোধন, নিষ্পাপ রাজ্য এখন,
দ্বিজপুত্র হউক জীবিত।

বশিষ্ঠ।—মা। ঐ দেখ ঐ দেখ—তোমার পুত্র নয়ন উন্মীলন ক'রেছে, দেখ। সকলে দেখ।

সকলে —হাঁ হাঁ চেয়েছে। চেয়েছে॥

বশিষ্ঠ —সকলে একবার রঘুকুল-যশকেতু রামচন্দ্রের জয়শব্দ উচ্চারণ কর

সকলে।—জয় দয়াময় রামচন্দ্রের জয়

দশাশ্ব —আহা কি আনন্দ। কি আনন্দ। পরমানন্দময় রামচন্দ্রের কি বিচিত্র লীলা। সকলে একবার রামচন্দ্রের প্রীত্যর্থে হরিবোল হরিবোল বল

তারা —বাপ, ঘুম কি ভেঙেছে। সোনার চাঁদ আমার! হারান ধন—বুকের মাণিক। আর ধূলায় পড়ে কেন? বাপরে, বড় জ্বলে যাচ্ছে। একবার মা ব'লে হতভাগিনীর কোলে এসে তাপিত প্রাণ শীতল কর্।

গীত।

আর কি দুঃখে বক্ষের ধনরে ভূতলে
প্রাণ জ্বলে যায়, কেন আর ধরা-শয্যায়,
একবার চাঁদমুখে মা ব'লে চাঁদ আয় কোলে
রামের কৃপায় আবার যদি, পেলাম তোরে হারানিধি,
বদন ভ'রে নিরবধি ডাক জয় জয় রাম ব'লে

শশী —মা। আমি বড় ঘুমিয়ে ছিলাম নয় মা? বাবা কি ভিক্ষা হ'তে এসেছেন? হাঁ মা আমরা এখানে কেন? আমাদের সে কুঁড়ে ঘর কৈ? বাবার সে ভিক্ষার ঝুলি কৈ?

দশাশ্ব।—এই যে বাপ আমার ভিক্ষার ঝুলি। যে ভিক্ষার ঝুলি সম্বল ক'রেই এতদিন সংসারে ছিলাম, আজ সেই ভিক্ষার ঝুলি হারায়েছিলাম ব'লেই সে ভগ্নকুটীর ত্যাগ ক'রে এসেছি এখন আয়, আমার ভিক্ষার ঝুলি আমার কক্ষে আয়, আমি এই ঝুলি কক্ষে ক'রে, দয়াময় রামের কাছে এই ভিক্ষা প্রার্থনা করি, আর যেন এ ঝুলিটি হারাতে না হয় যেন এই পর্ণ কুটীরের ধন পর্ণ কুটীরে রক্ষা ক'রে যন্ত্রণাময় জীবন পরিত্যাগ ক'র্‌তে পারি

শশী —বাবা। তুমি কখন ভিক্ষা থেকে এলে? বেলা ত গিয়েছে, তবু কি ভিক্ষা সমাধা হয় নাই?

দশাশ্ব।—বাপ। আমার বেলা গিয়েছে তা জানি, কিন্তু ভিক্ষা সমাধা ক'র্‌তে পারি নাই, আজ বোধ হচ্ছে যে

আমার ভিক্ষা সমাধা হ'য়েছে তাই আজ ভিক্ষাব ঝুলি তোমাকে কক্ষে ক'বে বাম কল্পবৃক্ষেব মূলে এসেছি, এখন আমার কোলে বসে প্রাণ ভবে জয় বাম জয় বাম ব'লে ডাক (পুত্রকে বক্ষে গ্রহণ পূর্ব্বক) আব ধরাসনে কেন বাপ, আয়! বুকে বেখে প্রাণ জুড়াই।

গীত।

জুড়াই জীবন বক্ষে ধবে
ঘুচাও বাপ, মনস্তাপ,
একবাব পিতা ব'লে চাঁদ ডাকবে চন্দ্রাধরে।
অপাব কৃপাসিন্ধু রাম-গুণনিধি, সদয় হ'য়ে আজ তোবে হাবানিধি,
মিলালেন যদি;—
তবে কুতূহলে, বাহু তুলে জয় জয় রাম বলরে বদন ভরে।

শশী —বাবা! রাম কে বাবা? আমি তাঁকে দেখ্‌ব।

দশাশ্ব —যাঁর কৃপায় আজ হারান নিধি তোমাকে পেয়েছি তাঁরই নাম বাম, তিনিই জগদভিবাম—তিনিই আমাদেব এ দুর্দ্দিনের বন্ধু, তিনিই আমাদেব অদিনের আশ্রয়।

শশী —বাবা, আমাদের কি কেউ বন্ধু আছে? কৈ তুমি ভিক্ষায় গেলে মা যখন কুটীবে বসে কাঁদ্‌তেন, কৈ কেউত এসে সে সময় দেখা দিতনা, বাম যদি আমাদের বন্ধু, তবে আমাকে তাঁব কাছে নিয়ে চল, আমি তাঁর কাছে গিয়ে ব'ল্‌ব "রাম হে! আমার পিতা মাতা বড় কাঙ্গাল, তাঁদের দুঃখের শান্তি কর, আব যেন তাঁদের এমন ধারা ভিক্ষা ক'র্‌তে না হয়

দশাশ্ব —বাপ! রামের কাছে প্রার্থনা ক'র, বালকেব কথায় রাম অবশ্যই কর্ণপাত ক'র্‌বেন। বামদর্শন না ক'বে আব কুটীরে প্রত্যাগমন ক'র্‌ব না।

বশিষ্ঠ —তোমরা সকলেই এই স্থানে অবস্থিতি কর, রামচন্দ্র শীঘ্রই প্রত্যাগত হবেন কুমার লক্ষ্মণ। রামচন্দ্রের প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত এঁদের যত্নপূর্ব্বক রক্ষণাবেক্ষণ ক'র্‌বে এক্ষণে সকলে বিশ্রাম-ভবনে গমন কর

[সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—নৈমিষারণ্য

(শূদ্র তাপসের ছিন্নমুণ্ড হস্তে রামচন্দ্রের প্রবেশ)

রাম।—রামের ন্যায় নৃশংসের পক্ষে এই উপযুক্ত কার্য্য। মহর্ষি বিশ্বশ্রবার ঔরসে রাবণাদি রাক্ষসগণের জন্ম, এক সীতার জন্য সেই সকল ব্রহ্মবংশ-জাত রাক্ষসগণকে অকাতরে বিনাশ ক'রে ব্রহ্মহত্যা পাপ সংগ্রহ ক'রেছি। পরম হিতাকাঙ্ক্ষী মিত্র বিভীষণের একমাত্র পুত্র তরণীকে বিনাশ ক'রে তার চির-সুখের তরণী দুঃখের সাগরে নিমগ্ন ক'রে দিয়েছি।—আজ আবার একটি মহাত্মার বিনাশ সাধন ক'রে রাম চরিত্রের চণ্ডা-লত্বের উৎকর্ষ সাধন ক'র্‌লাম। চণ্ডাল-বৃত্তি-অবলম্বী রামের এ অতুল কীর্ত্তি চিরদিন অটল থাক্‌বে।

(দিব্য পরিচ্ছদধারী স্বদেহ প্রাপ্ত যক্ষের প্রবেশ)

যক্ষ।—প্রভু রামচন্দ্র! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন।

রাম।—কে তুমি! এ দুর্গম বন-ভূমিতে ভস্মাপসারিত অগ্নির ন্যায়, মেঘচ্যুত শশধরের ন্যায় সহসা উদয় হ'য়ে বনভূমি আলোকিত ক'র্‌লে? যথার্থ আত্ম-পরিচয় প্রদান কর।

যক্ষ।—প্রকৃত আত্মপরিচয় কেমন ক'রে দেব প্রভু। যদি যথার্থ আত্মপরিচয় প্রদানে সমর্থ হ'তাম, যদি এ পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাতা আত্মা রামকে চিন্‌তে পার্‌তাম, ত'হ'লে আর আত্মপরিচয় দিতে হবে কেন? রামকে আত্মীয় বলে আপনিই পাদপদ্মে স্থান দিতেন, তাহ'লো কৈ? আপনাকে আপনি চিন্‌তে পার্‌লাম না, আত্মপরিচয়ও দিতে পার্‌লাম না রামের হস্তে দেহ পতন ক'রে, অদলিত নবদূর্ব্বাদলকান্তি শান্তিসাগর রামরূপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেহ ত্যাগ ক'রে কোথায় অনন্ত শান্তি-ধাম লাভ ক'র্‌ব, তা না হ'য়ে আবার ভ্রান্তি পন্থায় পতিত হ'য়ে জঘন্য যক্ষদেহ ধারণ ক'র্‌তে হলো আজ যদি অচিন্ত্যরূপকে চিন্‌তে পার্‌তাম, আর চিন্তা ক'র্‌তে জান্‌তাম, তাহ'লে আর চিন্তা ছিল কি? অন্তে স্বারোপ্য লাভ ক'রে অনায়াসে অনন্তধামে গমন কর্‌তাম, সামান্য তৈলকীটও অন্য কীট কর্ত্তৃক ধৃত হ'য়ে সেই কীট মূর্ত্তি চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে শেষে স্বদেহেই তার স্বারোপ্য লাভ ক'রে থাকে; কিন্তু আমি এমনই কীটাধম যে রাম-কর্ত্তৃক আকর্ষিত হ'য়ে পাপময় দেহ পতন ক'র্‌লাম, কিন্তু ঐকান্তিকী চিন্তার অভাবে চিন্তার ধন তোমাকে চিন্‌তে পার্‌লাম না। সামান্য কীটের কাছে স্বারোপ্য লাভের জীবন্ত উপমা প্রত্যক্ষ ক'রেও মোক্ষলাভের পরিবর্ত্তে আবার যক্ষদেহ ধারণ ক'র্‌তে হ'লো। রাম, দয়া হ'লো না? যদি দয়া ক'রে শাপভ্রষ্ট দেহ মুক্ত ক'র্‌লে, তবে এ পাপভ্রষ্ট যক্ষদেহ মুক্ত ক'রে দাও। আমি মুক্ত-কণ্ঠে তোমার গুণকীর্ত্তন ক'র্‌তে ক'র্‌তে নিত্যধামে চলে যাই

রাম।—তোমার মঙ্গল হ'ক, তোমার সাধুচিত্ত সদালাপে সম্পূর্ণ রূপে সন্তোষ লাভ ক'র্‌লাম, এক্ষণে অকপটে আত্মপরিচয় দানে আমার উৎকণ্ঠা দূর কর।

যক্ষ—রাম! আমি অন্য কেউ নই, যার পাপাচার জন্য

পুণ্যময় রামরাজ্যে আজ অকাল মৃত্যু সংঘটিত হ'য়েছে, যার অন্বেষণ জন্য জগৎশরণ্য রাম আজ অরণ্যপথে বিচরণ ক'রছেন, যার ছিন্ন মস্তক আজ ঐ বামদেব সেবিত রামচন্দ্রের বাম হস্তে শোভা পাচ্চে, আমি সেই শাপভ্রষ্ট তাপস সম্বুক, সম্প্রতি তোমার কৃপায় শাপভ্রষ্ট দেহ পরিত্যাগ ক'রে পূর্ব্বদেহ লাভ ক'রেছি। আমার শাপভ্রষ্ট দেহ ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই অকাল মৃত ব্রাহ্মণ পুত্র জীবনলাভ ক'রেছে, এক্ষণে আপনি অযোধ্যায় গমন করুন এই বনভাগ বা গিরিশঙ্কটের দুর্গমপথ দাসের অজানিত নাই, চলুন কিয়দ্দূর আমি সঙ্গেও যাচ্চি, কিন্তু রাম আজ এই গিরিশঙ্কটের সামান্য পথে আমি তোমার পথদর্শক হচ্চি, তুমি যেন সেই শেষের দিনে শমন-শঙ্কটের দুর্গম পথের পথদর্শক হইও

গীত

শুনেছি সেই গোলোকের ধন রামরূপে অবতরি,
অকূলে নিস্তারেন সে রাম হুতবে কৃপা বিতরি
(বলেন আয় আয় কূলে পাবি তরি)
(যদি এতুফানে যাবি তরি) (ও পাতকী জীব)
যে পদে হরে বিপদ, হবের চির-সম্পদ।
পরশনে সে রাম-পদ, অষ্টাপদা কাষ্ঠতরি,
(আমি শুনেছি শুনেছি) (ও পদের মহিমা)
ঐ পদ পরশে মুক্ত পাষাণী গৌতম-নারী,
যে পায় পাষাণ পায় মানবী কায়
সে পায় কাতরে যার মন বিকায়
সেত সকায় যায় বৈকুণ্ঠপুরী
(চলে যায় রাম যায় রাম) (জয় রাম ব'লে মুখে)
কালকে ফাঁকি দিয়ে, সেত সকায় যায় বৈকুণ্ঠপুরী
বাধ্য নও রাম অন্য রসে, প্রেমহীন ব্রত সন্ন্যাসে
যে তোমারে ভালবাসে, রাম তুমি হও হে তারি—

(কিছু চাও না চাও না) (ভক্তের প্রেম বিনে)
চণ্ডালের প্রেমেতে মেতে মিতে ব'লে কোল দিয়েছ হরি।
(সে যে রাগা ব'লে সম্ভাষিত)
তার প্রেমে দুনয়নভাসিত, দিয়ে তুষিত উড়িধানের মুড়ি
(বনেতে থারে রাগা)
(চাঁদমুখ মুখায়েছে ধব থারে রাগা) অমনি নিতে দুবাহু প্রসারি।

(সীতা আসীনা, গঙ্গা ও মুরলার প্রবেশ।)

গঙ্গা —মা দাসী জাহ্নবী তোমাকে প্রণাম ক'র্‌ছে।

মুরলা —তোমার দাসীর দাসী মুরলা প্রণাম ক'র্‌তে এসেছে

সীতা —কে মা, জাহ্নবী ? এসেছ ? বাছা মুরলা এসেছিস্ ? অনেক দিন যে বাছা তোদের দেখি নাই, মাঝে মাঝে এক এক বার কি আস্‌তে নাই ? এমনি ধারা কি ভুলে থাক্‌তে হয় ?

গঙ্গা —সেকি মা, আমরা ত তোমার কাছে সর্ব্বদাই আছি, ছায়া আর পদাশ্রয় ছাড়া কবে মা ? তবে তুমি নাকি সর্ব্বদাই পতিপদ-চিন্তায় অন্যমনা, যখন আসি তখনি দেখি অধোমুখী হ'য়ে ধরা দর্শন ক'র্‌ছ। কখন ধারাবিগলিত চক্ষে মাতৃবক্ষে শয়ন ক'রে অশ্রুধারায় ধরাসিক্ত ক'র্‌ছ, চিন্তিতের পক্ষে নির্জ্জনতা বড় প্রিয় বস্তু, কাছে গেলে পাছে তোমার নির্জ্জনতা ভঙ্গ হয়, চিন্তায় বাধা পড়ে, তাই অন্তরালে থেকে তোমাকে দেখি। তবে আজ নাকি আস্‌বার নিতান্ত প্রয়োজন, তাই এসে তোমার পতি-চিন্তায় বাধা দিয়েছি, এখন দুঃখের আগুন চেপে রেখে আমার একটি কথা শুন্‌বে কি ?

সীতা —কেন শুন্‌ব না মা। কি ব'ল্‌বে বল।

গঙ্গা।—মা। এক রামপদ-চিন্তাতেই তুমি জগৎ সংসারের সকল চিন্তা ভুলেছ, তাই আজ লব কুশের কুশলানুষ্ঠানের জন্য

আমাকে এসে মনে ক'রে দিতে হ'চ্চে, নইলে সন্তানের শুভানুষ্ঠানের কথা কি মার কাছে এসে অন্যকে বলে দিতে হয় ?

সীতা ।—কি মঙ্গলানুষ্ঠান ক'রব মা . আমার ত কিছুই মনে নাই, কিছুতে মনও নাই, আমি রামপদ চিন্তা ক'রছি, রাম রাম ব'লে কাঁদছি, সর্ব্বদা চক্ষের জলে তাঁর পূজা ক'রছি এই আমার মহাব্রত—এই আমার মঙ্গলানুষ্ঠান . বাছাদের আমার এতেই মঙ্গল হবে ।

গঙ্গা —তা জানি মা জগতে সতী-ধর্ম্ম শিক্ষা দেবার জন্যই সতী-কুলেশ্বরী তোমার জন্মগ্রহণ, আর রাজধর্ম্মের কঠোরব্রতের পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্যই রামচন্দ্র কর্ত্তৃক তোমার নির্ব্বাসন, তাত সবই জানি মা। তবু লোকাচার, কুলাচারও যে নিতান্ত অত্যজ্য। তুমি কুল-লক্ষ্মী, কুলধর্ম্ম রক্ষাত তোমাকে ক'রতেই হবে ।

সীতা —কি কুলধর্ম্ম মা আমার সঙ্গে কুলধর্ম্মের কি সম্বন্ধ আছে মা ?

গঙ্গা —মা এ ত নিজের মঙ্গলের জন্য নয়, তোমার লব কুশের মঙ্গলের জন্য রঘুবংশের চির-পদ্ধতি, সন্তানের ষষ্ঠ বর্ষ বয়ক্রম-পূর্ণ-দিনে স্বহস্তে পুষ্পচয়ন ক'রে এনে কুল-দেবতার পূজা ক'রতে হয়, সন্তানের হস্তে রক্ষাবন্ধন ক'রতে হয়, সেই জন্য তোমাকে সঙ্গে নিয়ে তপোবনে পুষ্পচয়নে যাব বলে এসেছি, আমাদের সঙ্গে চল, আপন হাতে ফুল তুলে তপনদেবের পূজা ক'রবে ।

সীতা —মা। আবার আমাকে তপোবনে যেতে হবে ? আবার লোকের কাছে এ মুখ দেখাতে হবে ?

গঙ্গা —তার জন্য চিন্তা কি মা ? আমি ত পূর্ব্বেই ব'লেছি যে, আমার মন্ত্র-প্রভাবে কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না, তবে তুমি সকলকেই দেখতে পাবে　চল্ মুরলা।

মুরলা —আমি সেজে গুজেই বসে আছি; ঐ দেখ দেখি মা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সুরবালাগণ তোমার পবিত্র জলে স্নান ক'র্‌তে এসেছে, তারা কেমন মধুর গান ক'র্‌তে ক'র্‌তে ফুল তুলে বেড়াচ্ছে, আমিও ওদের সঙ্গে সুর মিশিয়ে গান ক'র্‌ব মা।

(প্রস্থান)

(দেববালাগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

(গীত)

সমীর মৃদুলে, দুলে দুলে দুলে, ফুলে ফুলে অলি ভ্রমিছে সৈ।
প্রেম-অনুরাগে, মজিয়ে পরাগে সোহাগে মধুপ মজিল ঐ॥
নধর পল্লবে রূপের রাশি, ফুল্ল অধরে ফুলের হাসি,
সুরভি গরবী দেখে অভিলাষী, কুসুম জনম সৈ—
ফুল মনে, প্রসূনের সনে, কুসুম হইয়ে রৈ,
রসের গুমরে রসিক ভ্রমরে মজায়ে রাখি জনম সৈ

১ম সুরবালিকা —ফুল হ'তে সাধ কেনলো এত?

২য় সুঃবা —দেখ্‌না ফুলের গুমর কত?

১ম সুঃবা —এত গুমর কি দেখ্‌লি ফুলে?

২য় সুঃবা।—দেখ্‌না সুখে প'ড়েছে ঢলে, মৃদুপবনে ফুটছে কলি, আপনি এসে জুট্‌ছে অলি।

৩য় সুঃবা।—ওলো টাট্‌কা কলি যতই ফুট্‌ক,
সৌরভের রব যতই ছুটুক,
যতই এসে অলি জুটুক
যতই হ'ক না বশ।
ফুলের হাসি, রূপের রাশি, বাসি হলেই বস্।
তখন সব যায় লো সবাই পলায়
কেউ থাকেনা দুঃখের বেলায়।

কেউ আসেনা সুখ না পেলে,
হাঁস চরেনা শুকনা খালে,
বসন্তেই কোকিল জোটে বর্ষা পলেই পলায়

২য় সুঃবা —ধীর পবনে দুলে দুলে হাসছে কুসুম বনে,

৩য় সুঃবা ওলো। যত হাসি তত কান্না বাসলম্না ভং।

২য় সুঃবা —তা'জানি, চিরদিনের কিছুই নয়,
তবুত ভ্রমর বাঁধা রয়।

৩য় সুঃবা —তা নয় লো তা নয়।
ফুলের গুমর দেখে ভ্রমর, ব'লছে কাণে কাণে।
দুদিন বাদে সব যাবে ফুল কাঁদতে হবে বনে

মুরলার নেপথ্যে গীত।

অলি ত রয়না ফুলে কাণে কাণে ব'লে যায়
এরূপের গুমর কুসুম ক'দিন আর রবে বজায়
অলি কারু প্রেমে বাঁধা নয়,
বক-বকুলের রাখেনা প্রণয়,
সুখের আশে, আপনি আসে,
মজে না কেবল মজায়।

৩য় সুঃবা —(গঙ্গাদেবীকে দেখিয়া) ও কে মা জহ্নবী এ যে বড় ভাগ্য মা। আমরা ত এ বনে প্রত্যহই ফুল তুলি, প্রতিদিন প্রত্যূষে এসে এইস্থানে স্নান করি, কৈমা একদিনও তোমাকে দেখ্‌তে পাইনে?

২য় সুঃবা —ইনি কে মা? পঙ্কিল জলের পদ্মের মত—অসংস্কৃত মণির মত মলিন বেশা, অথচ যেন শান্তির প্রতিমাখানি। ইনি কে মা?

৩য় সুঃবা।—সেকিলো, চিন্তে পারিস্ নাই? এই জাহ্নবী-পুলিনে, বাল্মীকির বনে কতদিন ত দেখেছিস্, কত সান্ত্বনা ক'রেছিস্, আজ চিন্‌তে পার্‌ছিস্‌নে উনি যে সেই রঘুকুল-কমল—সেই রাম-মনোরমা বনবাসিনী সীতা দেবি।

২য় সুঃবা।—মা এমন হয়েছ শরতের পদ্ম যেমন হেমন্তের শেষে চিন্‌তে পারা যায় না, তেম্‌নি তোমাকেও যে মা আর চিন্‌বার যো নাই এমন অস্থিচর্ম্ম-সার দেহ নিয়ে বনভ্রমণে কেন এসেছ মা!

গঙ্গা।—(সুরবালাগণের কর্ণে মুখ রাখিয়া) আজ এ বনে রামচন্দ্র এসেছেন, আজ দেবীকে রাম দর্শন করাব।

২য় সুঃবা।—(সীতার অজ্ঞাতে গঙ্গার প্রতি) তাতে যে হিতে বিপরীত ঘটবে মা। সীতাকে দেখ্‌লে হয়ত রামচন্দ্রও শোকে অধীর হয়ে উঠ্‌বেন

গঙ্গা।—তিনি সীতাদেবীকে দেখ্‌তে পাবেন না।

২য় সুঃবা।—কেন?

গঙ্গা।—আমার মন্ত্র-প্রভাবে।

৩য় ও ১ম সুঃবা।—এত কথা কি হবে আমরা কি শুন্‌তে পাইনে?

২য় সুঃবা।—(উভয়ের কাণে কাণে)

৩য় সুঃবা।—তবে মা আমরাও তোমাদের সঙ্গে যাব, দুকথা শুনিয়ে মনের ঝাল মিটাব।

গঙ্গা।—সমক্ষে পতিনিন্দা সতীর প্রাণে ব্যথা লাগবে।

৩য় সুঃবা।—যাতে তা না লাগে তাই ক'র্‌ব, আমোদের ছলে দুকথা ব'ল্‌ব, একটু প্রাণে ঘাদিয়ে।

সীতা।—তোরা কি কথা বলছিস মা, আমিত কিছুই বুঝতে পার্‌ছিনে?

গঙ্গা　অন্য কথা কিছুই নয় গা। তোমার লব কুশীর আজ ষষ্ঠ বার্ষিকী জন্মোৎসব, কুল-প্রথানুসারে স্বহস্তে পুষ্পচয়ন ক'র্‌তে হবে, সেই পুষ্পে কুল-দেবতার পূজা ক'রে কুমারদের হাতে রক্ষা-সূত্র বাঁধিতে হবে, সুরকন্য'দের ক'ছে সেই সব কথ' বল্‌ছিলাম এখন চলো সকাল সকাল ফুল তুলে পূজার আয়োজন করিগে

২য় সুঃবা —আমরাও তবে যাই এখন

৩য় সুঃবা —আজ বনদেবীর কাছে যাবিনে, বনদেবী আমাদের বড় ভালবাসেন, কেমন নিত্য নূতন রকমের মালা গেঁথে গলায় পরিয়ে দেন

১ম সুঃবা ।—আজও কি মালা না নিয়ে যাব ? তবে আজকার মালা আর নিজে পর্‌বনা, গঙ্গাদেবীর সঙ্গে রাম রাজাকে দেখ্‌ব, আর সেই সময় সীতাদেবীকে তাঁর কাছে দাঁড় করিয়ে দু'জনকে মালা পরিয়ে দেব

২য় সুঃবা। বেশ কথা বলেছিস্ ভাই চল বনদেবীর কাছে যাই।

(সকলের প্রস্থান)

(বনদেবীর প্রবেশ।)

ব, দেবী।—আজ বনে বড় শোভা হ'য়েছে মালতী লতাটি এতদিন ভূতলে লতুয়ে লতুয়ে বেড়িয়ে শেষে অশোক তরুটিকে আশ্রয় করাতে দুটিরি যেন দ্বিগুণ শোভা হয়েছে। বাতাসের সঙ্গে দুটীতে গলাগলি ক'রে কেমন দুলছে—কেমন হাসছে—কেমন প্রাণ ভরা প্রেমের সাগরে ভাসছে বনের তরু, বনের লতা, এদের কাছেও যেন প্রেমের পূর্ণ বিকাশ বাক্‌শক্তি হীন, গতি শক্তি হীন, জড়প্রকৃতি হ'য়েও যেন পবিত্র প্রেমের জীবন্ত প্রতিমা কথা নাই, গতি নাই, আহার নাই, বিহার নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, কেবল

প্রেমেই বিভোর, প্রেমেই মাতোয়ারা। জগতে যেন প্রেম ভিন্ন কিছুই নাই, যাকিছু আছে সবই প্রেমে। প্রেমেই সুখ, প্রেমেই শান্তি, প্রেমেই সম্পদাপদ, প্রেমেই ব্রহ্মপদ। প্রেম শিখলেই ব্রহ্ম লাভ। আশা যায়, চিন্তা যায় ক্ষুধা যায়, তৃষ্ণা যায়, সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ যায়, থাকে কেবল প্রেম আর উল্লাস জগতের লোককে তাই দেখাবার জন্য তরু লতারা সব ছেড়েছে, যেন প্রেমের যোগে প্রেমের ধ্যানেই ধ্যানস্থ প্রেম কথাটি ছোট, কিন্তু স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সর্ব্বত্রেই প্রেমের কারবার, এ জিনিষের বেচা কেনা অনেকেই ক'রতে যায়, কিন্তু জিনিস কেউ চেনেনা, মূল্য জানেনা, আদর জানেনা যার বিতরণ বই বিনিময় নাই—দান বৈ প্রতিদান নাই, যাতে স্বার্থের ছায়া একটু পড়লেই খাঁটি জিনিস মাটী হয়ে যায়, তার আদর কজনে জানে? প্রেম আছে সর্ব্বত্রেই, কিন্তু পবিত্র জিনিস কোথায়ও মেলেনা স্বর্গে মেলেনা, মর্ত্ত্যে মেলেনা, পাতালে মেলেনা, জীবলোকের কোথাও মেলেনা, মেলে কেবল বনে তরুলতার কাছে ঐ সহকার তরুটিকে একটি মাধবী একটি মল্লিকা, দুটি লতা দুদিক থেকে আশ্রয় ক'রেছে। দুটিতেই ফুল ফুটেছে, দুটিতেই এক প্রাণ হ'য়ে প্রেমে হাসছে, প্রেমে ভাসছে, প্রেমের হাটে প্রেমের খেলা খেলছে! স্বার্থের ভাব নাই, সঙ্গিনীর দ্বেষ নাই, কেবল প্রেমের হাসি। কেমন সুখ! কেমন প্রাণ ভরা প্রেম! বনে প্রেমেরও যেমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত, বিরহেরও তেমনি জ্বলন্ত ছবি। ঐ যে সহকারের দক্ষিণে দেবদারু তরুটির আগে কত শোভা ছিল, একটি বনলতাকে আশ্রয় ক'রে কত ফুল ফল প্রসব ক'রত, বনহস্তীদের গাত্রঘর্ষণে লতাটি ছিন্ন হ'য়ে শুকিয়ে গিয়েছে, তরুটিও শ্রীহীন হ'য়েছে, বনলতাটি যে ভাবে যে অঙ্গে জড়িয়ে ছিল সেই অঙ্গের লতাবন্ধনের দাগগুলি কিছুমাত্রও বিলীন হয় নাই, সে চির-বিরহের চিহ্ন অঙ্গে ধারণ ক'রে শ্রীহীন দেবদারু তরুটি শান্ত

মনে, জগৎ শূন্য জ্ঞানে, কেবল শূন্যের দিকেই ধাবিত হচ্ছে। আহা এমন প্রেমিক, এমন বিরহী আর কোথায় আছে ? লতা ছিন্ন হ'য়েছে, শুকুয়ে গিয়েছে, কিন্তু তরুর বুকের চিহ্ন চিরদিনই থাক্‌বে

(রামচন্দ্রের প্রবেশ।)

রাম —আহা ধন্য প্রেমিক প্রেমিকা তরু লতাগণ জগৎ যেন তোমাদের কাছেই প্রেম শিক্ষা করে। অশোক তরু! তুমি দুটি লতাকে সমান প্রেমে সমান আদরে আশ্রয় দিয়ে সুখের হিল্লোলে দুলে দুলে প্রেমের খেলা খেল্‌ছ, আর আমি এমনি হতভাগ্য যে, একটি চির-দুঃখে জীর্ণশীর্ণ লতা কত প্রেমে—কত আদরে এই রাম রূপ কণ্টক তরুকে বেঁধে ছিল, কিন্তু আমি তার ভারও বহন ক'র্‌তে পার্‌লামনা। হাঃ দেবদারু তোমার অঙ্গে জড়িতা বনলতাটি মাতঙ্গের গাত্রঘর্ষণে ছিন্ন হ'য়েছে। তুমি সেই বিরহের চিহ্ন অঙ্গে ধারণ ক'রে জগৎ শূন্য জ্ঞানে কেবল শূন্যের দিকেই উন্নীত হচ্ছ, আর এই হতভাগ্য রাম এমনি অপ্রেমিক যে, বিমল প্রেমের বন্ধনে জড়িতা সুবর্ণ ব্রততীকে স্বহস্তে ছিন্ন ক'রে এখনও এই সংসার-কাননে শাখা পত্র বিস্তার ক'র্‌ছি। কুসুমালঙ্কৃতা বনদেবীর কথাগুলি শুনে বোধ হচ্ছে যেন, এই পাপাত্মা রামকে তিরস্কার ক'র্‌বার জন্যই বৃক্ষলতাদের উপলক্ষ ক'রে আমাকে শুনুয়ে শুনুয়ে কথাগুলি বল্লেন (প্রকাশ্যে) দেবি! এ নির্জ্জন বনভূমিতে, একাকিনী কে আপনি ? আকার প্রকার সর্ব্বাঙ্গে পুষ্পালঙ্কার দেখে বোধ হচ্ছে, আপনি এই তপোবনের অধিষ্ঠাত্রী বনদেবী, বনদেবী নাহ'লে এভাবে বনে বনে ভ্রমণ ক'র্‌বেন কেন ?

ব, দে।—ন্যায়বিচার-বিহীন নির্দ্দয় রাজার রাজ্যে, নগর অপেক্ষা বনবাসই মঙ্গল

রাম।—(স্বগত) এই ত তিরস্কারের প্রথম সূত্রপাত, (প্রকাশ্যে) দেবি এ রাজ্যের রাজা কে ?

ব, দে —অগ্নি যেমন স্পর্শে শীতল, কিন্তু তার ধর্ম্ম অতি কঠোর, এ রাজ্যের বর্ত্তমান রাজারও তেমনি নামটি অতি কোমল, কিন্তু তাঁর কার্য্য অতি নিষ্ঠুর যিনি নিরপরাধিনী পত্নীকে নির্ব্বাসিতা ক'রে, জগৎ জুড়ে, অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন ক'রেছেন, সেই সূর্য্যবংশের সু-সন্তান, "রাম" এরাজ্যের রাজা, আপনি কি সে কীর্ত্তিবান, দয়াময় রাজার নাম শোনেন নাই ?

রাম —(স্বগতঃ) হ দগ্ধ হৃদয়। আর কত শুন্‌বে ? (প্রকাশ্যে) দেবি। ন্যায়বিচার-বিহীন রাম যদি এরাজ্যের রাজা, তা হ'লে ত বনও সেই নির্দ্দয় রাজার অধিকার ভুক্ত, এখানেই বা কি সুখ আছে ?

ব, দে —যথেষ্ট আছে ; বনে দয়া, ধর্ম্ম, সুখ, শান্তি, প্রেম সহানুভূতি সবই আছে বৃক্ষেরা অকাতরে ফল দেয়, ছায়া দেয়, লতারা কুসুম-পরিমলে প্রাণ পুলকিত করে, পশু পক্ষীরা প্রেম জানে, স্নেহ জানে, রাজ-নিয়মের বাধ্য নয, যদি দেখতে চাও, তার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ঐ বৃক্ষশাখায় দেখ

রাম —বৃক্ষশাখায় কি দেখব দেবি ? ঐত দুটি পক্ষী, একটি কুলায় নির্ম্মাণ ক'র্‌ছে আর অপরটি বসে আছে

বনদেবী।—বুঝতে পার্‌লে না ? তা বুঝবে কেন ? যে রাজার রাজ্যে বাস, তাতে বুঝেও না বোঝার সম্ভব দেখ পক্ষীনীটি পূর্ণগর্ভা, প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী দেখে পক্ষীটি বাসা নির্ম্মাণে ব্যস্ত হ'য়েছে ; জীর্ণ বাসায় প্রসব ক'র্‌লে পাছে প্রসূত ডিম্বগুলি পতিত হ'য়ে ভগ্ন হয়, পাছে আত্মজ পদার্থের কোন অনিষ্ট ঘটে, সেই ভয়ে নূতন নীড় নির্ম্মাণে নিযুক্ত, ওরা বনের পক্ষী হ'য়ে আত্মজ পদার্থ রক্ষার জন্য বৃক্ষের শাখায় নূতন বাসা নির্ম্মাণ ক'র্‌ছে—

আর সূর্য্যবংশের শিক্ষিত, দীক্ষিত, গুণবান, জ্ঞানবান, রাজা হ'যে, রাম কিনা গর্ব্ভবতী সতীপত্নী সীতাকে নিতান্ত নির্দ্দযের ন্যায় নির্ব্বাসিতা ক'রেছেন সেই নির্ম্মম রাজার রাজ্যের নগর হ'তে বন কি শান্তিধাম নয় ? বনের পশু পক্ষীর হৃদযে যা আছে এ রাজ্যের রাজার হৃদয়ে যে তাও নাই

রাম —(স্বগতঃ) হাঃ দগ্ধ প্রাণ । এই সকল ভীষণ বজ্রাঘাত অকাতরে বিনা বাক্যব্যয়ে বৃক্ষের ন্যায় বক্ষে ধারণ ক'রে মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ হ'তে হবে ব'লেই কি এখনও পাপদেহ পরিত্যাগ কর নাই । আর কত শুনবি, আর কত সহ্য ক'রবি ? (প্রঃ) দেবি ! ক্ষমা করুন, যথেষ্ট হ'যেছে, আর এ তীব্র হলাহলে দগ্ধ ক'রবেন না এ চণ্ডালাধম আত্মপরিচয় দানের যোগ্য নয়, আমি আত্মদোষে রাজ্য অপবিত্র ক'রেছি, আজ পুণ্যাশ্রমকে অপবিত্র ক'রতে এসেছি

বনদেবী ।—তুমিও কি সেই পত্নী-পুত্রঘাতী নিষ্ঠুর রাজা রামের মত কোন মহাত্মা নাকি ? যদি তা হও, তবে শীঘ্র এস্থান হ'তে প্রস্থান কর এ তপোবন্য, পুণ্য-ভূমিকে কলুষিত ক'রনা, এখনি এই মুহূর্ত্তে এস্থান পরিত্যাগ কর

রাম —(স্বগত) আর সয়না ।—সব গেল, সব ভস্ম হ'য়ে গেল . অনুতাপের অনলে, এই তীব্র শ্লেষের আহুতিতে সব পুড়ে গেল ! হাঃ প্রিয়ে হাঃ জানকি । হাঃ পতিব্রতে ।—(কম্পিত ভাবে পতিত প্রায় ■ বনদেবী কর্ত্তৃক ধারণ)

বনদেবী —ও কি । তুমি কাঁপছ কেন ? তুমিই কি তবে সেই নিষ্ঠুর রাম ? তুমিই কি সেই পত্নী-পুত্রঘাতী দাশরথি রাম, রাম ? ধন্য তুমি, শুভক্ষণে সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে, জগতে সতী হত্যা রূপ মহাকীর্ত্তি রক্ষা ক'রলে, রাম . কার জন্য জনক-পুরে হরধনু ভঙ্গ ক'রেছিলে ? কার জন্য বিনাপরাধে বালিকে বিনাশ ক'রে .

তারার চক্ষের ধারায় ধরাসিক্ত ক'রেছিলে ? কার জন্য বনে বনে কেঁদে বেড়ায়েছিলে? কার জন্য বানর সৈন্য সংগ্রহ ক'রে অকূল সাগরে সেতুবন্ধন ক'রেছিলে ? বল ! বল মহারাজ ! বল নিষ্ঠুর রাজা ! কার জন্য তেমন প্রাণের ভক্ত বিভীষণের বক্ষের নিধি চক্ষের তারা তরণীকে বিনাশ ক'রে একপুত্রা সরমার সাধের তরণী চির-দুঃখের সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছিলে ? বল বল , অধো-বদন কেন ? এ ত উপযুক্ত কার্য্য বীর তুমি—ন্যায়বিচারক, ক্ষত্রিয় রাজা তুমি, সীতাকে বনবাস দিয়ে বীর-হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছ প্রজারঞ্জনের—ন্যায়বিচারের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছ রাম ! যে সীতার পায়ের ধূলার কণামাত্র পেলে জগতের রমণীরা সাবিত্রী হ'তেও শতগুণে সতী-কুলের শীর্ষস্থানীয় হয়, যে সীতা সতীকুলের আদর্শ প্রতিমা !—যার ধ্যানে রাম—জ্ঞানে রাম—জগত যার রামময়, যে রাম-জলধরের চাতকিনী—রামসুধাকরের চকো-রিণী—রাম-শশধরের কুমুদিনী—রাম-রবির পদ্মিনী, সেই সীতাকে —সেই সতীকুলেশ্বরীকে তুমি প্রজারঞ্জনের জন্য বনব সিনী ক'রে কুলগৌরবের বৃদ্ধি ক'রেছ ধন্য রাম ধন্য তোমার বিচার আর তোমার কোন কথা শুন্‌তে নাই, বাক্যালাপ ক'র্‌তে নাই, তোমার রাজ্যে বাস ক'র্‌তে ন ই, ধিক্ রাজা ধিক্ তোমাকে !

রাম —কি ঘোর লাঞ্ছনা ! কি তীব্র গঞ্জনা দুরাত্মা রাম ! এখনও তোর পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই ক্রমে এ হ'তে শত সহস্র গুণে বিষময় গঞ্জনা সহ্য ক'র্‌তে হবে ! শত সহস্র শৃগাল কুক্কুরে তোর জীবিত দেহের মর্ম্মাস্থি চর্ব্বণ ক'র্‌বে , শত শত গৃধিনীতে জীবিতে হৃদপিণ্ড ছিন্ন ক'র্‌বে । জীবিতে নরক ভোগ হবে ! হাঃ কি পরিতাপ !—নরকের কি ভীষণ চিত্র !—সব গেল ! সব গেল ! অনুতাপের জ্বলন্ত চিতায় সব পুড়ে গেল ! দেবি, শান্তিময়ী বনদেবি ! রক্ষা করুন হা প্রিয়ে জানকি !—(মূর্চ্ছা)

বনদেবী —একি! মহারাজ মূর্চ্ছিত হ'লেন? কি সর্ব্বনাশ!. এখন চৈতন্য ক'র্‌তে হলো। ও কে দেবি জাহ্নবী সীতাদেবীকে সঙ্গে ক'রে এই দিকে আসচেন নয়? একটু অন্তরালে থাকি, দেখি ওঁরাই এসে কি করেন

(প্রস্থান)

(গঙ্গা ও মুরলার প্রবেশ)

গঙ্গা —আজ নিরানন্দের উপর আনন্দের দিন! শূদ্র তাপস বিনাশের জন্য আজ রামচন্দ্র এই অরণ্যে আগমন ক'রেছেন, আজ সীতাদেবীকে রাম দর্শন করাব—আমরাও ঘটনাক্রমে রাম সীতার যুগলরূপ দেখে ধন্য হব।

সীতা —জাহ্নবী চলনা মা। ফুল ত অনেক তোলা হ'য়েছে, আমার কিছুই ভাল লাগছে না।

গঙ্গা —মা, দেখ দেখ এই বনটীতে কেমন ফুল ফুটেছে এস আরও চাট্টি ফুল তুলি.

রাম।—হাঃ আবার আমার চৈতন্য হলো, আমি অচেতনে যে অপার আনন্দ সাগরে সন্তরণ ক'র্‌ছিলেম, বিধাতা আমার সে সুখসিন্ধুও শুকায়ে দিলেন—সে বিমল সুখেও বাদ সাধলেন এখনি যেন দেখলেম, প্রিয়ে আমার নবদূর্ব্বাদল-কান্তি দুটী শিশু সন্তানের কর ধারণ ক'রে সজল নয়নে মা কৌশল্যার করে করে সমর্পণ পূর্ব্বক মার পদধূলি গ্রহণ করিতে করিতে চির-বিদায় প্রার্থনা ক'রেছেন, মা কৌশল্যা ধারাবিগলিত চক্ষে বনবাসিনী বধুকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক শিরচুম্বন ক'র্‌ছেন কৈ কোথায় সে দৃশ্য?—সে প্রাণভরা আনন্দময় দৃশ্য কোথায় গেল?—সে বনবাসিনী সন্ন্যাসিনীর শান্তিময়ী মূর্ত্তি কোথায় অন্তর্হিত হলো? হা

চৈতন্য! তুই এসে আমার সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে দিলি। এই সঙ্গে কেন এ যাতনাময় জীবনেরও শেষ করলি না।

(পতন)

সীতা।—মা জাহ্নবী এ কি শুনি মা। এ কার কণ্ঠস্বর? ধরাসনে ও কে? সেই হৃদ পদ্মের মধুকর—নয়ন-চকোরের সুধা কর—হৃদয় আকাশের নবজলধর ধরাসনে। হতভাগিনী সীতার সর্ব্বস্বধন বিজনবনে ধরাসনে জীবিতেশ্বর। সীতার কণ্ঠহার ধরাসনে কেন নাথ। মা জাহ্নবী গো, আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। মা গো এতদিনে হতভাগিনী সীতার কপাল ভেঙ্গেছে

(ধরাশায়ী রামের পার্শ্বে উপবেশন গাত্র মার্জ্জন ও ব্যজন)

রাম।—কে? কে তুমি এ বিজন বনে ধরাশায়ী রামের পাপদেহের ধূলি মার্জ্জন পূর্ব্বক ব্যজন ক'র্‌ছ? এ সুখময়—এ পবিত্রতাময় স্পর্শ-সুখত এক সীতার অঙ্গ স্পর্শ ভিন্ন কখন অনুভূত হয়নি। পদ্মের রূপ, পদ্মের রস, পদ্মের গন্ধ, এক পদ্মেই সম্ভবে বল কে তুমি দয়ার প্রতিমা এ সতী-পত্নীঘাতী মহাপাপীর পাপদেহ স্পর্শ ক'রে তোমার পবিত্র দেহকে অপবিত্র ক'র্‌ছ?

গঙ্গা।—মা। আর না, সরে এস, চৈতন্য হ'য়েছে

(সীতার দূরে গমন)

রাম—কৈ? কোথায় গেল? সে অমৃতরসসম্পৃক্ত পবিত্র সুখময় স্পর্শ কোথায় গেল? মনে হয়, যেন একদিন বহুদিনগত পূর্ব্বস্মৃতির ন্যায়—সুখস্বপ্নের আংশিক স্মরণের ন্যায়, মনে হয়—একদিন যেন এই স্বর্গীয় সুখময় স্পর্শ অনুভব ক'রেছিলেম এই ভস্মরাশিপূর্ণ হৃদয় আগ্নেয়-গিরিতে একদিন যেন শান্তি-তটিনী প্রবাহিত হ'য়েছিল। এ মরুক্ষেত্রে একদিন যেন কল্পলতার শান্তি-

কুঞ্জ ছিল। আজ একের অভাবে সব গিয়েছে—হৃদয় শ্মশান হ'যেছে। এক সীতার অভাবেই এ পাপ হৃদয়ে শ্মশানের চিতা জ্ব'ল্ছে। হা সীতে হা বামময় জীবিতে। হা পতিগত প্রাণা সবলে . আজ তুমি কোথায়? একবাব এসে দেখে যাও, আজ তোমাব অভাবে হতভাগ্য বামের কি দশা হ'যেছে আমি অন্ধ! বত্ন চিনি নাই, অনল ভ্রমে অমূল্যনিধি দূবে নিক্ষেপ ক'রেছি, দয়াময়ী সতীর প্রতিমা স্বহস্তে বিসর্জ্জন দিয়ে আপন শান্তিমন্দিব আপনি ভঙ্গ ক'বেছি এখন ত চিবজীবনের মত অশান্তির অগ্নিময় অঙ্কেই আশ্রয় নিতে হবে। অনুতাপের জ্বলন্ত চিতায় এ পাপ হৃদয় ভস্ম না হ'লে আব এ মহাপাপেব প্রায়শ্চিত্ত হবে না, এ জন্মে আব সে রঘুকুল কমলাব দেখা পাব না

সীতা —মা জাহ্নবী, আর যে শুন্‌তে পাবিনে মা। পতিব দুঃখে যে সতীর বক্ষে কি শেল বাজে তা কি মা তোমাকে ব'লে জানাতে হবে? যাই মা নাথেব পদে ধ'রে ক্ষমা ভিক্ষা চাই গে।

গঙ্গা —আমাব মন্ত্রপ্রভাবে বামচন্দ্র ত তোমাকে দেখ্‌তে পাবেন না, তুমি যা ব'ল্‌বে শুন্‌তে পাবেন মাত্র কণ্ঠস্বরও বুঝতে পার্‌বেন, কিন্তু তাতে মনে শান্তি পাওয়া দূবে থাক্, দৈবী মায়া বা অন্য কিছু মনে ক'বে আবও উদ্বিগ্ন হবেন। তোমাকে সঙ্গে এনে ভ ল কবি নাই

সীতা।—কেন মা তুমি দুঃখিত হ'চ্চ, তোমার গুণে আমার বড় আশাব ধন পতির দর্শন হ'ল, তোমার এ গুণের ধার কি শুধ্‌তে পাবব।

গঙ্গা।—মা! তোমাকে রাম দর্শন কবালেম ব'লে যদি দয়া হ'য়ে থাকে, তবে এই সময় আমাদের একটী সাধ পূর্ণ কর

মা। একবার এই পবিত্র বনাশ্রমে রামের বামে দাঁড়াও, আমি একবার পিতামাতার চরণ দর্শন ক'রে, আর প্রাণ ভ'রে ভক্তি-উপচারে মাতৃ-পিতৃপদ পূজা ক'রে জীবন সার্থক করি।

গীত।

দাঁড়াও মা রামের বামে জানকী
হ'ক জনম সফল জননী গো নয়ন ভ'রে যুগলরূপ নিরখি
ধন্যা কন্যা ধন্যা আজ তার পুণ্যের কি আর বাকি,
কৃপা ক'রে দিলেন দেখা রাম কমল আঁখি
(চরণ ছাড়বনা ছাড়বনা) (শিবের সর্ব্বস্ব ধন)
পূজিব আজ হৃদয় মাঝে রাখি
(যদি পেয়েছি পেয়েছি) (পিতামাতার দেখা)—
যে হ'তে পাঠালে ভবে তরিতে পাতকী,
তদবধি হ'য়ে আছি তৃষিতা চাতকী,
(সে তো দেখি নাই দেখি নাই) (মেঘের কোলে স্থির বিজলী)
আজ জুড়াব প্রাণ সে যুগলরূপ দেখি
(জনম সফল আজ হ'ল মা) (দেখে জনম স্থান)

সীতা।—তোমাদের সাধই পূর্ণ হ'ক। কিন্তু মা এ মিলন আমার সুখের মিলন নয়

সীতাদেবীর রামচন্দ্রের বামে দণ্ডায়মান এবং গান করিতে করিতে ফুলমালা হস্তে দেববালাগণের প্রবেশ এবং আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে কণ্ঠে অর্পণ।

গীত।

গেঁথে ফুল হার, দিতে উপহার, আয়লো সখি আয়।
যদি পাষাণ রামের পাষাণ হিয়া কোমল হয় ফুলের হাওয়ায়
ভালবাসা প্রেমের বিধি, ফুলের কাছে শিখ্‌ত যদি,
পুরুষ হ'ত পরশ নিধি, সুখের নদী বৈত ধরায়।

[রাম সীতার কণ্ঠে কুসুমদাম অর্পণ পূর্ব্বক সকলের প্রস্থান

রাম।—দৈবীলীলা। বিচিত্র দৈবীলীলা। সেই তীব্র ভর্ৎসনার পর বনদেবী কোথায় অন্তর্হিতা হ'লেন? অচেতন অবস্থায় স্বপ্ন-দৃষ্টের ন্যায় প্রাণাধিকা সীতার সেই অনুভূতপূর্ব্ব সুখময় স্পর্শ, সেই পতিপ্রাণা প্রিয়বাদিনীর পরিবাদিনী নিন্দিত মধুর কণ্ঠস্বর, কোথায় চ'লে গেল. দেববালাগণ নৃত্য করিতে করিতে এসে আমার কণ্ঠে কুসুমহার উপহার প্রদান পূর্ব্বক সংগীতচ্ছলে যেন উপহাস ক'র্‌তে ক'র্‌তে কোথায় অন্তর্হিত হ'ল বনদেবীর সেই অনুতাপপূর্ণ ভর্ৎসনা,সীতার সেই সুখময়স্পর্শ, সেই বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর, দেববালাগণের সেই সংগীতচ্ছলে উপহাস, সেই নৃত্য সব নীরব— নিস্তব্ধ। স্বপ্নের কুহকের ন্যায়—মায়ার ছলনার ন্যায়,কোথায় মিশিয়ে গেল। একি সত্যই দৈবীলীলা,না মায়ার প্রতারণা? নিশ্চয় —নিশ্চয় কোন মায়াবীর ছলনা রাম শোকাতুর,সীতাশক্তি অভাবে শক্তিহীন,দুর্ব্বল-হৃদয় আত্মহারা তাই কোন্ দুরাত্মা মায়াবী সময় পেয়ে ছলনা আরম্ভ ক'রেছে কোন্ দুরাত্মার দুর্ম্মতি উপস্থিত? যে হও শোন। এখনো প্রস্থান কর, রাম এখনো এত দুর্ব্বল হয় নাই যে, মায়া-জাল বিস্তার ক'রে নিস্তার পাবে, রঘুকুলের অস্ত্র চিরকাল অব্যর্থ। এখনি শাস্তি পাবে। (অসি নিষ্কোষিত পূর্ব্বক) এই অস্ত্রে—এই মুহূর্ত্তে মায়াজাল ছিন্ন হবে.

বনদেবীর প্রবেশ

বনদেবী —(রামচন্দ্রের হস্তধারণ পূর্ব্বক) আত্মবিস্মৃত রাম-চন্দ্র। কার প্রতি অস্ত্র প্রয়োগে উদ্যত প্রভু। অস্ত্র সম্বরণ করুন বনে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হ'য়েছে কিছুই মায়া-কল্পিত নয়। আমি এই বনের অধিষ্ঠাত্রী, মায়াকল্পিতা নৈ, যদি মায়াকল্পিতাই হই সেত প্রভু তোমারি মায়াকল্পিত। আমিত কোন ছার, এ জগৎ ব্রহ্মাণ্ডই যে তোমার মায়ায় কল্পিত নতুবা সীতাদেবীর অঙ্গ-স্পর্শ, সেই কাননবাস-কাতরা রঘুকুল-কমল র করুণ কণ্ঠস্বর,

দেববালাগণের সমাগম, কিছুই মায়ার প্রতারণা নয়, সকলই সত্য নির্ব্বাসিতা হওয়ার পর সীতাদেবী কখন বাল্মীকির আশ্রমে, কখন বনে, কখনও গঙ্গাদেবীর পবিত্র ভবনে অবস্থিতি পূর্ব্বক উপাস্য দেবতা তোমারি পদ পূজা ক'রে থাকেন আজ পুষ্পচয়নের জন্য বনে এসেছিলেন, আপনার অচেতন অবস্থায় সুশ্রূষা ক'রেছেন, আপনাকে দর্শন ক'রে পূজা ক'রে, গঙ্গাগর্ভে প্রস্থান ক'র্‌লেন, দেববালারাও সেই সঙ্গে চ'লে গিয়েছে। তবে সীতাদেবীকে যে আপনি দেখ্‌তে পান্ নাই সে কেবল জাহ্নবীদেবীর মন্ত্রের প্রভাব মাত্র এক্ষণে বাল্মীকির আশ্রমে আপনার ম ভুগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে অযোধ্যায় গমন করুন। অচিরেই সীতাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তবে মিলন—স্বধামে।

রাম।—আর সাক্ষাৎ। পেয়ে হারালেম একবার চক্ষের দেখা তাও ভাগ্যে ঘটল না রামের ভাগ্যে সীতা-সম্মিলনের আশা এজন্মের মত শেষ হ'য়েছে সে স্বর্গের দেবী এ পাপ চক্ষে দৃশ্য হবে কেন ?

গীত।

আর কি পাব দেখা সেই রঘুকুল-কমলার
এ হৃদি মরুভূমিতে ফুটিবে কি সে কমল আর
যে কনক নলিনীরে, কম্পিত কলঙ্ক-নীরে,
চির-জীবনের তরে বিসর্জ্জন দিয়েছি এবার।
হৃদয় বেঁধে পাষাণে, বিষ সম বাক্যবাণে,
ব্যথা দিয়ে কোমল প্রাণে, বধেছি প্রাণ যে সরলার

[রামচন্দ্রের প্রস্থান

বনদেবী —আজ গঙ্গাদেবীর গুণে এক নূতন ভাবে রাম-সীতার যুগলরূপ দেখলেম্, নূতন ভাবের নূতন মিলন।

সীত —এত সুখের মিলন নয় মা স্বপ্নের মিলন আজ

কোথায় অযোধ্যার সিংহাসনে নাথের বামে বস্‌ব, তা না হ'যে তরুতলে ধরাসনে তাঁর অলক্ষ্যে, কেবল চক্ষেমাত্র দেখে স্বপ্নের ন্যায় সব হারাতে হ'লো। মা কৌশল্যার স্নেহ, লক্ষ্মণের সেই হৃদয় ভরা ভক্তি, কুলদেব বশিষ্ঠের ইষ্ট উপদেশ দাসদাসী পুরবাসীগণের প্রাণভরা ভালবাসা, সব হারিয়ে নির্বাসীতা হয়ে জীবনযাপন ক'র্‌তে হ'লো। এর নাম কি মিলন, এ ত একটি দুঃখপূর্ণ স্বপ্নের খেলা মা

বনদেবী —মা অযোধ্যার সিংহাসনে রামের বামে ব'সলেই যদি সুখী হও, যদি কৌশল্যার স্নেহ—লক্ষ্মণের ভক্তি—বশিষ্ঠের উপদেশোক্তি, দাসদাসীর সেবানুরক্তি পেলেই তোমার দুঃখের শান্তি হয়, তবে শান্তিময়ী, এস অযোধ্যার সিংহাসনেই এস, বশিষ্ঠঋষি, দাসদাসী পুরবাসী সকলকেই পাবে এস একবার আমার দেহ-অযোধ্যাধামে এসে আত্মা-রামের বামে ব'স, আমি চিরদিন তোদের যুগলরূপের পদধূলি পেতে সাধ ক'রে, হৃদয়-সিংহাসন পেতে রেখেছি, আয় মা বিদেহ রাজদুহিতে। একবার এ দেহ-অযোধ্যাপুরীতে এসে আত্মারামের বামে ব'স

গীত

আয় মা বিদেহ সুতে এদেহ-অযোধ্যাধামে।
এসে হৃদ্‌-সিংহাসনের মাঝে বস আত্মারামের বামে
মম অপার মমতারাশি, হবে কৌশল্যামহিষী,
জ্ঞান হবে বশিষ্ঠঋষি, ভক্তি হবে প্রিয় দাসী,
ধ'রবে দাস্যভাব সৌমিত্রি আসি, সাধনচ্ছত্র সীতারামে ॥
সখি সহ সরযূকূলে, ভ্রমিতে সীতে কুতূহলে,
(আমার) শ্রদ্ধা সখি সহ মিলে, ভ্রম প্রেম সরযূকূলে,
বস প্রাণ শান্তি তরুমূলে, শ্রান্ত হ'লে পথশ্রমে

[বনদেবীর সহিত সকলের প্রস্থান

সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—অযোধ্যা—রাজসভা

সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ —আর্য্য। অকাল-মৃত ব্রাহ্মণ-কুমারের জীবন প্রাপ্তির পর সপুত্র ব্রাহ্মণ দম্পতি আপনাকে দর্শন ক'র্‌বার বাসনায় এ পর্য্যন্ত অযোধ্যায় অবস্থিতি ক'র্‌ছিলেন, অদ্য আপনার দর্শন লাভে আনন্দিত হ'য়ে বিদায় প্রার্থনা ক'র্‌ছেন, তাঁদের প্রতি সম্প্রতি কি বিদায়াজ্ঞা প্রদত্ত হবে?

রাম —স্বস্থানে গমনের জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ ক'র্‌লে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন নাই, তাঁদের সন্তোষজনক অশন বসন এবং প্রার্থনা মত ধন-রত্নাদি প্রদান পূর্ব্বক বিদায় দাওগে। সুমন্ত্র। তুমি রাজকোষ হ'তে যথেষ্ট প্রমাণ ধনদান ক'রে তাঁদের বিদায় করগে তবে এক কথা—সীতা নির্ব্বাসনের সংবাদ শ্রবণে বধূমাতাগণ আর অযোধ্যায় আসেন নাই। কিছুদিন ঋষ্যশৃঙ্গের

আশ্রমে অবস্থিতির পর একণে মহর্ষি বাল্মীকির তপারণ্যে বাস. ক'র্ছেন, সীতাশূন্য অযোধ্যায় আর আস্‌বেন না—এই তাঁহাদের স্থির সংকল্প ছিল কিন্তু আমার অনুনয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি প্রদান ক'রেছেন অযোধ্যায় আসবেন। কিন্তু কোন যজ্ঞাদির উদ্যোগ ভিন্ন অকারণে আর আস্‌তে ইচ্ছা নাই একথাও ব'লেছেন একণে তাঁদের অযোধ্যায় আনয়ন জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান ক'র্‌ব, তুমি তাঁদের অযোধ্যায় ল'য়ে এস, শীঘ্র শিবিকাসহ বাহকগণকে ল'য়ে বাল্মীকির তপাশ্রমে যাত্রা কর।

সুমন্ত্র —যে আজ্ঞা

[প্রস্থান।

রাম —ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ। এ চিরদুঃখপূর্ণ দেহভার ধারণ ক'রে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ কাল হ'তে এ পর্য্যন্ত রাম জীবনের প্রতিক্ষণ প্রতি মুহূর্ত্ত যেভাবে গত হ'যেছে, তা তোমার অজ্ঞাত নাই। জগতে একমাত্র তুমিই এ রাম-হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ। এ হৃদয়ে যখন যে ভাবের উদয় হ'য়েছে, যখন যে ভাব ধারণ ক'রেছে, তার প্রতিবিম্ব তন্মুহূর্ত্তেই তোমার হৃদয় মুকুরে প্রতি ফলিত হ'য়েছে, তুমি আমার বিপদের বন্ধু—জীবনের সহচর—ভ্রান্তি পন্থায় সৎপথ দর্শক। অনেক সময়ে অনেক ভ্রম সংশোধন ক'রেছ, অনেক কূট তর্কের মীমাংসা পূর্ব্বক সংশয়চ্ছেদ ক'রেছ। চিরদিন তোমাদের মন্ত্রণার অনুসরণ ক'রেছিলাম ব'লেই, এতদিন এ চির-নির্ম্মল সূর্য্যকুলের অতুল গৌরব রক্ষা ক'র্‌তে সক্ষম হ'যেছিলেম, কিন্তু পরিশেষে আপন অদূরদর্শিতা দোষেই হ'ক বা ভাগ্যলিপির অপ্রতিবিধেয় বিধানের বশবর্ত্তী হ'য়েই হ'ক, গুরুজনের উপদেশ উপেক্ষা ক'রে, সুমন্ত্রীগণের সৎপরামর্শে কর্ণপাত না ক'রে, তোমাদের চক্ষের জলে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে

কেবল প্রজারঞ্জন মহাব্রত রক্ষার জন্য অপাপস্পর্শিতা সীতাকে অনাথিনীর বেশে অরণ্যবাসিনী ক'রেছি। আর সেই সীতা-নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে আমার সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকেও বিসর্জ্জন দিয়েছি। সেই হ'তে কার্য্যে উৎসাহ—রাজ্যের কুশলচিন্তা—অন্তরের শান্তি,—শরীরের কান্তি সব হারিয়েছি। সেই হ'তে সুখের আধার অযোধ্যারও শান্তিভঙ্গ হ'য়েছে ব্রাহ্মণ-কুমারের অকাল মৃত্যুই অযোধ্যার অমঙ্গলের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আবার সেই ব্রাহ্মণ কুমারের পুনর্জ্জীবনের জন্য স্বহস্তে একটী সাধকের বিনাশ সাধন ক'রে আত্মজীবনেরও ঘোর দুর্নিমিত্তের পথ পরিষ্কার ক'রে রাখ্‌লাম। এক্ষণে কিসে যে এ মহাপাপ হ'তে মুক্তিলাভ ক'রব, তার কিছুই স্থির ক'র্‌তে পারছিনে। শুদ্ধ তাপস বিনাশ কেন? আজ যে সীতাকে চির-নির্ব্বাসিতা ক'রে অকাতরে জীবনধারণ ক'রে আছি, সেই সীতার জন্য লঙ্কা-সমরে রাক্ষসগণকে বিনাশ ক'রে ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ সংগ্রহ ক'রেছি। এক্ষণে যথাযোগ্য যজ্ঞাদি দ্বারা দৈবানুগ্রহ লাভ ভিন্ন আর পাপের শান্তি নাই; সেই জন্য অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'র্‌ব মনস্থ ক'রেছি, এ সম্বন্ধে তোমার মত কি বল দেখি?

সুমন্ত্রের পুনঃ প্রবেশ

সুমন্ত্র—দেবর্ষি নারদ বশিষ্ঠাশ্রম হ'তে বশিষ্ঠদেবকে সঙ্গে ল'য়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ জন্য অযোধ্যাধামে আগমন ক'রেছেন।

রাম।—যাও লক্ষ্মণ। তাঁদের উভয়কে সমাদরের সহিত সভায় লয়ে এস, আর আমার উপস্থিত অভিলাষ তাঁদের কাছে বিশেষরূপে ব্যক্ত ক'র্‌তে বিস্মরণ হও না, কারণ এ সম্বন্ধে

তাঁদের যুক্তি উপদেশই সর্ব্বোপরি শিরোধার্য্য যাও ভাই, সত্বরে তাঁদের সভায় ল'য়ে এস।

লক্ষ্মণ। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

রাম।—সুমন্ত্র বাল্মীকির তপোবন হ'তে মাতৃগণকে আনয়নের কিরূপ ব্যবস্থা ক'র্‌লে?

সুমন্ত্র।—আজ্ঞে শিবিকা সজ্জিতকরতে অনুমতি দেওয়া হ'য়েছে, অদ্যই গমন ক'র্‌বে

লক্ষ্মণের সহিত ঋষিদ্বয়ের প্রবেশ

রাম।—আসুন আসুন আসতে আজ্ঞা হ'ক প্রণাম করি মধ্যে মধ্যে যে পাদপদ্ম দর্শন পাই, এ পরম সৌভাগ্য

নারদ।—দীর্ঘায়ুঃ ভব রামচন্দ্র সম্প্রতি কুমার লক্ষ্মণের নিকট যা শুন্‌লেম, সেটীই কি সম্পূর্ণ বাসনা?

রাম।—আজ্ঞা হাঁ। এক্ষণে যে কর্ত্তব্য হয় সদুপদেশ দানে কৃতার্থ করুন

নারদ।—এ সম্বন্ধে আর সদসদ্ যুক্তি কি? এ ত সূর্য্য-কুলের সুসন্তানের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য লঙ্কা সমরে রাবণ, কুম্ভকর্ণাদিকে সংহার ক'রেছ, তারা মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র, ব্রহ্মবংশজাত, সুতরাং তাদের বিনাশ জন্য ব্রহ্মহত্যা পাপ সংগ্রহ করা হ'য়েছে, এক্ষণে যথাযোগ্য স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা শান্তিবিধান অবশ্যই কর্ত্তব্য—দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুর বধ হেতু ব্রহ্মহত্যা পাপের শান্তির জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হ'য়েছিলেন, তুমিও সেই মহাযজ্ঞ অশ্বমেধের অনুষ্ঠান কর কিন্তু রাম একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি, যজ্ঞের অন্যান্য আয়োজন ত, অন্যের দ্বারা

অনায়াসে আয়োজিত হবে, কিন্তু এ যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর নির্ব্বাচন ক'রবে কাকে? অন্যে যজ্ঞে ব্রতী হ'য়ে তোমাকেই যজ্ঞেশ্বর ক'রে, যজ্ঞশেষে কর্ম্মফল তোমাতেই অর্পণ ক'রে থাকে। আজ তুমি যজ্ঞে ব্রতী হ'য়ে কাকে যজ্ঞেশ্বর বরণ ক'র্‌বে, যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়ে কাকে কর্ম্মফল সমর্পণ ক'র্‌বে? যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর হ'য়ে যজ্ঞফল গ্রহণ ক'র্‌বে, এমন যোগ্যপাত্র জগতে আর কে আছে রাম?

(গীত)

বাসনা করিতে যজ্ঞ যদি সম্প্রতি
বল হে যজ্ঞেশ্বর হরি, কি যজ্ঞে আজ হবে ব্রতী।
যে যেখানে যজ্ঞ করে, অগ্রভাগ রাম দেয় তোমারে,
তুমি অগ্র দিবে কারে, করিয়ে মঙ্গলারতি।
যারে সাধেন নিরবধি, বিধি মহেশ্বর,
তাঁর যজ্ঞে যাগেহ কে হবে যজ্ঞেশ্বর,
যজ্ঞ সাঙ্গ ক'রে পরে, কর্ম্মফল সঁপে তোমারে,
তুমি সমর্পিবে কারে দিয়ে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি।
যার নাম উচ্চারণে পূর্ণ মনোরথ,
ব্রহ্মহত্যা পাপে মুক্ত রাজা দশরথ,
তাঁর পাপ মুক্তি যোগ্য, কি আছে রাম হেন যজ্ঞ,
চরণে যাঁর চতুর্ব্বর্গ, চরমে জীবের সদগতি

রাম।—হৃদয় যাঁর ব্রহ্মজ্ঞানে পূর্ণ, বাহ্যেন্দ্রিয়গণ পর্য্যন্ত যার ব্রহ্মানন্দ-নীরে নিমগ্ন, তিনি জগৎকেই ব্রহ্মময় দর্শন করেন। এক্ষণে দাসের প্রার্থনা, আমার স্বর্গগত পিতা পিতামহগণ রাজসূয়, অশ্বমেধাদি বহুযজ্ঞ সমাধা ক'রে স্বর্গগত হ'য়েছেন, এবং তাঁরা যেরূপ নিয়মে যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন ক'রেছেন, আমার

সংকল্পিত অশ্বমেধও সেইরূপে সম্পন্ন হবে কুলদেব বশিষ্ঠ এবং প্রভু স্বয়ং উদ্যোগী হ'য়ে যাতে সঙ্কল্পিত যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়, সে পক্ষে মনোযোগী হন ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ . আর্য্য সুমন্ত্র যাও, যজ্ঞ সম্বন্ধে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির আয়োজন জন্য যথাযোগ্য ব্যক্তিগণকে তৎ তৎ কার্য্যে নিযুক্ত করগে—একি ! উভয়েই যে অধোবদন তবে কি লক্ষ্মণ যজ্ঞারম্ভ সম্বন্ধে তোমার সম্মতি নাই ?

লক্ষ্মণ —যার কার্য্যে বাধা জন্মাতে স্বয়ং বিধাতার সাধ্য নাই, তাঁর কার্য্যে অসম্মতি প্রকাশ ক্ষুদ্রমতি লক্ষ্মণ বা বৃদ্ধ সুমন্ত্রের সাধ্য কি ?

রাম —তবে এ সৎসংকল্পে সন্তুষ্ট না হ'যে বিষণ্ণভাব কেন ?

সুমন্ত্র —কুমার লক্ষ্মণের লক্ষণ দেখে কি বিষাদের কারণ এখনো বুঝ্‌তে পারেন নাই ? আজ অযোধ্যার রাজরাজেশ্বর রামচন্দ্র অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে ব্রতী হবেন শুনে, কোথায় লক্ষ্মণের হৃদযে আনন্দের স্থান হবে, না, তা না হ'য়ে আজ রামযজ্ঞের কথা শুনে লক্ষ্মণের দুঃখের সাগরে হৃদযভেদী তরঙ্গ উঠে চক্ষের জলে বক্ষ প্লাবিত হ'চ্চে, এ বিষাদের কারণ কি এখনো বুঝতে পারেন নাই ? এ যজ্ঞে লক্ষ্মণ বাধা না দেন, লক্ষ্মণের প্রাণ যে বাধা দেবে তার আর সন্দেহ নাই

বশিষ্ঠ —অবশ্য, শুধু এ যজ্ঞে লক্ষ্মণ কেন, অনেকেই বাধা দিতে বাধ্য, কারণ সস্ত্রীক হ'য়ে যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়াই যজ্ঞকর্ত্তার নিতান্ত কর্ত্তব্য আজ, যে অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী সহধর্ম্মিণী সহ ধর্ম্মাচরণে ব্রতী হবে, সে কুললক্ষ্মীকে ত চিরদিনের মত নির্ব্বাসিতা ক'রেছ, এখন কোন্ সহধর্ম্মিণীকে ল'য়ে যজ্ঞ সমাধা ক'র্‌বে ? দ্বিতীয় দার পরিগ্রহই মনস্থ ?

লক্ষ্মণ —আর্য্য ! রামের কার্য্য-চাতুর্য্য কি এখনও বুঝতে

পারেন নাই ? চির-পবিত্রা সতী-কুলেশ্বরী সীতাকে পরিত্যাগ ক'রে দ্বার পরিগ্রহই রামের বাসনা, যজ্ঞ কেবল উপলক্ষ মাত্র। তা করুন রামের মনে যা আছে তাই হ'ক। কিন্তু আর্য্য। আজ রামযজ্ঞে সকলেই উৎসাহিত হবে, জগৎবাসী সকলেই এ রাম-যজ্ঞে যোগদান ক'র্‌বে, কেবল সেই জগৎলক্ষ্মী জানকী এ যজ্ঞ-ক্ষেত্র দেখ্‌তে পাবেন না, আর দুটী ক্ষুদ্র জীব জীবনসত্ত্বে এ যজ্ঞে যোগদান ক'রবে না। এ রামানুষ্ঠিত যজ্ঞে যোগদান দূরে থাক্, রামযজ্ঞের কথা যে রাজ্য পর্য্যন্ত ঘোষিত হবে, সে রাজ্যও থাক্‌বে না আজ হতভাগ্য লক্ষ্মণ অযোধ্যা পরিত্যাগ ক'রে চির-জীবনের মত বিদায় হ'লো আর সেই দুর্ভাগ্য পশু যে চির-দিনের মত রাম সীতার পদে জীবন বিক্রয় ক'রেছিল, যে মাথায় ক'রে বৃক্ষ প্রস্তর এনে দুস্তর লবণসিন্ধুতে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক সীতা উদ্ধারের জন্য জীবন সংকল্প ক'রেছিল, সেই হতভাগ্য পবনপুত্র, এ সীতা শূন্য অযোধ্যায় আসবে না স্নেহময়ী সাক্ষাৎ সতীত্বের জীবন্ত প্রতিমা সীতাকে পরিত্যাগ ক'রে রাম অন্য সহধর্ম্মিণী গ্রহণ ক'র্‌বেন যে জলধরের কোলে স্থির দামিনীকে দর্শন ক'রে নয়ন সার্থক ক'রেছি, আজ সেই নবজলধরের কোলে খদ্যোতিকা পুচ্ছজ্যোতি বিস্তার ক'র্‌বে। শুকের পিঞ্জর পেচকের আশ্রয় হবে ? পবিত্র দেবী-মন্দির পিশাচীতে অধিকার ক'রবে সীতাপদে বিক্রীত, সীতা সর্ব্বস্ব মারুতি সেই দৃশ্য দেখ্‌বার জন্য অযোধ্যায় আসবে ? রাম সীতা পরিত্যাগ ক'রে, যজ্ঞ পূরণার্থ ভার্য্যান্তর গ্রহণ ক'রেছেন একথা শুন্‌লে রুদ্ররূপী হনুমান যে কি মহারুদ্ররূপ ধারণ ক'র্‌বে, রামযজ্ঞের যে কি বিপর্য্যয় ঘটাবে, তা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে, হয় সীতা শূন্য এ শ্মশান তুল্য অযোধ্যা উৎপাটিত ক'রে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ ক'র্‌বে, কিম্বা স্বয়ং জলে বা অনলে আত্মবিসর্জ্জন ক'রে হতভাগ্য

পশু রাম-যজ্ঞে আহুতি দানের পূর্ব্বেই জীবন-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদান ক'র্‌বে তাই বলি সুমন্ত্র দেব বশিষ্ঠ। আর না,—আর অযোধ্যায় থাক্‌ব না, তোমরা যজ্ঞের আয়োজন কর, আমি যাতনাময় জীবন-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিতে চল্লেম। কোন্ অলক্ষ্মীর দ্বারা লক্ষ্মী স্থান পূর্ণ হবে তাই দেখ্‌তে—সেই বিষ সদৃশ বিসদৃশ দৃশ্য দেখ্‌তে লক্ষ্মণ আবার অযোধ্যায় থাকবে? লক্ষ্মণের সঙ্গে অযোধ্যার এই শেষ সাক্ষাৎ (প্রস্থান উদ্যত ও রাম কর্ত্তৃক ধৃত)

রাম　লক্ষ্মণ। রামের কার্য্য যদিও চণ্ডালের ন্যায় ঘৃণিত, কিন্তু তথাপি হৃদয় এখনও চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয় নাই যে মন্দির সতীর প্রেমময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠায় পবিত্র ক'রেছি, সে মন্দিরের সে আসনে আর অন্যে স্থান পাবে না, যতদিন সংসারে থাক্‌তে হবে,—এ যাতনাময় জীবন-ভার যতদিন বহন ক'র্‌তে হবে, ততদিন এ শূন্য মন্দিরে সেই সতীর প্রতিমা সীতার কল্পনাময়ী মুর্ত্তিই বিরাজ ক'র্‌বে। তেমন পতিপ্রাণা সতীর প্রতিমার প্রতি নিগ্রহ ক'রে আবার দারপরিগ্রহ। পীযূষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরীষ ভোজন। পবিত্র সূত্র-গ্রথিত অপার্থিব রত্ন অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়ে উপলখণ্ড কণ্ঠে ধারণ ক'রব? লক্ষ্মণ রাম এখনও ততদূর পশুত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, রাম আপন কার্য্যদোষে চণ্ডালের অধম হ'য়েছে, বিবিধ পাপে কলুষিত হ'য়েছে, কিন্তু এহৃদয়—এ পবিত্র সতীমন্দির এখনও অপবিত্র হয় নাই লক্ষ্মণরে, অধিক কি ব'ল্‌ব, যতকাল—যতদিন যাতনাময় জীবন-ভার ল'য়ে সংসারে থাক্‌ব, ততদিন সীতার সেই প্রেমময়ী প্রতিমা হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন ক'রে অশ্রুজলে পূজা ক'র্‌ব, অনুতাপের অগ্নিকে হোমাগ্নি রূপে স্থাপন ক'রে, সেই অনলে এ জীবনের সুখ—শান্তি—আশা—ভরসা—সমস্তই আহুতি দিয়ে শেষে এ পাপ-দেহ পূর্ণাহুতি দানে সতীপ্রেম মহাযজ্ঞ পূর্ণ ক'র্‌ব।

গীত।

লক্ষ্মণরে। সেই দিনে এজনমের মত, ভুলিব সেধনে।
যাবে মর্ম্মের ব্যথা, নিবৃবে শোকের চিতা,
এ রামের চিতা যেদিন জ্বলিবে শ্মশানে।
এ জীবনের মত ক'রেছি এই পণ,
সে প্রতিমা হৃদে করিয়ে স্থাপন,
সতী প্রেম যজ্ঞ ক'র্ব উদ্যাপন,
শোকানলে দেহ আহুতি প্রদানে
প্রাণের প্রতিমা দিয়ে বিসর্জ্জন, এ মন্দিরে কারে করিব স্থাপন,
কমলতিকারে, উৎপাটিতা ক'রে,
বিষলতা কিবে রোপিব উদ্যানে

বশিষ্ঠ। রামচন্দ্র সীতাসমা লক্ষ্মীরূপিণী সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ ক'রে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ বিষয়ে কেউ পরামর্শ প্রদান ক'র্বে না, তবে সহধর্ম্মিণীসহ ধর্ম্মাচরণ নিতান্ত কর্ত্তব্য ব'লেই যাহ'ক্

নারদ। আর দারপরিগ্রহ ক'র্লেই বা দোষ কি? রাজা রাজড়াদের ত ওটা কর্ত্তব্যের মধ্যেই পরিগণিত। তোমার পিতা যে ত্রিশতাধিক দারপরিগ্রহ ক'রেছিলেন, তুমি তেমন শত শত ক'র্তে যাচ্ছনা, একটা পরিত্যাগ ক'রে তার স্থলে আর একটা ক'র্বে, এ আর বেশী কথা কি।

রাম প্রভু আমি আত্মকৃত অপরাধের জন্য অনুক্ষণই অনুতাপাগুনে দগ্ধ হচ্চি। তার উপর আর এ তীব্র তিরস্কার কেন? সীতাসমা গুণবতী সতীপত্নীকে পরিত্যাগ ক'রে ভার্য্যান্তর পরিগ্রহ, রামের ন্যায় চণ্ডালের পক্ষে অধিক নয় কিন্তু প্রভু! পারিজাত তরু উৎপাটিত ক'রে সেস্থানে আর কোন্

পুষ্প-তরু রোপিত হওয়া সম্ভবে? পারিজাতের স্থল এক পারিজাতেই পূর্ণ হ'তে পারে, আমি সীতার কল্পনাময়ী মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা ক'রেছি, যজ্ঞকালেও সেই লাবণ্যময়ীর সুবর্ণময়ী প্রতিমা বামে ল'য়ে যজ্ঞ পূর্ণ ক'র্‌ব।

বশিষ্ঠ —(স্বগতঃ) আহা ধন্য রাম। ধন্য তোমার অপার্থিব প্রেম। আজ প্রজারঞ্জন হেতু পরিত্যক্তা সীতার পরিবর্তে, সেই পরিবর্জ্জিতা পত্নীর প্রতিমা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যজ্ঞ পূর্ণ ক'রবার বাসনা ক'রেছ, এ হ'তে রাম-চরিত্রের পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা,—পবিত্র প্রেমের চরম পরীক্ষা আর কি হ'তে পারে? (প্রকাশ্যে) রামচন্দ্র। দেবর্ষি তোমার চিত্ত পরীক্ষার জন্য দারপরিগ্রহের প্রস্তাব ক'রে-ছিলেন, পরীক্ষাও যথেষ্ট পেলেন, এক্ষণে সীতাদেবীর সুবর্ণময়ী প্রতিমা প্রস্তুত ক'রে যজ্ঞে ব্রতী হওয়া আমারও অভিপ্রেত।

রাম —লক্ষ্মণ। তুমি স্বয়ং কৃতবিদ্য সুবর্ণকারগণকে ল'য়ে এসে ভাণ্ডার হ'তে আবশ্যক মত সুবর্ণ প্রদান পূর্ব্বক সীতার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী প্রতিমা প্রস্তুতে অনুমতি দাও। দেবর্ষি আপনারাও সর্ব্ব বিষয়ে দৃষ্টি রেখে প্রয়োজনাধিক দ্রব্যাদির আয়োজনের জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচন পূর্ব্বক কার্য্যে অনুমতি প্রদান করুন। সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণের ভার যথাযোগ্য পাত্রে ন্যস্ত করা হ'ক্‌। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিলোকের মধ্যে কেহ যেন অনাহুত না থাকে। গোমতীতীরে নৈমিষারণ্যে যজ্ঞভূমি নির্ব্বাচিত হ'ক্‌।

নারদ —সে জন্য চিন্তা নাই; নিমন্ত্রণের ভার আমি স্বয়ংই গ্রহণ ক'ল্লেম

রাম।—তবে এক্ষণে ক্ষণকালের জন্য আমি বিদায় হ'লেম, মাতৃগণকে বাল্মীকির আশ্রম হ'তে অযোধ্যায় আন্‌বার জন্য শিবিকাদি প্রেরিত হ'য়েছে, তাঁদেরও আস্‌বার সময় হ'লো।

বশিষ্ঠ।—তবে তুমি পুরমধ্যে গমন ক'রে তাঁদের সঙ্গে

সাক্ষাৎ করগে। আমিও সময়ান্তে দেখা ক'রব স্নমন্ত্র। শুন, স্বর্গধামে, পাতালে বা কৈলাসে নিমন্ত্রণার্থে দেবর্ষি স্বয়ং গমন ক'র্‌বেন

স্নমন্ত্র —সর্ব্বের নিমন্ত্রণ কি ঘোষণা দ্বারা সম্পাদিত হবে ?

বশিষ্ঠ —না, স্থান বিশেষে উপযুক্ত পাত্রের দ্বারা, কোন স্থানে পত্রের দ্বারা এবং অবশিষ্ট স্থলে ঘোষণা দ্বারা নিমন্ত্রণ করা হবে।

রাম।—যথাযোগ্য সম্মানের ক্রটী না হয়, পরিচিত আত্মীয়, গুরুজন, বন্ধু ও সুহৃদ্‌বর্গকে যজ্ঞ দর্শনার্থে কোথাও যোগ্য পাত্র, কোথাও বা যোগ্য পত্র প্রেরণ দ্বারা নিমন্ত্রণ করা হ'ক্।

বশিষ্ঠ —অবশ্য তা'ত হবেই আর এক কথা, অশ্বমেধ উপযোগী সুলক্ষণযুক্ত অশ্ব শিরে জয়পত্র ধারণ পূর্ব্বক বহির্গত হ'লে, তার রক্ষার ভার কার হস্তে অর্পিত হবে ?

রাম —সে নির্ব্বাচনের ভারও আপনাদের উপর। ভরত লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, যাকে মনোনীত ক'র্‌বেন, তার উপরেই সে ভার ন্যস্ত ক'র্‌বেন, তবে শত্রুঘ্নই বোধ হয় সেজন্য অধিক আগ্রহ প্রকাশ ক'র্‌বে, এক্ষণে বিদায়।

[প্রণাম ও প্রস্থান।

নারদ।—আজ মহারাজা রামচন্দ্রের অশ্বমেধ মহাযজ্ঞারম্ভ, এ যজ্ঞে যেন ত্রিলোকে কেহই অনাহূত না থা'কে। এই মুহূর্ত্তেই সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণার্থে যথাযোগ্য দূত প্রেরিত হ'ক, ঋষিগণের তপাশ্রমে—বিভীষণের নিকট লঙ্কাধামে—শৃঙ্গবের পুরে গুহক আশ্রমে—মিথিলায় জনকালয়ে—কোশলপুরে—নন্দীগ্রামে—কিষ্কিন্ধ্যায় সুগ্রীবের নিকট—কদলীবনে রামচন্দ্রের প্রিয় সেবক হনুমানের কাছে, কুত্রাপি যেন সমাদরের ক্রটী না হয়। স্বর্গ

নিমন্ত্রণে ত স্বয়ংই প্রস্তুত হ'য়েছি, সুমন্ত্র, লক্ষ্মণ, কুমার ভরত শত্রুঘ্ন। আর বিলম্ব ক'রোনা শীঘ্র প্রস্তুত হও—

গীত।

বিলম্বে কিবা প্রয়োজন (আর)
পা'ল রাজ আজ্ঞা সবে, পরম উৎসবে,
কর যজ্ঞের আয়োজন।
নিমন্ত্রণ পত্র লিখে নামে নামে, কিষ্কিন্ধ্যা মিথিলা গুহক আশ্রমে,
দূত পাঠাও নন্দীগ্রামে
(হে স্বর্ণ লঙ্কাধামে, যথ বন্ধু প্রিয়জন)

[সকলের প্রস্থান

অষ্টম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নৈমিষারণ্য।

(হনুমানের প্রবেশ)

হনু —আজ আমার বিভীষণের সেই কথা স্মরণ হচ্ছে, যেদিন মা জানকী আমাকে "চিরজীবী হও" ব'লে অমর বর দিয়েছিলেন, সেই দিন বিভীষণ রামচন্দ্রের কাছে আক্ষেপ ক'রে ব'লেছিলেন যে "হে দীনবন্ধু রাম। এ রাক্ষসাধম বিভীষণকে ত মিত্র মিত্র ব'লে কর্ম্মসূত্র পাশে চিরদিনের মত বদ্ধ ক'রেছ, আর মোক্ষলাভের আশা নাই, এ রক্ষদেহ চিরকালই বহন ক'র্‌তে হবে। আজ আবার হনুমানের পশুদেহেরও মুক্তির পথ রোধ ক'রে অমর বর প্রদান কল্লে।" এখন একবার সেই বিভীষণের সঙ্গে দেখা হ'লে ব'ল্‌ব, রক্ষরাজ. একদিন যে দেহের পতনের জন্য কামনা ক'রেছিলে আজ সেই দেহের যতনের জন্য বাসনা হয় কিনা বল দেখি? রাম-কল্প-বৃক্ষমূলে শীতল ছায়ায় ব'সে

মোক্ষফলের রসাস্বাদন হ'তে আর মধুর কি আছে? সুবাদকের হস্তে বাদিত হ'লে বাদ্য-যন্ত্রের মধুর রব শ্রোতারই শ্রুতি-সুখকর, বাদ্য-যন্ত্রের তাতে সুখ দুঃখ কি? এতদিন যদি বিভীষণের রাক্ষসদেহের পতন হ'তো, কিম্বা এ পশু দেহের ধ্বংস হতো, তা হ'লে কি আজ সেই যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞধামে, যজ্ঞেশ্বরের বামে যজ্ঞেশ্বরীকে দর্শন ক'রে জীবন ধন্য ক'রতে পারতেম? আ'হা! আজ কি আনন্দের দিন! আজ যজ্ঞেশ্বর রামচন্দ্র আমাকে যজ্ঞদর্শনে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন, মা যজ্ঞভূমি-সম্ভূতে যজ্ঞেশ্বরি! আজ তোদের যজ্ঞদর্শন উপলক্ষে আমার চির-সংকল্পিত মহাযজ্ঞ পূর্ণ ক'রব, সেইজন্য আজ পদ্ম তুলে এনেছি! যখন দুজনে যুগলবেশে যজ্ঞস্থলে যজ্ঞাসনে বস্‌বি, তখন মা পদ্মালয়ে! আমি যুগল করে পদ্ম ল'য়ে তোদের যুগল রূপের পাদপদ্ম পূজা ক'রে জীবন সার্থক ক'রব

গীত

মনের সাধে যুগলপদে অর্পিব নীল পদ্ম ল'য়ে
যজ্ঞধামে রামের বামে বস্‌বি যখন পদ্মালয়ে
যুগল করে মনের সাধে,　　পদ্ম দিয়ে যুগল পদে,
ধ্যান যুগল নয়ন মুদে,　　যুগল রূপ দেখিব হৃদে,
কমণ্ডলু বলিয়ে পদে লুটাব দণ্ডবৎ হয়ে
রত্নাসন পরিহরি,　　যজ্ঞাসনে বস্‌বেন হরি,
যজ্ঞভূমি আলো করি,　　বামে বস্‌বেন যজ্ঞেশ্বরী,
জ্ঞানচক্ষে সে মাধুরী দেখিব হৃদ্-পদ্মালয়ে

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নৈমিষ বণ্য—যজ্ঞভূমি-দ্বারদেশ।

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ।—আজ প্রায় ত্রিলোকবাসী সকলেই নৈমিষারণ্যে উপস্থিত, এখন হনুমান আর লঙ্কানাথ বিভীষণ এই দু'জনের আসবার কালবিলম্ব হেতু চিন্তা, আবার আগত প্রায় ভ'বৃতে গেলেও ঘোর চিন্তা। ঐনা আস্‌ছে, আহা! মারুতি আজ বড় আনন্দেই অযোধ্যায় আস্‌ছে, হস্তে দেখ্‌ছি কতকগুলি বিকশিত পদ্ম, পদ্মালয়া সীতা সম্মিলিত পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্রের পাদপদ্ম পূজা করবার মানসে পদ্ম চয়ন ক'রে আন্‌ছে। এদিকে যে তার হৃদ্‌ পদ্মের চির-সেবিত ধন সতীকুলেশ্বরী সীতাকে চির-নির্ব্বাসিত। ক'রে রামচন্দ্র আনন্দের অযোধ্যা অন্ধকার ক'রেছেন, মারুতি এখনো তার কিছুই জান্‌তে পারে নাই,এখনি এসে অগ্রেই জিজ্ঞাসা ক'রবে -লক্ষ্মণ,আমার মা কুশলে আছেন ত? তখন কি উত্তর দেব। সূর্য্যকুলের কুসন্তান লক্ষ্মণ সেই কোশল রাজ্যের কুশলরূপিণী মাকে স্বহস্তে কুশ কণ্টক পূর্ণ অরণ্যপাথারে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছে. এ কথা শুন্‌লেই হয়ত সেই সীতাগত-জীবন পবনপুত্র শোকে উন্মত্ত প্রায় হ'য়ে ঘোর অনর্থ উপস্থিত ক'র্‌বে, কিম্বা আত্মহারা হয়ে আত্মহত্যায় উদ্যত হবে, হা দেব রামচন্দ্র! আজ কোথায় সুখের যজ্ঞে আনন্দের সহিত আহুতি প্রদান ক'রে যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাণ ক'র্‌বেন, তা না হ'য়ে শোকের যজ্ঞে অশ্রুধারা আহুতি দিয়ে দুঃখের আগুন, নির্ব্বাণের চেষ্টা ক'রতে হবে। (অধোবদনে দণ্ডায়মান)—

(হনুমানের প্রবেশ।)

হনুমান —এই ত যজ্ঞধাম। নৈমিষারণ্যে আজ বড় ধুমধাম, গুণধাম রামচন্দ্রের মহাযজ্ঞে আজ জগৎ নিমন্ত্রিত, উৎসবের কোলাহল পূর্ণ জনস্রোত যজ্ঞভূমির দিকেই প্রবাহিত সকলেই যেন রাম সীতার যুগলরূপ দেখ্‌বার জন্য ব্যগ্র আজ বড় আনন্দের দিন! অঞ্জলিপূর্ণ পদ্ম ল'য়ে পূর্ণানন্দে সেই পূর্ণানন্দধাম যুগল রূপের পদ পূজা করে বাসনা পূর্ণ ক'র্‌ব. (হস্ত হইতে পদ্ম পতন) একি! হাত হ'তে পদ্ম পড়ে কেন? তবে কি রাম সীতার পদ পূজা আমার ভাগ্যে ঘট্‌বেনা স্বয়ং মহাকাল সংহার মূর্ত্তিতে সমরে সম্মুখীন হ'লেও যার অঙ্গের কেশাগ্র মাত্র কম্পিত হয় না, আজ তার হাত কাঁপল। পূজার ফুল ধূলায় পতিত হলো হর্ষে বিষাদ মঙ্গলে অমঙ্গল দেখা দিলে। মা মঙ্গলময়ী জানকী! আমি যে বড় আশা ক'রে তোদের যুগলরূপের পূজা ক'র্‌বার বাসনায় অযোধ্যায় এসেছি আমার বাসনা কি পূর্ণ হবেনা মা! দেখি তোদের মনে কি আছে। ও কে যজ্ঞবাটের দ্বারে? লক্ষ্মণ! যজ্ঞস্থল পরিত্যাগ ক'রে এমন অধোবদনে একাকী দ্বারে দাঁড়িয়ে কেন? (লক্ষ্মণের নিকট গিয়া) খুল্লতাত লক্ষ্মণ! তোমাদের দাসানুদাস হনুমান প্রণাম ক'র্‌ছে, (প্রণাম) খুল্লতাত! এমন ধারা অধোবদনে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান কেন? আমিত জানি অযোধ্যায় এসে চিরদিন রাম সীতার মস্তকে ছত্র ধারণ ক'রে অষ্টপ্রহরই যুগলরূপের পদ দর্শন ক'রবে, এই তোমার বাসনা, আজ আবার প্রহরী হ'য়ে দ্বাররক্ষা করার সাধ হলো কেন? রাম সীতার অভয় পদ—যা ভক্তের সর্ব্বস্বধন, তাত একরূপ নিজস্ব ক'রেই নিয়েছ একস্থানে রাখ্‌লে পাছে অন্যে অধিকার ক'রে তোমার পূর্ণাধিকারে ব্যাঘাত জন্মায়, সেই ভয়ে চিরদিন মাকে কখন পঞ্চবটীর বনে—কখন চিত্রকূট পর্ব্বতে—কখন তপোবনে,

নানা স্থানে ভ্রমণের পর দেশে এসে আবার ভক্তের রাম দর্শন আশা-লহরী রোধ ক'র্‌বার জন্য প্রহরী সেজে দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত হয়েছ ? সে সুধার স্বাদ কি একাই উপভোগ ক'র্‌বে,অন্যের সাধ পূর্ণ হ'তে দেবেনা ? তাই হনুমানের সাধ বুঝতে পেরেই বুঝি এমনধারা বিষাদপূর্ণ বদনে ধারাগলিত চক্ষে ধরা দর্শন ক'র্‌ছ ? লক্ষ্মণ। আমি তোমার সে সাধে বাদী হ'তে আসি নাই তুমি সাধ পূর্ণ ক'রে, সে সুধার স্বাদ উপভোগ কর, আমি কেবল তোমার প্রসাদভিখারী মাত্র কি দেশে—কি বিদেশে, সর্ব্বত্রই রাম ভক্ত মাত্রেই যে তোমার বিদ্বেষে পতিত, তা আমি জানি। আমি শুনেছি তোমাদের চিত্রকুটে অবস্থান কালে ভরত মাতুলালয় হতে এসে যখন রাম দর্শনে বনে গমন করেন, তখন তুমি প্রকারে তাঁর প্রতি দোষারোপ ক'রে তাঁকে বিনাশে উদ্যত হ'য়েছিলে। বনগমন কালে শৃঙ্গবের পুরে উপস্থিত হ'য়ে পরম রামভক্ত গুহকের প্রতিও বাণ নিক্ষেপের উপক্রম ক'র্‌তে ছাড় নাই, তাই বলি জগতে আর রাম-পদসেবায় কারু অধিকার না রাখ্‌বার বাসনায়, নিষাদপতির প্রতি, যে আচরণে উদ্যত হ'য়েছিলে, এ প্রসাদভিখারী পশুর সঙ্গেও কি তাই ক'র্‌বে ? ওকি ক্রমেই যে বিষাদের কালীমায় মুখপদ্ম মলিন হ'য়ে উঠ্‌ছে কারণ কি ?

লক্ষ্মণ।—মারুতি আর কি বল্‌ব। আজ শুদ্ধ লক্ষ্মণের মুখপদ্ম মলিন হয় নাই, এতদিনে অযোধ্যার সুখ-পদ্ম চিরদিনের মত মুদিত হয়েছে। আর অযোধ্যার সে সুখ, সে শান্তি, সে আনন্দ, সে উৎসব কিছুই নাই, একদিন যে অযোধ্যায় সুখের প্রস্রবণ প্রবাহিত হ'য়েছে, আজ সেই সুখের অযোধ্যা শ্মশানভুমি। কেবল সীতা-বিচ্ছেদ-চিতাগ্নি হুহু ক'রে জ্বল্‌ছে। আনন্দের আধার অযোধ্যা আজ সত্য সত্যই আঁধার হ'য়েছে। আজ

যে মা, "আমার অতি স্নেহের ধন মারুতি এসেছে" ব'লে, সাদরে বক্ষে ধ'রে পুত্রাধিক স্নেহে কুশল জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন, সে মা আর অযোধ্যায় নাই হনুমান্‌রে।—এতদিনে আনন্দের হাট ভেঙ্গেছে সুখের নন্দন বন শ্মশানে পরিণত হ'য়েছে।

হনু—কেন, কেন লক্ষ্মণ কেন মা অযোধ্যায় নাই? তিনি অযোধ্যা পরিত্যাগ ক'রে কোথায় বাস ক'র্‌ছেন?

লক্ষ্মণ।—বাল্মীকির তপোবনে। রঘুকুল লক্ষ্মী সীতা আজ নির্ব্বাসিতা।

হনু—নির্ব্বাসিতা কেন, মা নির্ব্বাসিতা কি জন্য?

লক্ষ্মণ—দীর্ঘকাল রাবণ গৃহে বাস হেতু, মারুতি, সে কথা উচ্চারণেও রসনা পাপাগ্নিতে দগ্ধ হয়, সেই অপাপস্পর্শিতা সীতা-চরিত্রে প্রজাগণের সন্দেহ, সেই জন্য, আর প্রজারঞ্জন ব্রত পালন উদ্দেশে রামচন্দ্র মাকে বনবাসিনী ক'রেছেন

হনু—কি বল্লি লক্ষ্মণ জগৎলক্ষ্মী সীতা নির্ব্বাসিতা হ'য়েছেন। জগৎপ্রসূতি সীতা অসতী অপবাদে অরণ্যবাসিনী। তবে সংসার এখনো রামশূন্য হয় নাই কেন? পাপ অযোধ্যা এখনো মহাপাপের ভারে রসাতল গর্ভে প্রবেশ করে নাই কেন? আর এই মহানরকের দ্বারপাল লক্ষ্মণই বা এখনও মরে নাই কেন? সামান্য শক্তিশেলে যার মরণ হ'য়েছিল, আজ আদ্যাশক্তিরূপিণী সীতার শোক মহাশক্তিশেলে তার পতন হলো না? হ্যাঁরে! কুসুমাঘাতে যার মূর্চ্ছা হ'ল, সে বজ্রাঘাত সহ্য ক'রে জীবিত থাকল কেমন ক'রে? তবে বোধ হয় তুই সে লক্ষ্মণ না হবি যে লক্ষ্মণ সীতা-শোক-শক্তিশেল অকাতরে সহ্য ক'র্‌তে পারে, রাবণ নিক্ষিপ্ত শক্তিশেলত তার পক্ষে পাষাণের উপর তুষার কণা মাত্র। তাই বলি, হয় তুই সে সীতা-পদসেবক লক্ষ্মণ নয়, কিম্বা অযোধ্যায় এসে দাসত্ব ভাব পরিত্যাগ ক'রে, বৈমাত্রেয়

স্বভাব প্রাপ্ত হ'য়েছিস্। কিন্তু শোন্ লক্ষ্মণ যদি সত্যই প্রজা-রঞ্জনের জন্য নির্দ্দয় রাম মাকে আমার নিরপরাধে নির্ব্বাসিতা ক'রে থাকেন, তাহ'লে নিশ্চয় জেন, আজ অযোধ্যার অস্তিত্ব লোপ হবে, রাম-যজ্ঞ আজ দক্ষযজ্ঞে পরিণত হবে। জগৎ মাতা সীতা অসতী? আমরা অসতীর পুত্র? একথা যে পাপাত্মাদের রসনা হ'তে নির্গত হ'য়েছে, আজ সেই নরকের কৃমিকীটদের জীবিত দগ্ধ ক'র্ব —লঙ্কা দগ্ধের মত পাপ অযোধ্যা পুড়িয়ে ভস্মে পরিণত ক'র্ব। আজ ত্রিলোক একপক্ষ হ'ক্—জগৎ লক্ষ্মণময় হ'য়ে অযোধ্যা-নরকের দ্বারপালরূপে অযোধ্যা রক্ষায় প্রস্তুত হ'ক, তথাপি সীতা বিরুদ্ধাচারী—আমার মাতৃচরিত্রে দোষারোপ করা রাম রাজ্যের প্রজা নামধারী এক পাপাত্মাকেও জীবিত রাখ্‌ব না। সব পোড়াব—তেমনি ক'রে লঙ্কা পোড়ানর মত পাপ অযোধ্যা পোড়াব।—সব ছারখার ক'র্ব। একবার লঙ্কা পুড়িয়ে মাকে অশোক বন হ'তে উদ্ধার ক'রে, শেষে রামের বামে বসিয়ে যুগলরূপ দেখেছিলাম, এবারে অযোধ্যা পুড়িয়ে বাল্মীকির বন হ'তে মাকে উদ্ধার ক'রে এনে হৃদয় চিরে আত্মারামের বামে চির-প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক প্রাণ ভ'রে অবিচ্ছেদ রূপ দর্শন ক'র্ব, দেখি কার সাধ্য আমার সংকল্পে বাধা দেয়? কে সে নিষ্ঠুর রাম? বুঝি যজ্ঞবাটে, দেখি তোর অশ্বমেধযজ্ঞ আজ নরমেধযজ্ঞে পরিণত ক'র্ত্তে পারি কি না।

[বেগে প্রস্থান।

লক্ষ্মণ —(স্বগতঃ) আমিত ত পূর্ব্বেই জানি, সীতা-নির্ব্বাসন সম্বাদ শ্রবণে আত্মহারা হ'যে হনুমান কোন না কোন অনর্থ উপস্থিত ক'র্বেই ক'র্বে। এখন যাই, সকলে একত্র হ'য়ে আত্মহারা

পবন-পুত্রকে সাধ্যমত সান্ত্বনার চেষ্টা করিগে। সীতাহীন র ম-. যজ্ঞ যে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে না, এই তার সূত্রপাত।

[লক্ষণের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—যজ্ঞস্থল

পট্টবস্ত্র পরিহিত রামচন্দ্র

(বশিষ্ঠাদি মুনিগণ যথাস্থানে উপবিষ্ট, মন্ত্রপাঠ, স্বস্তিবাচন সংকল্প, অগ্নিস্থাপন ইত্যাদি)

বশিষ্ঠ —সুমন্ত্র! পট্টবাস আবরিত সুবর্ণময়ী সীত মূর্ত্তি রামচন্দ্রের বামভাগে স্থাপন কর

নারদ —সংকল্প পূর্ব্বক স্বর্ণ সীতার প্রা প্রতিষ্ঠা কর হ'ক্

(হনুমানের প্রবেশ)

হনু —প্রাণপ্রতিষ্ঠা, সে ভারটা আমিই নিচ্চি যে যজ্ঞে সতীর অপমান, সে সতীশূন্য যজ্ঞে যিনি যিনি লিপ্ত আছেন— যিনি এ রাম যজ্ঞের উপদেষ্টা, আজ তারই প্রাণ যমালয়ে প্রতিষ্ঠা ক'র্ব। আগে দেখি লক্ষণের কথা কতদূর সত্য, (রাম-চন্দ্রের বামভাগে সীতামূর্ত্তি দর্শন পূর্ব্বক) ওকে? ঐ যে পীত কৌশেয় বাস পরিহিত প্রভু রামচন্দ্র বামভাগে বামদেবারাধ্যা সীতাদেবীকে ল'য়ে যজ্ঞবেদীতে উপবিষ্ট। সম্মুখে বশিষ্ঠ নারদাদি ঋষিগণ হৃষ্টমনে যেন নিবিষ্ট চিত্তে জগদিষ্ট যুগলরূপের পদ-যুগল দর্শনে তন্ময়! তবে কি লক্ষ্মণ এতক্ষণ অযথা মিথ্যালাপ

দ্বারা আমার চিত্ত পরীক্ষা ক'রছিল? মাতৃচরিত্রে দোষারোপের কথা!—য শ্রবণে মহাপাপ—উচ্চারণে অনন্ত নরক, সেই কথা ল'য়ে পরিহাস। উন্মাদ—লক্ষ্মণ নিশ্চয় উন্মাদ। কিম্বা মিথ্যাবাদী—ঘোর মিথ্যাবাদী। এখনি বল্‌লে "মা অযোধ্যায় নাই, তপোবণ্যবাসিনী" ঐ যে পট্টবস্ত্র আবরিতা হেমলতা, বাম নীলচন্দ্রের অঙ্গে স্থির-দামিনী জলধরের কোলে শোভা পাচ্চে। যাই যুগল করে পদ্ম ল'য়ে ঐ পদ্মযোনির হৃদ্‌পদ্মের ধন রাম সীতার পাদপদ্মে অর্পণ পূর্ব্বক পাপ পশুদেহ ধন্য করি। (পদ্মাঞ্জলী গ্রহণ পূর্ব্বক পাতিত জানু হইয়া) ইদং অঞ্জলী পূর্ণ নীলকমল কমলা শোভিত কমল লোচন রামচন্দ্রায় নমঃ।

রাম।—(বিষাদিত নেত্রে) এস বৎস মারুতি! তোমার সর্ব্বাঙ্গিন কুশল ত?

হনু।—যার পিতা স্বয়ং মঙ্গলময়, মা যার সর্ব্বমঙ্গলা, তার আবার অমঙ্গল কোথায় প্রভু? মা সর্ব্বমঙ্গলময়ী। আজ তোমার অধম পুত্র হনুমানের বড় আনন্দের দিন। আজ জননী যজ্ঞেশ্বরীর সহিত স্বয়ং পিতা যজ্ঞেশ্বর মহাযজ্ঞে দীক্ষিত, আর সেই যজ্ঞে হনুমান নিমন্ত্রিত. মা বড় শুভক্ষণেই এ অধম পুত্রকে অমর বর দিয়েছিলি। যে দেহের পতন হবে না ব'লে একদিন দুঃখ প্রকাশ ক'রেছিলাম, এখন প্রার্থনা ক'র্‌ছি আমার সেই পশুদেহ অক্ষয় হক্‌, আমি ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব চাইনে, শিবত্বেরও প্রার্থী নৈ কেবল এই প্রার্থনা, চিরদিন যেন এস্থিধারা এই পশু দেহেই তোদের ঐ পশুপতি সেবিত যুগলরূপের দাসত্ব ক'র্‌তে পাই, তাহ'লেই আমার পশুত্ব সার্থক হবে, তা হ'লেই আমি কৃতার্থ হব এখন কৃপা ক'রে পদধূলি দে, আমি পিতা মাতার পদরজ মাথার মণি করে ধন্য হ'ই। কেন মা এমন ধারা নীরবে স্থিরভাবে থাক্‌লে? কি দোষে দাসের প্রতি এরূপ বিরূপ হলি মা? কি অপরাধ

ক'বেছি বশ, এখনি এই মুহূর্ত্তে তোদেব পদতলে প্রাণ পবিত্যাগ ক'বে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রব

লক্ষ্মণ—হনুমান ! তুমি কাকে মাতৃ সম্বোধন ক'রে পদধূলি প্রার্থনা ক'র্‌ছ ? লক্ষ্মণ মিথ্যাবাদী নয়, সত্যই মা অযোধ্যায় নাই, রঘুকুল লক্ষ্মী আজ সত্য সত্যই অনাথিনী বেশে বনবাসিনী। মা অযোধ্যায় থাক্‌লে কি তোকে পদধূলি প্রার্থনা ক'র্‌তে হতো ? তাড়াতাড়ি এসে কোলে নিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তেন, পুত্রাধিক স্নেহে কুশল জিজ্ঞাসা ক'র্‌তেন

হনু —তবে লক্ষ্মণ যা বলেছিলি সত্যই তাই। সত্যই সে সতী কুলেশ্বরী মা আমার অযোধ্যায় নাই ? কার বিচারে—কার মন্ত্রণায় মা আমার অসতী অপবাদে অরণ্যবাসিনী, রাম তুমি এ রাজ্যের ন্যায়বান ভূপতি ? তবে তোমারি বিচারে অসতী অপবাদগ্রস্তা হ'য়ে জগৎলক্ষ্মী মা আমার অনাথিনীর মত অরণ্যে বসতি ক'র্‌ছেন ? বশিষ্ঠ ! তুমি না রঘুকুলের ইষ্ট উপদেষ্টা ? তবে তোমারি মন্ত্রণাগুণে জগত জননী মা আজ যন্ত্রণা সাগরে ভাস্‌ছেন ? সতীকুলেশ্বরী সীতা অসতী !—জগতমাতা অসতী ! আমরা অসতীর পুত্র ! এই রামের বিচার—এই তোমার ইষ্টমন্ত্রণা ? শোন বশিষ্ঠ ! জারজ আখ্যা তোমার পক্ষে দোষের নাহ'তে পারে, কারণ যেরূপ ক্ষেত্রে তোমার উদ্ভব, তাতে জারজ আখ্যায় তোমার ব্যাখ্যা ভিন্ন গৌরব লাঘব নাহ'তে পারে অথচ যেমন মুখ্য ক্ষেত্রে তোমার জন্ম তেমনি মুর্খের মত কার্য্যও করেছ, মন্ত্রণা দিয়ে রাজলক্ষ্মীকে বনবাসিনী ক'রে, রামকে লক্ষ্মী ছাড়া ক'রে, আবার যে কোন্ ভাগ্যলক্ষ্মী লাভের জন্য রামকে যজ্ঞে ব্রতী ক'রেছ, তা তুমিই বলতে পার, আমার বোধ হয় রাজপরিণয় উপলক্ষে কিছু ধন রত্ন পাবার প্রত্যাশায় পরামর্শ দিয়ে সীতা বর্জ্জন করিয়ে রামকে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়েছ ; আর তোমাদের

মত স্বার্থপর মহামূর্খের মন্ত্রণায় মুগ্ধ হ'য়ে নির্দ্দয় রাম রঘুকুল-লক্ষ্মীকে দুঃখের সাগরে বিসর্জ্জন দিয়েছেন। কিন্তু শোন বশিষ্ঠ। যে রাজ্যের পাপাত্মা প্রজাবর্গ সতী-চরিত্রে অযথা কলঙ্কারোপ ক'রেছে—যে রাজ্যের মহামূর্খ মুখ্য পাত্রগণ যে পাষণ্ড প্রজাদের পাপ আন্দোলনে অনুমোদন ক'রে নির্দ্দয় রাজা রামকে সীতা পরিত্যাগে পরামর্শ দিয়েছে, আজ সেই সকলকেই যমালয় পাঠাব, পাপ অযোধ্যা শ্মশানে পরিণত ক'র্‌ব। যতদিন জগতে সীতা বিদ্বেষীর অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন হনুমান মহা প্রলয়কারী সংহার মূর্ত্তিতে ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ ক'রবে। হও দেখি—কে আছ—কার সাধ্য পাপ অযোধ্যা রক্ষায় অগ্রসর হও? আজ জগত শুদ্ধ সকলে একত্র হক্ তথাপি অযোধ্যার ধ্বংস অনিবার্য্য। (রামচন্দ্রের পার্শ্বস্থ স্ত্রী মূর্ত্তিকে লক্ষ্য পূর্ব্বক) কে তুমি? নির্দ্দয় রাম ত দ্বিতীয় পরিণীতা—আমার বিমাতা? যে বিমাতার জন্য ঐ নির্দ্দয়—ঐ সতী পত্নীঘাতী আমার মাতৃহন্তা রাম জটা-বাকলধারী পথের ভিখারী। তুমি আমার সেই বিমাতা? লও বিমাতা লও তোমার সত্যপ্রতিজ্ঞ পতির কাছে কি বর নেবে লও সপত্নী পুত্রকে বনে দেবে? সন্ন্যাসী সাজাবে? তা আমার ত বনেই বাস, সন্ন্যাসীর হতেও সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীর বরং কদাচিৎ আশ্রম থাকে আমার আশ্রম তরুতল, আশ্রয় বৃক্ষপত্র, করপুট পানপাত্র, আহার্য্য বনফল মাত্র, এ হ'তে আর সন্ন্যাস কি আছে? এ সন্ন্যাসী ত মাতাতেই সাজিয়েছেন তুমি বিমাতা এ অপেক্ষা আর কি সন্ন্যাসী সাজাবে? যদি কিছু বাকী থাকে বল, তাও ছাড়ব,—কেবল ছাড়ব না আমার অতুলসম্পদ মা জনকনন্দিনীর পদাশ্রয়। তুমি আমাকে সেই সম্পদে বঞ্চিত ক'র্‌বার জন্য আমার মাতৃস্থান অধিকার ক'রে বসেছ, কিন্তু এখনও বলছি—আমার সম্মুখ হ'তে প্রস্থান কর, হনুমান রামসীতার যুগলরূপ দেখ্‌বার জন্য এসেছে, রামের বামে—আমার

মা জগজ্জননীর আসনে অন্য রমণীকে দেখ্‌তে আসে নাই শুকের পিঞ্জরে পেচকের অভিনয় দেখ্‌তে আসে নাই তুমি যে হও, স্ত্রীজাতি, তাতে আমার মাতৃস্থানে উপবিষ্টা, সুতরাং অবধ্যা, তাই বলি শীঘ্র আমার সম্মুখ হ'তে প্রস্থান কর, নতুবা স্ত্রী হত্যা অনিবার্য্য। আমি অনন্তকালের জন্য সে যুগল মূর্ত্তি হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ক'রেছি, আমি কি বাহিরে—কি অন্তরে চিরদিনের তরে যেরূপ অপরিবর্ত্তনীয় দেখা সংকল্প ক'রেছি, কার সাধ্য আমার সে সংকল্প ভঙ্গ করে; শুন নির্দ্দয় রাম। তুমি যত চাতুরীই কর, যতই মায়াজাল বিস্তার কর, হনুমান তোমার সে কুহকে ভুলবে না, সে মায়া-ফাঁদে পড়্‌বেনা আমি স্থির-সংকল্পে রাম সীতার দাসত্বব্রতে দীক্ষিত হ'য়েছি, স্থির সংকল্পে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, আজ আবার তোমার সমক্ষেও মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করছি, রাম সীতার যুগলরূপ ভিন্ন কখন অন্যরূপ ইষ্টভাবে দেখ্‌বনা, হনুমানের এ মস্তক কখন রাম সীতার পাদপদ্ম ব্যতীত এ জগত-ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ব্রহ্মার কাছেও নত হবেনা। তুমি যে মূর্ত্তিই বা যে ভাবেই ছলনা কর, যে অলক্ষ্মীকে এনে বামে বসাও, হনুমানের কাছে সেই জগত লক্ষ্মী সীতা শোভিত রামরূপ অটল ভাবেই থাক্‌বে। একবার বুক চিরে তার পরীক্ষাও দেখিয়েছি, আজ আবার বুক চিরে তোমাকে দেখাব! আর তোমার এই নরকের কীট প্রজা নামধারী পিশাচদের বুক চিরে দেখাব কি ঘোর নরকাগ্নি তাদের হৃদয়ে জ্বল্‌ছে, মহাপাপের কি ভয়ানক অভিনয় হচ্চে, সব পোড়াব তেম্‌নি করে, লঙ্কা দগ্ধ করার মত পোড়াব।

লক্ষ্মণ।—মারুতি। শোকে, অভিমানে আত্মহারা হ'য়ে কাকে অলক্ষ্মী সম্বোধনে অযোধ্যা-লক্ষ্মী সীতার আসন হ'তে অন্তর্হিত হ'তে ব'ল্‌ছ? মারুতি। এখনো ততদূর ঘটে নাই মাকে হারিয়েছি

আর সেই সঙ্গে অযোধ্যার সৌভাগ্য লক্ষ্মীকেও চিরদিনের মত বিদায় দিয়েছি সত্য ; কিন্তু তুমি যে ভয় ক'রছ অযোধ্যায় এখনো সে মর্ম্মভেদী চিত্র অঙ্কিত হয় নাই, সুবর্ণময় শুকের পিঞ্জর এখনো পেচকে অধিকার করে নাই, পবিত্র দেবী-মন্দির এখনো পিশাচীর আশ্রয় হয় নাই, তা'হ'লে এতদিন অযোধ্যায় থাকতুম না, রাম হৃদয়ে সে অপবিত্রতা প্রবেশ কল্লে—রাম-হৃদয় রূপ সতী-মন্দির হ'তে সীতা প্রেমের স্বর্গীয় সৌরভ তিরোহিত হ'লে,এতদিন অযোধ্যায় থাক্‌তেম না, এ যজ্ঞেও লিপ্ত হ'তেম না, রাম-দাসত্বে জলাঞ্জলি দিয়ে- জলন্ত চিতায় এযাতনাময় দেহ আহুতি দিয়ে জীবনযজ্ঞের শেষ ক'র্‌তেম। রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনব্রত পালনের জন্য, কঠোর কুলধর্ম্ম আর রাজনীতির বশবর্ত্তী হ'য়ে সীতাদেবীকে নির্ব্বাসিতা ক'রেছেন সত্য ; কিন্তু সেই সতীশ্বরী সীতার স্বর্গীয় প্রেমময়ী মূর্ত্তি রাম হৃদয়ে পবিত্র ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে এ সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি তাঁর সাক্ষী মাত্র, আর এই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পেয়েই এখনো দুঃখপূর্ণ অযোধ্যায় আছি। তুমি সম্মুখে যে মূর্ত্তি দর্শন ক'রে রামচন্দ্রের দ্বিতীয় পরিণীত পত্নী জ্ঞান ক'রেছ, ও তা নয়, আমাদের সেই বনবাসিনী মায়ের স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি মাত্র সস্ত্রীক ব্যতীত যজ্ঞে দীক্ষিত হ'লে যজ্ঞফল অপূর্ণ থাকে ব'লেই যজ্ঞ সম্পূরণের জন্য স্বর্ণসীতা নির্ম্মিত হ'য়েছে।

হনুমান।—লক্ষ্মণ। আমি হীন বুদ্ধি বনের পশু, আর তোরা রাজপুত্র, তোদের রাজবুদ্ধি অতি সুক্ষ্ম, সুতরাং আমার মত মূর্খকে বুঝাবার শক্তি তোদের যথেষ্টই আছে। রামচন্দ্র সীতাকে বনবাস দিয়ে তাঁর পবিত্র প্রেম বিস্মরণ হন নাই, তাই তাঁর সোণার মূর্ত্তি গড়িয়ে যজ্ঞে ব্রতী হ'য়েছেন, সুতরাং রাম যে অপার দয়ার সাগর, তারই পরীক্ষা দিয়েছেন, আর লক্ষ্মণ তাতেই সেই সাগরে ভেসে বেড়াচ্চে শুনে আমিও চরিতার্থ হ'লেম—সকল দুঃখ দূর হলো।

এখন, সীতা বনেই থাক্ বা কেঁদেই বেড়াক, রাম যে সোণার সীতা নির্ম্মাণ ক'রে পবিত্র প্রেমের পরীক্ষা দিয়েছেন এতেই সকলের প্রাণ বুঝেছে—প্রবোধ পেয়েছে, এ অবোধ পশুকেও বেশ বুঝিয়ে দিলে। বলি রামকে সোণার সীতা নির্ম্মাণ ক'র্‌তে কে যুক্তি দিয়েছিল? সোণা শ্রেষ্ঠ পদার্থ মূল্যবান্, সুতরাং তদ্দ্বারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'র্‌লে সীতার গৌরব বৃদ্ধি করা হবে, এই বোধ হয় সেই মন্ত্রণা-দাতা মহাত্মাদের বিশ্বাস। হারে, জগৎ ব্রহ্মাণ্ড, এমন কি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও যাঁর সৃষ্ট পদার্থ; ব্রহ্মার সৃষ্ট পদার্থ মধ্যে এমন শ্রেষ্ঠ পদার্থ কি আছে যে তদ্দ্বারা পরম পদার্থ পরমার্থদায়িনী ব্রহ্মময়ী সীতার মূর্ত্তি নির্ম্মিত হ'তে পারে? এ সব বোধ হয় ঐ বশিষ্ঠ, গৌতম, মরীচি নারদ প্রভৃতি মহাত্মাদের পরামর্শ। সোণার সীতা ল'য়ে যজ্ঞ সমাধা হ'লে শেষে সকলে মিলে সোণা ভাগ ক'রে, উপাসনার ধন ব্রাহ্মণীদের জন্য স্বর্ণ অলঙ্কার নির্ম্মাণ ক'র্‌বেন, এই বোধ হয় প্রভুদের মনোগত বাসনা। তা সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় আর কি। স্বর্ণকার ডেকে ব্রাহ্মণীদের জন্য অলঙ্কার গঠনে আদেশ দিলেই হয়। আর নিজেরাও এক একটী সোণার লাঙ্গুল গড়িয়ে নিয়ে অপূর্ণ দেহের পূর্ণতা সম্পাদন করুন। আমরা বনের বানর—অধম পশু, আমাদের ন্যায় লাঙ্গুল ধারণ ক'র্‌লে আপনাদের অপমান হ'তে পারে, এমন সব ব্রহ্ম-বানরদের সোণার ল্যাজ হওয়াই উচিত, নারদ। তুমি দেবর্ষি, মহাজ্ঞানী, তুমি ত বিষয়াশক্তিহীন, অকৃতদার, তুমি সোণা নিয়ে কার বাসনা পূর্ণ কর্‌বে? আমার বোধ হয় এ তোমার মন্ত্রণা নয়? যারা পূর্ণ আশ্রমী, রাজ-যজ্ঞে যথেষ্ট ধনরত্ন এনে সন্তুষ্ট ক'র্‌ব ব'লে ব্রাহ্মণীদের আশা দিয়ে এসেছেন, এ সেই সকল অর্থলোলুপ স্বার্থপর যাজকগণের মন্ত্রণা, সব অনিষ্টের মূল বশিষ্ঠ, আর ঐ জাবালী—মরীচি—অঙ্গীরা প্রভৃতি ব্রহ্মকুলাঙ্গারগণ। আপন ইষ্টসিদ্ধির জন্য এমন নিকৃষ্ট বৃত্তি নাই যে তোমরা

লোভের বশে তা ক'রতে অক্ষম। পরের যজ্ঞে গিয়ে লোভে পড়ে হোমের ঘৃত চুরি ক'রে বসে থাক, কিন্তু শেষে যমের বাড়ী গিয়ে যে তার ফল ভোগ ক'রতে হবে, তা বোধ হয় ভুলেও ভাব না। কিন্তু শোন জাবালী—মরীচি। আমিত মরেচি, ব্রহ্মশাপ আমার কপালে নৃত্য ক'রছে, তা বুঝতেও পেরেছি। কিন্তু প্রাণে যে আগুন জ্বলছে, তার কাছে ব্রহ্মশাপানলত, বজ্রের কাছে ক্ষুদ্র দীপালোক হ'তেও সামান্য। আমি তোমাদের কর্ম্মোচিত ফল দান ক'রে অকাতরে ব্রহ্ম শাপানলে দগ্ধ হব। এ বজ্রানলে— এ মাতৃশোক বজ্রানলে, এ রাম মেঘ হ'তে পতিত বজ্রানলে মরণ অপেক্ষা ব্রহ্ম-শাপানলে মরণই মঙ্গল। আমি জানি ব্রহ্ম-শাপে পতিত হ'লে, সে অন্তে রামপদলাভে বঞ্চিত হয় না, সগর-বংশ কোপিল-শাপে ধ্বংস হ'লে, বিষ্ণুপদ বিহারিণী গঙ্গা এসে তাদের উদ্ধার ক'রেছিলেন গৌতম শাপে অহল্যা পাষাণী হ'লে, শেষে রামপদস্পর্শে উদ্ধার হ'য়েছিল, তাই বলি ব্রহ্মশাপে মরণ হ'লে শেষে সদ্গতি লাভ ক'রব। কিন্তু এ বজ্রানলে পতন হ'লে চিরদিন প্রেতাত্মাকে পর্য্যন্ত জ্বলতে হবে। আজ গৌতম, মরীচি, বশিষ্ঠ, যিনি রামযজ্ঞের উপদেষ্টা—সীতা নির্ব্বাসনের মন্ত্রণা-দাতা, অগ্রে তাদেরই সংহার ক'রব শুন বশিষ্ঠ। এ রাম-যজ্ঞে তোমার যে কি লভ্য হবে, তা বোধ হয় এখনও বুঝতে পার নাই, দক্ষের সতীশূন্য যজ্ঞে ভৃগুর যেরূপ ফললাভ হ'য়েছিল, রামের সীতাশূন্য যজ্ঞে বশিষ্ঠেরও সেই গতি হবে তা নিশ্চয় জেনো, দক্ষ-যজ্ঞে পশুপতির জটা হ'তে বীরভদ্র উৎপত্তি হ'য়ে ভৃগুর দুর্গতি ক'রেছিল, রামযজ্ঞে এই পশুর হৃদয় থেকে ক্রোধরূপ বীরভদ্র উৎপত্তি হ'য়েছে—আর তোমাদের ভদ্রস্থ নাই। শোন রাম। তোমার এ যজ্ঞ—এ সতীশূন্য যজ্ঞ পূর্ণ হবে তা মনে করোনা, অনধিকার ব্রতে কখনই শুভ ফল লাভ হয় না। অশ্বমেধ রাজযজ্ঞ,

যাঁদের রাজলক্ষ্মী অচলা, এ যজ্ঞে তাদেরই অধিকার। তোমার সে রাজলক্ষ্মী কৈ? যেদিন কুল লক্ষ্মী সীতা কে নির্ব্বাসিতা ক'রেছ, তোমার রাজলক্ষ্মী সেই দিনেই বিদায় হ'য়েছেন। এখন ত তুমি লক্ষ্মীছাড়া। লক্ষ্মী ছাড়ার অশ্বমেধ আবার কবে পূর্ণ হ'য়ে থ কে। এখন ত অযোধ্যায় অলক্ষ্মীর পূর্ণ আবির্ভাব, সুতরাং অলক্ষ্মীর আবির্ভাবে তোমারও পূর্ব্ব ভাবের তিরোভাব হ'য়েছে, নৈলে ছার সোণার সীতা নির্ম্মাণ ক'রে যজ্ঞে ব্রতী হবে কেন? কাঠের তরণিতে তোমার পাদস্পর্শ হওয়াতে যে সোণার উৎপত্তি হ'য়েছিল, সেই সোণা দিয়ে সেই সনক সনাতন দির উপাসনার ধন, সীতার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ। ছার সোণার সঙ্গে সেই সনাতনীর উপমা।

গীত।

উপমার ধন মা কি আমার সেই সোণার সনে (রামহে)
যে সোণার কাঠে উদ্ভব, তব পদ পরশনে
বৈকুণ্ঠে যে বক্ষাসনা, তার উপমা রাম সোণা,
ব্রহ্মাদি পুরাণ বাসনা, যে সনাতনীর দরশনে
কি ধর্ম্ম করিতে অর্জ্জন, ক'রেছ যজ্ঞের আয়োজন,
যজ্ঞেশ্বরী মাকে আমার দিয়ে বিসর্জ্জন—
যে যজ্ঞেতে সতী বাম, সে যজ্ঞের ফল জানত রাম,
দক্ষযজ্ঞের যে পরিণাম, সতী ক্রোধ হুতাশনে

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী।—মহারাজ! বহুসংখ্যক রাক্ষসগণ সঙ্গে, লঙ্কানাথ বিভীষণ দ্বার দেশে উপস্থিত।

রাম।—(অধোবদনে) যাও যত্নের সহিত যজ্ঞস্থলে ল'য়ে এসগে।

হনুমান —এসেছে বিভীষণ সে আবার আগা হ'তেও

মহামূর্খ। আমি কপট রামের মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে সীতা উদ্ধারের জন্য কেবল তপনার মুখ মত্র দগ্ধ ক'রেছি, সে হতভাগ্য মন্ত্রণা দিয়ে বিপুল বংশটা ধ্বংস কল্লে, শেষে ঐ রামের জন্য একমাত্র পুত্র তরণীসেনকে বিনাশ ক'রে অন্তে জল পিণ্ডের পথ পর্য্যন্ত রোধ কল্লে। সে সময় হয়ত মনে করে'ছিল, আশ্রিত অমর, মরণত হবেনা, সুতরাং জল পিণ্ডেরও প্রয়োজন নাই, চিরদিন ঐ রাম-জলধরের চাতক হ'য়ে থাক্‌ব আর কৃপাবারি পানে কৃতার্থ হব। চাতক আজ বড় আশা ক'রেই আস্‌ছে। এদিকে তার জলধর যে বজ্রধর হ'য়ে বসে আছে আস্‌বে মাত্রেই যে মাথায় বজ্রাঘাত হান্‌বে, তা বোধ হয় বুঝ্‌তে পারে নাই।

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ বুঝ্‌তে পারি নাই হনুমান। পূর্ব্বে বুঝ্‌তে পার্‌লে মন্ত্রণা দিয়ে এমন বিপুল বংশ ধ্বংস ক'র্‌তেম না, একমাত্র পুত্র তরণী ধনের নিধনোপায় ব'লে দিয়ে সাধে সাধে সমর সাগরে তরণী নিমগ্ন ক'রে সে সরলপ্রাণা সরমাকে চির বিষাদের সাগরে ভাসাতেম না ইহাহে দয়াময় রামচন্দ্র, একি সর্ব্বনাশের কথা শুন্‌লেম প্রভু যার জন্য বিপুল রাক্ষস বংশ স্বয়ং মন্ত্রণা দিয়ে ধ্বংস কল্লেম, যার জন্য সোণার লঙ্কা—সেই বীর-রত্নখণি লঙ্কা, আজ শ্মশানে পরিণত, সেই সীতাকে—সেই পতিগত প্রাণা সতীকে অসতী বলে নির্ব্বাসিতা ক'রেছ এখনও যে লঙ্কার সে হাহাকার নিবারণ হয় নাই। সরমার বক্ষের সে পুত্র-শোকরূপ শেল যে এখনো উৎপাটিত হয় নাই, সে চক্ষের ধারা যে এখনও গোমুখীর ধারার ন্যায় নির্গত হ'চ্চে, আমি যে একদিন—সেই সীতা উদ্ধারের দিন, সে হতভাগিনীকে প্রবোধ দিয়ে ব'লেছিলাম তরণীর জন্য কেঁদনা, তোমার সামান্য তরণী সংসার-সাগরের কাল স্রোতে ডুবিয়ে আজ ভব-সাগরের তরণী উদ্ধার ক'রে দিলাম।

সে তরণীকে ভুলে এই তরণী সম্বল কর, আর ভব-বৈতরণী পারের জন্য ভ বৃতে হবে ন এবার লঙ্কায় গিয়ে কি বলূব,রাম। আমি যে অনেক দিনের পর আজ বড় আশা ক'রে অযোধ্যায় এসেছিলাম। আমি মন্ত্রণা দিয়ে একমাত্র পুত্রধন নিধন ক'রে যে মাকে অশোক বন হ'তে উদ্ধার ক'রে এনেছিলাম, যাকে একদিন অতি মলিন বেশা মুক্তকেশা দেখেছিলাম, যে জনক-দুহিতাকে একদিন শতগ্রন্থি জীর্ণ মলিনবাস মাত্র পরিহিতা,অতি দীন হীনার ন্যায় দেখে দুঃখে চক্ষের জলে বক্ষ প্লাবিত ক'রেছিলাম, কোথা আজ সেই মাকে সেই অযোনি সম্ভবা ভূসুতাকে যজ্ঞাসনে রত্নালঙ্কার ভূষিতা দেখে,রাম নবঘনের বামে সেই স্থির সৌদামিনীকে দেখে, নয়ন মন চরিতার্থ ক'রব, তা না হ'য়ে ৺মিত চ তকের ভাগ্যে যে বিন্দুপাতের পরিবর্ত্তে এমন ধারা বজ্রপাত হবে, ত স্বপ্নেও ভাবি নাই। রাম যদি পালিতা বিহঙ্গিনীকে ব্যাধের হস্তে মুক্ত ক'রে শেষে স্বহস্তে অগ্নিতে দগ্ধ ক'রবে মনে ছিল, সাগর সেচন পূর্ব্বক রত্ন উদ্ধার ক'রে সে রত্ন যে শেষে বিজন বনে নিক্ষেপ ক'রবে স্থির ক'রেছিলে, তবে কেন বিনা দোষে বালিকে বিনাশ ক'রে, অঙ্গদকে পিতৃহীন কল্লে? কেন তেমন সোণার লঙ্কা শ্মশান কল্লে? কেন সেই এক পুত্রা সরমার একমাত্র চক্ষের তারা বক্ষের শোণিত তরণীধনকে বিনাশ ক'রে তার সুখের তরণী চির-দুঃখের সাগরে ডুবিয়ে দিলে? রামচন্দ্র। আজ কি এই হতভাগ্য বিভীষণকে এই ভীষণ দৃশ্য দেখাবার জন্যই অযোধ্যায় আনূলে, আমি যে তোমাকে বড় দয়াল জানূতেম প্রভু। তোমার সঙ্গে সখ্যভাবে অন্তে মোক্ষধাম পাব ভেবে, পাপ রক্ষধাম পরিত্যাগ ক'রে, রাম-কল্পবৃক্ষমূলে আশ্রয় নিয়েছিলাম, কিন্তু এ হতভাগ্যের ভাগ্যফলে কল্পবৃক্ষ যে এমন বিষবৃক্ষে পরিণত হবে, তা পূর্ব্বে জানূতেম্ না হা নির্দ্দয়।—ভক্ত বিরোধি—শরণাগত ঘাতক। শেষে এই ক'রূলে,

এই দেখ্‌তে অযোধ্যায় আন্‌লে ? ধিক্ রাম তোমার দয়াকে — ধিক্, লক্ষ্মণের রাম-দাসত্বকে। আর এই হতভাগ্য পুত্রঘাতী বিভীষণের জীবনে ধিক্।

গীত।

ধিক হে মিতে তোমার কঠিন হৃদয় হে
কি দিয়ে, হৃদয় বাঁধিয়ে, এত বাদ সাধিয়ে,
পাষাণ হ'য়ে পাসরিয়ে আছ নিদয় হে
কেন বা বধিলে বালি কিষ্কিন্ধ্যা নগরে,
কি হেতু বাঁধিলে সেতু অকূল সাগরে,
দুঃখের পাথারে, সীতারে, অকাতরে—
যদি ভাসাবে জনমের তরে ভুলে সমুদয় হে।
লক্ষ্মণের শেল বিঁধে চক্ষে দরশনে,
সে দুঃখের দিন হে রাম পড়ে নাকি মনে,
সিন্ধু বালুকায়, নীলকায়, লুটায় যে দিনে—
সেই নাগপাশ বন্ধন মনে হয় না কি উদয় হে
ত্যজিবে সীতারে যদি এত অযতনে
কেন বিনাশিয়ে মম তরণী রতনে
পুনঃ ননশর, পুত্রশোক, দিলে প্রাণে
দেখে শ্মশান সোণার লঙ্কা শোকে অঙ্গ দহে হে।

হনুমান।—বিভীষণ। আর ও নির্দ্দয় রামের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদলে কি হবে ? বলি, যে অকাতরে গৃহপালিতা বিহঙ্গিনীকে বিনাশ ক'র্‌তে পারে, সামান্য বন্য বিহঙ্গের আর্ত্তনাদে সে ব্যাধের হৃদয়ে কি দয়া হয়ে থাকে ? আবার যদি সেই স্নেহের প্রতিমা মার দেখা পাই, তা'হলে দুঃখের শান্তি ক'র্‌ব, ও নিষ্ঠুর রাঘবের কাছে কেঁদ্‌লে কি আর এ দুঃখ নাশবের উপায় হবে। এখন

চল—পাপ অযোধ্যা ধ্বংস ক'রে—সাত বৈরী বিনাশ ক'রে—রাম-যজ্ঞ দক্ষযজ্ঞে পরিণত ক'রে বাল্মীকির তপোবনে চল। মহীতলে গিয়ে মহীরাবণ বিনাশ ক'রে যেমন ভদ্রকালীকে উদ্ধার ক'রেছি, পাপ অযোধ্যাকে মহীতল গর্ভে প্রেরণ ক'রে তেমনিধারা আমার সর্ব্ব ভদ্র-প্রদায়িনী জগদ্দুঃখিনী মাতাকে মাথায় ক'রে এনে, যেখানে নির্দ্দয় রাম নাই, অযোধ্যার মত পাপের আধার কঠোর রাজনীতি নাই, সেইখানে মাকে স্থাপন ক'র্‌ব, আর অষ্ট প্রহরই মায়ের প্রহরী হ'য়ে থাক্‌ব, অযোধ্যায় আর আস্‌বনা। অযোধ্যা নামে যে এক মহানরক ছিল, তারও অস্তিত্ব রাখ্‌বনা, আর ঐ সব স্বার্থপর কপট ধার্ম্মিক অঙ্গিরা পুলস্ত্যেরও অস্তিত্ব লোপ করব। একবার গন্ধমাদন পর্ব্বতে যেমন ক'রে কপট মুনিবেশ-ধারী মায়াবী কালনেমিকে সংহার করেছি, মরীচি, তোমাদিগেও আজ তেমনি ক'রে মেরেচি তা নিশ্চয় জেনো। ব্রহ্মশাপের ভয়। ত ত পূর্ব্বেই ব'লেছি ব্রহ্মশাপে ধ্বংস হ'লেই পরিণামে বিষ্ণুপদ লাভ। সগরবংশ আর অহল্যাই তার সাক্ষী। এক নরকের ভয়, তার জন্যেই ব চিন্তা কি। রত্নাকর শত শত ব্রহ্মহত্যা ক'রে রাম-নামে মুক্ত হ'য়েছিল, ত র আমি এইকটা কপটমায়াধারী স্বার্থপর ধূর্ত্তকে সংহার ক'রে অব্যাহতি পাবন, আর না পাই, নরকেই থাক্‌ব,এ নরক যন্ত্রণা হ'তে মুক্ত হ'য়ে—এ ভীষণ নরকের চিত্র লুপ্ত ক'রে যদি নরকস্থও হ'তে হয় সেও স্বর্গলাভ। তথাপি এ অযোধ্যা নরকে—এ মহাশ্মশানে তোমাদের ন্যায় মহাপিশাচের অভিনয় আর দেখ্‌বনা। দেখি কার সাধ্য তোমাদের রক্ষা করে। (ভয়ে মুনিগণের ইতস্ততঃ পলায়ন।)

বিভীষণ—মারুতি। সীতা-শোকে আত্মহারা হ'য়ে মহা অনর্থের সূত্রপাত ক'রনা, পাপ সংকল্প পরিত্যাগ কর, জগতে যা কিছু সংঘটিত হয় সমস্তই বিধিলিপি; অন্যে কেবল নিমিত্ত-

ভাগী মাত্র। এতে অন্যের প্রতি দোষারোপ বৃথা, রামচন্দ্রকে দুর্ব্বাক্য ব'লে দুরদৃষ্টভাগী হ'য়ো না। গুরুনিন্দা অধোগতি, তা কি জাননা?

হনু।—আরে রেখে দাও তোমার অধোগতি। উচিত কথা পিতাকে বলি। গুরুনিন্দা অধোগতি। তবে—"দোষ বাচ্যা গুরোরপি" একথাটা কি কথাই নয় নাকি?

বিভী।—তা সত্য কিন্তু আমাদের ততদূর দেখ্‌বার অধিকার কি আছে? আমরা ক্ষীণবুদ্ধি, জ্ঞানও অতি ক্ষুদ্র, সুতরাং রামের কার্য্য চাতুর্য্য আমাদের সে ক্ষুদ্র জ্ঞানের অতীত। তবে বর্ত্তমানের দৃশ্য আমাদের ন্যায় ধৈর্য্যহীনের ক্ষুদ্র প্রাণে সহ্য হয় না ব'লেই মনের আবেগ সম্বরণে সমর্থ নৈ। কিন্তু প্রতীক্ষা আর ধৈর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন কোন কার্য্যের পরিণামফল উপলব্ধি হয় না। মহারাজ দশরথ যখন রামচন্দ্রকে বনে দিয়েছিলেন তখন কেউ বা কৈকেয়ীদেবীর প্রতি, কেউ বা দশরথের প্রতি দোষারোপ ক'রেছিল কিন্তু সেই রাম-বনবাসের পরিণাম চিন্তা কর দেখি। তাতে জগতের মঙ্গলসাধন হ'য়েছে কি না? তাই বলি আমরা মোক্ষফলের আশায় যে কল্প-বৃক্ষমূলে আশ্রয় নিয়েছি, সেই মোক্ষ-বৃক্ষমূলেই ব'সে থাকি, দেখি পরিণামে কি ফল প্রাপ্ত হই।

হনু।—কি বল্লে বিভীষণ, মোক্ষফল! রাম-কল্পবৃক্ষতলে ব'সে থাকলে মোক্ষফল ল[illegible] হবে যে মূর্খ, জানে না ওকথা তাকে বলগে। রাম যত মোক্ষফলদাতা, তা একবার মাতা জানকীর দত্ত আম্রফলেই তার পরীক্ষা পেয়েছি, সীতা দেবীর অনুসন্ধান ক'রে লঙ্কা হ'তে ফিরে আস্‌বার সময় মা আমাকে তিনটী আম্র-ফল দিয়েছিলেন, একটী আমার, একটী লক্ষ্মণের, একটী রামের জন্য। আমি হীনবুদ্ধি পশু, লোভে প'ড়ে সেই তিনটী ফলই খেতে

গিয়েছিলাম, লক্ষ্মণের জন্য প্রদত্ত ফলটী স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ ক'রে শেষে, প্রভুর ফলটী উদরস্থ ক'র্‌তে গিয়েই বিপদগ্রস্ত। নামেও না, উঠেও না। আঁটী শুদ্ধ বুকে বেধে সারাদিন সেই সাগরধারে কেঁদে মরেছিলাম একটা সামান্য ফলের জন্য যে রাম সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফল দিয়েছিল, সেই রামের কাছে আবার মোক্ষফলের প্রত্যাশা এ কোন্‌ মূর্খকে বুঝাতে এসেছ বিভীষণ। যদি বল, তবে জেনে শুনে রাম-দাসত্বে ব্রতী হ'য়েছিলে কেন? হ'য়েছিলেম, কেবল রামচরিত্র বুঝ্‌তে না পেরে, আর সেই স্নেহময়ী—সেই মায়াময়ী মায়ের মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে; আগে চিন্‌তে পাল্লে ও নির্দ্দয়ের উপাসনা ক'র্‌তেম না

বিভীষণ —রামচন্দ্র তোমার প্রতি নির্দ্দয় আর মা—ই যে স্নেহময়ী ছিলেন তার পরীক্ষাই বা কিসে পেলে? রামচন্দ্রের ফল ভক্ষণে প্রতিফল পেয়েছিলে ব'লেই যদি রামকে নির্দ্দয় বল, তা'হলে লক্ষ্মণ ভোজনের দিনে—যেদিন সেই ভববন্ধননাশিনী মা স্বহস্তে রন্ধন ক'রে সকলকে পরিবেশন ক'রেছিলেন, সেদিন আহারের পটুতা দেখাতে গিয়ে, শেষে পর্ব্বত প্রমাণ অন্নরাশি মধ্যে পতিত হ'য়ে কি দুর্গতি ভোগ ক'রেছিলে মনে হয় কি? যদি লক্ষ্মণকে সুহৃদ্‌ বল, তা ফল পরীক্ষাকালে লক্ষ্মণের কাছেও ত একদিন বিলক্ষণ শিক্ষা পেয়েছ, একদিন যে হস্তে মহাগিরি গন্ধমাদন উৎপাটন ক'রেছ, শত শত গুরুভার মহা শৈল এনে সেতু বন্ধনের সহায়তা ক'রেছ, সেই হস্তে সপ্ত দিনের সঞ্চিত সামান্য শুষ্ক-ফলপূর্ণ তূণীর উত্তোলনে সক্ষম হওয়া দূরে থাক, সম্পূর্ণ বল প্রয়োগে স্থানচ্যুত পর্য্যন্ত ক'র্‌তে পার নাই। রামচন্দ্রের ফলভক্ষণ কালে হয়ত মনে ক'রেছিলে রাম জান্‌তে পার্‌বেন না, অন্তর্যামী রাম সেইজন্য তোমাকে চৈতন্য দানের জন্য সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফল প্রদান ক'রে বরং দয়ারই পরিচয়

দিয়াছেন, আহারের পটুতায় অন্নপূর্ণার অন্নভাণ্ডার শূন্য ক'রে অন্নদাকে অপ্রস্তুত ক'র্‌ব মনে ক'রেছিলে সেই অহঙ্কারেই অন্নস্তূপ মধ্যে রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে ত্রাহি ত্রাহি ক'র্‌তে হ'য়েছিল, ফল পরীক্ষা কালেও অহঙ্কার দোষে ভূণীর উত্তোলনে অক্ষম হ'য়েছিলে, কিন্তু তাতে তাঁদের নির্দ্দয়তা প্রকাশ হয় নাই, বরং তাঁরা তোমার ভক্তিযোগ দৃঢ় ক'র্‌বার জন্য ঐশীক শক্তির পরীক্ষা দিয়ে পরম দয়াই প্রকাশ ক'রেছেন। তাই বলি সকল কার্য্যের পরিণাম না বুঝে, উতলা হওয়া কর্ত্তব্য নয় মারুতি! যাঁর কার্য্য-চাতুর্য্য ব্রহ্মাদির জ্ঞানাতীত, সেই মায়াতীত রামচন্দ্রের মায়া তুমি আমি কি বুঝিব? ধন্য রঘুনাথ ধন্য তোমার লীলা! আমি জানি, পাপী বিমর্দ্দন আর শান্তি-সুখবর্দ্ধন জন্যই রঘুনন্দন রামরূপে তোমার জন্মগ্রহণ। কিন্তু রাম, সংসারে এসে পর্য্যন্ত কখনও সরল ভাবে সকলকে সর্ব্বাঙ্গীন সুখে সুখী ক'র্‌লে না। তোমার যে কার্য্যে একজনের শুভ, অন্যের পক্ষে সেইটীই সম্পূর্ণ দুঃখের কারণে পরিণত হ'য়েছে, তোমার জন্মপরিগ্রহে একদিকে অযোধ্যায় আনন্দের প্রস্রবণ প্রবাহিত হ'য়েছে, আর সেই জন্মক্ষণে অপর দিকে লঙ্কাধামে ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্পাদি অশুভ সঙ্ঘটন হ'য়ে শোকের প্রবাহে লঙ্কাকে প্লাবিত ক'রেছে! বিবাহ-বাসরে সকল-কেই সুখী ক'রেছ, কিন্তু সেই হরধনুভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে জামদগ্নির দর্প চূর্ণ ক'রে ব্রাহ্মণের মর্ম্মে ব্যথা দিয়েছ। রাজ্যাভিষেক দিনে রাবণবংশ নিধন এবং দেবকার্য্য সাধন জন্য জটা বন্ধন পূর্ব্বক বন-গমন ক'রেছ—সুরগণের সুখবর্দ্ধন ক'রেছ, কিন্তু সেই সঙ্গে রাম-গত-জীবন মহারাজ দশরথ তোমার শোকে হা রাম! হা রাম! ব'লে প্রাণত্যাগ ক'র্‌লেন একদিকে দেবতার সুখের দ্বার উদঘাটিত হলো, অপর দিকে অযোধ্যার সুখপর্ব্বতে বিষাদের বিষম বজ্র পতিত হ'য়ে, সুখের অযোধ্যা শোকের আধাররূপে পরিণত হলো।

তাই বলি রাম, তুমি যে কখন কার প্রতি সদয়, কার প্রতি নির্দ্দয়, তা নির্ণয় করা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের সাধ্য নীত, অনিত্য মায়া-পাশ ছিন্ন ক'রে তোমার দাসত্বে আত্মসমর্পণ ভিন্ন ঐ পদারবিন্দ-মকরন্দ পানে প্রেমানন্দ লাভের অধিকারী হয় না, কিন্তু সে সুধার স্বাদ ক'জনে পেয়েছে? আর কাকেই বা সে সুধা নিরাপদে সম্ভোগ ক'র্‌তে দিয়েছ? সম্ভোগ ক'র্‌তে দেওয়া দূরে থাক, সুধা প্রাপ্তির আশায় যদি কেউ তোমার প্রেম-সাগরের কূলে গিয়ে দাঁড়ায় তুমি তাকেই অমনি মায়াতরঙ্গের কুটিলাবর্ত্তনে ফেলে আত্মহারা ক'রেছ। তবে যে মহাত্মা সে আবর্ত্তনে প'ড়েও আত্মহারা না হ'য়ে পরমাত্মারূপী রাম কোথা হে ব'লে আর্ত্তনাদ ক'রেছে, আত্মারামে আত্মোৎসর্গ ক'রে তন্ময় হ'য়ে জগৎময় রামরূপ দেখ্‌তে শিখেছে, তাকেই দয়া ক'রেছ তার কর্ম্মের অবসাদ গিয়েছে, মর্ম্মের বিষাদ গিয়েছে, তোমার অনন্ত প্রেমের শান্তির প্রসাদলাভে পবিত্র হ'য়েছে আর সেই সুখ পেয়েছেন ব'লেই——শুকদেব সংসারবিরাগী, নারদ যোগী—শঙ্কর সর্ব্বত্যাগী, প্রেম অনুরাগী বিরাগী ভিন্ন ও সুধার সাধ অন্যে কি জানবে? তোমার পদের মাহাত্ম্যই বা কে বুঝবে রাম?

গীত

কত গুণ আছে পদরাজীবে

যার হৃদে তুমি বিরাজিবে, ভ্রান্ত জীবে কি বুঝিবে,

তবেই বিরাগ উপজীবে, সর্ব্বস্ব ত্যজিবে সে সন্ন্যাসী সাজিবে

যেজন তোমায় ভজিবে, প্রেমে মজিবে,

ভক্তিবলে মুক্তিসুধা সেই ভুঞ্জিবে

ভুবনের বদ্ধ জীবে কবে মায়া পরিহরিবে,

হৃদযন্ত্রে কবে বা বিরাগ বাজিবে॥

রাম ।—মিত্র বিভীষণ! বড় আশা ক'রে, বড় আনন্দে যজ্ঞ দর্শনে এসেছিলে, একদিন যার জন্য সেই স্বর্ণ সৌধ কিরীটিনী লঙ্কাধামের রত্নভূষণ পরিত্যাগ ক'রে, পর্ণকুটীর আর কুশশয্যা সার ক'রেছিলে, যে কপটীর কপট সখাভাবে মুগ্ধ হ'য়ে তেমন পিতৃ পরায়ণ ধার্ম্মিক বীরপুত্র তরণীসেনের নিধন উপায় ব'লে দিয়ে সতীপত্নী সরমার বক্ষে চির দুঃখের শেল বিদ্ধ ক'রেছিলে, সেই রামের—সেই মিত্র পুত্রঘাতী রামের যজ্ঞে তোমার স্বহস্তে উদ্ধার করা রত্ন সীতাকে রত্নাসনে রত্নভূষণে ভূষিতা দর্শন ক'রে মহানন্দে মহাযজ্ঞ পূর্ণ ক'রবে বাসনা ক'রেছিলে। তা না হ'য়ে বড় আশায় বড় হতাশ হ'লে। দুরাত্মা রাম অনেকদিন তোমাদের সে আশালতার মূলোচ্ছেদ ক'রেছে; আমার আনন্দের অশ্বমেধ যজ্ঞে যোগদান ক'রে আনন্দ উৎসব ক'রতে হবে ব'লে তোমাদের যজ্ঞদর্শনে নিমন্ত্রণ করি নাই, মিত্র হে! এ আমার সুখের যজ্ঞ নয়, শোকের যজ্ঞ। অনুতাপ—এর যজ্ঞাগ্নি, অশ্রু—আহুতি, জীবনান্ত—এর দক্ষিণা। আজ আমার সেই যজ্ঞের দক্ষিণান্তকাল সন্নিকট জেনে একবার তোমাদের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ ক'রব ব'লেই আমন্ত্রণ ক'রেছি। মিত্র! আর কিছুই নাই—সব গিয়েছে। চিত্তের—স্থিরতা, হৃদয়ের—দৃঢ়তা, মনের—শান্তি, উদ্যম, উৎসাহ, আশা, ভরসা, সব গিয়েছে! আছে কেবল কীট-কলুষিত শুষ্ক তরুর ন্যায় দেহ, আর তৈলবিহীন নির্ব্বাণোন্মুখ ক্ষীণালোক দীপশিখার ন্যায় জীবনমাত্র অবশিষ্ট। এ দীপ অচিরেই নির্ব্বাণ হবে জেনেই একবার তোমাদের দেখ্‌ব, জন্মের মত—চির জীবনের মত শেষ বিদায় গ্রহণ ক'রব, আর তোমাদের কাছে যে চিরঋণে ঋণী আছি, সেই অপরিশোধনীয় ঋণ হ'তে মুক্তি প্রার্থনা ক'রব ব'লেই আহ্বান ক'রেছি। এসেছ—ভালই হ'য়েছে। বৎস পরমোপকারী মারুতি! আজ বড় আশায় বড় হতাশ,

বড় আনন্দের পরিবর্ত্তে বড় মর্ম্মাহত হ'য়ে আমাকে তিরস্কার ক'র্‌ছ; কিন্তু বৎস! আর কাকে তিরস্কার ক'র্‌ছ! রামকে তিরস্কার করা কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের উপর যষ্টি প্রহার করা মাত্র। মারুতি রে! এ দুর্ভাগ্য রামের কার্য্যসাধন জন্য অনেক কষ্ট—অনেক যন্ত্রণা অনেক প্রাণান্ত প্রয়াস স্বীকার ক'রে মহাঋণে ঋণী ক'রে রেখেছ। মিত্র বিভীষণ, সখা সুগ্রীব, প্রাণাধিক লক্ষ্মণ, প্রিয় ভ্রাতা ভরত শত্রুঘ্ন তোমাদের ঋণ আমার অপরিশোধনীয়, এ দেহে—এ জীবনে আর তোমাদের ঋণ পরিশোধ হ'লো না, তাই যজ্ঞদর্শন উপলক্ষে তোমাদের সকলকে আহ্বান ক'রেছি, সকলে মুক্ত হৃদয়ে আমাকে ঋণ হ'তে মুক্তিদান কর। আর এক কথা—আমার দেহান্তে সকলে দুঃখিত হ'ও না; লক্ষ্মণকে অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষেক ক'রে কিছুদিন অযোধ্যায় অবস্থিতি ক'রো, আমার জীবনের শেষ হ'য়েছে। বোধ হয় এই অশ্বমেধই আমার জীবনের শেষ কার্য্য। এক্ষণে এস উভয়ে আমাকে আলিঙ্গন দাও, আর এই রত্নহার—বহুমূল্য ব'লে নয়, রাজপ্রসাদ ব'লেও নয়, কেবল আমার মরণের পর স্মরণের চিহ্নস্বরূপ—তোমাদের চির-পবিত্র প্রেমের প্রতিভূরূপে প্রদান ক'র্‌ছি, ধর আমার এই কণ্ঠের রত্ন কণ্ঠে ধারণ কর, (লক্ষ্মণের হস্তধারণ পূর্ব্বক) আর এই হৃদয়-রত্নটি তোমাদের করে করে সমর্পণ ক'রে দিচ্ছি, এটী যেন হৃদয় ছাড়া ক'রো না।

বিভীষণ।—রামহে! বড় আশায়—বড় উৎসাহে তোমার যজ্ঞদর্শনে নৈমিষারণ্যে এসেছিলাম, কিন্তু আমাদের এত আশায় এমন হতাশ ক'র্‌বে; বিপুল বংশ ধ্বংস ক'রে বংশের জলপিণ্ড স্থল লোপ ক'রে যে সীতাকে অশোক বন হ'তে উদ্ধার ক'রেছিলাম, তুমি সেই সতীকে—সেই রক্ষকুল কমলাকে নির্ব্বাসিতা ক'রে—সুখের অযোধ্যাকে অরণ্যে পরিণত ক'রে, নৈমিষারণ্যে যজ্ঞা-

বন্ধ ক'রেছ তা আগে জানুতেম না, জানুলে আর তোমার সাধের যজ্ঞে বিষাদের অশ্রু আহুতি দিতে আস্‌তেম না। তোমার যজ্ঞ দর্শনে এসে সীতানির্ব্বাসন-বজ্রাঘাতে হৃদয় পেতে সহ্য ক'র্‌লেম, রাক্ষস আর পশুর প্রাণ বড় কঠিন—ব'লেই এ বজ্রানলে প্রাণান্ত হ'লনা। কিন্তু সে বজ্র হ'তেও কঠিনতর বজ্র আবার প্রহার ক'র্‌ছ কেন প্রভু। সীতা শোকে জীবন বিসর্জ্জন ক'র্‌বে। তাই এই অশ্বমেধ উপলক্ষে আমাদের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ ক'রে, শেষ বিদায় গ্রহণ, আর কি ঋণে বদ্ধ আছ সেই ঋণ হ'তে মুক্তি প্রার্থনা ক'র্‌বে ব'লে নিমন্ত্রণ ক'রেছ? এচাতুরী এ ছলনা, এ বঞ্চনা কেন রাম। তুমি আমাদের কাছে ঋণমুক্তি প্রার্থনা ক'র্‌বে, কিন্তু আমরা যে তোমাকে কোন্ ঋণে বদ্ধ ক'রেছি তাত কিছুই জানিনে, তুমি কবে কার কাছে ঋণী আছ রাম? এক লক্ষ্মণের কাছে ঋণী আছ.তা ত জন্মান্তরে তাকে জ্যেষ্ঠ ক'রে স্বয়ং কনিষ্ঠরূপে তার ঋণ পরিশোধ ক'র্‌বে ব'লে প্রতিজ্ঞাবদ্ধও আছ, আর আমাদের কাছে একটী গুরুদায়িত্ব, তা ও ত জন্মান্তরে পরিশোধ ক'র্‌বে স্বীকার ক'রেছ,আর এক ঋণী ভক্তের কাছে, তাদের কাছে ত ঋণ পরিশোধ না দিয়ে মুক্তি চাওনা, আর তারাও দেয় না, আগে মুক্তি না দিয়ে কবে কোন্ ভক্তের ঋণে মুক্ত হ'তে পেরেছ রাম। হিরণ্যকশিপুর ঋণে নরহরি, রাবণের ঋণে জটাবল্কল ধরা, পাতালে বলির ঋণে প্রহরী হ'য়েছ। কৈ তাদের কাছে ত এখনো মুক্ত হ'তে পার নাই। তবে আমাদিগকে ভক্তবলে দয়া ক'রেও যে এ ঋণ অপরিশোধনীয় ব'লে মুক্তি প্রার্থনা ক'র্‌ছ। তার কারণও আমি বুঝেছি, আমাদিগে ত আর মুক্তি দিয়ে ভক্তের ঋণে মুক্তি হবার উপায় নাই, এ রাক্ষসাধমের রক্ষদেহ, আর হনুমানের পশুদেহ চিরদিনই বহন ক'র্‌তে হবে, মুক্তি দিয়ে মুক্তি গ্রহণের পথ

আগেই বোধ ক'রে রেখেছ, কাযেই আজ সেই জন্য—"অপরিশোধনীয়" ব'লে আমাদের কাছে ঋণমুক্তি প্রার্থনা ক'র্‌ছ ; আবার লক্ষ্মণকে আমার হস্তে সমর্পণ ক'রে ব'ল্‌ছ,"এই বস্তুটি দিয়ে চল্লেম সর্ব্বদা হৃদয়ে হৃদয়ে রেখ" ছলনাই বা কেন রাম, লক্ষ্মণ যে কি রত্ন, কোন্ রত্নাকরের রত্ন, বিভীষণ কি তা জানে না? ক্ষীরোদ-রত্নাকরের অমূল্যরত্ন নীরদ বর্ণ রামরত্নের হৃদয়ের ধন। কোটী কোটী যোগী ঋষিগণ অনশন ব্রতে ভীষণ অগ্নিরাশি মধ্যে অনন্ত সমাধি যোগে যার অন্ত পান না, ক্ষুদ্রমতি বিভীষণ সে রত্নের যত্ন কি জান্‌বে প্রভু! আবার একটী রত্নহার সখ্যভাবের প্রতিভূরূপে উপহার প্রদান ক'র্‌লে, রত্নাকর সাগরমধ্যে যার বাস, যে ঐ রামরত্নাকরের দাস, তাকে ও রত্নহার উপহার কেন? দাও—য'দি প্রতিভূ প্রদান ক'র্‌বে, তবে প্রভু তেমনি প্রতিভূ দাও, একবার যেমন প্রভু পশুপতিকে প্রতিভূ প্রদানচ্ছলে আলিঙ্গনদানে যুগলাঙ্গে যোগ হ'য়ে হর-হরি মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছিলে, তেমনি ক'রে একবার প্রতিভূচ্ছলে আলিঙ্গন দাও। আমি পাপ রক্ষদেহ পরিত্যাগ ক'রে মোক্ষধামে রাম-অঙ্গে লীন হ'য়ে সকায় সাযুজ্যপদ লাভ করি,আর বিভীষণের সর্ব্বস্বধন ঐ শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত সুরাসুর বাঞ্ছিত পদের রজকণা মস্তকে প্রদান কর, আমি ঐ ভূষণ শিবভূষণ ক'রে ধন্য হই। আর না—রাম আর বঞ্চনা ক'রোনা, অচিন্ত্য রূপ। মতিভ্রান্ত জীবে কে কবে তোমাকে চিন্তে পেরেছে রাম।

গীত।

তোমায় কে পারে চিনিতে হে রাম দয়াময়।
মায়ায় মোহিত জীব সমুদয়॥
তুমি পুরুষ কি প্রকৃতি তোমার আকৃতি কেমন,
(ধর) কখনো বিরাট মূর্ত্তি কখনো বামন,

যখন বাসনা যেমন রূপ ধরহে তেমন,
তুমি মনোময় রূপে রাম হে ব্যাপ্ত ভুবনময়

তুমি মৎস্যরূপে লুপ্ত বেদ করিলে উদ্ধার,
আবার কূর্ম্মরূপে পৃষ্ঠোপরে ধর ধরাভার,
তুমি বরাহরূপে, নাশ দনুজ ভূপে,
কভু নরহরি রূপে হরি স্তম্ভে হও উদয়

জানি যুগ-অবতার দশ তোমারি স্বরূপ,
আব র, তোমাতে প্রকাশ দশমহাবিদ্যারূপ,
তুমি শক্তিরূপে সব, সৃষ্টি প্রসব কেশব,
তুমিই মহাকাল রূপে ধ্বংস কর সমুদয়

কর কখনো অনন্ত সনে ক্ষীরোদে শয়ন,
কভু পাতালে কপিল রূপে ধ্যানে নিমগন,
কভু অনন্তে শয়ান, কভু বটপত্রে স্থান,
তুমি কভু সাধ্য কভু আত্মসাধনে তন্ময়

মণিপুর অনাহত আজ্ঞা স্বাধিষ্ঠান,
বিশুদ্ধাদি মহাপদ্মে তুমি অধিষ্ঠান,
ষড়চক্রে ভগবান, তব শক্তি বিদ্যমান,
মূল আধারে কুণ্ডলিনী চক্রে মগন নিদ্রায়

তুমি চতুর্দ্দলে লিঙ্গাকার স্বয়ম্ভু স্বরূপ,
স্বাধিষ্ঠানে অধিষ্ঠান তব মহাবিষ্ণুরূপ,
মণিপুর চক্রে বাস, ধর মহারুদ্র নাম,
তুমি অনাহতে মহেশ্বর ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়

যার বিশুদ্ধ ষোড়শ দল বিশুদ্ধা যার নাম,
সদা সদাশিব রূপে তথা ব্যাপ্ত তুমি রাম,
আজ্ঞাচক্রে বিশ্বরূপ, তোমার জ্ঞান স্বরূপ,
সহস্রারে পরমহংস তুমি বিশ্বময়

ধর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রামহে অনন্ত কায়ায়,
সদা ভ্রান্ত জীব অনন্ত তব অনন্ত মায়ায়,
সম্পদ স্বজন জায়ায়, মুক্ত রেখেছ যাহায়,
তোমার শ্রীপদ ছায়ায় সেই পেয়েছ আশ্রয়

আমি ভবসিন্ধু তরিবারে লইলাম শরণ,
শেষে অকূল সিন্ধুমাঝে স্থান দিলে নারায়ণ,
দিয়ে রতন কাঞ্চন, ওহে শ্রীবৎস লাঞ্ছন,
আর কত বা বঞ্চন রাম করিবে আমায়

এ সব রত্ন অলঙ্কার আমার যাবে না সনে,
এখন ঐ পদ-সরোজ রজঃ দাও বিভীষণে,
অন্তে ঐ ভূষণে, ভ্রান্ত অহিভূষণে,
হবে ভূষিতে একাণ্ড ব'সহে প্রশান্ত সময়

হনুমান —ধন্য বিভীষণ ধন্য তোমার রামভক্তি। শুভক্ষণেই সর্ব্বস্ব ত্যাগী হ'য়ে রাম-প্রেমে বৈরাগী হ'য়েছিলে, শুভক্ষণেই রামভক্তির অতল সাগরে প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলে। তুমি যথার্থই রামভক্ত, রাম যে কি বস্তু, জগৎপ্রাণ রাম, আত্মার মধ্যে কি ধন, তা তুমিই জেনেছ। আমি বনের বানর—যেমন তেমন নয়, একটা গোটা বানর, বুদ্ধিটেও তদনুরূপ মোটা, আমি রামকে কেমন করে চিন্‌ব। লোকে বলে পুত্র-কলত্র, সংসার সম্পদ মায়া মমতা, গৃহবাস, সব পরিত্যাগ ক'রে চীরবাসধারী ফলমূলাহারী হ'য়ে সন্ন্যাস গ্রহণ ভিন্ন পরমার্থলাভের অধিকারী হয় না তবে আমি এমন পরমার্থ হাতে পেয়ে চিন্তে পা'র্‌লাম না কেন! আমি ত একজন অকৃতদার, প্রকৃত সন্ন্যাসী,—স্বজন, মিত্র, সংসার, সম্পদ, গৃহ আশ্রম কিছুই নাই! আমার আহার বনফল আর বৃক্ষ পত্র, পরিধান বল্কল মাত্র.সন্ন্যাসীরও কদাচিৎ পর্ণ কুটীর আর পানপাত্র কমণ্ডলু থাকে আমার পানপাত্র দক্ষ বদন, আর আশ্রয় বৃক্ষ.

শাখা। তবে ভক্তের সখা রাঘের দয়া হলে না কেন? রাম! আমি বনের বানর নিতান্ত মূর্খ, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিচারে অধিকার নাই তাই বর্ত্তমানের কার্য্য মাত্র দেখে—পরিণাম চিন্তা না ক'রে তোমাকে দুর্ব্বাক্য ব'লেছি, লক্ষ্মণকে তিরস্কার ক'রেছি ক্ষমা করো প্রভু এখন এই প্রার্থনা এমনধারা ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্যশূন্য আত্মহারা ক'রে পাপ পঙ্কে লিপ্ত ক'রো না দেব বশিষ্ঠ। দেবর্ষি নারদ সকলেই শিশুবুদ্ধি পশুকে ক্ষমা করো। আর আমার মা জানকী সেই রঘুকুল-কমলার কত দিনে দেখা পাব বলুন?

বিভী —হনুমান। যাঁর কার্য্য তিনিই তোমার সে আশা পূর্ণ ক'রবেন

রাম দেব বশিষ্ঠ যজ্ঞের সঙ্কল্প ত সমাধা হ'লো, এক্ষণে শত্রুঘ্ন-রক্ষিত যজ্ঞাশ্ব প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় কালবিলম্ব মাত্র সকলে চলুন অন্যান্য কর্ত্তব্যকার্য্যের উদ্যোগ করা হ'ক।

সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

গঙ্গাতীরস্থ তপাশ্রম।

লব, কুশী ও সত্যানন্দ, জ্ঞানানন্দ প্রভৃতি ঋষি-বালকগণের প্রবেশ

সত্যানন্দ —গাও দেখি ভাই। দুইজনে সমস্বরে,
বীণায় মিশায়ে স্বর, রামগুণ-গীতি
জ্ঞানানন্দ —গাও ভাই কুশী বড় ভাল বাসি,
শুনিতে মধুর গীতি
জননীর কাছে, নেচে নেচে নেচে,
গাইতে যা নিতি নিতি।

লব — এস কুশী ভাই, দুই জনে গাই,
বীণার সঙ্গেতে মিশ যে তান
কুশী ।— গাও দাদা তবে, মনের উৎসবে,
রাম-গুণ-গীতি মধুর গান
সত্যানন্দ —পর মালা গলে, পরাইব বলে,
বন ফুল তুলে গেঁথেছি মালা,
আয় দেই পরাইয়া
(তথা করণ)
জ্ঞানা — তুলিয়ে মঞ্জুরী, ক রেছি অঙ্গুরী,
মৃণালে রচন ক'রেছি বালা,
করে দেই জড়াইয়া
(তথাকরণ ।)
সত্যা — তুলে ফুল বনে, গাঁথিয়ে যতনে,
যুগল রতনে পরানু মালা .
জ্ঞানা — নেচে নেচে ভাই, এ বন নির্জ্জনে,
দেখানা দুজনে বাণের খেলা
লব ।— না দেয় খেলিতে কুশী সর্ব্বদা চঞ্চল ।
সত্যা ।— শিখেছ যে সব বাণ মুনির নিকটে,
থাকিয়া মায়ের সনে পাতাল ভুবনে,
জাহ্নবীর কাছে ভাই শিখেছ যে সব,
অপূর্ব্ব বাণের খেলা খেল দুই জনে,
দেখি মোরা . বড় সাধ সে খেলা দেখিতে
বাণেতে জলদ সৃষ্টি করিয়া গগনে,
ঢাকি রবি-কর-জাল, নিবারিতে যথা,
প্রখর তপন তাপ ! তাপিত হইয়া,
ভ্রমিতাম যবে সবে বন-বনান্তরে,

পক্ক ফল লক্ষ্য করি উচ্চ বৃক্ষ শিরে,
নিক্ষেপ করিয়া বাণ দিতে ফল পাড়ি।
পশ্চাতে দৌড়িয়া গিয়া কেশরী-শাবকে,
কেশে ধরি আনি কত দেখাতে কৌতুক,
খেল সেই খেলা দোঁহে দেখি মোরা সবে

লব।—দেখিবে মেঘের সৃষ্টি করিব আকাশে। (অস্ত্র নিক্ষেপ)

কুশী।—(অস্ত্র নিক্ষেপ)

লব।—ঐ দেখ কুশী দিল উড়ায়ে বাতাসে।
ভাল কুশী। নিব দেখি জ্বালিনু অনল (অস্ত্রক্ষেপণ)

কুশী —(অস্ত্রক্ষেপণ পূর্ব্বক) ঐ দেখ হ'লো মেঘ, ঐ এলো জল

জ্ঞানানন্দ।—আমরা ভিজে মরি সবে।

কুশী —আমি নেচে নেই তবে (নৃত্য করিতে করিতে) দুও দাদা হেরে গেল

লব —বটে আমি হারিলাম, কৈ চল দেখি,
কে পারে ধরিতে আগে দৌড়িয়া পশ্চাতে,
পলাইত মৃগশিশু ঐ—দেখ ধর।

(উভয়ের দৌড়িয়া গমন)

কুশী —(নেপথ্য হইতে) ধরেছি ধরেছি, আগে আমিই ধরেছি।

(উভয়ে মৃগশিশু কোলে করিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক)

লব —(মুনি বালকগণের প্রতি) কে ধরেছে আগে মৃগ? সত্য বল্ তোরা।

কুশী।—ওরা কি বলিবে? আগে ধরিয়াছি আমি।
বল্ মৃগশিশু, কে তোরে ধরেছে আগে,

সত্য না বলিলে কিন্তু মারিব এখনি,
বলিলিনা সত্য কথা দেখ্ তবে মাবি।

লব —তুমিই জিতেছ কুশী হারিয়েছি আমি।
ছেড়ে দাও মৃগশিশু পাইয়াছে ভয়
চাহিছে সবার পানে চঞ্চল নয়নে
কাঁপিছে আতঙ্কে, ওরে ছেড়ে দাও ভাই।
যাউক মায়ের কাছে নাচিতে নাচিতে,
যথাকালে দোঁহে মোরা না গেলে কুটীরে,
কাঁদেন জননী যথা আকুল পরাণে,
সেই মত কাঁদিতেছে জননী উহার।
ছেড়ে দাও যাক্ চ'লে মায়ের নিকটে।

(মৃগশাবক ত্যাগ)

সত্যানন্দ —ভাল কুশী এইবার মিটে যাবে গোল,
পাড় দেখি পাকা ফল বোঁটা লক্ষ্য করি

লব —বেশ কথা, কিন্তু ভাই পাকার সঙ্গেতে—
কাঁচা ফল পড়ে যদি হার হবে তবে
ঐ দেখ বৃক্ষশিরে পাতার ভিতরে,
একবৃন্তে ঝুলিতেছে কাঁচা পাকা ফল,
লক্ষ্য কর পত্র-বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া,
বোঝা যাবে স্থিরলক্ষ্য কার কতদূর।

কুশী —বড় শক্ত কথা এত। দেখ পারি কিনা,

(লক্ষ্য স্থির করিয়া)

কেমন তবে পাড়ি ?

জ্ঞানা —আমি আঁচল পেতে ধরি,

(অঞ্চল বিস্তার ও ফলপতন)

লব বাণেতে কাটিয়া বৃন্ত পাড়িয়াছ ফল
সত্য বটে, কিন্তু কুশী হয় নাই তোর
স্থির লক্ষ্য, দেখ বৃক্ষশাখে, কাঁচা ফলে,
লাগিয়া আঘাত কত ঝরিছে নির্য্যাস।

কুশী —যাও দাদা তুমি কিন্তু বড় মিথ্যাবাদী,
কোথায় লেগেছে ফলে বাণের আঘাত ?

লব —লাগে নাই কাঁচা ফলে বাণের আঘাত ?
থাকে চক্ষু—দেখ দেখি চেয়ে বৃক্ষপানে—
সত্য কিনা ? দেখ ভাই তোমরাও সবে
আমিই মিথ্যুক কিবা কুশী মিথ্যাবাদী

কুশী দাদা। মিথ্যাবাদী তুমি বলিলে আমারে,
থাক তুমি মার কাছে বলিব এখনি,
মিথ্যাবাদী ব'লে দাদা কাঁদায়েছে মোরে

(কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান ও সীতাদেবীর কোলে বসিয়া
এবং গঙ্গার সহ পুনঃ প্রবেশ)

সীতা। কেন লব কাঁদায়েছ অবোধ কুশীরে ?
ছোট ভাই আছে কিরে কাঁদাতে উহারে,
দেখ দেখি কেঁদে আঁখি ফুলেছে বাছার,
শুকায়েছে চাঁদ মুখ দেখে বুক ফাটে,
দুঃখিনীর ধন তোরা দুঃখেতে পালিত,
দেখিয়ে তোদের মুখ, আঁধার কুটীরে,
জুড়াই প্রাণের জ্বালা হাসি হাসি আমি,
মা মা ব'লে যবে তোরা ডাকিস্ দুজনে
দেখিলে মলিন মুখ কাঁদেরে পরাণ,
মনের আগুন মোর ওঠেরে জ্বলিয়া।

তাই বাপ করে ধ'রে নিষেধি তোদের,
কথা রাখ, ভাই ভাই ক'রোনা বিবাদ।

লব —কিসের বিবাদ মাগো। কুশী ছোট ভাই,
তোমার স্নেহের ধন, আমার কি নয় ?
না খেয়ে খাওয়াই ওরে ক্ষুধিত দেখিলে,
পত্রপুটে আনি জল তৃষ্ণার সময়,
বসাই বৃক্ষের তলে আঁচল পাতিয়া,
যতনে ব্যজন করি নবীন পল্লবে,
স্বেদবিন্দু যদি কভু দেখি চন্দ্রাননে
হারে কুশী। রাগ কি ক'রেছ ভাই তুমি ?
খেলিতে খেলিতে যদি ব'লে থাকি কিছু,
আছে কি করিতে রাগ, —আয় কোলে করি।

(কোলে লইতে কর প্রসারণ)

কুশী —কে ধ'রেছে মৃগ, আগে বল মার কাছে।

লব।—তুমিই ধ'রেছ মৃগ, পাড়িয়াছ ফল,
তুমিই জিতেছ ভাই হারিয়াছি আমি

সীতা —কিসের হার জিত লব ?
কি খেলা খেলেছ আজ বনে ?

লব —দেখিতে বাণের খেলা চাহিল সকলে,
তাই সৃজিলাম মেঘ গগন ঘেরিয়ে।

কুশী।—আমি মা পবন-বাণে দিয়েছি উড়ায়ে

সীতা —বেশ ক'রেছ।—তার পর ?

লব।—তারপর অগ্নিবাণে জ্বালিনু অনল

কুশী —বরুণ-বাণেতে আমি নিবানু সকল

সীতা —তবে ত সকল অস্ত্র শিখিয়াছ কুশী ?

কুশী —দাদার অপেক্ষা আমি শিখিয়াছি বেশী

সীতা —তা-ত শিখ্‌বেই চাঁদ—সোনা ছেলে তুমি
ক্ষুধায় মলিন মুখ হ'য়েছে দোঁহার,
চল বাপ, কা'ল আবার আসিবে খেলিতে।

কুশী —(সঙ্গীবালকগণের প্রতি)
যাই ভাই মার সঙ্গে, এসেছেন নিতে,
আসিব খেলিতে কা'ল, চলিলাম আজ
(সীতার কোলে আরোহণ)

(দ্রুতপদে জনৈক বালকের প্রবেশ)

বালক।—আয় কুশী লব, আয় ভাই সব,
দেখ্‌বি যদি আয় রে ত্বরা।
বড় চমৎকার, এলো জানোয়ার,
নাম না-কি তার শুন্‌লেম ঘোড়া।
দেখ্‌লে পরে লাগে ভয়,
বাঘের মত শান্ত নয়

কুশী —তবে মা আমরা যাবনা এখন,
ছেড়ে দাও—বনে দেখিগে ঘোড়া

লব —অবোধ কুশী ধ'রেছে কোট্‌
দাও মা বিদায় আস্‌ব ত্বরা

সীতা।—(স্বগত) কথা শুনে বাছাদের ফেটে যায় বুক।
কোটী কোটী অশ্ব গজ রতনে ভূষিত—
সাজে সদা পশুশালে যার জনকের,
বিবিধ বিচিত্র অশ্বে আরোহণ করি,
ভ্রমে সদা শত শত কিঙ্কর যাদের,
ঘোড়া দেখিবারে আজ ব্যাকুলিত তারা,
এহ'তে বিধির বাদ আর কি অধিক।

লব —নীরবে মা কি ভাবিছ, দাও অনুমতি।
ঘোড়া দেখিবারে যাই কুশীরে লইয়

সীতা।—বড় অভাগিনী আমি, দুঃখিনীর ধন
করিতে নয়ন ছাড়া না চাহে পরাণ
বড়ই অশান্ত কুশী তাই ভয় মনে,
বিপিনে বিরোধ পাছে ঘটে কারো সনে

লব —হউক অশান্ত কুশী, চিন্তা কি তোমার,
আমি ত আছি মা সঙ্গে—দাও অনুমতি।

কুশী —না-ই সঙ্গে থাক্ দাদা তাতেই কি ভয়
বিবাদ করিবে যে মা, তাকেই মারিব

সীতা —এই মোর মহামন্ত্র মৃত্যু সঞ্জীবনী।
প্রবোধের বাঁধ মোর দুঃখের সাগরে।
হতাশ মরুতে এই আশার তটিনী।
এই দেখে চেপে রাখি মনের আগুন
সিংহের কুমার আজ শিবা-শিশু সম,
পালিত অনন্ত দুঃখে। নাহি জানে মনে
কাহার সন্তান মোর জনম কোথায়
তথাপি হৃদয় মন পূর্ণ নিরন্তর—
সিংহের স্বভাবসিদ্ধ, মদ বীরভাবে

(কুশীর প্রতি)

কুশী যদি নিতান্তই না যাবি কুটীরে,
দাদার সঙ্গেতে তবে যাও খেলিবারে,
দে'খ যেন কারু সহ ক'র না বিবাদ—
অকারণে, দুঃখিনীর ধন তোরা দোঁহে!
দুঃখীর মতই থেক, কি কাজ বিবাদে?
আয় কুশী। আয় লব বেঁধে দেই করে

রক্ষাসূত্র কুলদেবে পূজি ভক্তিভাবে,
আ নিয়াছি বিপদের পরম ঔষধি .
নিরাপদে রবে সদা প্রসাদে ইহার

(রক্ষাসূত্র বন্ধন করিতে করিতে)

যদি বাপ হও দোঁহে সতীর সন্তান,
রতি মতি গতি নতি যদি পতি-পদে—
থাকে মোর , কায়মনে পূজে থাকি যদি,
সতীর সর্ব্বস্বধন পতি-পদ কভু
কদাপি না পরশিবে বিপদের ছায়া,
সর্ব্বজয়ী হবি তোরা মোর আশীর্ব্বাদে

লব —চিন্তা কি মা। পদধূলি দাও আমা দোঁহে,
সতীর সন্তান মোরা, কারে করি ভয়

কুশ আজ যদি কারু সঙ্গে ঘটে মা বিবাদ
দেখিবে শিখেছে কুশী কত অস্ত্র তবে

সীতা।—(কুশীর চিবুক ধরিয়া)
ক'রোনা বিরোধ যাদু। নির্দ্দোষীর সনে।
শিখিয়াছ অস্ত্র শস্ত্র হ'য়েছ দীক্ষিত,
বীরব্রতে, বীরকার্য্যে হওনা বিমুখ
নির্দ্দোষীরে দণ্ড যেন দিওনা কদাপি
(করপুটে) সর্ব্ব শুভঙ্করী দুর্গে দুর্গতিনাশিনী,
দানবদলনী দশভুজে দয়াময়ী
ক'রো দয়া দুঃখিনীর কুমার যুগলে,
সঙ্কটে পড়িয়ে যদি কভু সকাতরে,
মা মা ব'লে কাঁদে দোঁহে বিজন বিপিনে,
কাতর দেখিয়া কোলে ক'রো কাত্যায়নী।
উদ্দেশে সঁপিনু পদে অনাথ যুগলে

গীত

কাতরে, মা তোরে, ডাকিগো সর্ব্বাণি সর্ব্বমঙ্গলে
সঙ্কটে শঙ্করী, দেখ কৃপা করি, কাতরা কিঙ্করীর কুমার যুগলে।
নীলকণ্ঠপ্রিয়ে, নৃমুণ্ডমালিকে, নাগেন্দ্র পবিতে, নগেন্দ্র বালিকে,
কৌশিকী-কালিকে, কপালমালিকে, প্রপন্নপালিকে প্রসীদ অকূলে
অঞ্চলের নিধি যুগল শুকতারা, সংসারের সম্বল নয়নের তারা,
মা বিনে যে তারা জানেনা মা তারা,
তাই সঁপিলাম তারা, তোর পদকমলে

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—তপোবনস্থ অপরাহ্ণ

(অশ্ব রক্ষকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম —তুই পেইলে আয় ভাই, পেইলে আয়। কত্তা নেইলে দিয়ে মজা দেখ্‌ছে ছোড়া দু'ট এসে ঘোড়াটাকে তেইড়ে ধ'রে নিয়ে গেল। কাজ কি বাবা পরের দায়ে নাস্তা নাবুদ হওয়ায়। আস্তাবল হ'তে বেইরে আস্‌বার কালে মাথায় উপর টীক্‌টীক্‌য়ে ছেল বাব দু'ট কি ছেলে গো ওর কোনো পুরুষে ছেলে নয়। আদত বাজে ভরা মেঘের বাচ্চা,আচ্ছা ভাই। নোকে বলে ম্যাগে শালপত্ত খায়—আর অভ্যোর হাগে, এ শালার ম্যাগের বাচ্চা দু'ট বনে শালপাতা খেতে এসেছেল—নয়?

২য়।—আরে শালা. ওকি মেঘের বাচ্চা,নীল মানুষের ছানা আচ্ছা শক্তি বটে। ঘোড়ার কপালে ল্যেকন খ না যাকিন পড়েচে তেকুনি এসে ধরেচে ছোট ছোড়া টা যেন কেউটের বাচ্চা!

নেউটে আগাম এসে খপ ক'বে ল গা ৷ চেপে ধব্‌লে, শেযে নতা পাতা দিয়ে ঘোড়াটাকে গাছের সাথে বেঁধে তীব ধেনুক নিয়ে রুকে ডাডাল, বুকের পাটা কত আছু ভাই। ও ন্যাকনটায় কি ন্যাকা অ ছে বল্‌তে প রিস্ ?

১ম —ওবে শালা, ঘোড়াব কপালে ন্যাকা যাঁই থাক্, নিজের কপালে কি ন্যাকা আছে আগে তাই ভাব্ এখুনি ছোট কত্তা এসে ঘোড়া না দেখ্‌তে পেলে দু'জনকেই মেরে গোহাড় বাব ক'রে দেবে

২য় —আঃ মাব্‌বে অমনি তা মেসা অ র কি ! এখনি এসে ঘোড়া দেখ্‌য়ে দেবো, থাকে ক্ষ্যামত কেড়ে লেবে, মোদের মাব্‌বে কিসেব লেগে ?

১ম —তা বই কি ঘোড়া ঢুক্‌ল—বনে, খাবে ছুট গেছেব ছানায়। শালপাতা খেয়ে অভ্যোব হাগে—ঘোড়া খেয়ে গোহাড় হেগে কুড্ ক'র্‌বে আমবা দেখ্‌যে দিয়ে খ লাস। ঐ রে—ঐ— ছোট কত্তা আস্‌চে।

২য় —এঁ্যা আস্‌চে ছোট কত্তা অ স্‌চে ? আমারও যে বড় কত্তা দেখা দিয়েচেন বুজি কাপড়ে চোপড়ে হ'ল।

(শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

শত্রুঘ্ন —কইরে অশ্ব-পালদ্বয় যজ্ঞ-তুরঙ্গ কোন্ দিকে গেল ? এইত আমাব অগ্রে অগ্রেই তপোবনে প্রবেশ ক'র্‌লে, তোরা বুঝি সঙ্গে ছিলিনে ?

দ্বিতীয় —দোহাই কত্তা মাইবি মোবা,
একবারও নই সঙ্গ ছাড়া,
যেমন বনে ঢুক্‌লো ঘোড়া,
কোথায় থেকে দুটো ছোড়া—
ঠিক যেন গো মেঘের চাবা

তাড়িয়ে এসে ধর্‌লে দড়া,
যেমন ধরা তেমনি কাড়া,
খেলাম একটা বাঘা তাড়া,
তাড়ায় কি বাপ্ ডরায় তারা ?

শত্রুঘ্ন কি বলিলি অশ্বপাল! তপোবনবাসী—
ধরিয়াছে যজ্ঞ-অশ্ব বালক যুগলে ?
জ্ঞানহীন অবোধ বালক, নাহি বোঝে ভবিষ্যৎ
সে কারণে দোঁহে বুঝি হ'য়েছে সাহসী—
ধরিতে যজ্ঞের অশ্ব! ভাল অশ্বপাল,
ক'রেছ কি কোনরূপ কটু উক্তি কেহ
বালক যুগল প্রতি ?
বোধ হয় ঋষিপুত্র তারা

১ম — কত্তা ইষিপুত্তুর নয়গো তারা,
কালো কালো মেঘের চারা,
শোন নাই কি কালো মেঘে,
শালপাত খেয়ে অভ্যোর হাগে
ঘোড়া খাবে রাগে রাগে
নাশ ক'র্‌বে গোহাড় হে'গে
আস্‌ছে কত ঐ দেখনা,
ঐ—সেই দুটো মেঘের ছানা

(লব ও কুশীর প্রবেশ)

২য় — ও বাবা লক্ষ্মী ছেলে!
ঘোড়াটী কেন দাওনা খুলে,
কেন বাবা এ কর্ম্মভোগ,
কাঙ্গালের ছেলের ঘোড়া রোগ

১ম — এখন ধর্‌লে ঘোড় বোগে,
শীগ্‌গির বাবা যাবে ভুগে।
বেঁধে রেখেছ গাছের তলে,
বল যদি ত আনি খুলে

শত্রুঘ্ন —কহ বৎস কে তোমরা, কাহার নন্দন ?

লব —যে হই সে হই মোরা, ধ'রেছি যজ্ঞের ঘোড়া
পরিচয়ে কিবা প্রয়োজন ?

শত্রুঘ্ন।—অশ্বশিরে জয়পত্র দেখ নাই প'ড়ে ?

লব —আগে তা দেখেছি প'ড়ে, ধরিয়াছি তার পরে,
তোমার ললাট লিপি পড়িবার তরে

শত্রুঘ্ন বালকের এ সাহস উপযুক্ত নয়

লব।—সতীর সন্তান কবে কারে করে ভয়।

শত্রুঘ্ন —তবে কি সহজে অশ্ব দিবে না ছাড়িয়া ?

কুশী।- ভিক্ষা চাও,—মাগ ক্ষমা, মিনতি করিয়া

১ম —ও বাবা এটার যে ল্যাজে পা দেবার যো নাই গো।

শত্রুঘ্ন —শুন বৎসদ্বয় নাহি দিলে পরিচয়,
ঋষিপুত্র অনুমানি করিয়াছি ক্ষমা—
বার বার, কিন্তু আর না করিব ক্ষমা,
নাহি উপেক্ষিব কভু বালক বলিয়া
বালকের কোমলাঙ্গে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত
অপৌরুষ বীরকুলে, তাই সহিতেছি—
পুনঃ পুনঃ ক্ষুদ্র মুখে কটু উক্তি এত।

লব —না হবে সহিতে আর, ক্ষণেকের পরে,—
ভুলিবে সকলি, করি ধরা-শয্যা-সার

শত্রুঘ্ন।—কি বল সমর করি পশিবে সমরে ?

লব।—সতীর চরণধূলি ধরিয়াছি শিরে

শত্রুঘ্ন —পদব্রজে হয় কিরে সময় বিজয় ?
লব —মাতৃ আশীর্ব্বাদে রণে জিনিব নিশ্চয়
শত্রুঘ্ন —বিলম্ব কি এস তবে হও ব্রতী রণে,
কুশী —থাক দাদা আমি ওবে নাশি একবাণে

[কুশীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

নিকষার প্রবেশ

নিকষা —হয়েছে সময় হয়েছে। নেব—আজ প্রতিশোধ নেব। আমি নিকষা—রাবণের মা নিকষা যে রাবণ সোনার লঙ্কার রাজা ইন্দ্র, চন্দ্র যার দুয়ারে বাঁধা, লক্ষি লক্ষি বেটা—লক্ষি লক্ষি নাতি। সেই রাবণের মা আমি, আর কেউ নাই—সোনার লঙ্কা শ্মশান হয়েছে। বেটা পুত নাতি সব গিয়েছে—চক্ষে দেখেছি—প্রাণে সয়েছি বাজের চেয়ে বাজের আঘাত বুক পেতে ধরেছি। প্রতিশোধ নেব বলে আজ তার সময় হয়েছে, মরবে—সব মরবে। আমার বংশ—সোনার বংশ যে ছারখার করেছে, আমার সুখের হাট যে ভেঙ্গে দিয়েছে—আনন্দের হাটে আগুন দিয়েছে, সে মরবে। এই সিঁদুর পাতালে মহীরাবণের ঘরে ছিল,—ভদ্রকালীর মন্দিরে ছিল, যত্ন করে রেখেছি—কৌটাভরা সিঁদুর আঁচলে বেঁধে রেখেছি ছেলে দুটোকে পরিয়ে দেব, গায়ে বল পাবে,—শিবের শক্তি পাবে আর সব মারবে সব মারবে আমার মনের কালী যাবে। বেশ হয়েছে। হিঃ হিঃ হিঃ কি মজা। কি মজা॥

[ভঙ্গি ক্রমে প্রস্থান।

লব ও কুশীর প্রবেশ

কুশী।—আমারই বানে মরেছে—নয় দাদা ?
লব —হঁ তোমারই বাণে—তুমি বেশ যুদ্ধ শিখেছ

নিকষার পুনঃ প্রবেশ.

নিকষা —বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে।
ছোট ভাইটে আগে মরেছে।
ফলুক—ফলুক বিধির লেখা,
মরুক ভরত রামা লখা
বংশ নাশ মোর কর্‌লে যে,
নির্ব্বংশ হ'ক সে
ঐ এসেছে ছেলে দুটো,
আঁচল হ'তে খুলে কোটো
পরিয়ে দিইগে সিঁদুর ভালে,
রামা লখাকে মারবে ছেলে,
যেমন রোগ তেমনি ওঝা,
হিঃ হিঃ হিঃ কি মজা!
(ভঙ্গিক্রমে লবকুশের নিকট আগমন)
আয়, আয় আয়রে দৌড়ে,
এনেছি সিঁদুর কৌটা ভরে,
দিই পরিয়ে কপালে আয়
শিবের শক্তি পাবি গায়

[ললাটে সিন্দুর দান ও প্রস্থান

(ভরতের প্রবেশ)

ভরত — ওহো অসম্ভব কথা নাহি লয় মনে,
অবোধ বালক এরা তপ-বনবাসী
অনুমানি ঋষিপুত্র হবে দুই জনে
দুর্জ্জয় লবণ দৈত্য বিনাশি সংগ্রামে,

বীরকুলে স্থিরকীর্ত্তি রাখিল যে জন
সেই ভ্রাতা হত আজ শিশুর সংগ্রামে ?
বড়বাগ্নি নির্ব্বাপিত সফরী ফুৎকারে।
অসম্ভব অসম্ভব ! বিধির বিধান !

২য় — ও কর্ত্তা অমন ক'রে,
কি হবে আর ভাব্‌লে পরে,
মেরে ফেলগো যাক্ বালাই,
পুন্‌কে শত্রু রাখ্‌তে নাই

ভরত।—তাপস কুমার দ্বয়, কহ সত্য পরিচয়,
কাহার কুমার দোঁহে কিবা নাম কার ?

লব।—অন্য পরিচয়ে আর কি কাজ এক্ষণে
ধনুর্ব্বাণ ধরি রণে, পশিয়াছ যে কারণে,
তারি পরিচয় আগে হ'ক দুইজনে

ভরত —নবনীত বিনিন্দিত সুকোমল দেহে,
প্রহারিতে তীক্ষ্ণ শর নাহি সরে মন।
হও যদি তাপস্-কুমার, তবে ত্যজ বিসম্বাদ।
যাও শিশু চলিয়া স্বধামে—
শিখ গিয়া তপ-জপ যাগ-যজ্ঞ এত !
যুদ্ধ চর্চ্চা নহে কভু ব্রাহ্মণের নীতি
একে ত ব্রাহ্মণ, তাহে শিশু সুকুমার,
সাজেনা সমর সজ্জা তোমাদের সনে,
বালক, ব্রাহ্মণ, বালা অবধ্য সতত
লতা-পাশ-বদ্ধ অশ্ব করিয়া মোচন,
জননীর কোলে সুখে করগে বিশ্রাম

কুশী —শমনের কোলে আগে শোয়ায়ে তে মায়,
পরে জননীর কোলে করিব বিশ্রাম

ভরত —বালকের বাক্য বিষে জর্জ্জরিত দেহ,

কুশী —এ বিষে নিশ্চয় মৃত্যু নাহিক সন্দেহ

ভরত —হের সর্প। সম্মুখেতে গড়ুর তোমার,

কুশী —সম্মুখে মূষিক-শিশু নাচিছে আমার

ভরত - উত্তপ্ত শোণিত স্রোত বহিছে শিরায়,—

দহিছে সর্ব্বাঙ্গ যেন ভীষণ অনলে

কুশী —অমোঘ ঔষধ এই হের রথিবর

এখনি হিমাঙ্গ হবে এ ঔষধ বলে।

(অস্ত্রত্যাগ)

ভরত।—তবেরে উন্মাদ শিশু। নাহি রক্ষা আর

(অস্ত্র প্রয়োগ)

কুশী —(অস্ত্র নিবারণ পূর্ব্বক)—

কে উন্মাদ রথিবর।—

এই শক্তি তোমার ?

(অস্ত্র প্রয়োগ)

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(নিকষার পুনঃ প্রবেশ)

নিকষা —বেশ হ'য়েছে—বেশ হ'য়েছে।

চারটে ছিল, দুটো গেল

বেঁচে থাক্‌বে দুটী ভাই

বালাই নিয়ে ম'রে যাই

ছিল সিঁদুর পাতাল পুরে—

রেখেছিনু কৌটা ভরে,

দিয়েছি সিন্দুর পরিয়ে ভালে,

থাক্‌বি বেঁচে মায়ের কোলে,

লখা রামায় দেরে বলী,
ঘুচে যাক্ মোর মনের কালী
আমার বংশ নাশ্‌লে যে,
. নির্ব্বংশ হ'ক সে,
পূরাব আমার মনের আশা,
তবে আম র নাম নিকষা
হা .—হা ।—হা . —

[প্রস্থান

লব কুশীর প্রবেশ

কুশী ।— ও ভাই—ও ভাই—
এক বাণেতে ইনিও হ ই

লব ।—মেরে ফেলেছ ?

কুশী ।—হুঁ । আবার দু'জন জুটেছে । এস দৌড়ে এস

[প্রস্থান

নিকষার পুনঃ প্রবেশ

নিকষা —বেশ হ'লো, বেশ হ'লো
একটা—দুটো—তিনটে ম'লো
আমার মনের কালী গেল
বেঁচে থাকবে দুটী ভাই,
বালাই নিয়ে ম'রে যাই
ম'লো যুবরাজ ম'র্‌বে রাজা,
হা-হা-হা কি মজা—কি মজা ।

(কুশীর পুনঃ প্রবেশ)

কুশী —বা বা ! বেশ একটা মুখ-পোড়া হনুমান মেরেছি দাদাকে দেখাব

[আনন্দিত ভাবে প্রস্থান

(রামচন্দ্রের অঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে উভয়ের পুনঃ প্রবেশ)

রাম —প্রহারো প্রহারে শিশু—
প্রাণপণে প্রহারো শায়ক—
পাষাণ হৃদয়ে মোর, সহি বুক পাতি

লব । কেন রথি ! নিরবে সহিবে বুক পাতি
উপজিল হৃদয়ে কি ভয় আচম্বিতে ?

রাম ভয় নয় . ভয় নয়, না পারি বুঝিতে,
হ'তে রণে অগ্রসর, খ'সে পড়ে ধনুঃ শর,
কে যেন কি দৃঢ় সূত্রে টানিছে পশ্চাতে

লব · টানিছে আতঙ্ক সূত্রে ভীরুতা তোমার,
কাজ নাই যাও ত্বরা রণ তেয়াগিয়া

রাম — যাব ! যাব ——
না করিব রণ
যাব রণ তেয়াগিয়া,—
কিন্তু চাহি পরিচয়,
কহ বৎস ! কার পুত্র দোঁহে
কোন ভাগ্যবতী সতী—
ধরিয়াছে গর্ভে হেন যুগল রতন ?

লব - সতীর সন্তান মোরা বাস তপোবনে,
নাহি জানি জনকের নাম

রাম ।—পিতার নাম জান না ?

কুশী ।—না ।

রাম।—জননীর নাম ?

কুশী।—জননীর নাম "জননী" "মা" আমরাও বলি মা, আমাদের গুরুদেব বাল্মিকীও বলেন, "মা" কাজেই আমরা জানি তাঁর নাম মা—জননী—সতী

রাম —তোমাদের জননী কি করেন

কুশী —অত কথা কে তোমাকে বলবে মশায়

রাম।—বলনা বাপ দুটো কথার উত্তর দিতে দোষ কি ? তোমাদের জননী—কি করেন বল ?

কুশী।—ক'র্‌বেন আর কি—কাঁদেন। খাওয়া নেই, ঘুমনা নেই, আছে কেবল রাত্ত দিন কান্না

রাম —কি ব'লে কাঁদেন ?

কুশী —আমাদের সাক্ষাতে বড় একটা ফুকারে কাঁদেন মা, কাছে না থাকলে চেঁচিয়ে কাঁদেন, কাছে এলেই আবার চুপ করেন, সেই কাছে আস্‌বার সময় যা শুনতে পাই, দয়াময়—প্রভু—রঘুনাথ, এম্‌নি এম্‌নি কত কি বলেন, আর চখের জলে বুক ভেসে যায়। আমরা কাছে গেলেই অম্‌নি চখের জল মুছে আমাদের কোলে নেন্‌

লব —কুশী মা হয়ত কাঁদ্‌ছেন, আর না চল ভাই কুটীরে যাই (রামের প্রতি) মহাশয় আমরা আপনার অশ্বের শিরে জয় পত্র দেখে যজ্ঞের অশ্ব ধ'রেছি, এখন আপনি যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে অশ্ব নিয়ে গিয়ে আবদ্ধ যজ্ঞ পূর্ণ ক'র্‌তে ইচ্ছা করেন কি ?

রাম —অশ্বমেধ—আজ আমার শত অশ্বমেধ পূর্ণ; আজ আমার শত সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের—কোটী মহা যজ্ঞের যুগল কাম্যফল লাভ ক'রেছি। তোমরাই আমার কোটী মহাযজ্ঞের কাম্যফল, (স্বগতঃ) না না, জগতের কাছে পতিত হব। সীতা নির্ব্বাসিতা,—অসতী অপবাদে নির্ব্বাসিত, সেই নির্ব্বাসিতা

পত্নীর গর্ভজাত পুত্র পুত্র ভাবে গ্রহণেও সমাজে পতিত হব, হাঃ কঠোর রাজধর্ম্ম

লব —আপনি যে দেখ্‌ছি দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাগলের মত হ'য়ে উঠলেন্ একবার আমাদিগে কাস্যফল বলে কোলে নিতে আস্‌ছেন আবার কি ভেবে দূরে নিক্ষেপ কর্‌ছেন। আপনি কে, সত্য ক'রে বলুন দেখি ?

রাম। —অশ্ব শিরে জয় পত্রে কি লেখা আছে দেখেছ কি ?

লব।—দেখেছি বৈকি ?

রাম —তাতে কার নাম লেখা আছে ?

লব। অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের

রাম —আমিই অযোধ্যার রাজা সেই—রাম

লব —তুমি সেই রাম, গুরুদেব বাল্মিকীর কাছে রামায়ণে যে রাম-চরিত্র গান শিখেছি, তুমি কি সেই রাম। যে রাম গুপ্ত অস্ত্রে বানর রাজ বালীর প্রাণ বধ করেছিল,—তুমি কি সেই রাম যে রাম, মিত্র-পুত্র তরণীকে বিনাশ ক'রেছিল, তুমি কি সেই রাম ? যে রাম গর্ভবতী সতী পত্নীকে অনাথার মত বনবাস দিয়েছে তুমিই সেই রাম ?

কুশ —দাদা ঐ বনবাস দেওয়ার সময়ের গান শিখ্‌বার সময় আমাদের গুরুদেবও কাঁদেন—নয় ? দূর দূর নিষ্ঠুর রাম। তপোবন হ তে চ'লে যাও

রাম —যাব—ভ্রাতৃগণ যে পথে, সেই পথে যাব। অসহ্য—অসহ্য আর সয়না। হা দগ্ধ হৃদয়।——

(বাল্মিকীর প্রবেশ)

বাল্মিকী —মহারাজ রামচন্দ্র। তোমার ভ্রাতৃগণের জন্য চিন্তা ক'রো না, আমার সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রভাবে সকলেই

পুনর্জ্জীবন লাভ ক'রেছেন্ তুমিও যে, বালকের যুদ্ধে মূর্চ্ছিত হ'য়েছ—শিশুর সঙ্গে সমরে পরাভূত হ'য়েছ, তার কারণ, সময়ে স্মরণ করিয়ে দেব। এক্ষণে তোমার যজ্ঞাশ্ব ও ভ্রাতৃগণ সহ রাজ-ধানীতে গমন করে সংকল্পিত অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ করগে, আমিও যথাসময়ে যজ্ঞ দর্শনার্থে সশিষ্য নৈমিষারণ্যে যাত্রা করব, (লব কুশের প্রতি) কুশী, লব

লব —আজ্ঞে .

বাল্মিকী —অশ্বের লক্ত-বন্ধন মোচন ক'রে দাও, সে সচ্ছন্দে যদৃচ্ছা গমন করুক

লব —যে আজ্ঞে

কুশী —না দাদা, ঘোড়ার মাথায় যে জয়পত্র লেখা আছে। তাতে যে কঠিন দিব্বি দেওয়া আছে

বাল্মিকী —থাক্ দিব্বি দেওয়া, যিনি দিব্বি দিয়েছেন তিনিই তার ফল ভাগী হবেন, এদিব্বি দেওয়ায় পরিণাম ও দিব্য চক্ষে দেখ্‌লেন এখন আমার আদেশ শোন অশ্ব মুক্তকরে দাও।

কুশী —বলেন—দিচ্চি, (রামের প্রতি) যান্ মশায়, আমরা বীরের বেটার মত ঘোড়া ধরেছিলেম, বীরের বেটার মত ছেড়ে দিলেম, আপনি কাপুরুষের বেটার মত ঘোড়া নিয়ে গিয়ে যজ্ঞ সাঙ্গ করুণগে এস দাদা ঘোড়া ছেড়ে দিইগে।

বাল্মিকী —হাঁ এখনি ছেড়ে দাওগে (রামের প্রতি) যাও মহারাজ। যথাসময়ে আপনার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হব আপনা-দের কুল-পুরহিত বশিষ্ঠ মহাশয়কে ব'লবেন, আমার আরব্ধ কার্য্য শেষ হ'য়েছে

রাম —যে আজ্ঞে

প্রস্থান।

বাল্মিকী—কুশ! লব! তোমরাও প্রস্তুত হওগে, বীণায় নূতন তন্ত্র সংযোগ ক'রে লওগে, তোমাদিগের জননীকেও বলগে যেন প্রস্তুত থাকেন, আজ সকলেই তোমরা আমার সঙ্গে যজ্ঞ দর্শনে যাবে। এখন যাও অগ্রে অশ্বের লতা বন্ধন মোচন করে দাওগে।

সকলের প্রস্থান

নবম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—নৈমিষারণ্য যজ্ঞস্থল

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ —ভগবানের অবতার গ্রহণের ষষ্ঠি সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে মহর্ষি বাল্মিকী যোগ বলে ভবিষ্যৎ ঘটনা পরম্পরা যেরূপ লিপি বদ্ধ করে গিয়েছেন এক্ষণে সেইগুলি পর্য্যায় ক্রমে কার্য্যে পরিণত হ'য়ে আসছে, রামলীলা মহানাটকের অভিনয় ত প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। এক্ষণে উদ্যোগী হ'য়ে ভগবৎ-লীলা-নাট্যাংশের অবশিষ্ঠ ভাগের অভিনয় সমাধানান্তে ভগবানকে নিত্যধামে লয়ে গিয়ে বৈকুণ্ঠের সিংহাসনে যুগলরূপ দর্শন ক'রতে পারলেই, দেবগণের বাসনা পূর্ণ হয়।

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। দেব বশিষ্ঠ। মহারাজ রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণের সহিত সসৈন্যে যজ্ঞের অশ্ব ল'য়ে প্রত্যাগমন ক'রেছেন। আপনি যজ্ঞ পূর্ণ করিবার আয়োজন করুন।

বশিষ্ঠ —ভাল, তুমি এই নৈমিষারণ্যে যে সকল ঋষিগণের আশ্রম আছে সমস্ত আশ্রমের ঋষিগণকে সংবাদ দাওগে, যেন শীঘ্র যজ্ঞ স্থলে আগমন করে।

দূত।—যে আজ্ঞা

প্রস্থান

(ঋষিগণ, ভ্রাতৃগণ পরিবেষ্টিত রামচন্দ্রের সভায় প্রবেশ)

রাম —কুলগুরু বশিষ্ঠদেব আমরা সকলে আপনাকে প্রণাম করি

ঋষিগণ —(বশিষ্ঠের প্রতি) মহাশয় নমস্কার। নমস্কার। নমস্কার।

বশিষ্ঠ —ব্রাহ্মণেভ্যো নম সকলে আসন গ্রহণ করুন।

রামচন্দ্র সিংহাসনে উপবিষ্ট, লক্ষ্মণের ছত্র ধারণ, ভরত শত্রুঘ্ন চামর ব্যজনে নিযুক্ত, দক্ষিণপার্শ্বে ঋষিগণ দণ্ডায়মান, বামভাগে সুমন্ত্র, বিভীষণ ইত্যাদি সম্মুখে হনুমান উপবিষ্ট গান গাইতে গাইতে লব কুশসহ বাল্মিকীর প্রবেশ

গীত।

ত্রাহি রঘুবর
শোভিত ত্রিপুর হর নিন্দি নীল ইন্দিবর,
নিত্য নিধীশ্বর।
নব নীল কান্ত কান্তি হে শান্ত শান্তি সাগর॥
রিপু শাসন অচ্যুত বপু চন্দন চর্চ্চিত,
সদানন্দ অর্চ্চিত, সচ্চিত সর্ব্বেশ্বর
পাতকী উদ্ধারক, শর কার্ম্মুক ধারক,
কর্ব্বুর-কুল হারক, ভার্গব-গর্ব্ব হর
ভব-জলধি-ভেলক, ভানুজ-কুল-বালক,
দয়াল দীন-পালক, ত্রিলোক লোক সুন্দর

লব, কুশ। — গীত।

দীননাথ দীন দয়াল, দেবেশ দীন তারণ
দানব দল দর্প দলন, দাশরথী দুঃখ বারণ
জননী জঠর জনম বারণ, জগত জনক জানকী জীবন,
জাহ্নবী জনদ জয় জনার্দ্দন, জগত জন শরণ
নিকষা নন্দন নিধনকারী, নব নীর ধর, নীলকান্তহরি,
নিখিল নায়ক নরকনিবারী, নরহরি রূপ ধারণ।
ভীরু ভয়ত্রাতা, ভুবনরঞ্জন, ভার্গব জেতা ভকতি ভাজন,
ভব-ভয়-ভীত দীন অভাজন, ভূষণ-ভীতিহরণ

(সকলের প্রণাম।)

রাম।—ওকি মহর্ষে! আপনি প্রণাম ক'র্‌ছেন কাকে?

বাল্মীকি।—রামকে। যিনি আত্মারাম রূপে সর্ব্ব জীবে বিদ্যমান, আমি সেই জগদভিরাম রামকে প্রণাম ক'র্‌ছি।

রাম।—রাম চিরদিন ব্রাহ্মণের দাস

বাল্মীকি।—আবার ব্রহ্মরূপে ব্রাহ্মণের উপাস্য দেবতাও তিনি, কৈ বশিষ্ঠদেব কৈ?

বশিষ্ঠ।—আসুন আসুন সকলেই উপস্থিত আছেন।

বাল্মীকি।—মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদানের আর বিলম্ব কত?

রাম।—আপনার আগমনের অপেক্ষা মাত্র

বশিষ্ঠ।—এ দুটী কে?

বাল্মীকি।—আমারি শিষ্য, কখনো রাজসভা দেখে নাই—রাজা কেমন জানে না, তাই আমার সঙ্গে এসেছে

বশিষ্ঠ।—গুরুর উপযুক্ত শিষ্য তা বুঝ্‌তে পেরেছি। রাজা কেমন তা ওরা জানে না, কখন জান্‌বেও না। কেননা, সূর্য্য কিরণ সূর্য্যই বিকীরণ করেন,—সূর্য্যই সংযত করেন। ভাল

এদের হস্তে বীণাযন্ত্র কেন, সংগীত বিদ্যাও কিছু শিক্ষা দেওয়া হ'য়েছে নাকি ?

বাল্মিকী —হঁ, বহু পূর্ব্বে আমি রামায়ণ নামক একখানি কাব্য রচনা ক'রেছিলেম, সম্প্রতি সেই কাব্যখানি ওদের শিক্ষা দিয়েছি। রামচন্দ্রের রাজসভায় সেই গীতিকাব্যখানি শুনাব ব'লেই ওদের সঙ্গে আনা

বশিষ্ঠ। বড়ই আনন্দের কথা ? রাজ আজ্ঞা গ্রহণ ক'রে সংগীত আরম্ভ ক'র্‌লে ভাল হয় না ?

বাল্মীকি।—ক্ষতি কি ?

বশিষ্ঠ।—মহারাজ কি আদেশ করেন ?

রাম।—(স্বগতঃ) আমি যে কাকে চরিতার্থ ক'র্‌ব, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে, চক্ষু ত নিমিষ ত্যাগ ক'রেছে. যতই দেখ্‌ছি, দর্শন-তৃষ্ণা ততই বলবতী হচ্ছে, তার উপর কর্ণও মধুময় বাক্য শ্রবণে লালায়িত হউক চক্ষু কর্ণ উভয়েই তৃপ্ত হ'ক, চিত্ত চরিতার্থ হ'ক্‌,—(প্রকাশ্যে) হ'ক্‌ সংগীত আরম্ভ হ'ক্‌।

বাল্মীকি —বৎস লব, কুশী।

উভয়ে —আজ্ঞে।

বাল্মীকি।—কাব্য গীত আরম্ভের পূর্ব্বে সেই রামরূপ বর্ণন গীতটী গাও দেখি।

লব।—দুজনে একত্রে গাইব ?

কুশী – তা কেন, সেই—তেমনি ক'রে, সে বেশ হবে, আগে গোড়াটা দুজনে গাই। তার পর তুমি একটু গাইবে, আমিও একটু গাইব

বাল্মীকি —ভাল তাই হ'ক্‌, কুশী যা বল্‌বে তাই হবে

কুশী।—কেন দাদা সেত বেশ। গাইতেও কষ্ট হয় না।

বাল্মীকি।—তাই গাও

গীত।

লব, কুশী —নবীন নীল নীরধর, নীলকান্ত সুন্দর,
মরি কি রামরূপ কান্তি স্থির শান্তিসাগর।
লব।— নিন্দি নীল-ইন্দিবর, সুরবন্দিত চরণ,
কুশী — দশ নখে দশধ শশী, দশ দিকে ঢালে কিরণ,
লব — ধাইছে কত অগণন, যোগী ঋষি তাপসীগণ,
কুশী।— প্রয়াসে সুধা পিয়াসে যেন আসে চকোর নিকর।
লব।— বিচিত্র কার্ম্মুক করে শোভেরে রাম নীলতনু,
কুশী — নব জলদ কোলে যেন দোলেরে ইন্দ্রধনু,
লব — প্রকটি প্রভা কোটী ভানু, পরশি কটি, উরু, জানু,
কুশী — চুম্বিতে চরণরেণু, লম্বিত অসি মনোহর
লব।— দলিত কদলী তরু চারু উরু কি সুবলিত,
কুশী।— গতি হেরি গজেন্দ্র লাজে, সতত ধূলি ধূসরিত,
লব — ডমরু জিনি কটি নেহারি, সরমে বনে পশিল হরি,
কুশী।— রামরূপ ঠাম হেরি, কাম ত্যজে কলেবর
লব — ধবলিত পবিত কিবা মিলিত একাবলীতে,
কুশী।— সক্ষম রসনা কোথা সে শোভা একা বলিতে,
লব — লম্বিত মুক্তাবলীতে, পরশে নাভি ত্রিবলীতে,
কুশী - নীল গগনে তারাবলীতে, যেন বিধুর সুন্দর
লব।— সুরক্ত চন্দন বিন্দু শোভিত সুন্দর ভালে,
কুশী — যেন রে নব রবিচ্ছবি, স্থির নীল জলধিজলে,
লব — নিরখি আঁখি যুগলে, শিহরি কণ্টকচ্ছলে,
কুশী — সরমে শরণ জলে নিল রে ইন্দিবর
লব।— কি ছার কন্দর্প গর্ব্ব, গন্ধর্ব্ব অমর কত,
কুশী।— শিরসে উরসে বাসে, কলসে মণি মরকত।
লব — সভা কিবা অমরাজিত, শোভ অলকা পরাজিত,
কুশী।— রাজিত-রতনাসনে বিরাজিত রঘুবর
লবী।— যাঁর তারক ব্রহ্মনামে শান্তি ভব পিপাসারে,

কুশী — যাঁরে ভক্তি, জীবন মুক্তি, শিব উক্তি তন্ত্রসারে।
লব। — যাঁর নামে সংসার অসারে, যায় জীবের যাওয়া আসা রে,
কুশী — নিরখি সেই সারাৎসারে, মায়া নেশারে পরিহর
লব — ঐ মাধুরী হৃদে ধরি যেন জীবন অন্তকালে,
কুশী — জয় রাম রাঘব ব'লে যায় প্রাণ জাহ্নবী জলে।
লব। — মুক্ত হয়ে মায়া ফাঁদে, মিশাবে কবে নিবাপদে,
কুশী অহিভূষণ সেবিত পদে, অহিভূষণ কিঙ্কর

সবেগে কৌশল্যার প্রবেশ

কৌশল্যা —রাম। রাম আর যে থাকৃতে পারলেম না (বাল্মিকীর প্রতি) প্রভু—অন্তর্য্যামি ঋষি আর কেন, অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি আপনার ঋষি বালক দুটীকে চিনেছি আমার কুল-লক্ষ্মী—আমার মা রাজরাজেশ্বরী ভিখারিণী দীন দুঃখিনীর বেশে আমার অন্তঃপুরে এসেছেন। আমার বুকের ভিতর কে যেন এসে ব'লে দিচ্ছে, তোর রাজ রাজেশ্বরী—রাজলক্ষ্মী সতী-কুলেশ্বরীর গর্ভের ধন—তোর রাম নীলকান্তমণির প্রভেদ রূপ—তোর কুলের কুলভূষণ সৌভাগ্য বৃক্ষের কাঞ্চণফলদুটী বনের ঋষিবালকবেশে তোর রামের যজ্ঞসভায় উদয় হ'য়েছে, ঋষিরাজ! দয়া ক'রে অনুমতি দিন, আমি আমার রামের অভেদ রূপ নয়নাভিরাম দুটীকে কোলে করে তাপিত হৃদয় শীতল করি

বাল্মিকী —মা রামরত্ন প্রসূতি। দ্বিতীয় অদিতীরূপিনী কৌশল্যে। এ দু'টী তোমার সতীকুলের আদর্শ লক্ষ্মীরূপিণী সীতার গর্ভজাত তোমার রামের পুত্র লোকাপবাদ ভয়ে প্রজারঞ্জক রাজা রামচন্দ্র গর্ভবতী সতীকে বনবাসিনী করার পর, যথাকালে এই দীনহীন বাল্মিকীর তপাশ্রমে মা আমার এই রত্ন দুটী প্রসব করেন, আমি যথাসাধ্য ফল মূলে আর বৃক্ষবল্কলে আসমুদ্র ধরার অধীশ্বরের পুত্রযুগলকে লালন পালন করেছি। এখন তোমারি ধন

তুমি কোলে লও রামচন্দ্র, ঋষিবাক্যে অবিশ্বাস করো না, সীতাদেবী সতীকুলের আদর্শ প্রতিমা। এই দুটী অভেদ রামমূর্ত্তি লব কুশী তোমার অঙ্গজ, সতী জানকীর গর্ব্ভজাত পুত্র যাও ভাই লব—যাও ভাই কুশী তোমরা বনবাসী ঋষিবালক নও সসাগরা ধরার অধীশ্বর মহারাজা রামচন্দ্রের পুত্র। যাও রাজ-মাতা কৌশল্যা দেবীর কোলে যাও সূর্য্যকুলের তরুণ অরুণ দ্বয় ঐ শ্বেত বসনা ঊষা দেবীর কোলে উদয় হওগে সকলে একবার মহারাজ রামচন্দ্রের জয় শব্দ উচ্চারণ কর

লব কুশীকে অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক কৌশল্যার উপবেশন
একপার্শ্বে ঋষিগণ, অন্যদিগে ঋষিবালকগণ দণ্ডায়মান
নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

গীত

সকলে।—মরি কি সুন্দর শোভা কৌশল্যার কোলেরে।
কল্পলতা অঙ্গে যেন কাম্যফল দোলেরে।
ঋষিগণ —নীলোজ্জ্বল রবিচ্ছবি ঊষা অঙ্গে খেলেরে।
বালকগণ —স্বচ্ছজলে যেন যুগল নীলকমল দোলেরে -
নর্ত্তকীগণ —কিব নৈমিষে আনন্দের হাট (আজ) রাম-যজ্ঞচ্ছলে রে
(নৃত্য)
ঋষিগণ। শান্তি, ধর্ম্ম, রাজনীতি শিখাতে ভূতলে রে -
বালকগণ —চতুরাংশে পূর্ণ ব্রহ্ম উদয় সূর্য্যকুলে রে—
নর্ত্তকীগণ —হয়ে ফুল্লচিত্ত, করো নৃত্য জয় জয় রাম ব'লে রে।

সমাপ্ত।

রামাশ্বমেধ গীতাভিনয়।

দণ্ডীপর্ব্ব, উত্তরাপরিণয়, তুলসীলীলা, রাই-উন্মাদিনী ও

সুরথোদ্ধার প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা

শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩১১ সাল।

মূল্য ১।০ দেড় টাকা।

কলিকাতা,

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন,

"কালিকা যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

সদ্‌গুণগ্রাহী সদাশয়

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় সমীপে—

আমার কন্যা

শ্রীমতী হেমপ্রভা দেবীর

কুশল কামনায়

আপনার

আশীর্ব্বাদ মাত্র প্রার্থী হইয়া

এই গ্রন্থ

আপনার করকমলে

অর্পণ করিলাম

———

গ্রন্থকার।

কৃতজ্ঞতা।

আশার অবধি নাই। মনুষ্যমাত্রই আশার দাস তবে আমার আশা বা আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কি.

কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখিতে দেখিতে দুই একখানি করিয়া সাতখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। পাঠকগণেব অনুগ্রহে কোন কোন খানির পুনঃসংস্করণও হইয়াছে ও হইতেছে

সত্য কথা বলিতে গেলে আমার সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশে প্রধান সহায় ও উদ্যোগী বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীর সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। আমি গুরুদাস বাবুর নিকট চিরকৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ আজ আমি আমার এই "রামাশ্বমেধ গীতাভিনয়ের" গ্রন্থস্বত্ত্ব তাঁহাকে অর্পণ করিলাম

গ্রন্থকার

রামাশ্বমেধ গীতাভিনয়।

প্রস্তাবনা।

গীত

মন পুণ্য শূণ্য জন্য কেন ক্ষুণ্ণ অবিরাম,
একবার প্রকারে প্রসঙ্গে যদি বল রাম নাম ;
হবে পূর্ণানন্দ রামের কৃপায় পূর্ণমনস্কাম ॥
হৃদে জ্ঞান যোগ না জন্মিলে, প্রেমার্ণবে না নামিলে,
কুপথে ভ্রমিলে যায় নারকী সামিলে ;—
অন্তে ভক্তিহীন জীবের যদি মুক্তি না মিলে,
তবে অজামিলে কেন রাম দেন মুক্তিধাম ॥
যার নামে দশরথ নৃপতি, পান ব্রহ্মবধ পাপে নিষ্কৃতি,
ব্রহ্মহত্যা হেতু সেই রাম হন যজ্ঞে ব্রতী,
শুন শ্রীরামের অশ্বমেধ-পর্ব্ব, অপূর্ব্ব ভারতী,—
দিবেন অন্তে দিব্য গতি রাম দুর্ব্বা-দল-শ্যাম ॥

রামাশ্বমেধ গীতাভিনয়।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—অযোধ্যা রাজপথ

মহর্ষি অষ্টাবক্রের প্রবেশ।

অষ্টাবক্র —এই ত সম্মুখেই অযোধ্যাধাম। সর্ব্বগুণধাম রামচন্দ্রের দেশাগমনেই অযোধ্যার পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তিত হয়েছে। বর্ষাপীড়িতা প্রকৃতি, শরদাগমে যেমন নবীন শোভা ধারণ করে, অযোধ্যা রাজ্যও তেমনি দুঃখের বর্ষান্তে সুখের শরতে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে রামচন্দ্রের বনগমনে অযোধ্যা আকাশে যে শোকের মেঘ উঠেছিল, যে মেঘে এই সুখের আধার অযোধ্যার সব আঁধার করে রেখেছিল, যে শোকের বর্ষাতে অযোধ্যা-বাসীর চক্ষে শতধারা বর্ষণ করেছিল, এতদিনে সে মেঘ ঘুচেছে,

এতদিনে অযোধ্যা-আকাশে অকলঙ্ক রামচন্দ্রের পূর্ণোদয়ে জগৎ আনন্দময় হয়েছে। চাঁদ ত উদয় হয়েছে, এখন চকে বের সাধ কি পূর্ণ হবে না। চাঁদ উদয় হলেই ত চকোরের বাসনা পূর্ণ হয়ে থাকে, তবে আমার নয়ন চকোর কি, সে সুধায় বঞ্চিত হবে? হে জগদাভিরাম আমি তোমাদের নয়নাভিরাম যুগলরূপ দর্শন করব ব'লে অগ্রসর হয়েছি, আমার বাসনা কি পূর্ণ হবে না? একবার তোমার সেই স্থিরদামিনী শোভিত, বামদেব সেবিত নবঘন শ্যাম রূপটি কি দেখ্‌তে পাব না? আমি শুনেছি, তুমি সরল ভিন্ন বক্রের বাসনা পূর্ণ কর না, তবে আমার বাসনা কেমন করে পূর্ণ হবে? আমি যে বক্র শুদ্ধ যে আমার দেহের অষ্টাঙ্গ বক্র ব'লেই অষ্টাবক্র নাম হয়েছে, তা নয়। আমার মন বক্র, প্রাণ বক্র, আবার এ দু'জনের সঙ্গে চক্র ক'রে ছটা রিপু পর্য্যন্ত বক্র। অন্তরের এই অষ্টজন বক্র ব'লেই আমার অষ্টাবক্র নাম হয়েছে, লোকে মিত্রকে অন্তরঙ্গ বলে, কিন্তু আমার সেই অন্তরঙ্গই হয়েছে ঘোর শত্রু। বরং যারা বক্র বহিরঙ্গ, তারাই আমার অন্তরঙ্গের কার্য্য করেছে, আমার এই অষ্ট বহিরঙ্গ বক্র কদর্য্য হয়ে, আমাকে আত্ম রূপজ মোহে মুক্ত রেখেছে তা না হবে কেন? পিতৃলোকের অভিশাপও পুত্রের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হয়ে থাকে, আমি ত পিতৃশাপেই এ বক্রদেহ প্রাপ্ত হয়েছি, আমি যখন মাতৃগর্ভস্থ, সেই সময় একদিন পিতা কহোড়, জননী সুমতির সমীপে বেদ পাঠ করছিলেন, আমি সেই মাতৃগর্ভ হ'তেই পিতার বেদ পাঠ অশুদ্ধ নির্দ্দেশ করেছিলাম ব'লেই পিতা ক্রুদ্ধ হ'য়ে এই অভিশাপ প্রদান করেন, "হে জড়ায়ুবাসীপুত্র। গর্ভবাস অবস্থাতেই তোমার মন যখন এত বক্র, তখন তোমাকে আর অন্য অভি-সম্পাত কি প্রদান ক'রব, তুমি অষ্ট অঙ্গে বক্র হয়ে ভূমিষ্ঠ হবে" পিতা আমার মন বক্র জেনেই দেহ পর্য্যন্ত বক্র করেছেন। তবে

হে সরলের সখা এ বক্রের প্রতি কি তোমার দয়া হবে ? আমি জানি, তোমার কাছে শঠ সরল সবই সমান, সরলকে বক্র ক'র্‌তেও তুমি, আবার বক্রকে সরল কর্‌তেও তুমি পিতৃসত্য পালন করে অযোধ্যায় এসে কত জনকে কত দয়া করেছ কত অন্ধকে নয়ন দিয়েছ খঞ্জের গমনশক্তি প্রদান করেছ। এ বক্রকে কি সরল ক'র্‌বে না আমি ভৌতিক দেহের সরলতা চাইনে, আমার মনকে সরল করে দাও, বাহ্যিক রূপের পরিবর্তে আমার হৃদয়ে সেই রূপে দেখা দাও, যেন বিশ্বরূপ রামরূপ হৃদয়ে রেখে, এই বিষ স্বরূপ সংসার-কারাগারের বাসনা-বন্ধন মুক্ত ক'র্‌তে পারি

গীত।

অনিত্য এ দেহের কি গরিমা, ওহে গুণধাম।
বার্দ্ধক্য, জরা, মরণ যে ছার দেহের পরিণাম।
অন্তরে রাম দাও হে সে রূপ,　　ত্যেজে এ সংসার বিষ-স্বরূপ,
হৃদয় মাঝে দেখি যেন সেই বিশ্বরূপ —
সদয় ভাবে হৃদয় মাঝে উদয় হও হে আত্মারাম।

অযোধ্যার রাজপথে জনস্রোতের আর বিরাম নাই রামচন্দ্রের লঙ্কা সমরের অনুবল, প্রবল প্রতাপ অগনং বানর সৈন্যগণ বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশে গমন ক'র্‌ছে মহর্ষিজনক দীর্ঘ-বনবাস-প্রত্যাগতা কন্যা সহ জামাতাকে দর্শন ক'র্‌তে এসেছিলেন, তিনিও স্বধামে যাত্রা করেছেন। ইতিপূর্ব্বেই মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞে বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতি দেবীর সঙ্গে রামচন্দ্রের মাতৃগণ জামাতৃ যজ্ঞে গমন করেছেন, সুতরাং রামচন্দ্রের দেশাগমনে চতুর্দ্দিক হ'তে যে অবিশ্রান্ত জনস্রোত অযোধ্যাভিমুখে প্রবাহিত হয়েছিল, এক্ষণে সে জনস্রোত অনেকাংশে সামান্যভাব ধারণ করেছে রামচন্দ্রও এক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে সিংহাসনে

উপবেশনের উপযুক্ত সময় পেয়েছেন, এখন দেখি, রাম আমার বাসনা পূর্ণ করেন কি না একবার আত্মারামের সহিত রামনাম কর্‌তে কর্‌তে রামদর্শনে গমন করি।

গীত।

হে রাম গুণ সিন্ধু,
দীন জন-গতি, সজ্জন-সংগতি,
দুরিত দলন দাশরথী দীনবন্ধু
ত্রিতাপ নিস্তারকারী, তাবকব্রহ্ম তারকারী,
রক্ষকুল অরি, হরি রঘুকুল ইন্দু,
অপার কৃপা জলধি, শুকাবেনা গুণনিধি,
অগুণে কাতরে যদি বিতর কৃপাবিন্দু।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—অযোধ্যারাজ অন্তঃপুর

রাম ও সীতার প্রবেশ।

রাম।—বল বল প্রিয়ে! আমার কাছে ব'ল্‌বেনা ত আর কার কাছে ব'ল্‌বে। লজ্জা কি? কি সাধ হয়েছে বল রামের দেহে জীবন থাক্‌তে সীতার সাধ অপূর্ণ থাক্‌বে না। কি সাধ হয়েছে বল। তবে একটী কথা, তোমার সাধ পূর্ণ কর্‌ব বল্‌তেও হৃদয় কম্পিত হয়। একদিন তোমার সাধ পূর্ণ ক'র্‌তে গিয়েই তোমাকে হারিয়ে, দুই ভ্রাতায় বনে বনে কেঁদে বেড়িয়েছি। মনে হয় কি?

সীতা।—সে কথা স্মরণ করিয়ে কেবল প্রাণে যাতনা দেওয়া। আমি আর কোনও সাধ ক'রব না।

রাম।—না জানকি! আমিত তোমার অভিমান হওয়ার মত কথা কিছুই বলি নাই। তবে এজীবনে অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি—তোমাকেও অনেক যন্ত্রনা দিয়েছি। এ রাম-হৃদয়-উদ্যানের সীতা স্বর্ণলতা চিরদিন ধূলায় ধূসরিতা হয়েছে সে মর্ম্মযাতনা কি আর জীবন সত্ত্বে বিস্মরণ হ'তে পারব! এখন কি বাসনা বল অবশ্যই পূর্ণ হবে।

সীতা —জীবন বল্লভ! তপবন বাসিনী মুনিপত্নীগণ কেমন শরলা কেমন সদা হাস্যময়ী! যেন বসন্তের বনলতা

রাম —তাঁরাত সযত্ন পালিতা উদ্যানলতা নন। তাঁরা স্বভাব-জাতা বনলতাই বটেন। কেন তাঁদের কথা এখন কেন?

সীতা —বনবাস কালে যাদের সঙ্গে একত্রে বাস ক'রেছি, আমাকে বনকষ্টে কাতরা মনে করে, যাঁরা কত ধর্ম্মপ্রসঙ্গে আমায় সর্ব্বদা আনন্দিতা করবার জন্য চেষ্টা করতেন। এখন একবার তাঁদের দেখতে, তাঁদের সঙ্গে বন-কুসুম চয়ন ক'রতে বড় সাধ হয়। আর মুনিবালিকাগণকে বস্ত্রালঙ্কার দিয়ে সাজাতে অনেক দিন হ'তে সাধ আছে। তাই—

রাম।—এ'ত রঘুকুলের কুল-বধূর উপযুক্ত কথাই জানকি! দান ব্রত ধর্ম্মানুষ্ঠানে এরূপ মতি থাকাই ত উচিত। সে জন্য চিন্তা কি। অতি সত্বরেই সে সাধ———

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী।—মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হ'তে অষ্টাবক্র মুনি এসেছেন।

রাম।—তাঁকে শীঘ্র ল'য়ে এস

[কঞ্চুকীর প্রস্থান।

রাম।—প্রিয়ে! মহর্ষি অষ্টাবক্রের নিকট মাতৃগণের এবং মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞের সমাচার পাব

অষ্টাবক্রের প্রবেশ

রাম ।—আসুন আসুন আসতে আজ্ঞা হক্‌ দাসের প্রণাম গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন (প্রণাম)

অষ্টাবক্র —সমুদ্র-জলের আধার এক সমুদ্র ভিন্ন আর কি হ'তে পারে ?—তোমার প্রণাম তুমিই গ্রহণ কর দাশরথী রামরূপে প্রণাম ক'রছ, আবার আত্মারাম রূপে গ্রহণ কর তোমাদের এ অনন্ত লীলা—অনন্ত চাতুর্য্য আমরা ক্ষুদ্রমতি হ'য়ে যদি বুঝতেই পারব তবে আর চিন্তা কি। কিন্তু রাম প্রণত জনকে আশীর্ব্বাক্য প্রয়োগ না করলে দুরদৃষ্ট জন্মে, সুতরাং আশীর্ব্বাদ করাই কর্ত্তব্য তা রাম। তোমাকে আর অন্য কল্যাণ বাক্য কি ব'লব ? তবে এই আশীর্ব্বাদ করি—

গীত

তারে কূলে তুলে দিও হে রাম নিরাপদে
যদি পাতকী অকূলে কাঁদে,
যেন মর্ম্মে পরশে সে মর্ম্ম বেদন্‌,
ওহে ব্রহ্মময় এই ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে
করিলে প্রণাম মোরে হয়ে দাশরথী রাম,
গ্রহণ করহে পুনঃ, হৃদে হয়ে আত্মারাম,
ত্রিলোক প্রণাম্য তুমি, কে লবে তব প্রণাম,
(আজ) তোমার প্রণাম রাম সঁপিলাম তব পদে

রাম —দেব। রঘুবংশীয়গণ আপনাদের চির আজ্ঞাবহ দাস, এক্ষণে দাসের নিকট কিজন্য আগমন হয়েছে অনুমতি করুন

সীতা —দেব। আপনারা রঘুকুলের গুরু কেবল রঘু কুলের কেন, জগতের পূজনীয় আপনাদের কৃপা দৃষ্টি হ'লে আর জীবের দুরদৃষ্ট থাকে না। চিরদিন বনকষ্ট সহ্য করে অযোধ্যায় এসে আপনাদের পদ পূজা ক'রতে পেয়েছি। আশীর্ব্বাদ করুন আর যেন কোনও অনিষ্ট না ঘটে—।

অষ্টাবক্র —মা। তোদের যে কিসে ইষ্ট, কিসে অনিষ্ট, কিসে সুখ, কিসে কষ্ট, আমিত্ত তার কিছুই বুঝতে পারিনে, আমিত জানি তোরা যা করিস্ সকলই জগতের হিতব্রত সাধনের জন্য এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি যথাকালে বীরপুত্র প্রসবিনী হও। কিন্তু মা একটী কথা বলি, স্নেহ জলের ন্যায় নিম্ন গামিনী, সমতল ভুমিতে জল পতিত হ'লে, সে জল সম ভাবেই ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, কিন্তু নিম্ন ভুমি প্রাপ্ত হলে আর সমভাবে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত না হ'য়ে নিম্ন স্থানকেই পূর্ণ ক'রে থাকে, অন্যস্থান শুষ্ক হয়ে শতধা বিদীর্ণ হ'লেও সে দিকে গমন করে না তেমনি মা। যত দিন পুত্রবতী না হ'য়েছ, ততদিন তোমার স্নেহ সলিল এ জগৎ-সমভূমিতে সম ভাবেই ব্যাপ্ত আছে, কিন্তু পুত্রবতী হলে আর সে স্নেহবারি সকল ভুমিতে ব্যাপ্ত না হ'য়ে সেই অপত্য স্থানরূপ নিম্ন ভুমির দিকেই ধাবিত হয়ে সেই স্থানকেই পূর্ণ করবে তখন তোর কৃপাবারি অভাবে হৃদয় ক্ষেত্র শতধা বিদীর্ণ হ'লেও পাছে কৃপাবিন্দু দানে কাতরা হ'ও, সেই ভয়ে বলি মা। কালে রঘুকুলের উপযুক্ত বীরপুত্র প্রসবিনী হও, কিন্তু এ দীন সন্তানগণকে যেন বিস্মৃত হও না। আমি শুনেছি সক্ষম পুত্র অপেক্ষা অক্ষম পুত্রের প্রতিই মাতৃস্নেহ অধিক হ'য়ে থাকে, সেই ভরসাতেই বল্‌ছি, দেখ যেন এই কদাকার বিকলাঙ্গ অক্ষম পুত্রকে কৃপাপাঙ্গ দানে কাতরা হও না।—

রাম —তাপসশ্রেষ্ঠ। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি আর্য্য ঋষ্যশৃঙ্গ, আর্য্যা শান্তা প্রভৃতি সকলে কুশলে আছেন ত? আমাদের মাতৃগণের ত সর্ব্বাঙ্গিন মঙ্গল, আরব্ধ যজ্ঞের ত কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই?

অষ্টা।—হাঁ, উপস্থিত সমস্তই মঙ্গল। রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্র যে রাজ্যের প্রতিপালক সে রাজ্যের যাজ্ঞিক গণের যজ্ঞ

কার্য্য যে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে তাতে আর সন্দেহ কি ? সম্প্রতি ভগবতী অরুন্ধতী এবং অন্যান্য মুনিপত্নিগণ, তোমার প্রতি এই অনুমতি ক'রেছেন যে, সীতা সতী গর্ভবতী অবস্থায় যে কিছু অভিলাস প্রকাশ করবেন, তা যেন তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করা হয়। আর ভগবান বশিষ্ঠদেব এই কথা ব'লেছেন যে, "বৎস রামচন্দ্র আমরা জামাতার যজ্ঞকার্য্যে নিতান্ত বিব্রত হয়ে পড়েছি, তুমি বালক, এবং অল্প দিন মাত্র রাজ্যভার গ্রহণ করেছ, অত-এব প্রাণপণে প্রজা পালন এবং সর্ব্বদা তাদের সন্তোষ সাধনে নিযুক্ত থাকবে "

রাম —ভগবান বশিষ্ঠের আদেশ আমার শিরধার্য্য, পিতৃ-রাজ্য পালনার্থে আর প্রজারঞ্জনের জন্য যদি আমাকে প্রাণ-পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'রতে হয়, এমন কি যদি প্রজাপুঞ্জের সন্তোষ-বিধানের জন্য পতিপরায়ণা সীতাকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'রতে হয়, রাম তাতেও কুণ্ঠিত হবে না, সে জন্য কোন চিন্তা নাই

অষ্টা —তবে এক্ষণে আমি বিদায় হ'লেম, যজ্ঞ সমাপনা-ন্তেই তোমার মাতৃগণের সহিত মহর্ষি বশিষ্ঠদেব অযোধ্যায় আগমন ক'রবেন , তোমার মাতৃগণ বিশেষরূপে ব'লে দিয়েছেন বধূমাতা সন্তান সম্ভাবিতা ব'লেই তাঁকে যজ্ঞদর্শনে আনা হয় নাই, এবং রামচন্দ্রকেও সর্ব্বদা তাঁর চিত্তবিনোদন জন্য রেখে আসা হ'য়েছে সে জন্য সর্ব্বদাই চিন্তিত আছি, যজ্ঞ সাঙ্গ হ'লে সত্বরেই অযোধ্যায় গমন ক'রব, ফলকথা, গর্ভবতী বধূমাতা যখন যে সাধ ক'রবেন তা যেন অপূর্ণ না থাকে

রাম —গুরুজনের আজ্ঞা শিরধার্য্য সাধ্যমত তাঁদের আজ্ঞা পালনে বাধ্য থাকলাম

অষ্টা —তবে রামচন্দ্র আমি বিদায় হই

রাম —আপনার পুণ্যাশ্রমবাসী, অন্যত্রে আপনাদের কষ্টই

সম্ভব তবে রঘুবংশীয়গণ নাকি সর্ব্বদাই আপনাদের পদরজা-কাঙ্ক্ষী মধ্যে মধ্যে এসে পদরজ প্রদানে কৃতার্থ ক'র্‌বেন এক্ষণে প্রণাম হই　　(উভয়ের প্রণাম)

[অষ্টাবক্রের প্রস্থান

চিত্রপট হস্তে লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ —আর্য্য সেই চিত্রকর আমাদের আদেশ মত চিত্র-পট প্রস্তুত ক'রে ল'য়ে এসেছে।

রাম —আতঃ, সীতা চিত্তবিনোদনের জন্যই তোমার চিত্র-পট প্রস্তুতে অনুমতি দেওয়া কি উপায়ে যে সীতার মনোক্লেশ নিবারণ ক'রবে সর্ব্বক্ষণের জন্য তুমি সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত। ভাল ল'য়ে আস্‌তে বল কোন্ পর্য্যন্ত চিত্রিত হ'য়েছে ?

লক্ষ্মণ —দেবীর অগ্নি পরীক্ষা পর্য্যন্ত।

সীতা —একি প্রিয় দর্শন চিত্রপট আন্‌তে ব'লে এমন বিমর্ষভাবে অধোবদন হলেন কেন ?

রাম।—প্রিয়ে যার কাছে হৃদয়ের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত দেখাতে লজ্জা বা কষ্টবোধ হয় না, তার কাছেও লজ্জা পেতে হ'চ্ছে যিনি জন্ম পবিত্রা, অন্য বস্তুর দ্বারায় তাঁর পবিত্রতা পরীক্ষায় অগ্রসর হ'য়েছিলাম, তীর্থবারি বা অগ্নি কথনও যে অন্য বস্তুর দ্বারা শোধিত হ'তে পাবে না, সে কথা সে সময়ে ক্ষণকালের জন্যও হৃদয়ে স্থান পায় নাই

সীতা।—আর সে কথার আন্দোলন কেন.

লক্ষ্মণ —(চিত্রপট বিস্তার করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পুর্ব্বক) এই চিত্রপট দর্শন করুন এই সেই মিথিলা বৃত্তান্ত। যে সময় আর্য্য রামচন্দ্র দুর্জ্জয় হরধনু ভঙ্গ করেন, সেই সময়ের দেহ-ভঙ্গিটী কেমন চিত্রিত হ'য়েছে দেখুন।

সীতা।—এই বুঝি তোমাদের চারি ভ্রাতার প্রতিমূর্ত্তি ?

ইনিই বুঝি আমার পিতৃকুলের পুরোহিত গৌতম ? এই বিবাহ কালে আমার হস্ত ধারণ ক'রে নাথের হস্তের সহিত একত্র ক'রে দিচ্ছেন দেবর এ স্ত্রীমূর্ত্তিগুলি কা'র কা'র ?

লক্ষ্মণ —এইটী আপনার এইটী অর্য্যা মাণ্ডবীর, এইটী বধূ শ্রুতকীর্ত্তির, আর এই টে —

সীতা —লজ্জা কেন ?

লক্ষ্মণ।—দেবি। দেখুন ? এই ভগবান পরশুরামের প্রতিমূর্ত্তি মিথিলা হ'তে প্রত্যাগমন কালে ইনিই আর্য্য রামচন্দ্র কর্ত্তৃক—

রাম।—লক্ষ্মণ। চিত্রপটে দেখাবার উপযুক্ত স্থান ত অনেক আছে

লক্ষ্মণ।—(স্বগতঃ) এই গুণেই রাম গুণসিন্ধু নাম ধারণ ক'রেছ জগতে অনেকানেক মহাত্মাই আত্মগুণ কীর্ত্তন শ্রবণে পরিতৃপ্ত হ'য়ে থাকেন, কিন্তু আর্য্য রামচন্দ্রের স্বভাব তার সম্পূর্ণ বিপরীত. পাছে হরধনুভঙ্গের পর,পরশুরামকে পরাস্ত ক'রেছেন এই আত্ম প্রশংসা শুন্‌তে হয়, সেই জন্য আমার কথায় বাধা দিয়ে চিত্রপটের অন্যস্থান দেখাতে ব'ল্‌ছেন এতদূর না হ'লে জগতের সকলে একবাক্য হয়ে রাম চরিত্রের পক্ষপাতী হবে কেন (প্রকাশ্যে) দেবি। দেখুন এই সেই মন্থরা, এই আমাদের বনযাত্রা, আর এই সেই জটাবন্ধন ব্যাপার. সূর্য্যবংশীয় রাজন্যগণ বৃদ্ধাবস্থায় উপযুক্ত পুত্রের করে রাজশ্রী অর্পণ পূর্ব্বক অরণ্যে যাত্রা ক'রে থাকেন, কিন্তু রঘু-কুল-তিলক আর্য্য রামচন্দ্র বাল্যাবস্থাতেই জটা বল্কলধারী হ'য়ে বনচারী হ'য়েছিলেন।

রাম —লক্ষ্মণ। পিতৃসত্য পালনের জন্য জটাবল্কল ধারণ, সে ত আমার কর্ত্তব্য ব্রত, কিন্তু তুমিও যে নবীন সন্ন্যাসী সেজে বনবাসী হ'য়েছিলে সে কোন্ কর্ত্তব্য ব্রত সাধনের জন্য,কার সত্য পালনের জন্য ভাই ?

লক্ষ্মণ —পিতৃসত্য-পালন যেমন রামের ব্রত, রামপদসেবার জন্য বনগমন কি লক্ষ্মণের তেমনি কর্ত্তব্য ব্রত নয়?

রাম।—এই গুণেই হতভাগ্য রাম তোদের কাছে ,চিরদিনের জন্য কেনা হ'য়েছে। শত শত বার দেহ ধারণ ক'রলেও,লক্ষ্মণরে তোর গুণের ধার শোধ ক'রতে পারব না

সীতা —এদিকে ইনি কে? বোধ হয় ইনি সেই নিষাদপতি গুহক, আহা। দেখুন কেমন মধুর ভাব কেমন আপনার পদপ্রান্তে পতিত হ,যে বন গমনে নিষেধ ক'রছেন।

লক্ষ্মণ —এদিকে দেখুন, এই সেই বিন্ধ্যাটবী প্রবেশের পথ, যে স্থানে বিরাধ নামে দুর্জ্জয় রাক্ষস আমাদের গমনে বাধা দিয়ে ছিল, আর এই সেই পঞ্চবটী এই সেই মায়ামৃগ রূপী মারীচ। এই দেখুন রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ ব্যাপার। আর ইনিই আমাদের পিতৃমিত্র পক্ষীরাজ জটায়ু, যিনি রাম কার্য্য সাধনের জন্য রাক্ষস হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করেছিলেন. এই সেই ঋষ্যমূখ পর্ব্বত। আর ঐ দেখুন আপনার প্রিয়পুত্র হনুমানের প্রতিমূর্ত্তি।

সীতা —দেবর এস্থানে এ চিত্রটী কি? আমাদের মহোপকারী পবন পুত্রের ন্যায় মূর্ত্তি, দুটী বানরে পরস্পর যুদ্ধ করছে আর আর্য্যপুত্রের ন্যায় নবজলধর শ্যামসুন্দর একটী বীরমূর্ত্তি ধনুর্ব্বান ধারন করে অন্তরালে দাঁড়িয়ে আছেন, এগুলি কোন সময়ের ঘটনা?

লক্ষ্মণ।—দেবি ও স্থানটী তত সুন্দর নয়, এদিকে দেখুন হনুমান কর্ত্তৃক লঙ্কা দগ্ধ।

রাম।—(স্বগতঃ) ধন্য লক্ষ্মণ। আমি যে স্থানে অন্যায় ভাবে বানররাজ বালিকে বধ করে ছিলাম, বিদেহ নন্দিনী সেই স্থানটীর কথা জিজ্ঞাসা করছেন, কিন্তু সে স্থানের কথা আন্দোলনে পাছে আমি লজ্জিত হই, সেই ভয়ে লক্ষ্মণ সে স্থানের কথা উপেক্ষা করে

অন্য স্থান দেখিয়ে সীতাকে অন্য মনস্ক করবার উপক্রম করছে আহা ধন্য লক্ষ্মণ ধন্য তোমার বুদ্ধি কৌশল।

সীতা।—দেবর এস্থানটী কি? আমিত চিন্তে পারলেম না

রাম —বিদেহ নন্দীনি। এস্থানটী কখনও দেখ নাই, ত কেমন করে চিন্‌বে? এটী মাল্যবান পর্ব্বত। তোমাকে হারা হয়ে দুই ভাইয়ে এই বনে কেঁদে বেড়য়েছি এসকল স্থান আর দেখে কাজ নাই, বরং এদিকে দেখ এই সেতু বন্ধন ব্যাপার। আর এই দেখ যুদ্ধ ক্ষেত্র।

সীতা —ও স্থান গুলি কি? ওগুলিও বোধ হয় যুদ্ধ ক্ষেত্রের অন্য অংশ

রাম।—জীবিত সর্ব্বস্বে। ও স্থানের কথা জিজ্ঞাসা ক'রনা, ওস্থানে যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তা স্মরণ করতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়

গীত।

আসে চক্ষে জল ঐ দুঃখের স্থান নিরীক্ষণে
বিদরে প্রাণ মনে হলে এক্ষণে,
ঐ স্থলে, শক্তিশেলে, আমি হারাই প্রাণের লক্ষ্মণে
দেখ প্রিয়ে অপর ভাগে, এখনও অন্তরে জাগে
দংশেছে অগণ্য নাগে সমর অঙ্গনে,—
যুগল ভ্রাতায়, যে দিন হেথায় ছিলাম নাগপাশ বন্ধনে,
মনে হলে ইচ্ছা হয় প্রাণ ত্যজি বিষ ভক্ষণে

(রামের উরুদেশে মস্তক রাখিয়া সীতার শয়ন)

রাম —লক্ষ্মণ। অধিকক্ষণ চিত্রপট দর্শন জন্য পরিশ্রান্তা হয়ে কান্তা বুঝি নিদ্রিতা হলেন এখন আর নিদ্রা ভঙ্গের প্রয়োজন নাই চিত্রপট দর্শন এই পর্য্যন্ত থাক, তুমি বহির্ব্বাটীতে চল।

লক্ষ্মণ —যে আজ্ঞা—

রাম —একি! সীতা নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায় "নাথ রক্ষা করুন, নাথ রক্ষা করুন, ঐ সেই পাপিষ্ঠ রাবণ" অস্ফুটভাবে একথা বলে চমকিত হবার কারণ কি? বোধ হয় এইমাত্র চিত্রপট দৃষ্টে গত বিষয় মনে মনে আন্দোলন করাতে স্বপ্নাবস্থায় তাই দেখছেন আহা! পতিব্রতা সরলা সতী রাবণ হৃতা হয়ে কত দুর্গতিই ভোগ করেছেন

(দুর্ম্মুখের প্রবেশ)

দুর্ম্মুখ —মহারাজ! অভিবাদন করি

রাম —কতদূর কি জান্‌তে পেরেছ?

দুর্ম্মুখ।—কোশলবাসী প্রজাগণ সকলেই আপনার গুণগানে রত সকলেই বলে, গুণধাম রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসন গ্রহণ করাতে তাঁর সুশাসন গুণে আমরা স্বর্গগত মহারাজ দশরথের শোক বিস্মরণ হয়েছি

রাম —এত গেল প্রশংসার কথা, নিন্দাবাদ কিছু শুনেছ কি? অসঙ্কোচে প্রকাশ কর

দুর্ম্মুখ —(স্বগতঃ) আর যে রসনায় বাক্য নিঃসরণ হয় না. সীতা চরিত্রে প্রজা সাধারণের সন্দেহের কথা কেমন করে প্রকাশ করব! দুর্ম্মুখের মুখ হতে এবাক্য বজ্র পতিত হলেই অযোধ্যার সুখ-পর্ব্বত একবারে ভস্ম হবে। হয়ত আজ অযোধ্যা রাম শূন্য হবে—নয় রঘুকুলের রাজলক্ষ্মীকে আজ জন্মের মত হারাতে হবে। হা হতভাগ্য দুর্ম্মুখ! পিতা মাতায় যে তোর দুর্ম্মুখ নাম রক্ষা করেছিল আজ সে নাম সার্থক কর্ আর চিন্তা করি কেন, আগে নিষাদের বৃত্তি অবলম্বন করে বিহঙ্গিনী বধের বেলায় বিষাদের ভাব কেন।

রাম —দুর্ম্মুখ নিরবে রইলে যে! যা শুনেছ অব্যাকুলচিত্তে

ব্যক্তকর। নতুবা ন্যায় ধর্ম্মের নিকট পতিত হবে। কারণ তুমি এই কার্য্যের জন্য ব্রতী আছ

দুর্ম্মুখ।—মহারাজ, রামরাজ্যে প্রজামাত্রেই সুখী। তবে—আপনার বনবাস কালে সীতা দেবী রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত হয়ে অনেকদিন পর্য্যন্ত দুর্জ্জয় রাবণ গৃহে বাস করেছেন, সেই জন্যই প্রজাগণ তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করে থাকে

রাম।—ওঃ কি ভীষণ বজ্রাঘাত। (ক্ষণকাল অবনত মস্তকে নিস্তব্ধ থাকিয়া) দুর্ম্মুখ। তুমি আপন কর্ত্তব্য কার্য্যই করেছ, তার জন্য দুঃখিত হওনা এক্ষণে বিদায় হতে পার

[দুর্ম্মুখের প্রস্থান

ওঃ পরগৃহ বাস স্ত্রীজাতির পক্ষে কি ভয়ঙ্কর। আমি পরীক্ষাদি বিবিধ উপায় দ্বারা সেই পরগৃহ বাসরূপ কলঙ্কের নিরাকরণ করলাম" তথাপি দুর্দ্দৈব বশতঃ সেই সীতা চরিত্রের কলঙ্ক সন্দেহ উন্মত্ত কুক্কুর বিষের ন্যায় আমার সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হল। হায়, এখন কি কর্ত্তব্য অথবা আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনাই কি, প্রজা-রঞ্জনকেই যখন জীবনের প্রধান ব্রতরূপে গ্রহণ করেছি, সূর্য্য-বংশীয়গণের সনাতন ধর্ম্ম বলে জেনেছি, রাজ্যভার গ্রহণকালে যখন প্রজারঞ্জনপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করব ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছি এইমাত্রেই যখন মহর্ষি অষ্টাবক্রের নিকট কুলগুরু বশিষ্ঠ দেবের আদেশ শিরধার্য্য ব'লে স্বীকার করেছি। তখন আর অন্য বিবেচনা কি। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে কি অকলঙ্ক সূর্য্যকুলে কলঙ্কার্পণ করব। যিনি আমার বিমাতা কৈকেয়ীর নিকট প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হয়ে আমাকে বনবাস দিয়ে পুত্রশোকে প্রাণ পরিত্যাগ করে-ছিলেন, তথাপী প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করেন নাই। আমি সেই পিতার পুত্র হয়ে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করব রামের জীবন সত্ত্বে তা হবেনা, সীতা নির্ব্বাসনই এখন শেষ সিদ্ধান্ত হা। আমি কি

চণ্ডাল মাংস বিক্রেতা যেমন গৃহ পালিতা বিহঙ্গিনীকেও বধ কর্‌তে কাতর হয়ন, আমিও তেমনি হৃদয় পিঞ্জরের পালিতা বিহঙ্গিনীকে ছলনা ক্রমে জন্মের মত অরণ্য পাথারে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়েছি হ! আমি কি অস্পৃশ্য চণ্ডালাধম। আর আমি প্রিয়াকে স্পর্শ কর্‌বার যোগ্য নই। আর চিরবিশুদ্ধা সতীর দেহ স্পর্শ করে কলঙ্কিত কর্‌বনা, (উরুদেশ হইতে সীতার মস্তক ভূমিতে রক্ষা করিয়া কর ধারণপূর্ব্বক) প্রিয়তমে যজ্ঞভূমি-সম্ভুতে। চির বনবাস সহচরি আজ চিরজীবনের মত—এজন্মের মত হতভাগ্য রামকে পরিত্যাগ কর। আজ নৃশংস রাম তোমাকে চিরবিষাদ সিন্ধুতে বিসর্জ্জন দিবার জন্য নিশাদ বৃত্তি অবলম্বন করেছে। আর এ চণ্ডালকে স্পর্শ ক'র না হা সতি। হা রামময় জীবিতে অশুভক্ষণে তুমি চন্দনতরুভ্রমে বিষবৃক্ষকে আশ্রয় করেছিলে। এতদিন রত্নহারভ্রমে যে কালসর্পকে কণ্ঠে ধারণ করেছিলে আজ তোমায় সেই কণ্ঠস্থিত কাল ভুজঙ্গ নিদ্রিতাবস্থায় তোমার মস্তকে দংশন কর্‌তে উদ্যত হয়েছে। হা মাত অরুন্ধতি হা দেব বশিষ্ঠ হা ভগবান বিশ্বামিত্র। হা তাতঃ জনক। হা মাত কৌশল্যা। হা পরমোপকারী লঙ্ক পতি মিত্র বিভীষণ। হা সখে সুগ্রীব প্রাণাধিক পবন-কুমার। একবার এসে দেখ। আজ দুরাত্মা রাম তোমাদের কি সর্ব্বনাশ কর্‌তে উদ্যত হয়েছে। হা জীবনদোসর লক্ষ্মণ। তুমি যে সীতার জন্য পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসর অনশনে অনিদ্রায় অতিকষ্টে অতিবাহিত করেছ, যার জন্য—যে জানকীর উদ্ধার জন্য রাবণ নিক্ষিপ্ত শক্তিশেল বক্ষে ধারণ করেছ, আজ চণ্ডালাধম রাম, সেই রঘুকুলের কুল-লক্ষ্মীকে জন্মেরমত বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হ'য়েছে। হা আদিদেব আদিত্য। তুমিই রঘুবংশের পিতা, তুমিই এ চিরপবিত্র বংশের আদি পুরুষ, তোমার এমন পবিত্র

কুলের কুল পাংশুল রামের এ চণ্ডালাধম আচরণ আর কতক্ষণ দর্শন কর্‌বে। আর এ কুলপাংশুলকে তোমার পবিত্র কুল কলঙ্কিত করতে ধরাধামে রেখনা, এখনি—এই মুহূর্ত্তে ভস্ম কর, কিম্বা দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর। আমাকে বনবাসে পাঠিয়ে আমার পিতা যেমন প্রাণত্যাগ করেছেন, তেমনি সীতা নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন, এ সতী-পত্নী-ঘাতী রামের পাপ দেহের পতন হয়।

[চক্ষুতে অঞ্চল দিয়া প্রস্থান

সীতা।—(নিদ্রা ভঙ্গান্তে চক্ষু মার্জ্জন পূর্ব্বক) ভাল কাজ করি নাই, চিত্রপট দেখ্‌তে দেখ্‌তে তোমার উরূদেশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেম। ছি ছি। বড় অন্যায় কর্ম্ম করেছি না আর ঘুমাব না তোমার কষ্ট হবে, (উত্থান পূর্ব্বক) কৈ? নাথ আমাকে একাকিনী রেখে চলে গিয়েছেন, এমন কেন হলো। আবার কি কোন অপরাধ করেছি, দেখি কোথায় গেলেন, ঐ যে আস্‌ছেন, একটু রাগ করে থাক্‌ব মনে কল্লেম তাও বুঝি পারলেম না

(রামচন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ।)

রাম —জানকি। তোমাকে একটা কথা বল্‌তে এলেম (অধোবদনে দণ্ডায়মান)

সীতা —কেন নাথ। অকস্মাৎ এমন ধারা অধোবদন হ'য়ে রইলে? আমি কি কোন মন কষ্টের কত কথা বলেছি।

রাম।—রাম-হৃদয় বিনোদিনি! যে কথায় রামের হৃদয়ে বেদনা বোধ হবে সে কথাত তুমি কখন শেখ নাই।

সীতা —তবে অমন ধারা অধোবদন হলেন কেন?

রাম —তুমি যে এইমাত্র বল্‌ছিলে যে, মনে ক'রেছিলাম রাগ ক'রে থাক্‌ব, কিন্তু থাক্‌তে পাল্যেম না, জানকি। সহসা তোমার অভিমানের কারণ কিছুই স্মরণ করতে পারছিনে। তাই সেই বিষয়ই চিন্তা করছি।

সীতা।— মনে ক'রে দেব ? চিত্রপট দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমি নিদ্রিতা হ'লে কি অবস্থায় আমায় রেখে গিয়েছিলে বল দেখি ?

রাম।—হুঁ, তোমাকে সে অবস্থায় একাকিনী রেখে যাওয়া অন্যায় হ'য়েছে, অবশ্য সেজন্য অভিমান ক'র্‌তে পার, কিন্তু জানকি। তুমি নিদ্রিতা হ'লে, আমি অনেকক্ষণ ধ'রে অনেক বিষয় চিন্তা করলাম ; আমার জীবনের কার্য্য পরম্পরা পর্য্যায়-ক্রমে আলোচনা ক'রে দেখ্‌লেম যে, আমি তোমার ন্যায় পতি পরায়ণা ধর্ম্ম-নিরতা সতীর নিতান্তই অযোগ্য পতি কণ্টক তরু কখন কল্প লতার আশ্রয় যোগ্য হ'তে পারে না।

সীতা।—কেন কেন নাথ তুমি সীতার পক্ষে অযোগ্য পতি কিসে ? আমি কত জন্ম সাধনা ক'রে তোমার ন্যায় গুণের আধার পতি লাভ ক'রেছি। তুমি আমার আরাধ্য ধন, ইহলোকের আশ্রয়—পরলোকের পরম দেবতা। বাঞ্ছা ফলদাতা রাম যদি "কণ্টকতরু" তবে কল্পতরু কে ? আমি বাঞ্ছা কল্পতরু রাম-পদমূলে আশ্রয় পেয়েছি প্রার্থনা করি জন্ম জন্ম যেন এই তরুর ছায়াতেই স্থান পাই জগদাভিরাম রাম যার পতি, তার মত ভাগ্যবতী আর কে আছে ? দৈব চক্রে যা ঘটেছে তা স্মরণ ক'রে আর মনকে ব্যাকুলিত ক'র্‌বেন না ; এখন জিজ্ঞাসা করি আমার কাছে যে কথাটি প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলেন, মনে আছে কি ?

রাম —জানকি চিত্তের চঞ্চলতা প্রযুক্ত আমার স্মরণ পথে কিছুই নাই, কেবল ভবিষ্যতের অন্ধকারগর্ত্ত হ'তে আমার ভাগ লিপির একটা বিকট ছায়া মাত্র চক্ষের উপর নিয়তই নৃত্য করছে সুতরাং কোন কথাই স্মরণ পথে আস্‌ছে না ; কি কথা. জানকি

সীতা ,—সহসা তোমার মন এমন অসুস্থ হলো কেন আগে মনকে সুস্থ কর তার পর বল্‌ব

রাম।—আর সুস্থ! শিরে সর্প দংশন করলে তার আবার জীবনের আশা! কি বাসনা বল জানকি?

সীতা।—সেই তপোবন—সেই মুনিপত্নী দর্শনে যাবার কথা। আপনি সঙ্গে যাবেন ত?

রাম।—হাঁ প্রিয়ে স্মরণ হলো তা সেজন্য চিন্তা কি? সত্বরেই সে সাধ পূর্ণ হবে, তুমি মুনিপত্নীগণকে বিতরণের জন্য যে সমস্ত বস্ত্রালঙ্কার রেখেছ, সেগুলি এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ কর, কল্যই তোমাকে তপোবন দর্শনে প্রেরণ ক'রব। এখন তুমি অন্তঃপুর মধ্যে যাও।

[সীতার প্রস্থান

সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

সুমন্ত্র।—মহারাজ, আপনার চির প্রতিপালিত সুমন্ত্রের অভিবাদন গ্রহণ করুণ।

রাম।—আর্য্য সুমন্ত্র আপনি আমার পিতার মন্ত্রী, রঘুকুলের চিরহিতাকাঙ্ক্ষী মিত্র, আপনি আমার পিতৃ কল্প, দেব বশিষ্ঠের ন্যায় উপদেষ্টা; আপনি শৈশবাবধি আমাকে রামচন্দ্র বলে সম্বোধন করেছেন, আজ আবার নূতন করে মহারাজ সম্বোধন কেন। আপনি আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় রামচন্দ্র বা রামভদ্র বলেই সম্বোধন করবেন।

সুমন্ত্র।—(স্বগতঃ) আহা ধন্যরাম এই গুণেই তুমি জগৎকে বাধ্য করেছ। আজ আমার জীবন ধন্য—দেহ ধারণ ধন্য। এত দিনে আমার রঘুকুলের দাসত্বকে চরিতার্থ জ্ঞান করলাম।

লক্ষ্মণ।—আর্য্য আপনার দাস লক্ষ্মণ আপনাকে প্রণাম করছে।

রাম।—প্রাণাধিক সৌমিত্রি তোমার সর্ব্বাঙ্গিন কুশলত? আর কোনরূপ মানসিক বা দৈহিক কষ্ট নাইত?

লক্ষ্মণ —যে দিন পাপিষ্ঠ রাবণ বংশ ধ্বংশ করে, রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েছেন, যে দিন চির আশা-লতার ফল স্বরূপ রাম সীতার মস্তকে রাজছত্র ধারণ করে যুগলরূপের পদপূজা করতে পেয়েছি, সেই দিনেই লক্ষ্মণের সকল দুঃখের শান্তি হয়েছে

সুমন্ত্র —রামচন্দ্র। সম্প্রতি দুর্ম্মুখের মুখে শুনলেম যুবরাজ লক্ষ্মণকে আর এই অনুগত দাসকে নাকি কি জন্য আহ্বান করেছেন ?

রাম।—আর্য্য সুমন্ত্র

সুমন্ত্র —রাম চন্দ্র "সুমন্ত্র" এই পর্য্যন্ত বলেই যে অধোবদন হলেন ?

রাম —তুমি কি বিষ বৈদ্যগণের নিকট শোন নাই, যে সর্প উন্নতমস্তকে দংশন করে, তার বিষবির্য্য সামান্য মন্ত্র ঔষধিতেই বিনষ্ট হয়ে থাকে, আর সে বিষের চিকিৎসাও বিষ বৈদ্যের অসাধ্য হয় না, কিন্তু যে সর্প বক্রমুখে—নত মস্তকে দংশন করে,তার বিষে আর নিস্তার নাই। এ রামরূপ কালসর্পও আজ অযোধ্যাবাসী-গণকে সাংঘাতিকরূপে দংশন করবার জন্যই নত মস্তক হয়েছে। সুমন্ত্র অপরকে সুখী করা কষ্টসাধ্য, কিন্তু দুঃখের ভাগী কর্‌তে সকলেই সক্ষম দুর্ভাগ্য জনের সংসর্গও সংক্রামক। কর্ম্ম-নাশার অপবিত্র শ্রোতে মিলিত হলে, পুণ্য তোয়া ভাগীরথী শ্রোতও যে অপবিত্রা হয়ে থাকে; রাম সম্মিলিতা সীতাই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সুদ্ধ সীতা কেন? মাতৃগণ, ভ্রাতৃগণ, স্বজন মিত্র পুরবাসী দাস দাসী এমন কি পুণ্যাশ্রমবাসী বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের পর্য্যন্ত ভাগ্য-শ্রোত এই হতভাগ্য রামের কর্ম্মফল রূপ কর্ম্ম নাশার সঙ্গে মিলিত হয়ে অপার দুঃখের সাগরে পতিত হচ্চে। সুমন্ত্র বড় অশুভক্ষণেই প্রজা রঞ্জন ব্রতে দীক্ষিত

হয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করেছিলাম। মনে করেছিলাম, আত্ম নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করে পিতৃরাজ্যের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করব। এমন ধরা যে কলুষিত চরিত্রা বলে রাজলক্ষ্মীকে বিসর্জ্জন দিতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবি নাই

সুমন্ত্র।—রামচন্দ্র! তুমি সূর্য্যবংশের সুসন্তান। রাজনীতি ধর্ম্মনীতি যাঁর সর্ব্বদা আলোচ্য, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ যাঁর উপদেষ্টা তাঁকে উপদেশ দেওয়া আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে বাহুল্যমাত্র। সীতা দেবী রাবণ-হৃতা হয়ে অনেক দিন রাক্ষস গৃহে বাস করেছেন বলে, অযোধ্যার প্রজাগণ সীতা চরিত্রে সন্দেহ বশতঃ আপত্য উত্থাপন করেছে; সেই লোকাপবাদ ভয়ে তুমিও পতি পরায়ণা সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছ। এই কি জগদাভিরাম রামের কর্ত্তব্য কার্য্য। এই কি রামের সেই সর্ব্ব-ব্যাপিনী বিচার শক্তির পরিচয়। অলীক লোকাপবাদ ভয়ে কুল-লক্ষ্মী সীতাকে অকারণে পরিত্যাগ করলে, এ আনন্দের আধার অযোধ্যার অচলা রাজলক্ষ্মীও সেই সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করবেন। সেইজন্য মিনতির সহিত প্রার্থনা করছি, সাধে সাধে সাধের প্রতিমা বিষাদের সাগরে বিসর্জ্জন দিয়ে আনন্দের ধাম অন্ধকার করোনা।

গীত।

রাম ত্যজ এ বাসনা সম্প্রতি
কেন সন্দেহ, হৃদে স্থান দেহ,
জানি বিদেহ কন্যা সীতা সাধ্বা সতী।
তিনি ত্রিজগৎ প্রশংসিতা, অপাপ পরশিতা,
ধন্যা গণ্যা ত্রিলোক মান্যা সীতা——
সেই সুদ্ধা স্বর্ণ লতারে, কেমনে অকাতরে,
বন-পাথারে ভাসাবে রঘুপতি

রাম।—সুমন্ত্র। তুমি অতি বহুদর্শী, সূর্য্যকুলের পুরাতন মন্ত্রী, যদিও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কুলগুরু বশিষ্ঠদেব উপস্থিত নাই, তথাপি এ হৃদয়ের সম্পূর্ণ সাহস আছে যে, সুমন্ত্র সঙ্গে সুমন্ত্রণা লাভে বঞ্চিত হবনা। আমি এই দুর্ব্বহ রাজ্যভার গ্রহণ করেছি মাত্র; কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে সমদৃষ্টি রেখে, ধর্ম্মানুসারে রাজকার্য্য পরিচালনের ভার আপনাদের উপরেই নিহিত। অর্ণব যান আরোহীগণকে বুকে ক'রে বহন করে বটে, কিন্তু উপযুক্ত কর্ণধারের সাহায্য ভিন্ন অকূলে কূল প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাক বরং প্রতিকূল স্রোতে পতিত হয়ে নিমগ্ন হবারই সম্ভব। এ বিপদ তরঙ্গে কর্ণধার হ'তে তোমরা ভিন্ন আর কেউ নাই? সেই জন্যই আহ্বান করেছি তুমি জান সীতা অপাপ স্পর্শীতা, সীতা নির্ম্মল চরিত্রা, পবিত্রা সতী-কুলের শীর্ষ স্থানীয় আমিও ত জানি, অগ্নিপরীক্ষাকালে তার প্রত্যক্ষ পরীক্ষাও পেয়েছি। কিন্তু জনপদবাসী প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ে যে সন্দেহাঙ্কুর বদ্ধমূল হয়েছে, তার উৎপাটনের উপায় কি? রাজ্যভার গ্রহণ কালে প্রজারঞ্জন পূর্ব্বক রাজ্যপালন ক'রব ব'লে সত্য বদ্ধ হয়েছি, এবং সত্য রক্ষাই সূর্য্য বংশের সনাতন ধর্ম্ম জেনে, রাজ্যভার গ্রহণ কালেই আমি সেই কুলধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছি, স্বর্গগত পিতৃদেব সত্যধর্ম্ম রক্ষার জন্য আমাকে বনবাস দিয়ে পুত্রশোকে প্রাণ পরিত্যাগ করেছেন, তথাপি সত্যপথ পরিত্যাগ করেন নাই; আমি সেই সত্যপরায়ণ পিতার পুত্র হয়ে, সত্যভঙ্গ পাপে পবিত্র সূর্য্যকুলে কলঙ্কার্পণ ক'রব। সীতা পরিত্যাগে পরাঙ্মুখ হয়ে প্রকৃতি বর্গেরনিকট অসতী-গামী স্ত্রৈণ ব'লেপরিচিত হব। সুমন্ত্র। সীতা শোকে যদি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হয় সেও কর্ত্তব্য। তথাপি সীতা গৃহে রেখে স্ত্রৈনতাপবাদের সহিত সত্য ভঙ্গ জন্য মহাপাপের ভার কখনই বহন ক'রতে পারবনা। জানি, সীতা বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করে, হৃদয়

মন্দিরের চিরপ্রতিষ্ঠিত অমল স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জ্জন দিলে, শূন্য মন্দির শীঘ্রই ভগ্ন হবে, সীতা নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গেই রামজীবনের অবসান হবে। কিন্তু সুমন্ত্র লোকাপবাদ জন্য ঘোর কলঙ্কভার বহন অপেক্ষা, সে মৃত্যুও রামের পক্ষে শতগুণে মঙ্গলজনক এক্ষণে সীতাকে নির্ব্বাসিত করাই আমার শেষ সিদ্ধান্ত। তোমরা রথ প্রস্তুত করে সত্বরে সীতাকে তপোবন দর্শায়নচ্ছলে বাল্মিকীর তপোবনে পরিত্যাগ করে এস, এসম্বন্ধে সদাসদ্‌বিচার বা মতামত প্রকাশের প্রয়োজন নাই। শীঘ্র রথ প্রস্তুতে অনুমতি দাও

সুমন্ত্র।—রাজ আজ্ঞা শিরধার্য্য যখন অবিচার্য্যরূপে রাজ-আজ্ঞা প্রতিপালনই ভৃত্যের নিত্য কর্ত্তব্য, তখন সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ নিতান্তই অবৈধ। কিন্তু রামচন্দ্র! প্রবল চিত্তবেগ সম্বরণে সক্ষম না হওয়াতে আরও কিছু বল্‌তে বাসনা হ'চ্ছে, ক্ষমা কর্‌বেন এক্ষণে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। প্রজারঞ্জন আর সত্য পালন, এই দুইটিই সূর্য্যবংশের সনাতন ধর্ম্ম, আর গুরু আজ্ঞা প্রতিপালন কি, কর্ত্তব্য ব্রত মধ্যে পরিগণিত নয়। প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনের জন্য গর্ভবতী পতিপরায়ণ বনিতাকে বনবাসিনী ক'রে—সেই জঠরবাসী অপাপস্পর্শী জীবের সহিত পতিরতা পত্নীর প্রাণ বিনাশ করাই কি সুনির্ম্মল সূর্য্যকুলের সনাতন ধর্ম্ম? এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই মহর্ষি অষ্টাবক্রের নিকট, কৌশল্যাদি মাতৃগণের—অরুন্ধতী প্রভৃতি ঋষি পত্নীগণের এবং বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের আজ্ঞা প্রাণপণে প্রতিপালন কর্‌ব ব'লে প্রতিশ্রুত হ'য়েছ, সাধ্যমতে সীতার মনোরঞ্জনে—আর যখন যে সাধ ক'রবেন সেই সাধ পূরণে অঙ্গীকার ক'রেছ, সে ঋষি বাক্য—সেই মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন কর্‌লে কি রাম-চরিত্র কলুষিত হবে না বিশেষতঃ আমি যজ্ঞ দর্শনে গমন কালে, দেবী কৌশল্যা তোমাকে বারম্বার বলে গিয়েছেন, যে কুলবধূ সীতার প্রতি যেন সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকে, গর্ভাবস্থায়

শোক,দুঃখ,দুঃশ্চিন্তা যেন কোনরূপে অন্তরে স্থান না পায়, সীতা-চিত্ত বিনোদনের পক্ষে যেন বিশেষরূপে লক্ষ্য থাকে, সে সকল গুরুবাক্যের মর্য্যাদা কি এইরূপে রক্ষা করা হলো। কঠোর অরণ্য-বাস কষ্টে যদি গর্ভবতী সতীর কোনো সর্ব্বনাশ ঘটে—যদি সেই নির্দ্দোষ জড়াবস্থায় জীবের কোন অনিষ্ট পাত হয়,তা'হ'লে "রাম-নামে পাপস্পর্শ করবে কি না জানিনা, কিন্তু রাম হ'তে রঘুকুলের এ কলঙ্ককীর্ত্তি চিরদিন অক্ষয় থাক্‌বে। সেইজন্য বিনয় সহকারে বলছি, সদাসত বিবেচনা পূর্ব্বক যে কর্ত্তব্য হয় অনুমতি কর্‌লেই কৃতার্থ হই।

রাম।—সুমন্ত্র। সকলই জানি—সবই বুঝি। নিরপরাধিনী সীতাকে অরণ্য বাসিনী করলে,সেই কঠোর কানন-বাস-কষ্টে যে, সতীর সর্ব্বনাশ হবে আমাকেও যে জগতে পত্নীপুত্রঘাতী নাম গ্রহণ ক'র্‌তে হবে তাও বুঝি, সমস্তই বুঝি, তথাপি সত্যপালন—প্রজারঞ্জনই রাম জীবনের প্রধান ব্রত সুতরাং আর কোন প্রতিবাদ উত্থাপন না ক'রে অবিচার্য্যরূপে আমার প্রিয় কার্য্য সাধন কর।

সুমন্ত্র।—(স্বগত) যতই প্রতিবাদ করি, রামের চিত্তবেগ আর পরিবর্ত্তিত হবে না। তা হ'লে যে, রক্ষ-বাক্য ব্যর্থ হবে। (প্রকাশ্যে) রামচন্দ্র। সীতাদেবীকে নির্ব্বাসিতা করাই যদি স্থির হ'লো, তবে অশ্বের প্রতি রথ প্রস্তুতে অনুমতি প্রদান কর। এ বৃদ্ধ অবস্থায় আর গুরু ভার বহনে সুমন্ত্রের সাধ্য নাই চির জীবন তোমার পিতার রথে স রথিত্ব ক'রেছি, কত মহাযুদ্ধে জীবনের প্রতি লক্ষ্য না ক'রে, লক্ষ লক্ষ বিপক্ষ সেনার লক্ষ্য অস্ত্র বক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক ধারণ ক'রেছি। অলক্ষ্য ভাবে রথ চালনা ক'রে অস্ত্রের লক্ষ্য ভ্রষ্ট ক'রেছি, কিন্তু বার্দ্ধক্যবশতঃ জরার আক্রমণে আর সে সাধ্য নাই। মনে ক'রেছিলেম যৌবনে মহারাজ দশরথের

রথে সারথি হ'য়ে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছি, আবার বার্দ্ধক্যে যখন সারথিত্বে অসমর্থ হব, অথচ এ দেহ রথও জীর্ণ হবে, তখন এ সারথিত্ব পরিত্যাগ ক'রে ঐ সারতীর্থ রামপদাশ্রয়ে পতিত থেকে জীবনের শেষভাগ অতিব হিত করব, আর শেষের সেই ভীষণ শমন সংগ্রামের দিন উপস্থিত হ'লে, এই ষড়অশ্ব যে জিত দেহ রথে ঐ দাশরথিকে সারথি করে রামনাম অসে থ শর ধাবং পুরসর শমন সমরে অগ্রসর হব তাই বলি, এ বৃদ্ধ কালে আর কোন গুরুভার অর্পণ না করে, ভার হস্বং পুরসরঃ এ কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্মভার হ'তে অবসর প্রদান কর

গীত।

বার্দ্ধক্যে দুর্ব্বল অসার অতি সারথি,
দিওনা রাম এ গুরুভার, তব ভারতী ভার অতি।
করিতে আর সারথিত্ব, সাধ্য নাই এ সারথির ত,
সার এখন ঐ সারতীর্থ রামপদ অগতির গতি।
রথী হ'যে মম রথে, জিনেছ কত দৈরথে,
অন্তে যেন দেহরথে হয়ো দাসরথি রথী

রাম —(স্বগতঃ) হ রামের ন্যায় এমন নিষ্ঠুর চণ্ডাল জগতে আর কে আছে যে, অকাতরে সেই সরলাবালা সীতাকে নির্ব্বাসিতা করতে সম্মত হবে? (প্রকাশ্যে) ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ। তুমিত এসে পর্য্যন্তই চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়িয়ে আছ, কোন কথাই যে শুনতে পাচ্ছিনে

লক্ষ্মণ —লক্ষ্মণ আবার চিত্র পুত্তলিকা নয় কবে? লক্ষ্মণ যদি চিত্র পুত্তলিই না হবে, তা হ'লে যে মুহূর্ত্তে সীতা নির্ব্বাসনের কথা কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে, সেই মুহূর্ত্তেই তার পাপদেহ ভস্মে পরিণত হ'তো রামের ক্রীড়ার পুতুল হয়ে এসেছি—একা আমি

কেন, এ জগৎ সংসারই ত যেন ক্রীড়ার পুতুল। এ ক্রীড়ার পুতুল নিয়ে কখন কাঁদাচ্ছ—কখন হাসাচ্ছ কখন রাজা করছ—কখন পথের ভিখারী সাজাচ্ছ। কর রাম! তোমার মনে যা আছে তাই কর, এ দেহ যখন চিরদিনের মত রাম পদে বিক্রয় ক'রেছি, রাম দাসত্বই যখন জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য ব্রত ব'লে এ মহাব্রতে দীক্ষিত হ'য়েছি, তখন এ ক্রীড়ার পুতুলকে নিয়ে যে ইচ্ছা খেল্‌তে পার। এ পুতুল ভাঙ্গতেও তুমি, গড়তেও তুমি। আমি পিতা জানি নাই—মাতা জানি নাই, বন্ধু—ভ্রাতা—স্বজন—সম্পদ সব পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র রামপদই ইহ পরলোকের সম্বল ব'লে জেনেছিলাম। রামই এ তৃষিত চাতকের—নবীন জলধর, নয়ন চকোরের—পূর্ণসুধাকর। লক্ষ্মণের মন চিরদিনই ঐ রাম-পদ ফুল্ল-কমলের মধুকর হ'য়ে চিরানন্দরূপ মকরন্দ পানে আনন্দিত হবে মনে ক'রে এ রামদাসত্ব ব্রতে ব্রতী হ'য়েছিলেম, অগ্রে যদি জানতেম যে, জীবন শেষকাল পর্য্যন্ত এ দাসত্ব ব্রত পালন ক'রেও রাম হৃদয়ের অন্ত পাবনা, রাম হৃদয়ে এত কপটতা,—এত চাতুরী এ যদি পূর্ব্বে জানতেম। তা'হ'লে কি শান্তিধাম-নীলাচল ভ্রমে আগ্নেয়গিরির আশ্রয় গ্রহণ ক'রে এমন ধারা দগ্ধ হ'য়ে প্রাণ হারাতেম। আমি সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে যে জগদ্বন্দিনী জনকনন্দিনীর পদ পূজার জন্য চতুর্দ্দশ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় অতিবাহিত ক'রেও সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ ক'রেছিলাম—যে সীতার জন্য বিষম নাগপাশ বন্ধন অকাতরে সহ্য ক'রেছিলেম, যার জন্য বিষময় শক্তিশেলের বিষম যাতনা সহ্য ক'রতে কাতর হই নাই, সেই সীতাকে বিনাদোষে নির্ব্বাসিতা ক'রবেন—দাবদগ্ধা কুরঙ্গিনীকে ঘোর অগ্নিমুখ হ'তে উদ্ধার ক'রে, আবার প্রজ্জ্বলিত অনল রাশিতে নিক্ষেপ ক'রবেন, এ যদি আগে জানতে পারতেম, সে শক্তিশেল হ'তে উদ্ধার হ'য়ে আবার এ

শক্তিশেল বক্ষে ধারণ ক'রতে হবে, এ কথা যদি পূর্ব্বে বুঝ্তেম। তাহ'লে কি আর ইন্দ্রজিৎ বধের জন্য পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসর কাল অনশনে অনিদ্রায় থেকে সেই সকল অসহনীয় যাতনা অকাতরে সহ্য ক'রতেম একদিন স্বর্ণলতা জড়িত নিল চলের ন্যায়—স্থির দামিনীশোভিত জলধরের ন্যায়, রাম সীতার যুগলরূপ দর্শন করে, নয়ন যুগলের চরিতার্থতা— জীবনের সার্থকতা সম্পাদন ক'র্ব আশাতেই, সকলদুঃখ -সকলকষ্ট—সকল যাতনা অকাতরে সহ্য ক রেছিলাম। এতদিনে সেই চিররোপিত আশা লতায় ফল ধারণও ক'রেছিল,কিন্তু সে সুখময়ফলভোগ লক্ষ্মণের ভাগ্যে ঘট্‌বে কেন? লক্ষ্মণের সুখ রামের প্রাণে সহ্য হবে কেন? তাহ'লে যে বৈমাত্রেয় হিংসার নামই লোপ হবে। যে দিনে বিমাতা কৈকেয়ী রামের প্রতি বৈমাত্রেয় বাদ সাধন ক'রেছিলেন, রামও সেই দিন হ'তে প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন যে, বিমাতৃ পুত্রগণকে আর সুখী হ'তে দেব না আজ লক্ষ্মণকে দিয়েই তার পরীক্ষা দানে উদ্যত হ'য়েছেন। তা না হবে কেন? বৈরনির্য্যাতনই রাজধর্ম্ম। এই সূর্য্যবংশে যে মহাত্মা জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, তিনিই জগতে একটা-না একটা কীর্ত্তি রেখে গিয়াছেন সগরের কীর্ত্তি—সাগর। ভগীরথের কীর্ত্তি—ভাগীরথি, আর দাশরথি রামের কীর্ত্তি—নির্ব্বাসনচ্ছলে গর্ভবতী সতী পত্নীর প্রাণ বিনাশ ধন্য রাম। ধন্য তোমার চাতুরী সূর্য্যবংশে যে মহাত্মা যে কীর্ত্তিই রেখে জান্, কালে হয়ত সব লোপ হবে, কিন্তু এ সীতা-নির্ব্বাসনরূপ রাম কীর্ত্তি জগতে চিরদিন অটল অক্ষয় ভাবে বিরাজিত থাক্‌বে।

গীত

তোমার এযশ গীত গাবে জগৎ-জনে
সূর্য্যকুল কবিলে ধন্য যে পুণ্য অর্জ্জনে

যে জন্মেছে সুপুত্র সূর্য্য কুলে,
অনন্ত অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গেছে ভূতলে,
সগরের কীর্ত্তি ভাবতী, (সাগররূপে জগৎ ব্যাপ্ত হে রাম)
ভগীরথের ভাগীরথি, তব কীর্ত্তি দাসরথি জানকী বর্জ্জনে
কত সাধে করে পূজার আয়োজন,
না হ'তে অর্চ্চনা সাজ, দিতে হবে বিসর্জ্জন,
জগতে অকীর্ত্তি রবে, যাব অনন্ত রৌরবে,
(মাতৃহন্তা আমায় বল্‌বে সবে) (আমার পাপের শান্তি নাই হে রাম)
নারকী বলিবে সবে লক্ষ্মণ দুর্জ্জনে

রাম।—প্রাণাধিক সৌমিত্রি! সত্য বলেছ, আমি চিরদিনই তোমাদের সঙ্গে বিবিধ প্রকারে বৈমাত্রেয় ব্যবহার করে আস্‌ছি? আপন অদৃষ্ট গুণে রাজ্যভ্রষ্ট বনবাসী হয়েছি, আর সেই সঙ্গে তোমাকেও দুঃখের সমভাগী করে সন্ন্যাসী সাজিয়ে বনবাসের সহচর করেছি। প্রাণাধিক ভ্রাতা ভরত গৃহে থেকেও সুখ-সম্ভোগ-আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জটা বল্কলধারী সন্ন্যাসী সেজে, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে চতুর্দ্দশ বৎসর অতিবাহিত করেছে। আমারই নির্ব্বন্ধ তিশয়ে যদিও এবিশাল রাজ্য ভার গ্রহণ করেছিল, কিন্তু কখন বল্কলবাস ভিন্ন রাজবসন পরিধান করে নাই—রাজভূষণ অঙ্গে ধারণ করে নাই—কুশাসন ভিন্ন কখন রাজসিংহাসনে উপবেশন করে নাই। অযোধ্যার শূন্য সিংহাসনে আমার পাদুকা স্থাপন ক'রে, দেবতার ন্যায় পূজা করেছে। নিত্য পূজার সময়, ধারা-বিগলিত-চক্ষের জলে সেই পাদুকা স্নান করিয়ে, গুণনিধি ভ্রাতা আমার প্রতিনিধি রূপে রাজ্য পালন করেছে। কিন্তু আমি এম্‌নি দুর্ভাগ্য—এম্‌নি নৃশংস চণ্ডালাধম যে, এমন প্রাণপ্রতিম ভ্রাতৃগণকে একদিনের জন্যও সুখী কর্‌তে পা'র্‌লেম না। আমি এজীবনে অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি সত্য, কিন্তু কি গৃহবাসে—কি সন্ন্যাসে; যখন—যেখানে—যে ভাবেই গতকরেছি,

সে সম্পূর্ণ দুঃখের অবস্থা হ'লেও কেবল তোমার ন্যায় ভক্তি-পরায়ণ ভ্রাতাকে চিরসহচর পেয়েছিলেম বলেই, সে ঘোর দুঃখের দিনও সুখে অতিবাহিত করেছি কিন্তু লক্ষ্মণ বড় দুঃখের কথা জন্মাবধি যে ভ্রাতা মুহূর্ত্তের জন্যও রামবাক্যের প্রতিবাদ করে নাই, যখন যে আদেশ করেছি, সদাসত বিচার না ক'রে শিরধার্য্যপূর্ব্বক অবিচার্য্যরূপে যে, সেই আদেশ পালন করেছে; যে লক্ষ্মণ একদিন অগ্রজ সেবার জন্য, পিতৃদেব পরিত্যাগেও পরাঙ্মুখ হয় নাই, আজ সময় দোষে, সেই লক্ষ্মণ রামবাক্যের বিরুদ্ধবাদী। সীতা নির্ব্বাসনের সঙ্গে রামের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী ত্যাগ ক'র্‌বে, আর সেই সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গেই যে এজগৎ সংসারও রামকে ত্যাগ ক'র্‌বে সুতরাং তেই তা সম্পূর্ণ বুঝ্‌তে পেরেছি. কিন্তু লক্ষ্মণ জন্মাবধি এজীবনে যত কষ্ট—যত যন্ত্রণা পেয়েছি "লক্ষ্মণ রাম-বাক্যে বিরুদ্ধাচারী" এদুঃখ সর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণে গুরুতর

লক্ষ্মণ —চতুর্দ্দশবর্ষ অনাহারে—নাগপাশ বন্ধনে—শক্তিশেল পতনে, মহীরাবণ কর্ত্তৃক বন্ধনগ্রস্থ হয়ে বধ্য বেশে পাতাল-পুরে গমনে, যখন যেখানে যত যাতনাই ভোগ করেছি, আজ রামের মুখে "লক্ষ্মণ রামবাক্যের প্রতিবাদী" এ বাক্য লক্ষ্মণের পক্ষে তদপেক্ষা শত-সহস্রগুণে যন্ত্রণাদায়ক

রাম —তবে কেন সীতা নির্ব্বাসনে প্রতিবাদ কর্‌ছ ভাই!

লক্ষ্মণ —প্রতিবাদ করি নাই, তবে একটী আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ক'র্‌ছি, কৃপা করে এই আশীর্ব্বাদ করুন, নিরপরাধিনী সীতাকে অনাথার বেশে অরণ্যবাসে নির্ব্বাসিতা করে, আর যেন হতভাগ্য লক্ষ্মণকে এ সীতাশূন্য অযোধ্যায় ফিরে আস্‌তে না হয়, সরলা সীতার বক্ষে রাম-আজ্ঞা-রূপ বিষম বজ্র নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই যেন লক্ষ্মণের মস্তকে বজ্র পতন হয় আর প্রতিবাদ ক'র্‌বনা। রাম কার্য্যের জন্যই দেহ ধারণ করেছি, আবার রাম

কার্য্যের জন্যই পতন হবে আর সদাসত্ত বিবেচনা ক'র্‌ব না, ধর্ম্মাধর্ম্ম, মায়, মমতা, শোক সন্তাপ, হিতাহিত জ্ঞান, কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বিচার, সব ত্যাগ কর্‌লেম রামকার্য্যের জন্য হৃদয় পাষাণময় কর্‌লেম। রাম দাসত্বের জন্য চণ্ডালত্ব গ্রহণ কর্‌লেম এক্ষণে অনুমতি করুন যে আদেশ ক'র্‌বেন, চিরদিন যেমন রাম-আজ্ঞা শীরধার্য্য ক'রে অবিচর্য্য রূপে পালন করেছি আজও তাই কর্‌ব

রাম।—লক্ষ্মণ তুমি যেমন রাজকার্য্য সাধনের জন্য হৃদয়কে পাষাণময় কর্‌লে, আমিও তেমনি লোকাপবাদ কলঙ্কভার অপ-নোদন জন্য, অন্তরের বেদনা অন্তরে রেখে—পাষাণ হৃদয় পাষাণে বন্ধন ক'রে, নিতান্ত নিরপরাধিনী জেনেও, সরলা স্বর্ণপ্রতিমা সীতাকে অরণ্য পাথারে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়েছি, আর এই নরাধম রামের পাপে যে, অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীও অন্তর্হিত হবেন, তাও জান্‌তে পেরেছি, মন্দির প্রতিমাশূন্য হ'লে যেমন সে মন্দিরের ও স্থিতি আর সম্ভব থাকে না, সুতরাং বিবিধ বৃক্ষাদি বদ্ধমূল হয়ে অচিরেই তাকে ধ্বংশ করে; এমন্দিরও তেমনি সীতা শূন্য হ'লে, শোক সন্তাপাদি বিবিধ বৃক্ষ বদ্ধমূল হয়ে যে অচিরেই এ মন্দিরকে ধ্বংশ করবে—এই সীতা নির্ব্বাসনই যে রাম-জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক—এই অঙ্কেই যে রামের সংসার-রঙ্গভূমির অভিনয় সাঙ্গ হবে, তাও জানি। লক্ষ্মণরে সবই জানি—সকলি বুঝ্‌তে পেরেছি। তথাপি সত্যের জন্য—অকলঙ্ক সূর্য্যকুলে কলঙ্কস্পর্শ ভয়ের জন্য—প্রজা-রঞ্জনের জন্য—সীতা নির্ব্বাসনই আমার শেষ সিদ্ধান্ত। এক্ষণে যাও ভাই তপোবন দর্শনচ্ছলে সীতাকে বাল্মীকের তপোবনে পরিত্যাগ করে এসগে পরে এ হতভাগ্যের ভাগ্যলিপি যা' আছে তাই হবে।

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) তবে সীতা দেবীকে নির্ব্বাসিতা কর্‌তে যাই

রামের স্থিরসঙ্কল্প। আজ রঘুকুলে সীতা নির্ব্বাসনরূপ মহাকীর্ত্তি স্থাপিত হবে, আর এই হতভাগ্য লক্ষ্মণকে চণ্ডাল বৃত্তি অবলম্বন ক'রে,সেই কীর্ত্তি-স্তম্ভ গঠনের সহযোগী হ'তে হবে। চিরদিন পরমেষ্ট দেবীর স্থায় পূজা করে আজ সেই রঘুকুলের কুললক্ষ্মীকে জন্মের মত বিজন-বনপাথারে বিসর্জ্জন দিতে হবে। ভবনে,বনে, উল্লাসে উপবাসে চির দিন যাঁর স্নেহরসে প্রতিপালিত হয়েছি, লক্ষ্মণের চক্ষে দুঃখের অশ্রু বিন্দু দেখ্‌লে যাঁর বক্ষে শত শেলাঘাতের স্থায় যাতনা হয়েছে। আজ সেই মাকে—সেই রঘুকুল-কমলা—স্নেহের প্রতিমাকে ছলনাক্রমে বিজন বনে বিসর্জ্জন দিয়ে আস্‌তে হবে। হা হতবিধে এই করলে, হতভাগ্য লক্ষ্মণের দ্বারায় এই সকল লোমহর্ষণ কার্য্য সম্পন্ন ক'র্‌বে বলেই কি লঙ্কাধামের সেই ভীষণ যুদ্ধে জীবিত রেখেছিলে এই জন্যই কি পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসর অনশনে অনাসনে অনিদ্রায় অতিবাহিত করেও এ পাপ দেহের পতন হয় নাই হা দেবরাজ তুমি কোথায়, এ মাতৃ-হন্তার পাপের ভার আর কতদিন সহ্য ক'র্‌বে এখনও এ মহা-পাতকীর মস্তকে বজ্র নিক্ষেপ কর্‌লে না। দেবরাজ! আমি করপুটে অকপটে প্রার্থনা করছি—যত শীঘ্র পার তোমার সেই ভীষণ অশনি প্রহারে মহাপাতকীর পাপ দেহভস্মে পরিণত কর দেবরাজ হে, সর্ব্ব দেবের অধিশ্বর হয়ে, অকৃতজ্ঞ হইওনা, এই হতভাগ্য লক্ষ্মণ দীর্ঘ অনশনে বহুকাল অনিদ্রায় কঠোর কষ্টে থেকে তোমার পরম বৈরি মেঘনাদকে বিনাশ ক'রে, যদি কিছু উপকার সাধন করে থাকে, তবে সেই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ এ মহাপাতকীর মস্তকে একবার সেই ভীষণ বজ্র নিক্ষেপ কর। কৈ দেবরাজ। বজ্রাঘাতে পাপদেহ ভস্ম ক'রলে না! না তা ক'রনা—দেবরাজ হে বজ্র নিক্ষেপ ক'রনা লজ্জা পাবে—বজ্রাঘাত ব্যর্থ হবে রামের এই ভীষণ সীতা-নির্ব্বাসন অ দেশ-

রূপ বাক্য-বজ্রে যে পাপদেহের পতন হ'লনা, সে দেহস্পর্শ মাত্রই তোমার সামান্য বজ্র ব্যর্থ হবে। হা পক্ষিরাজ গরুড়। একদিন নাগপাশবন্ধনে মুক্ত ক'রে,স সামান্য নাগের দংশনে বাঁচিয়েছিলে, আজ যে ব স দাসত্বরূপ বিষম নাগপাশে বদ্ধ হ'য়ে,কঠোর রাযাজ্ঞা রূপ কোটী বিষধরের দংশনে প্রাণ যায়। রক্ষা কর। হাঃ অরণ্যবাস-সহচর পরম মিত্র মারুতি এক দিন মস্তকে গুরুভার মহাগিরি গন্ধমাদন বহন ক'রে, বাবং নিক্ষিপ্ত শক্তিশেলে বাঁচিয়ে ছিলে; এখন কোথায় আছ,—বাঁচাও।—এ বাম নিক্ষিপ্ত বিষম শক্তিশেল হ'তে বাঁচাও। মারুতি রে একবার এসে দেখে যাও, আজ দুর্জ্জন লক্ষ্মণ তোমাদের কি সর্ব্বনাশ ক'রতে উদ্যত হ'য়েছে। ওরে, যে রত্নের মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে, লঙ্কা দগ্ধকালে আপন মুখ দগ্ধ ক'রেও কাতর হও নাই; ভীষণ সমর সিন্ধু সেচনকরে বহু কষ্টে যে রত্ন উদ্ধার ক'রেছিলে, চণ্ডালাধম লক্ষ্মণ আজ তোমাদের সেই সমর সাগর সেচন করা রত্ন, জন্মের মত বিজন পাথারে বিসর্জ্জন দিতে যাচ্ছে। মারুতি রে। কোথায় আছিস্ একবার আয় আজ অযোধ্যার আনন্দ পর্ব্বতে কি বজ্রাঘাত হ'য়েছে দেখে যা। (অধোবদনে উপবেশন)

সুমন্ত্র।—কুমার লক্ষ্মণ। গাত্রোত্থান কর, যখন সদাসত বিবেচনা পরিশূন্য হ'য়ে, রাম আজ্ঞা পালনই জীবনের কর্ত্তব্যব্রত ব'লে জেনেছ, যখন সেই "রাম কার্য্যে আত্মত্যাগ "রূপ মহাব্রতে দীক্ষিত হ'য়েছ, তখন আর রাম আজ্ঞার প্রতিবাদ ক'রে কেন ব্রত ভঙ্গ কর; আর বিলম্ব ক'র না। চল রাযাজ্ঞা শিরধার্য্য ক'রে, সীতা দেবীর সঙ্গে অযোধ্যার সৌভাগ্য লক্ষ্মীকে বিসর্জ্জন দিয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—গঙ্গাতীর।

সীতা ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

সীতা।—দেবর! তপোবন দর্শনে যাত্রাকালে, প্রাণেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে, তাঁরে প্রণাম ক'রে আস্‌তে পেলেম না; হয়ত আমার উপর কত অভিমান ক'রবেন। দেবর! নাথ ত বেশ সন্তুষ্ট হ'য়ে অনুমতি দিয়েছেন?

লক্ষ্মণ।—দেবি! তাঁর অনুমতি ব্যতীত লক্ষ্মণ কোন্ কার্য্য ক'রতে সক্ষম? লক্ষ্মণ রামাজ্ঞা ভিন্ন পদমাত্র গমনেও সমর্থ নয়। অথচ জগতে এমন কার্য্যও নাই, যা রামের আদেশে লক্ষ্মণের দ্বারা সম্পন্ন হ'তে না পারে। তিনি যেমন অনুমতি দিয়েছেন লক্ষ্মণও সেই মত কার্য্যে ব্রতী হ'য়েছে।

সীতা।—আস্‌বার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা না ক'রে আসা ভাল হয় নাই, সেই জন্যই বোধ হয় মন এত ব্যাকুল হ'চ্ছে। প্রাণের মধ্যে কেমন হু হু ক'র্‌ছে। তপোবন দেখ্‌তে যাব ব'লে মনে যত আনন্দ ছিল, ততই যেন নিরানন্দ এসে হৃদয়কে অধিকার ক'র্‌ছে। এমন কেন হ'চ্ছে দেবর

লক্ষ্মণ।—শুদ্ধ আর্য্য রামচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই ব'লে নয়, যাত্রাকালে আপনার ভগিনীগণের সেই বিষাদপূর্ণ ভাব দেখে এসেছেন, অথচ মাতৃগণ যজ্ঞ দর্শনে গমন করায়, তাঁদের সঙ্গেও অনেক দিন সাক্ষাৎ হয় নাই, এই সকল কারণে চিত্ত চঞ্চল হ'তে পারে, চলুন মুনিপত্নীগণের সহিত সাক্ষাৎ করলেই মনের অশান্তি দূর হবে, তপোবন আর অধিক দূর নাই, এই পুণ্য সলিলা জাহ্নবী। পর পারেই ঐ মহর্ষি বাল্মিকির তপোবন।

সীতা।—দেবর। ঐ কি তপোবন? তপোবনের আর সে আনন্দময়ী—সে শান্তিময়ী ভাব দেখছি না কেন? কেমন যেন সব শূন্যময় বোধ হ'চ্ছে। মনের ভিতর যেন কেমন হু হু ক'রে উঠছে। কেন এমন হ'চ্চে দেবর।

লক্ষ্মণ —দেবি। দেখুন ঐ সম্মুখেই ঋষি দিগের পবিত্র যজ্ঞ বেদী, আহা লতা সজ্জিত তাপস তরুটিতে আশ্রম কুটীরের দ্বারদেশের কেমন শোভা হ'য়েছে। চলুন এখনি মুনীপত্নীগণের সহিত সাক্ষাৎ হ'বে

সীতা —দেবর। যতই তপোবন নিকটবর্ত্তী হ'চ্ছে, ততই প্রাণ কেঁদে উঠছে। হৃদয়ের বন্ধন যেন শিথিল হ'য়ে আস্‌ছে। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে। দক্ষিণাঙ্গ নৃত্য ক'রছে, চক্ষে জল আস্‌ছে। প্রাণকে কিছুতেই স্থির করতে পারছিনে। ওকি দেবর। তুমিও অধোবদন হ'লে কেন? ঐযে তোমারও চক্ষের জলে বুক ভেসে যা'চ্ছে। হিমানি-শিক্ত পদ্মের ন্যায় মুখখানি মলিন হ'য়ে আস্‌ছে: বল বল দেবর। নাথেরত আমার কোন অমঙ্গল ঘটে নাই। আর যে আমি স্থির হ'তে পারছি না, প্রাণ গেল বাঁচাও। আমার দিব্য কি হ'য়েছে বল। আর বিলম্ব ক'রনা

লক্ষ্মণ।—দেবি সর্পশিশুকে সযত্নে প্রতিপালন ক'রলেও, সে সর্পের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে না; যে লক্ষ্মণরূপ

কাল সর্পকে এতদিন অপত্য স্নেহে লালনপালন করেছিলেন, সে আজ স্বধর্ম্ম পালনে অগ্রসর হ'য়েছে! মা গো! বল্‌তে হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্ছে, আপনি বহু দিন রাক্ষস ভবনে অবস্থিতি ক'রে-ছিলেন ব'লে, প্রজাগণ আপনার চরিত্রবিষয়ে দোষারোপ করায় প্রজা রঞ্জন কঠোর ব্রতে দীক্ষিত রামচন্দ্র, সেই পিশাচ ব্রত—কি ধর্ম্মব্রত জানিনা মা, সেই ব্রত রক্ষার জন্য রঘুকুল-লক্ষ্মী মা তোমাকে আজ জন্মের মত বন-বাসিনী ক'রেছেন। আর রামের সেই কঠোরাজ্ঞা পালনের জন্য অযোধ্যার আনন্দমঠ অন্ধকার ক'রে—চির আরাধ্যা দেবী দয়ার প্রতিমা মা তোমাকে জন্মের মত বন পাথারে বিসর্জ্জন দিতে এসেছি মা! এই হ'তেই আপনার রাম দর্শনের শেষ—হতভাগ্য লক্ষ্মণেরও সে সুখের শেষ, আর যাবনা মা, এমন স্নেহময়ী—এমন দয়ার প্রতিমা বিস-র্জ্জন দিয়ে, আর শূন্য অযোধ্যায় যাবনা এ যাতনাময় জীবন-ভার বহন ক'রে—এ পাপমুখ দেখাতে সংসারেও আর থাক্‌বনা। আমার ন্যায় পিশাচ—আমার ন্যায় চণ্ডাল ধম যতদিন সংসারে থাক্‌বে ততদিন কেবল ধরণীকে ভারাক্রান্তা থাক্‌তে হবে। যাও মা! ঐ সম্মুখেই বাল্মিকির তপাশ্রম। যাও।—পুণ্যাশ্রমে যাও! ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা ক'রবেন। আর এই হতভাগ্য লক্ষ্মণকে এই আশীর্ব্বাদ করে যাও, যেন এই মহাপাতক সংগ্রহ ক'রে, এ সতী-ঘাতক লক্ষ্মণকে আর সংসারে থাক্‌তে না হয়, আর যেন জগতে এ দগ্ধ মুখ দেখাতে না হয়। তুমি তোমার চিরদিনের বন্ধু ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে শান্তিধামে অবস্থিতি কর। আমিও আমার আজী-বনের বন্ধু অসিকে আশ্রয় ক'রে আমার ন্যায় মহাপাতকীর যোগ্যস্থান নরকের পথ পরিষ্কার ক'রে চ'লে যাই। এস—আমার চিরবন্ধু অসি! এত দিন তো মার কটিতে ধারণ ক'রে বিপক্ষের উপদ্রব শান্তি ক'রেছি। আজ কণ্ঠে আলিঙ্গন ক'রে চির দুঃখের

শান্তি করি। এস। আমার অদিনের বন্ধু!—বিপদের সহায়! তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে মাতৃ-হত্যা—আত্ম-হত্যা উভয় পাপের পাতকীর যোগ্য কি নূতন নরকের সৃষ্টি হ'য়েছে দেখিগে মা! দাও—ছুরাত্মা লক্ষ্মণকে জন্মের মত বিদায়—

(অসি নিষ্কাসন ও সীতা কর্ত্তৃক ধারণ)

সীতা।—দেবর! কর কি? আত্মহত্যা ক'রনা, আমার ভাগ্যে যা ছিল তাই ঘটেছে। আমি হতভাগিনী আমার কপালে অনেক দুর্গতি লেখা আছে, নইলে যাঁর তুলনা নাই—গুণের সীমা নাই—করুণার অন্ত নাই। এমন দয়ার সাগর রামকে পতি পেয়ে, কেন সেই হৃদয় ভরা প্রেমে—তেমন প্রাণভরা করুণায় বঞ্চিত হব! দেবর! এ কারো দোষ নয়,সবই এই জন্মদুঃখিনীর কপালের দোষ। তোমার অপরাধ কি? তুমি আমার স্নেহের পুতুলি! গুণের সাগর দেবর! আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার দাদার পদে অচলা ভক্তি থাকে। আমি ভগবানের কাছে কায়মনে প্রার্থনা করি, আবার যদি নারীজন্ম গ্রহণ ক'র্‌তে হয়, তা হ'লে যেন জন্ম জন্মান্তরে সেই দয়ার সাগর রামকে পতি, আর তোমার মত গুণেরসাগর দেবর পাই যাও লক্ষ্মণ! অযোধ্যায় যাও! নাথকে আমার প্রণাম জানাইও, তিনি যেন এ চির দুঃখিনীর অপরাধ ক্ষমা করেন। মাতৃগণ গৃহে এলে ব'ল, তাঁরা যেন আমার জন্য শোক তাপ না করেন! যাও—দেবর গৃহে যাও! আমার কথা রাখ—আমি তোমার করে ধরে ব'ল্‌ছি, শোকে অধির হ'য়ে অযোধ্যার সর্ব্বনাশ ক'রনা। তোমার কোন অমঙ্গল হ'লে লক্ষ্মণ-গত প্রাণ রঘুনাথের দেহে জীবন থাকবে না। মাতৃগণও শেষ বয়সে শোকের সাগরে পড়ে প্রাণ হারাবেন। তাই বলি দেবর! আমার মত হতভাগিনীর জন্য, বড় সাধের অযোধ্যা অন্ধকার ক'রনা। আমার জীবনের শেষ হয়েছে—জগৎ অন্ধকার হ'য়ে

আস্‌ছে—সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে। হাঃ—নাথ। মরণ সময়ে এক—বা—র
(লক্ষ্মণের বক্ষে পতন ও মূর্চ্ছা)

লক্ষ্ম৭।—দেবি সর্ব্বনাশ ক'রলেন যাই ঐ আশ্রম তরুতলের ছায়ায় লয়ে যাই, দেখি যদি দেবীর চৈতন্য সম্পাদন ক'রতে পারি।

[সীতাকে বক্ষে লইয়া প্রস্থান

উন্মত্ত ভাবে লক্ষ্মণের পুনঃ প্রবেশ

লক্ষ্মণ।—হ'লো রামের কার্য্য উদ্ধার হল। এইবার লক্ষ্মণের কার্য্য উদ্ধারের সময় উপস্থিত কে সুমন্ত্র। সুমন্ত্র—জ্বল্‌ল। আজ চিতা জ্বল্‌ল। শোকের চিতা—পাপের চিত—দুঃখের চিত—ধূধূ ক'রে—হুহু করে জ্বল্‌লে' পুড়্‌বে—এই চিতায় পুড়্‌বে। শোকের চিতায় রাম পুড়্‌বে,—পাপের চিতায় লক্ষ্মণ পুড়্‌বে, দুঃখের চিতায় পুরবাসী পুড়্‌বে, আর লক্ষ্মণের ক্রোধের চিতায় রাজ্য-সুদ্ধ—সীতা চরিত্রে সন্দিগ্ধ—কলুষিত চিত্ত পাপাত্মাদের পাপ দেহ দগ্ধ হ'য়ে ভস্মে মুক্ত হবে। আর মমতা নাই—মায়া নাই—দয়া নাই—করুণা নাই। পাষাণ।—হৃদয় পাষাণ হয়েচে। ঘাতকের হৃদয়—নৃশংসের হৃদয় হ'তে সব চ'লে গিয়েছে। চল—অযোধ্যায় চল। আন—রথ সুমন্ত্র। আজ মহা প্রলয়—। জগতে মহা প্রলয় হবে। "সীতা অসতী" এ কথা যার রসনা হ'তে নির্গত হয়েছে তারই পাপ রসনা ছেদন করে জ্বলন্ত হুতাশনে নিক্ষেপ কর্‌ব, জগৎ পোড়াব—রাম রাজ্য শ্মশান কর্‌ব॥

[দ্রুত প্রস্থান

সুমন্ত্রের প্রবেশ

সুমন্ত্র।—সর্ব্বনাশ সকল দিকেই সর্ব্বনাশ। সীতা দেবীকে নির্ব্বাসিত করে, কুমার লক্ষ্মণ শোকে উন্মত্ত—ক্রোধে আত্মহারা। ধনি শূন্য! এ ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাণ ক'র্‌তে অগ্রসর হওয়া, আর

অনলে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হ'তে যাওয়া সমান কথ যাই যতদূর সাধ্য সান্ত্বনা ক'রে অযোধ্যায় ল'য়ে যাবার চেষ্টা করি।

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—গঙ্গাতীর

বাল্মীকির শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম শিষ্য —দেখ্ দেখি ভাই গঙ্গা কূলে,
উঠ্‌ল কেন আগুন জ্ব'লে ?

২য়।— দূর্ ক্ষেপা ও আগুন নয়,
আগুন কখন শীতল হয় ?
আগুন যখন যেখানে জ্বলে,
সেই খানেতেই আলো খেলে।
এ যে দেখি মজার আগুন,
এ আগুনের একি গুণ .
জ্বল্‌লো কোথা গঙ্গাতীরে,
আলো হ'লো হৃদ্ মাঝারে।

১ম।— এ আগুনের এত গুণ।
কিসে জ্বলে ভাই এ আগুন ?

২য় — সাধন পূজন দুখান কাঠে,
ভক্তি জোরে ঘস্‌বি এঁটে,
বিরাগের ধূম উঠ্‌বে যখন,
জান্‌বি আগুন জ্বল্‌বে তখন।

গুরু গোদেব যে গে ব'সে,
কাঠে ক ঠে ঘসে ঘসে,
সব পুড়্য়ে করলেন ছাই,
তাতেই আগুন দেখ্‌তে পাই

১ম ।— তবে কেন আয়না ভাই,
গঙ্গাতীরে দেখ্‌তে য ই

২য় ।— কি দেখ্‌তে যাব ভাই,
গুরুর তেমন আদেশ নাই

১ম — মনের আঁধার ঘুচ্‌বে যাতে,
কেন গুরুর নিষেধ তাতে ?
ভোজ র মত থাক্‌বি ব'সে,
(আর) গুরুর পাত্‌ড়া চাট্‌বি ঠেসে ?

২য় — তোর্‌ মত যে ভব ঘুরে,
সেই মরুকগে ঘুরে ঘুরে
ক্ষুদ্র জগৎ দেহের মাঝে,
দেখ্‌তে জান্‌লে সবই আছে
জল্‌ছে আগুন গঙ্গাতীরে,
তাই দেখ্‌তে চল্‌লি দৌড়ে ।
দেখ্‌না কেন চক্ষু বুজে,
গঙ্গাত এই দেহের মাঝে ।
সুষুম্না পিঙ্গলা ইড়া,
মহা তীর্থ নয় কি এরা ?
ইড়া নাড়ী সরস্বতী,
পিঙ্গলা যমুনা নদী
সুষুম্নারে গঙ্গা বলে,
ত্রিবেণী ত্রিধারাচ্ছলে,

জ্ঞ-সন্ধি ত্রিদল তলে,
মুক্ত বেণী এ'কেই বলে,
এইত প্রায় গ তীর্থ ধাম,
মহা শ্মশান [illegible]
কাজ কি গিছে কর্ম্মভোগে,
এই শ্মশানে বসনা যাগে ।

১ম — শুন্‌তে ভাল মুখের কথ ,
সাধ নাই তার সাধ ব্যথ
নিত্য পূজা শিখ্‌গে আগে,
তার পরে যাস্‌ শ্মশান যাগে
মূলে হ'লনা হাতে খড়ি,
বেদ পড়তে তাবাতাবি ?
কাঁচা দুধে না দিয়ে জ্বাল,
সব খেতে সাধ ! হায়রে কপাল
এখন আয়না খপর নিয়ে,
গুরুর কাছে ব'লব গিয়ে ।

২য় ।— কি জানাবি গুরুর কাছে—
জান্‌তে কি তাঁর বাকি আছে ?
নইলে দেহ ক'রে মাটী,
সাধে কি তাঁর পাতড়া চাটি ?
খপর দিতে যাওয়া বিফল,
যেতে ব'লছিস্‌—যাচ্ছি চল্‌

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

স্থান—বাল্মিকীর তপোবন ।

(বাল্মিকীর প্রবেশ)

বাল্মিকী ।—রামচন্দ্রের জন্মপরিগ্রহের ষষ্টিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মার আদেশে আমি রামলীলার আদি অন্ত লিপিবদ্ধ ক'রে, রামায়ণ নামক মহাকাব্য রচনা করি জীবের মুক্তি-তরুস্বরূপ মহাকাব্য রামায়ণ রচনার ষষ্টি সহস্র বর্ষ অতীত হ'লে পতিতপাবন ভগবান চতুরাংশে সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন তৎপরেই ভগবানের বাল্যলীলা মিথিলাযাত্রা—তাড়কা নিধন, হরকোদণ্ড ভঙ্গ পূর্ব্বক জনক-যজ্ঞভূমি সম্ভবা জগৎলক্ষ্মী সীতার পানিগ্রহণ—রাজ্যাভিষেক কালে দেবচক্রে বনগমন, রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ, সৈন্যাহরণ, বলি নিধন, সাগর বন্ধন, রাবণ বংশ ধ্বংস, দেশাগমন, রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি ঘটনা পরম্পরা আমার পূর্ব্বলিখিত মত পর্য্যায়ক্রমে কার্য্যে পরিণত হ'য়েছে ; এক্ষণে সীতা নির্ব্বাসনের কাল উপস্থিত । এই শান্তিশূন্য তপারণ্যকে পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত ক'রে, এই তপ-সাধন বিহিন তাপসাধম বাল্মিকীর বাসনা পূর্ণ করবার জন্যই পূর্ণব্রহ্মময়ী-সীতা, নির্ব্বাসিতাচ্ছলে এই তপোবনে আগমন ক'রবেন । কিন্তু কৈ । এখনও যে মার দেখা নাই তবে কি আমার লেখা মিথ্যা হ'লো যে কার্য্যের জন্য বহুকালার্জ্জিত যোগবলের ধ্বংস ক'রলাম, আমার যে লিপি যথাকালে কার্য্যে পরিণত হবে ব'লে দেবতারাও একবাক্যে বরদান ক'রেছিলেন ; "যদি বেদের লিখনেও ব্যতিক্রম ঘটে, তথাপি বাল্মিকীর লিপির বিন্দুমাত্রও ব্যতিক্রম ঘ'টবে না" ব'লে স্বয়ং জগদ্বিধাতা বিধাতা পর্য্যন্ত যাকে বরদান ক'রেছিলেন আজ তার লিখন অন্যথা হ'তে চল্লো ।

রামের দয়া হ'ল না ? আর কতদিন ডাকব আর ডাকবারও ত কথা ছিল না,—আপনি এসে দেখা দেবারই কথা। ভাল, যার জন্য বহুকালের সঞ্চিত তপোবল ধ্বংস করেছি, তারই জন্য নয় আবার যোগাবলম্বন ক'রব আবার না হয় তেমনি ধারা বল্মিকারত হ'য়ে কীট দংশনে কায়া পতন ক'রব তথাপি কি রামের দয়া হবে না, পুনর্ব্বার দেহ পরিবর্ত্তন না ক'রলে কি বিদেহ নন্দিনী দেখা দেবেন না ভাল, দেখি তাঁদের দয়া হয় কিনা। মন উতলা হইও না, ভক্তিযোগে ডাক একদিন-না-একদিন সেই ভক্তাধিনের দয়া হবেই হবে যে রাম, ভক্তিতে বাধ্য হ'য়ে শাখা মৃগের সখা হ'য়েছেন—ভক্তিতে নিষাদের মিত্র হ'য়েছেন তিনি কি অনুতাপিতের নিষাদের অশ্রুমোচন ক'র্বেন না ? রাম কি নামের মাহাত্ম্য নষ্ট ক'র্বেন ? কখনই না, এখন বিচারশক্তি—তর্কযুক্তি পরিত্যাগ ক'রে, স্থির ভক্তিযোগে মুক্তকণ্ঠে সেই মুক্তির ধন রামকে ডাক ভবার্ণবের নাবিক রাম কর্ণধার কুলে থাকতে আর ভবের ধারে ব'সে অশ্রুধারে ভাসতে হবে না! সময় হ'লেই রাম উদ্ধারের উপায় ক'র্বেন।

গীত

আত্মমন একান্ত কেন ভাস অশ্রুধারে
ব্রতী ত সে রাম নাবিক পতিত উদ্ধারে
যে সুধায় শান্তি জীবের সংসার ক্ষুধা রে,
ম'জনা যেন বিষয়-বিষে ত্যজে সে সুধা রে;
অকাতরে যাবি ত'রে ভব সিন্ধু ধারে;
সদা সকাতরে ডাকরে সে রাম কর্ণধারে॥
পড়িয়ে এ ভব কূপের বিষম আঁধারে,
বিষয়-বাসনা-পাশে সেকন বাঁধারে;
যাতায়াত জঠর জ্বালা হবে সমাধারে,
ত্যজে তর্ক যুক্তি, স্থির ভক্তি মুক্তি পথে ধা রে

(শিষ্যদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

২য় — গুরুদেব প্রণাম করি

১ম — শীঘ্র ক'রে আশীষ ক'রে,
দেরি ক'র না চল দৌড়ে

বাল্মিকী ।—কোথা যেতে ব'লছ বৎস ? এত তাবাতাবি কেন ? ঘটনা কি বল দেখি ?

১ম — সাধ করে কি তাবাতাবি,
বল্‌তে গেলেই হবে দেরি
যা দেখ্‌লাম গঙ্গাতটে,
পথে বল্‌ব—চল ছুটে ,

বাল্মিকী —এমন ঘটনা কি হয়েছে যে, বল্‌বারও সময় নাই ?

১ম ।— , সময় থাক্‌লে এত কি কই,
সময়ই বা আর আছে কৈ ?
যে ক-টাদিন সময় ছিল,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে ফুবিয়ে গেল ।

বাল্মিকী — এত ব্যস্ত যে বল্‌ব রও সময় নাই ; (দ্বিতীয়ের প্রতি) বৎস তুমি বল দেখি, এমন কি প্রয়োজন ?

২য় — বড় প্রযোজন—বড় প্রয়োজন,
যা'র মত আর নাই প্রিয়জন,
সাধন—ভজন—ইষ্ট পূজন,
যার জন্যে এত আয়োজন,
মহাযোগে আসন পেতে,
গুণে গেঁথে খড়ি পেতে,
গাছের বাকল, ভুর্জ্য পাতে,
যার জন্যে লিখ্‌লে পেঁতে,

সেই এসেছে গঙ্গাতীরে,
দেখ্‌বে গুরু, চল দৌড়ে
১ম — কি বল্‌ছিস্‌ মুণ্ডুমাথা,
বুঝ্‌তে নারি ও সব কথা,
কাজ কি শুনে পরের মুখে,
দেখবে চল আপন চ'খে

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—গঙ্গাতীর অপরাংশ ।

(সীতাদেবীর প্রবেশ)

সীতা —দশ দিক শূন্য আজ এ পোড়া নয়নে,
কোথা যাব একাকিনী, কোন দিক নাহি চিনি,
কে দিবে আশ্রয় আর এঘোর বিপিনে
পতি ত্যজ্যা পাপিনীর কে আছে ভুবনে

বাল্মিকীর তপোবন শুনেছি অদূরে,
বিষম কলঙ্ক ভার, মাথায় করিয়ে আর,
কেমনে বা যাব তথা—কি বলিব তাঁরে,
দাঁড়াবার স্থান আর নাহিক সংসারে

সংসার-মমতা-হীন মায়া-মুক্ত পিতা,
মায়ের হবেনা দয়া, তিনিও সর্ব্বং সহা,
তনয়ার তাপে সাকি হবেন তাপিতা ।
কলঙ্কিনী হ'লে কন্যা কে করে মমতা

তরুগণ ভ্রাতা মোর, তারাও অচল,
চিরদিন পরাশ্রিতা, ভগ্নীগণ বনলতা,
জড়ের আশ্রিতা ওরা জড় বুদ্ধি বল —
পরাধীনা—তাদেরই বা কি আছে সম্বল

অসতী চরিত্রা সীতা কুলকলঙ্কিনী
কালিমা দিয়েছে কুলে, তাই যেন ক্রোধানলে,
দহিছে দ্বিগুণ দাহে দীপ্ত দিনমণি।
কে হয় সদয় দেখে কুল কলঙ্কিনী

নিদাঘ-তাপিতা-লতা দোলে বায়ুভরে,
দুঃখিনীর দুঃখ দেখে, তাপিতা হইয়া দুঃখে,
ছায়াতে জুড়াতে যেন ডাকিছে আমারে
সরলা বনের বালা কি জানে সংসারে ?

যাই তবে— যাই ভগ্নি তো সবার কাছে
জড়ের আশ্রয় থেকে, জর জর পরদুঃখে,
সরলা তোদের সমা কেবা কোথা আছে,
পরের দুঃখেতে তাই পরাণ কেঁদেছে
যাই তবে—— (গমনোদ্যত ও পতন)

বাল্মিকী ও তৎ শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ

বাল্মিকী —কৈ বৎস, কি দেখাতে সঙ্গে আনলে ?
২য় — ঐ দেখ প্রভু গঙ্গাতীরে,
বন আলো করে ধুলায় পড়ে,
১ম — দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছ কি ভাই,
চল না কেন নিকটে যাই।

বাল্মিকী —অবোধ নিকটে যাই—নিকটে যাই ব'ল্‌ছ, ওঁর নিকটে যাওয়া কি সহজ কথা তবে উনি দয়া ক'রে যাকে নিকটে স্থান দেন সেই ধন্য—তার সাধন বলকেও ধন্য।

১ম —　　আমাদের কি কিছুই নাই ?
যাতে স্থান দেন ক'র্‌ব তাই
(আর) সত্যই যদি আগুণ হয়,
পুড়েই এবার ম'রব নয়

বাল্মিকী।—বৎস। তুমি যাঁর রূপের আলোকে মুগ্ধ হ'য়ে অনল-জ্ঞান ক'র্‌ছ ও অনলই বটে কিন্তু সামান্য অনল নয় আগুনের সঙ্গে এ আগুনের গুণের তারতম্য অনেক কারণ আগুনের কাছে গেলে জীবমাত্রকেই ত পিত্ত হ'তে হয় কিন্তু এ আগুনের কাছে গেলে, পাপ তাপ এমন কি মনের ত্রিতাপ পর্য্যন্ত নষ্ট হ'য়ে থাকে অগ্নিতে বারি সেচন করলে অনলই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় কিন্তু এ অনলে ভক্তিবারি সেচন ক'র্‌লে অনল নির্ব্বাণ হওয়া দূরে থাক, সেচনকারীই নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হয়ে থাকে অনলে কেবল জড়বস্তুই দগ্ধ হয় কিন্তু এ অনলে পাপ—তাপ—জ্বালা—যন্ত্রণা—মায়া—মমতা, এমন কি পাপ সংসার-বন্ধন পর্য্যন্ত পুড়ে যায়। একবার যে এ আগুনে পুড়্‌তে পেরেছে তাকে আর সংসার পোড়ায় পুড়্‌তে হয় না ওরে। আগুন ত কেবল বাহ্যজগতের অন্ধকার নষ্ট ক'র্‌তে পারে, কিন্তু অন্তর্জ্জগতের অন্ধকার নষ্ট ক'র্‌তে যে গুণের প্রয়োজন, সে গুণ এ আগুন ভিন্ন আর কিছুতে নাই; এ যে কি আগুন, এখন বুঝ্‌তে পেরেছ কি ?

১ম।—　　তাই বুঝ্‌লাম মুণ্ডুমাথা,
সবই তোমার হেঁয়ের কথা।

মেঘেনা আগুন ঢাল্‌লে জল
তবে কি ওটা বজ্রানল ?

বাল্মিকী —বৎস তোমার এ অনুমানও অযৌক্তিক নয়, যদি চপলা ব'লেই স্থির ক'রে থাক, তাও বলা যেতে পারে, তবে সে চপলা নিয়ত চঞ্চল —এ অচঞ্চল স্থির সৌদামিনী যদি বল যে চঞ্চল আর এ স্থির সৌদামিনী—অচঞ্চলা কেন ? তার কারণ, মেঘ নিরাশ্রয়—থাকেও নিরাশ্রয়ে, আর সৌদামিনী সেই নিরাশ্রিতের আশ্রিতা সুতরাং যার আশ্রয়ের পর্য্যন্ত আশ্রয় নাই, সে স্থির হবে কেমন ক'রে ? সেই জন্যই চপলা স্বভাব চঞ্চলা এ সৌদামিনী ত নিরাশ্রয়া নয়, এ সৌদামিনী যে মেঘকে আশ্রয় ক'রে থাকে, সেই মেঘই জগতের আশ্রয়। সুতরাং যে স্থির জলদের আশ্রিতা সে চঞ্চলা হবে কেন ? যদি বল এ যদি স্থির মেঘের স্থির সৌদামিনীই হ'লো, তবে মেঘচ্যুতা দেখ্‌ছি কেন ? তারও কারণ সৌদামিনী মেঘচ্যুতা হ'লেই বজ্রাগ্নিরূপে পরিণত হয়। আর সেই বজ্রানল যেখানে পতিত হয়, সে স্থানের সমস্ত পদার্থই দগ্ধ করে এ সৌদামিনীও সময়ে সময়ে মেঘচ্যুত হ'য়ে বজ্রানলরূপে পতিত হ'য়ে থাকে. একবার সুরগণের শত্রু রাক্ষসকুল ধ্বংসের জন্য এই সৌদামিনী মেঘচ্যুতা হ'য়ে লঙ্কাধামে পতিতা হ'য়েছিল, এবারে এই শরণাগত বাল্মিকীর পরম শত্রু পাপ তাপাদি দুর্জ্জয় রক্ষকুল বিনাশের জন্য সেই স্থির জলদের বক্ষ পরিত্যাগ ক'রে তপারণ্যে উদয় হ'য়েছেন বৎসরে বহু যুগযুগান্তকাল যোগাসনে থেকেও যে ধন হৃদপদ্মে স্থির ক'র্‌তে পারি নাই, আজ সেই আরাধ্য ধনে বিনা সাধনে তপোবনে বসে প্রাপ্ত হ'য়েছি। ওরে এ সামান্য সৌদামিনী নয়, সেই দয়ার জলদ রাম জলধরের হৃদয়ের ধন সীতাসৌদামিনী এসে তপোবনে উদয় হ'য়েছেন আর

চিন্তা নাই, যখন ভক্তের হৃদয়-উদ্যানের ধন চতুর্ব্বর্গ ফল প্রসূতা সীতা-কল্প-লতাকে পেয়েছি, তখন আর ফলের চিন্তা কি ? যত্নের সহিত হৃদয়-উদ্যানে স্থাপন ক'রে ভক্তি সলিল সেচন ক'রব, তার কালে ঐ কল্পলতা হ'তে ধর্ম্মার্থাদি চতুর্ব্বর্গের ফল লাভ করে ধন্য হব , যার পদতরণী ভিন্ন, ভব বৈতরণী পারের উপায় নাই ; কৃপায় যার জগতের জীবে উপায় পায়, নামে যার জগৎ মাতায় । সকলে সেই জগন্মাতায় একবার নয়ন ভ'রে দর্শন ক'রে জীবন ধন্য কর

গীত ।

যার নামে জগৎ মাতায় ।
নয়ন ভরে দেখ্‌রে একবার সেই জগৎ-মাতায়
তরিতে এ বৈতরণী, নাই যার পদ বৈ তরণী,
পেয়েছি আজ রাম ঘরণী, সেই ধরণী সুতায়
কল্প কল্প করে সাধন, কোটী কল্প কল্পনার ধন,
পেয়েছি সেই কল্পলতা সীতার দরশন -
রোপিয়ে প্রেম-সিন্ধু কূলে, ভক্তি সলিলে সিঞ্চিলে,
কালে চতুর্ব্বর্গ ফলে, ঐ সীতা কল্পলতায় ।

(ধরাশায়িনী সীতার নিকট গমনপূর্ব্বক)

মা ! আর ধরাশয়নে কেন ? গাত্রোত্থান কর অনেক দিন হ'তে ডাকৃছি—অনেক দিন হ'তে মা মা বলে কাঁদছি । মার কি দয়া নাই ? অনেক মা দেখেছি, কিন্তু তোমার মত এমন মমতা হীনা মাতা ত কখনো দেখি নাই । সন্তানের চক্ষে দুঃখের অশ্রু দেখা দূরে থাক, একটু মলিন ভাব দেখ্‌লে অন্য মাতার দুঃখের সীমা থাকেনা। আর আমার এমনি দয়া হীন মা যে নিরাশ্রয় অনাথপুত্র নিয়ত মা মা বলে কাঁদছে কিন্তু মার আমার দৃক্‌পাতও নাই—কর্ণপাতও নাই । তা হবেনা কেন, [illegible]র যাতে উৎপত্তি

তার দোষ গুণ তদনুরূপই হয়ে থাকে, তুমি ধরণীসুতা সর্ব্বংসহা ধরাগর্ভে তোমার জন্ম, যার মা সর্ব্বংসহা সে যে সহজে সব সহ্য করবে তার আর বিচিত্র কি? মা। অনেক দুঃখ দিয়ে—অনেক কাঁদিয়ে তবে দেখা দিয়েছ আর ছাড়বনা এক্ষণে গাত্রোত্থান করে দাসের কুটীরে চল, আমি চিরবাঞ্ছিত ধন মাতৃপদ যুগল পূজা করে জীবন সার্থক করি।

গীত

ত্যজ মা রোদন, কি মন বেদন, রাখ নিবেদন নির্ব্বেদ দায়িনী।
কত পুণ্যে মা রে, তপোবনের মাঝে, গোলোক ত্যজে দেখা দিয়েছ জননী ॥

ধরায় কি ধরায় লীলা প্রকাশিতে, অথবা ধরার ভার বিনাশিতে,
অমরে তুষিতে, এসেছ মা সীতে, রক্ষকুল নাশিতে মোক্ষ বিধায়িনী

শতজন্মার্জ্জিত সাধনের গুণে, এনেছি মা তোরে বেঁধে ভক্তিগুণে,
অথবা স্বগুণে, এলে পাপিগণে পাপাগুনে নিস্তারিতে নিস্তারিণী

যে সু দৃষ্টে তরে গো-ব্রহ্ম ঘাতকী, হবেনা সীতে সে দৃষ্টিপাত কি,
হই যদি পাতকী, তাতেই ভয় এত কি, ঐ পা ত পাতকী-পারের-তরণী

ব্রহ্মাদি যার তত্ত্ব না পান যোগ ধ্যানে, সেই ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী উদয় তপোবনে,
ভাব্‌লে ব্রহ্মজ্ঞানে, ব্রহ্ম পদ নিদানে, বিতরেন ঐ ব্রহ্ম সনাতনী

সীতা।—ঠাকুর কে আপনি? কোন্ দেবতা? পতি পরিত্যজ্যা পাপিনীর প্রতি প্রসন্ন হয়ে এ অনাশ্রয় অরণ্য মধ্যে আশ্রয় দিতে এসেছেন আপনার করুণাপূর্ণ প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখে বোধ হচ্ছে, আপনি সাক্ষ্যাৎ ধর্ম্মের মূর্ত্তি—করুণার আধার আমি আপনাকে প্রণাম করি

বাল্মিকী।—তা বেশ. এমন ধরা জীবকে মায়ামুগ্ধ করে কর্ম্মসূত্রে বন্ধনগ্রস্থ না ক'র্‌লে, তোদের খেলার পথ প্রশস্থ হবে কেন? মা অন্তর্য্যামিনী হয়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন তুমি কে? এ এক

নূতন কথা বটে। মায়ের কাছে যে সন্তানকে আত্মপরিচয় দিতে হয় এ হ'তে আর আশ্চর্য্য কি আছে মা আমি যে কে, তাকি তোর মনে নাই? ত থাক্‌বে কেন মন কাছে থাক্‌লে ত মনে পড়বে মন যে তোর অযোধ্যায় পড়ে আছে তা মা। পতি পদে মন সমর্পণ ক'রে সতী-ধর্ম্ম রক্ষা করাও উচিত; আবার দীন হীন অনাথ পুত্রদের স্নেহচক্ষে দেখাও মায়ের কর্ত্তব্য। মা বহুযুগ যুগান্ত কাল বল্মিকাবৃত থেকে কীট দংশনে কায়াপতন পূর্ব্বক তোদের সাধনা ক'রেছি, তোরাই দয় করে দীন পুত্রের বল্মিকী নাম রক্ষা করেছিস, পূর্ব্বে যে মহাপাপী রত্নাকর নাম ছিল, আজ মুক্তি-রত্নাকর তোর পদ যুগল প্রাপ্ত হয়ে আমার সে নামও সার্থক হ'লো।

সীতা—ঠাকুর আপনারা অন্তর্য্যামী, যোগবলে আপনাদের অজানিত কিছুই থাকে না, তাই বিনা পরিচয়েই এ হতভাগিনীকে চিন্‌তে পেরেছেন।

বাল্মিকী—কি বল্লি মা চিন্‌তে পেরেছি—যোগবলে তোকে চিন্‌তে পেরেছি? সনক সনাতন শুক নারদাদি সমাধি সার করেও যাঁর পদাঙ্গুষ্ঠের মহিমার সীমা ক'রতে পারেন নাই, আমি এমন যোগবল কি সঞ্চয় ক'রেছি যে, সেই বলে অচিন্ত রূপিনী মা তোমাকে চিন্‌তে পারব? চিন্‌তে পারি নাই মা—পারিনাই। আর যে পারব সে আশাও নাই। তুমি যে কোথাকার বস্তু। কি জন্য এত দয়া হয়েছে—কি খেলার জন্য যে এত খেলা খেল্‌ছ, যা অনন্তাদির চিন্তার অতীত, তার তত্ত্ব আমি কি করে জান্‌ব মা তবে যদি দয়া ক'রে কখন পরিচয় দিস্ তা হ'লেই ধন্য হব।

সীতা—পিতঃ। এ হতভাগিনী রাজর্ষি জনকের কন্যা—মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ—দয়াময় রামচন্দ্রের পত্নী—নাম সীতা।

সত্যপ্রিয় রামচন্দ্র প্রজারঞ্জন রূপ কঠোর ব্রত পালনের জন্য এ হতভাগিনীকে চিরদিনের মত নির্ব্বাসিতা করেছেন; পিতঃ! যদি পাপিষ্ঠা ব'লে ঘৃণা না করেন, অসতী অপবিত্রা সীতাকে স্থান দানে যদি আপনার পুণ্যাশ্রম অপবিত্র হবে মনে না করেন, তবে কৃপা ক'রে কিছু দিনের জন্য নিরাশ্রয়াকে আপনার পবিত্র আশ্রমে স্থান দিন্। আপনার দয়া ভিন্ন এ অকূল বিপদ সাগরে কূল পাবার আশা নাই!

বাল্মিকী —মা এ মন্দ কথা নয়। কূলদায়িনী মার দেখা পেয়ে কূল পাবার আশায় এলেম, মা কোথায় কূল হারা সন্তানের প্রতি অনুকূল হয়ে কূলে তুলে দেবেন, তা না হয়ে কুলকুণ্ডলিনী মা আমার বল্লেন "আমি অকূলে পড়ে ভাসছি" ভক্তের সঙ্গে এত চাতুরী না করলে দয়াময়ী নামের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হবে কেন? ভাল মা! একটা জিজ্ঞাসা করি, অজ্ঞান শিশু যদি কোনরূপে বিষাক্ত বস্তু ভোজনে প্রাণ হারায়, তাহলে কি লোকে শিশুর প্রতি দোষারোপ করে, না প্রসূতিকেই তিরস্কার ক'রে থাকে? যা পায় তাই মুখে দিয়ে উদরস্থ করবার চেষ্টা করাই শিশুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কটু কষায় মধুর তিক্ত বিস্বাদ বিষাক্ত কিছুই যাদের জ্ঞান নাই, প্রসূতিই যাদের নিয়ত কালের রক্ষাকর্ত্রী, সেই অবোধ বালক কোন রূপে আত্মনাশ করলে সে জন্য পাপের ভাগী কে? বালক না প্রসূতি? শিশু পুত্র যাতে কোন রূপ পীড়া জনক বস্তু উদরস্থ না করে, সেজন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকাই প্রসূতির কর্ত্তব্য। আর জননী মাত্রে করেও থাকে তাই এমন কি, অজ্ঞান শিশু কদাচিৎ যদি কোন পীড়া দায়ক বস্তু উদরস্থ করবার চেষ্টা করে, তাহলে স্নেহময়ী জননী সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ করে তাড়াতাড়ি এসে বালকের মুখ বিবরে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক ভক্ত বস্তু অপসারিত ক'রে. প্রসারিত করে স্নেহ ভরে পালন

বক্ষে ধারণ করে থাকেন তারা সামান্য মা—হৃদয়ও সামান্য, তারা সেই সামান্য হৃদয়ের সামান্য স্নেহ বশে সন্তানের প্রতি এত মমতা প্রকাশ করে থাকে—আর তুমি এমন ভুবনভরা মায়ার প্রতিমা, জগতের মা হয়ে এত দয়াহীনা অ'মরা শিশু-ধর্ম্মের বশ-বর্ত্তি হয়ে, কটু তিক্ত মধুর বিষাক্ত যা পাচ্চি তাই উদরস্থ করছি, আর সংসার-বিষে নিয়ত জর্জ্জরিত হচ্চি তুমি স্নেহময়ী মা কোথায় নিবারণ করবে, না স্বয়ং প্রলোভন দিয়ে স্বহস্তে সন্তানের মুখে বিষ প্রদান করছ। এই কি মায়ের উচিৎ কার্য্য মা ! একেত সংসার বিষের জ্বালায় জ্বল্ছি তার উপর সম্মুখে এই অকূল সমুদ্র। ভীষণ তরঙ্গের সঙ্গে কুটীল স্রোতের ঘোর আবর্ত্তন দেখে আতঙ্কে প্রাণ কাঁপছে। এই অপার পারাবার যে কি করে পার হব, তার উপায় কিছুই স্থির কর্‌তে পারছিনে, তাই মা বড় ব্যাকুল হয়ে বিনয় করে বল্‌ছি এ দিগভ্রান্ত পান্থকে আর অন্ধকারে এনে অন্ধ করিস্‌নে, এখন অনুকূল হয়ে যত শীঘ্র পারিস্ কূলে তুলে দে এমন ধারা অকূলে পড়ে আর কত দিন ভাস্‌ব মা।

সীতা —পিতঃ। আপনি প্রদীপ্ত তপোরাশির আধার, তত্ত্ব জ্ঞানের মূর্ত্তিমান দেবতা, আমি সামান্যা অবলা হয়ে আপনার কথার অর্থ কি বুঝ্‌ব। আপনি ব'ল্লেন দুস্তর সাগরের তরঙ্গ দেখে পারের চিন্তায় প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে। এখানে সাগর কোথায় দেব। কেবল এই হতভাগিনী সীতাইত দুঃখের সাগরে ভাস্‌ছে আর দুরাত্মা রাবণ যখন আমাকে হরণ ক'রে লঙ্কায় লয়ে গিয়ে ছিল, সেই সময়ে সেই বিমান পথ হ'তে তাল প্রমাণ তরঙ্গসঙ্কুল অকূল সাগর দেখে মূর্চ্ছিত হ'য়ে ছিলাম

বাল্মিকী —মা। তুমি সামান্য লবণ সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে মূর্চ্ছিতা হয়েছিলে, আর আমাদের সম্মুখে কি অকূল সাগর প'ড়ে রয়েছে একবার দেখদেখি। একে কুবাশা বায়ু সংযোগে মায়া

ঊর্ম্মির ঘোর আবর্ত্তন . হিংসা, দ্বেষ, কাম ক্রোধাদি বিকটাকার জলচরগণের ভীষণ আস্ফালন তার উপর কালরূপ কুম্ভীর করাল গ্রাস বিস্তার করে অবস্থিতি কর্‌ছে। দেখ্‌তে পাচ্ছ কি?—বলি আমাদের সম্মুখে যে কি দুস্তর সাগর পড়ে রয়েছে দেখ্‌তে পাচ্ছ কি? ঘোর আবর্ত্তনের ভীষণ গর্জ্জন শুনতে পাচ্ছ কি? কর্ণ কি আছে? তোমার যদি কর্ণই থাকবে তাহলে কি এত কান্নায়—এত আর্ত্তনাদেও কর্ণপাত করতে না। তা মা কর্ণপাত কর আর নাই কর আর ছাড়্‌বনা—কর্ণধারেরও অপেক্ষা কর্‌ব না; তরণী ধরেই বসে থাক্‌ব, কর্ণধারের দয় হয় উত্তম, নতুবা জয় রাম জয় রাম ব'লে ঐ তরণী ভব বৈতরণী জলে ভাসিয়ে দিয়ে একবারে ভব পারাবারে পার হয়ে চলে যাব।

গীত।

ঐ দেখ্‌ মা জলধি অপার
ঐ ভয়ে অভয়ে তোর ভিখারী কৃপার
কত জন্ম জন্মান্তরে, মা তোরে ডেকে কাতরে,
পেয়েছি আজ এ তপ-প্রান্তরে,
এলি যদি তারিতে দুস্তরে, (গো —
তবে হয়োনা কাতর নিতে, লয়ে পদ তরণীতে,
ভব বৈতরণীতে এ দুর্দ্দিনে কর পার

সীতা।—পিতঃ আপনি সামান্য সাগর পরের প্রার্থী নন, ভব সাগর পারে জন্য চিন্তিত, তা সে জন্যই বা আপনার চিন্তা কেন? আপনার প্রশস্ত সাধন তরণী, অনুকূল ভক্তি স্রোতে বৈরাগ্য বায়ু বলে অনায়াসে কূল প্রাপ্ত হবে, আমার কাছে সে প্রার্থনা কেন। আপনার পারের উপায় কর্‌ব এমন শক্তি আমার কি আছে? তবে যদি কখন সেই দিন হয়—যদি কখন গুণধাম রামচন্দ্রের দেখা পাই, তাহলে তাঁর কাছে সব কথা বল্‌ব, যাঁর

নামে সাগর সলিলে শীলা ভেসেছে আমার ন্যায় দুঃখিনী অবলার জন্য যিনি অকুল সাগরে সেতু বন্ধন করেছেন, তিনি দয়া করলে আপনার জন্য ভব সাগরেও সেতু বন্ধন করে দিতে পারেন আপনি সেই গুণধাম রামচন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করুন, করুণ-হৃদয় রামের অবশ্যই দয়া হবে; আমার কাছে সে প্রার্থনা কেন দেব।

বাল্মিকী।—কি বল্লি মা। তোর কাছে সে প্রার্থনা কেন? রামের কাছে প্রার্থনা করলে তিনি আমার ভব সাগরের সেতু বন্ধন করে দেবেন। দিব্য বালক বুঝান কথা বল্লি ত মা। যে রাম আত্ম কার্য্য সাধনের জন্য লবণ সাগরে সেতু বেঁধে ছিলেন, আবার স্বকার্য্য সাধনান্তে দেশাগমন কালে, পাছে অন্য কেউ সেই সেতু অবলম্বন করে সাগর পারে যায়, সেই হেতু যিনি সেই সামান্য সাগরের সেতু পর্য্যন্ত ভগ্ন করে দিয়ে এসে ছিলেন, সেই রাম আমার জন্য ভব সাগরের সেতু নির্ম্মাণ করে দেবেন এ ছেলে ভুলান কথায় কাকে ভুলাচ্ছিস্ মা।

গীত।

আর কে করিবে মাগো পাতকী উদ্ধার।
পতিতের গতি, পথের সংগতি,
তুমি মা জীবের মুক্তি মূলাধার
দাঁড়ায়ে ভবাব্ধি কুলে, কোথায় ভবের নাবিক ব'লে,
যারে ডাকুব সকলে
আজ হারায়ে মা তোরে, অকুল পাথারে,
ভাসিছেন সেই রাম কর্ণধার

(জ্ঞানানন্দ, সত্যানন্দ ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি মুনিবালকগণের প্রবেশ)

জ্ঞানা।—আপনি প্রতিদিন সায়ং সন্ধ্যাদি সমাধার পর আশ্রমে ব'সে আমাদের কাছে যে রাম সীতার গুণ কীর্ত্তন

করতেন, যাঁদের গুণ গান করতে করতে প্রেমে উন্মত্ত হয়ে "জয় সীতা রাম, জয় সীতা রাম" ব'লে নৃত্য করতেন, নয়ন প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হ'ত সেই সীতাদেবী নাকি আমাদের তপোবনে এসেছেন ? ভাই পরানন্দ আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। আজ দাদার সঙ্গে তেমনি ধারা "জয় সীতা রাম, জয় সীতা রাম" বলে নাচ্‌ব

বাল্মিকী —ভাই জ্ঞানানন্দ, পরমানন্দ, সত্যানন্দ আজ তোমাদের আনন্দ দেখে আমারও হৃদয়ে আনন্দ ধরছেনা। আহা আনন্দময়ী মা তোর আগমনে আমার তপোবন আজ আনন্দ ময় হয়েছে, ভাই ব্রহ্মানন্দ তোমরা এ আনন্দের সংবাদ কার কাছে পেলে বল দেখি ?

ব্রহ্মা।—শুকের মুখে শুনলাম, সে ঐসব কথা, আরও কত কি বল্‌তে বল্‌তে আমাদের কাছ দিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলে গেল, তারও যেন আনন্দের সীমা নাই, সে "মা এসেছেন, মা এসেছেন" বলে নাচ্‌ছে, কখন হাস্‌ছে, আবার হাস্‌তে হাস্‌তে কেঁদে ফেল্‌ছে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, মা এসেছেন ত তুই কোথায় যাচ্ছিস ? তাতে সে কি ক'টা কথা বেশ মিল করে করে বল্‌লে—বেশ মনে পড়ছেনা—কি—তপোবনে এলেন মা—কি —তাইতে কি—

পরা —ওহোঃ হোঃ ব্রহ্মানন্দ শিখ্‌তে পারে নাই ; আমি বল্‌ব দাদা ?

"তপোবনে এলেন মা, তাইতে সুখ আর ধরছেনা।
পদ্ম দিয়ে যুগল পদে, কর্‌ব পূজা মনের সাধে।
পূজার সময় হ'ল ভাই' ফুল তুল্‌তে চল্লেম তাই"

এই রকম আরও কি কত বল্‌তে বল্‌তে ঐদিকে চলে গেল, আমরাও ছুটে এলাম।

বাল্মিকী —ভাই যদি এসেছ, তবে সকলে মাকে প্রণাম কর

বালক সকলে —মা ! আমরা আপনাকে প্রণাম করছি

সত্যা —দাদা ! শুধু কি মা ব'লেই প্রণাম করব ?

বাল্মিকী —ভাই ! ভক্তির সহিত মাকে যা বলে প্রণাম কর্‌বে মা তাতেই সন্তুষ্ট হবেন। ভাল আমি যা বলি তাই ব'লে আমার সঙ্গে প্রণাম কর বল—

ধরিত্রীগর্ব্ভসম্ভুতাং সাবিত্রী সর্ব্বমঙ্গলে।
বৈকুণ্ঠবাসিনীলক্ষ্মী নমঃস্তে রাঘবপ্রিয়ে

জ্ঞানা —দাদা মা আশ্রমে থাক্‌বেন ত ? ওঁকে আমরা কি বলে ডাকৃব ?

সীতা —আমি বড় দুঃখিনী, আমাকে দুঃখিনী মা বলে ডেক।

জ্ঞানা —তুমি বড় দুঃখিনী, আমরা দাদার কাছে সব শুনেছি ; তুমি বড় ভোগা দিতে ভাল বাস, আমরা ও ভোগায় ভুলব কি না ।

বাল্মিকী —ভাই জ্ঞানানন্দ তে সবা তোমাদের মাকে যেমন মা ব'লে ডাক, এ মাকে তেমনি বড় মা বলে ডেক। (সীতার প্রতি) মা আর কেন! গাত্রোত্থান করে আশ্রমে চল। এতদিন স্বর্ণ অট্টালিকায় ছিলে, এখন কিছু দিনের জন্য দীনের সাধ পূর্ণ কর্‌তে পর্ণকুটীরে বাস ক'র্‌তে হবে। ভাই জ্ঞানা-নন্দ। সত্য পরানন্দ। সকলে একবার পরমানন্দে মার নাম কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে মাকে আশ্রমে লয়ে চল

জ্ঞানা।—ভাই সত্যানন্দ। আমরা সেই গানটি গাই—ঐ যে দুকে আস্‌ছে।

(পুষ্প হস্তে দুকের প্রবেশ)

দুকে —কে দুকে ? আমি দুকে।
কিসের দুঃখে দুকে দুঃখে,

আর কি দুকে দুঃখে আছে,
দুঃখের দিন ত ফুবিয়ে গেছে
(এখন) আমরা তোদের সঙ্গে মিলে,
গাই মার গুণ পরাণ খুলে।

গীত

জয় জয় জননী জগৎমাতা জগৎ-বন্দিনী
যোগমায়া, যোগীন্দ্র যায়া, (জয় জননী) জনক নন্দিনী
জনম মরণ জরা, যাতায়াত যাতনা হরা,
ব্রহ্মময়ী সারাৎসারা, (পরাৎপরা) পতিতপাবনী
(জয় জয় সীতারাম) (জনম সফল হবে, বল জয় সীতারাম)

[সীতাকে লইয়া সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—অযোধ্যা-চিন্তাগার

রামচন্দ্র একাকী আসীন

রাম —(স্বগতঃ)

সুখ রবি অস্ত আজ হ'ল অযোধ্যার
শূন্য প্রাণ শূন্য মন, শূন্য রাজ সিংহাসন,
সুখের ভবন আজ শোকের আধার,
একের অভাবে হয় জগত আঁধার।

ভাঙ্গিল মর্ম্মের অস্থি জন্মের মতন
হৃদয়ের গ্রন্থিচয়, একে একে ছিন্ন হয়,
একে একে খসিতেছে মর্ম্মের বন্ধন,
প্রকাশিছে জীবনের শেষ নিদর্শন।

ছহু ক'রে কালানল জ্বলিছে অন্তরে
জ্ঞান বুদ্ধি কিছু নাই, সব পুড়ে হ'ল ছাই,
পুড়িছে মর্ম্মের গ্রন্থি এক এক ক'রে,
ঘুচিল ভরসা আশা! জনমের তরে

কোটী কোটী কালকীটে কাটিছে বন্ধন
যে তীব্র বিষেতে হায়, সতত জ্বলিছে কায়,
যে বিষম বিষধরে করিছে দংশন,
কারে কব—কে বুঝিবে মর্ম্মের বেদন

শান্তির মন্দির মোর গিয়াছে ভাঙ্গিয়া !
কেবল দুঃখের ছায়া, পাপের বিকট কায়া,
আসিছে গ্রাসিতে যেন নয়ন রঙ্গিয়া—
সম্মুখে নাচিছে ঘোর ভ্রূকুটী ভঙ্গিয়া

হইয়া দীক্ষিত যবে প্রজার রঞ্জনে
প্রাণের প্রতিমা সীতা, করিয়াছি নির্ব্বাসিতা,
স্বহস্তে সাধের হাট ভেঙ্গেছি যে দিনে,
জীবনের সুখ শান্তি গেছে সেই সনে।

পাপের ভীষণ চিন্তা জ্বলিতেছে বুকে।
জুড়াতে যে দিকে চাই, কেবল দেখিতে পাই,
আত্মহারা—উন্মাদিনী প্রাণ পুত্তলিকে,
কাঙ্গালিনী বেশে সীতা কাঁদিছে সম্মুখে।

মুদিলে নয়ন যদি কভু তন্দ্রা আসে
দেখি যেন সেই সীতা, অশ্রুমুখী সন্ত্রাসিতা,
ছিন্ন হেমলতা প্রায় আলুলিত কেশে,
লুণ্ঠিত হ'তেছে ভূমে উন্মাদিনী বেশে।

কভু দেখি মোর নাম করি উচ্চারণ।
দেবগণে সাক্ষী করি, সীতা সতী-কুলেশ্বরী,
বিদায় লইয়া যেন জন্মের মতন,
পশিছে জাহ্নবী জলে ত্যজিতে জীবন!

কি কব—কি কব সখি ! ব'লে সব তরে
অমনি সম্মুখে আসি,　　মূর্ত্তিমান তপোরাশি,
সুধীর গম্ভীর ভাবে কত স্নেহভরে,
কে যেন বোধিছে সখি ব্যাকুল অন্তরে।

জাগ্রতে স্বপনে সব বিভীষিকাময়
হ'লো রাজ্য ছার খার,　　চতুর্দ্দিকে হাহাকার,
কি যেন বিকট ছায়া দেখি সমুদয়
রাম-ভাগ্যে উন্মাদত্ব ঘটিল নিশ্চয়

(অধোবদনে উপবিষ্ট)

সুমন্ত্রের প্রবেশ

সুমন্ত্র —মহারাজ, অভিবাদন করি

রাম —কে সুমন্ত্র ? সুমন্ত্র এসেছ ? তুমি এলে লক্ষ্মণ কৈ ? লক্ষ্মণ কি আর আমার কাছে আসবে না ? সত্যই কি সে আর মহাপাপীর মুখ দর্শন ক'রবে না ? তা করবে কেন ? পাপীকে দেখলেও পাপগ্রস্ত হ'তে হয়। হা রঘুকুল-কুলঃপাংশুল রাম ! যে লক্ষ্মণ ছায়ার মত—ছায়ার মত কি—ছায়া হ'তেও অধিক। ছায়া ত কেবল আলোকেই আশ্রিত থাকে, কিন্তু যে লক্ষ্মণ আঁধারে—আলোকে, বিষাদে—পুলকে নিয়ত তোর পদাশ্রিত থাকত, তোর পিশাচাধিক আচরণের জন্য সেও আজ তোকে পরিত্যাগ করলে। হা বিধাতঃ ! এ মহাপাপী রামের ভবিষ্য-ভাগ্যপটে যে কি ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করে রেখেছ তা তুমিই জান।

সুমন্ত্র —মহারাজ ! নিয়ত চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে অপ্রসন্ন ভাবে কালযাপন করলে, ক্রমে চিন্তার বৃদ্ধি বৈ হ্রাস হবে না, সুতরাং তাতে স্বাস্থ্যভঙ্গের সম্পূর্ণ সম্ভব

রাম —আর স্বাস্থ্য ! সুমন্ত্র ! স্বাস্থ্য থাকলে ত ভঙ্গ হবে ! এ দেহে আর আছে কি ! বিষের জ্বালা—অনলের দাহ—আর

পাপ পিশাচের বিকট অভিনয় । বিষে জ্বলছে—আগুনে পুড়ছে তথাপি যে পাপ দেহের ধ্বংস হচ্ছে না . এই বিচিত্র ।

সুমন্ত্র ।—ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। আপনি রঘুকুলের কীর্ত্তিবান পুত্র, যে সাধু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই কঠোর ব্রত অবলম্বন করেছেন, এক্ষণে অধৈর্য্য হ'লে সে সাধু উদ্দেশ্য সাধিত হবে না—অথচ ব্রত ভঙ্গ হবে চিত্তকে আয়ত্ত করুন এতদূর অধৈর্য্য হওয়া কি আপনার ন্যায় কুলধ্বজ ধৈর্য্যশীল কীর্ত্তিবান পুত্রের কর্ত্তব্য ?

রাম —সুমন্ত্র। রাম যে রঘু বংশের কীর্ত্তিবান পুত্র তা মিথ্যা নয়, এই পবিত্র কুলে জন্ম গ্রহণ ক'রে অনেক মহাত্মা অনেক পবিত্র কীর্ত্তি রক্ষা করে,অনন্তধামে গমন করেছেন। তাঁদের নাম স্মরণেও পাপের শান্তি হয় আর আমি এমনি মহাকীর্ত্তিরেখে চল্লেম যে, আর কেউ কাছে আস্‌বে না—নাম কর্‌বেনা—মহাপাপী রঘুকুলের কুসন্তান ব'লে আর কেউ কুশাগ্রেও স্পর্শ করবেনা। রাজ্য অরাজক হবে বল্‌ছ। কি কর্‌ব—উপায় নাই। আমার সাধ্য নাই—শক্তি নাই—জ্ঞান, বুদ্ধি,সব গিয়েছে—সুমন্ত্র সব গিয়েছে। আমা দ্বারা তোমাদের কোন উপকারের আশা নাই—রাজ্যের কুশল প্রত্যাশা নাই। যেরূপে পার, হয় রাজ্য রক্ষাকর—নয় সব যাক্‌, যে পথে রঘুকুলের কুল-লক্ষ্মীকে বিসর্জ্জন দিয়েছি, অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীও সেই পথে যাক্। কৈ লক্ষ্মণ এলোনা। কেমন করে—কি ব'লে সীতাকে জন্মের মত নির্ব্বাসিতা করে এলো একবার বল্লে না ?

সুমন্ত্র।—আর কি শুনবেন দেবীকে অরণ্যে পরিত্যাগ করার পর হতেই, কুমার শোকে কেমন আত্মহারা প্রায় হয়ে উঠেছেন। আর চিত্তের স্থিরতা নাই—কোন কথার অর্থ নাই। কি অসম্বন্ধ প্রলাপ বল্‌ছেন ; তাঁর নিকটে যাওয়ার সাধ্য আমার

নাই অসি নিষ্কোষিত—নয়নদ্বয় প্রাতঃ সূর্য্যের ন্যায়! দৃষ্টির স্থিরতা নাই। তাঁর নিকটে অগ্রসর হওয়া আমার ন্যায় শত শত সুমন্ত্রের অসাধ্য সেই জন্য কুমার ভরত শত্রুঘ্ন সর্ব্বদা তাঁর সান্ত্বনার জন্য আছেন আপনার আদেশ বিদিত করায়, তাঁরা উভয়ে বহুকষ্টে তাঁকে রাজ সভায় লয়ে আসছেন

(উন্মত্তপ্রায় লক্ষ্মণকে ধারণ করিয়া ভরত শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ —হলো—রামের কার্য্যোদ্ধার হলো এইবার লক্ষ্মণের কার্য্যোদ্ধারের সময় সুমন্ত্র—আন রথ। ছেড়ে দাও—শত্রুঘ্ন। ছেড়ে দাও যাবনা—আর যাবনা—সুমন্ত্র—চল। অযোধ্যায় চল সীতা চরিত্রে সন্দিগ্ধ-চিত্ত কে আছে আমার চিরশত্রু—মাতৃ-বৈরি কে কোথায় আছে—দেখ। পাপ রসনা ছেদন কর—চিতা জ্বাল—আহুতি দাও শত্রুঘ্ন ছাড়। যেওনা—রামের কাছে লয়ে যেওনা। তা হলে হয়ত নির্ব্বাসনের পরিবর্ত্তে মাকে আমার হুতাশনে নিক্ষেপ করতে বলবে। যাবনা—যাবনা ছেড়ে দাও—ঐ দেখ। বিকট মূর্ত্তি। প্রতারণা—পাপ বিকট মূর্ত্তিতে অগ্রসর হচ্ছে। ঐ দেখ—অগ্নি রাশি পর্ব্বত প্রমাণ অগ্নি রাশি। পুড়ুক—অযোধ্যা পুড়ুক, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ক। ছেড়ে দাও—সব পোড়াও। খণ্ড খণ্ড করে সতী শত্রুমেধ মহাযজ্ঞে আহুতি দাও.

সুমন্ত্র।—কুমার স্থির হও। সকলেই এমন ধারা শোকে আত্ম-হারা হ'লে যে সকল দিকেই সর্ব্বনাশ হবে। দেখদেখি এই অল্প-কালের মধ্যে প্রভু রামচন্দ্রের কি অবস্থা ঘটেছে। হৃদয়ের শান্তি গিয়েছে—দেহের কান্তি গিয়েছে—নব দুর্ব্বাদলশ্যাম কলেবর যেন শরতের ছিন্ন মেঘের ন্যায় কেমন মলিনভাব ধারণ করেছে। এখন যাতে সীতাশোক বিস্মরণ করতে পারেন,তার উপায় করুন। একবার মহারাজের কাছে চলুন।

লক্ষ্মণ —কোথা যাব সুমন্ত্র যে মহৎ কার্য্য সপন্ন করে এলাম তারই সংবাদ দিতে? চল—হৃদয়! পাষাণ হও!—

রাম —এলে লক্ষ্মণ! সীতাকে নির্ব্বাসিতা করে এলে? বল—বল প্রাণাধিক! কেমন করে সে সুবর্ণ প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে এলে?

লক্ষ্মণ।—কেমন করে!—কেমন করে বনে দিয়ে এলাম! ব্যাধে যেমন পালিতা বিহঙ্গিনীর পক্ষ ছেদন করে জ্বলন্ত অগ্নি রাশিতে নিক্ষেপ করে! পাষাণে হৃদয় বেঁধে রাম যেমন সতীর প্রতিমা সীতাকে নির্ব্বাসিতা করতে অনুমতি দেয়! আজ অকাতরে সেই ক্ষীণপ্রাণা কুরঙ্গিনীকে শ্বাপদ শঙ্কুল বিজন বনে পরিত্যাগ করে এসে লক্ষ্মণ তাহতেও মহাবীরত্বের পরিচয় দিয়েছে! আস্‌বার সময় দেখলাম, সেই সদ্যচ্ছেদিতা সুবর্ণ-লতা ধরাশায়িনী হয়ে, আপনার মঙ্গল কামনা কর্‌তে ক'র্‌তে মাতৃগণের পদে—আপনার পদে—গুরুজনের পদে ক্ষমা ভিক্ষা ক'র্‌তে করতে জন্মান্তরে আপনাকে পতি প্রাপ্তির কামনা কর্‌তে করতে সেই রঘুকুল-লক্ষ্মী—সেই স্নেহময়ী জননী—সেই সতীর প্রতীমা মা আমার, পাপ তাপময় সংসারের সকল যাতনার শেষ করে চলে গেলেন।

রাম।—কি হলো! সীতা নাই? বন-বাসের সঙ্গে সঙ্গেই সতী-কুলেশ্বরি সীতা এ জ্বালাযন্ত্রণাময় সংসার হ'তে চলে গেলেন? হলো—লক্ষ্মণ! রাম জীবন নাটকের অভিনয় সাঙ্গ হলো! হা সিতে! হা প্রিয়ে হা প্রাণাধিকে!—(পতন ও মূর্চ্ছা)

লক্ষ্মণ।—বেশ হ'লো—সীতা গেল রাম গেল সব শ্মশান হলো। এইবার লক্ষ্মণেরও সময় হয়েছে। পাপ সংসার শ্মশান-কূলে সরযূ জলে এ পাপ জীবনের শান্তি করিগে! দাও সুমন্ত্র—ছেড়ে দাও।

(প্রস্থানোদ্যত ও ভরত শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক ধারণ)

সুমন্ত্র —মহারাজ। গাত্রোত্থান করুন। সীতা দেবী মূর্চ্ছিতা হয়ে ধরাশায়িনী হয়ে ছিলেন, লক্ষ্মণ, দেবীকে মূর্চ্ছিতা দেখেই উন্মত্তের ন্যায় সে স্থান পরিত্যাগ করেছিলেন, সুতরাং চৈতন্য-লাভ দর্শন করেন নাই। আপনি লক্ষ্মণকে শান্ত করুন, নতুবা আজ লক্ষ্মণের হাতেই সংসার শ্মশান হবে। সকল দিকেই সর্ব্বনাশ ঘট্‌বে।

রাম।—(গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) লক্ষ্মণ. সীতাকে হারিয়েছি—স্ত্রী হত্যা করে মহা পাপ সংগ্রহ করেছি। আর কেন পাপের ভার বৃদ্ধি কর? ভাইরে। কারও দোষ নাই, সকলই হতভাগ্য রামের কর্ম্ম-ফল মাত্র তুমি স্থির হও আর অযোধ্যার সর্ব্বনাশ ক'রনা। আমার সঙ্গে চল। ভ্রাতঃ। ভরত-শত্রুঘ্ন। তোমরাও আমার সঙ্গে বিশ্রাম ভবনে এস।

(উন্মত্ত প্রায় লক্ষ্মণকে লইয়া সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—অযোধ্যা—রাজপথ।

দশাশ্বশেখরের প্রবেশ

দশাশ্ব —(স্বগতঃ) আমি অনেক মহাত্মার নিকট শুনেছি, এ সংসার জীবের কর্ম্মক্ষেত্র, আর সেই কর্ম্ম জনিত ফল ভোগের স্থানের নাম "স্বর্গ" এই কর্ম্মক্ষেত্রে এসে যে যেরূপ কর্ম্ম-বীজ রোপন করবে, পরকালে সে সেইরূপই ফল ভোগের অধিকারী হবে। কিন্তু আমার ত সে মহাজন বাক্যের প্রতি বিশ্বাস হয় না। আমার বোধ হয় জীবের কর্ম্মফল ভোগের আর দ্বিতীয় স্থান নাই, সংসারই জীবের কর্ম্ম-ক্ষেত্র, আবার সেই কর্ম্মফল

ভোগের স্থানই এই সংসার। নতুবা সংসার যদি শুদ্ধ কর্ম্মক্ষেত্র, আর ফলভোগের স্থান অন্যত্র হ'ত, তাহলে এই কর্ম্মক্ষেত্রে এসে সকলেইত সুখ দুঃখ সমভাবে ভোগ ক'রে, কর্ম্মান্তে কেউ স্বর্গে কেউ নরকে গিয়ে কর্ম্মানুসারে ফলভোগের অধিকারী হ'তে পার্‌ত, সে ভোগাভোগের ব্যবস্থা কর্ম্মক্ষেত্রে হ'ত না। একজন স্বর্ণ-অট্টালিকা-বাসী অতুল ধনরাশির অধীশ্বর, আর একজন উদরান্ন শূন্য পর্ণকুটীর বাসী নিতান্ত নিরাশ্রয় পথের ভিখারী। কেউ অকাতরে অগণ্য অর্থ-রাশি অযথা অপব্যয় ক'রে বিলাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করছে, আর কেউ নিরাশ্রয় হীন-যোত্র—কেবল ভিক্ষা-পাত্র মাত্র সম্বল ক'রে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণের পর, দিনান্তে অর্দ্ধাশনে বা অনশনে অতিবাহিত ক'রছে। কেন? সংসার যদি কর্ম্মক্ষেত্রই হয় আর ফল ভোগের স্থান যদি অন্যত্রে হয়, তবে ভোগাভোগের স্থান স্বর্গ বা নরকের কার্য্য এই কর্ম্মক্ষেত্রেই ভোগ করতে হয় কেন? সেই জন্য বলি স্বর্গ নরক কল্পনা মাত্র, সংসারই কর্ম্মক্ষেত্র, আর এই সংসারই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ফল ভোগের স্থান। পূর্ব্বজন্মে যে যেরূপ কর্ম্ম বীজ রোপণ করে এসেছে, পরজন্মে এই কর্ম্মক্ষেত্রেই এসে তার ফলভোগ করছে; আমি পূর্ব্বজন্মে এই কর্ম্মভূমিতে এসে বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ ক'রে গিয়েছিলাম, এ জন্মে এসে তারি বিষময় ফলভোগ ক'রছি, মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য লালায়িত হয়ে অন্যের দ্বারে ভিক্ষা প্রার্থনা ক'রতে হচ্ছে এই সমস্ত দিবা গত হতে চল্লো, এখনও জলবিন্দু মাত্র উদরস্থ হয় নাই। এ কার দোষ? অনেকেই বিধাতার প্রতি দোষারোপ ক'রে থাকেন, কিন্তু আমি বিধাতার দোষ দিই না, তিনি ত জীবের সুখ দুঃখের কারণ নন, কর্ম্মই জীবের সুখ দুঃখের কারণ; তিনি কেবল কর্ম্মানুরূপ ফলদাতা মাত্র; আমি আত্মকৃত কর্ম্মের জন্য আপনাকেই তিরস্কার করি, আর জীবের সুখ দুঃখের বিধাতা

সেই কর্ম্মকেই নমস্কার করি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কর্‌ছি, আবার এ জন্মে যে বীজ রোপণ করে চল্লেম সেই বীজোৎপাদিত বৃক্ষে যে, পরজন্মে এ হ'তে শত সহস্র গুণে বিষময় ফল ধারণ কর্‌বে তাও বুঝ্‌তে পার্‌ছি, প্রভাতে শয্যা পরিত্যাগের সময়ে যে একবার ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানকে স্মরণ ক'রব এ দরিদ্রতানল দগ্ধ-ভাগ্যে তা ঘটে উঠা দূরে থাক, অধিকন্তু স্ত্রী পুত্রের পূর্ব্বদিনের অনশন জনিত ক্ষুধাক্লিষ্ট মলিন মুখ দেখে ভগবৎ চিন্তার পরিবর্ত্তে উদরান্নের মহাচিন্তা এসে উপস্থিত হয় প্রভাতে জীর্ণ কুশ-শয্যা পরিত্যাগের পরেই সেই ক্ষুধিত বালককে কথঞ্চিৎ শান্ত্বনা পূর্ব্বক এই যন্ত্রণাময় দরিদ্র জীবনকে ধিক্কার দিতে দিতে ভিক্ষার্থে বহির্গত হয়েছি সুতরাং এবারকার কর্ম্মক্ষেত্রের কার্য্য ভিক্ষা আর উদরান্নের চিন্তাতেই গত হ'ল। হা ভগবান! তুমি ত জীবের কর্ম্মফলদাতা, আমার স্বরোপিত কর্ম্মবৃক্ষে যে ফল ধারণ করেছে, তুমি আমাকে সেই ফলই প্রদান করেছ, ভাল, কর্ম্মফলে না হয় দরিদ্র করলে, কিন্তু স্ত্রী পুত্র দিয়ে আবার সংসার-মায়ায় বদ্ধ ক'রলে কেন? যদি সংসারী না ক'রতে, যদি সেই ক্ষুধিতা পত্নীর মলিন মুখ দেখে কাতর হ'তে না হ'ত, যদি সেই দুগ্ধপোষ্য বালকের মায়ায় মুগ্ধ না হ'য়ে, এই দগ্ধ উদর পোষণের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রতে না হ'ত, তাহ'লে আমার কর্ম্মবৃক্ষে যে দারিদ্র ফল ধারণ করেছে, তাকেই অমৃতময় জ্ঞান ক'রতে পারতাম, বোধ হয় এই হতভাগ্যকে আরও কতকগুলি দুর্গতি রাশি ভোগ ক'রতে হবে বলেই দরিদ্রতার সহিত সংসার পাশে বদ্ধ ক'রে পাঠিয়েছ হা দারিদ্র্য! জগতে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, তুমি সংসার-ত্যাগী সাধকের সৎপথের সহায় আবার সংসারীর পক্ষে অসৎ পথেরও পথপ্রদর্শক। তুমি সাধকের মিত্র, সংসারীর শত্রু, তুমি

একবার যে সংসারীকে আশ্রয় করেছ, সে মানব হয়ে পশুত্বে পরিণত হয়েছে। সে পণ্ডিত হয়ে মূর্খ,জ্ঞানি হয়েও ঘোর অজ্ঞান। সাধু হয়েও অসাধু, এমন কি, সে একেবারে সংসারের অগ্রাহ্য,—বন্ধুবান্ধবের পরিত্যজ্য বন্ধুবান্ধব স্বজন মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে আদর অভ্যর্থনা লাভ দূরে থাক্, পাছে কিছু অর্থ প্রার্থনা করবে ব'লে কেউ বাক্যালাপ পর্য্যন্ত ক'রতে চান না তোমার আশ্রিতজনের যে কি দুর্দ্দশা, আমিই তার পরীক্ষা স্থল—আমিই তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। শ্বাপদ সেবিত অরণ্য মধ্যে বাস কিম্বা উপবাসে দেহনাশও মঙ্গল, তথাপি ধনহীন হয়ে কেউ যেন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বাস না করেন, দরিদ্রতা যে কি যন্ত্রণা—দরিদ্র-জীবন লয়ে বন্ধুবান্ধব মধ্যে বাস যে কি নরক ভোগ। তার স্বত্ত্বা এই দারিদ্র্য-বিষ-বিদগ্ধ হৃদয়ই জানৃতে পেরেছে। "বরং বনং ব্যাঘ্র গজাদি সেবিতং, জলেন হীন বহু কণ্টকাবৃত তৃণাদি শয্যা,পরিধান বল্কলং, ন বন্ধু মধ্যে ধনহীন জীবিতং" এই মহৎ বাক্য যে মহাত্মার রসনা হতে নির্গত হয়েছে, আমি তাঁর পদে নমস্কার করি জীবিকা-যোত্রহীন দারিদ্র্য জীবন লয়ে স্বজন মিত্র মধ্যে বাস করা, কিম্বা ধন গর্ব্বিত বন্ধুর অনুগ্রহ প্রার্থনা যে কি নরক ভোগ, ধন গর্ব্বিত বন্ধুর সেই ঘৃণাব্যঞ্জক মুখভঙ্গি দরিদ্র-হৃদয়ের সেই যন্ত্রণাময় নরকাগ্নির যে কি ঘোরতর আহুতি, তা যিনি জানৃতে পেরেছেন, সেই মহাত্মাই বোধ হয় বলেছেন, "বরমপি ধরা তরুতলে বাসং, বরমপি ভিক্ষা বরমুপবাসং ; বরমিহ ঘোরে নরকে গমনং, ন চ ধনগর্ব্বিত বান্ধব শরণং" ধন্য সেই মহাত্মা। যদি তিনি দরিদ্র হন, তাহ'লে তাঁর দরিদ্র-হৃদয়ের জ্বলন্তাগ্নিশিখা হতে জ্বলন্ত অক্ষরে এই কয়েকটি বাক্য লিখিত হয়েছে। আর যদি তিনি দরিদ্র না হয়ে, কেবল দরিদ্র-হৃদয়ের সঙ্গে আপন পবিত্র হৃদয়কে মিলিত ক'রে পরদুঃখ জন্য অশ্রুজলে এই মর্ম্মভেদী বাক্য

প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে এ সংসারে তিনিই ধন্য—তাঁর পরদুঃখ-কাতর হৃদয়কে ধন্য তিনি মানব হলেও তাঁর হৃদয়ের সেই দেবভাবকে নমস্কার করি জগতের মঙ্গলের জন্যই সেই সকল মহাপুরুষের জন্ম পরিগ্রহ. ধিক নির্ধনের জীবনে—ধিক দরিদ্রের দেহ ধারণে। নির্ধন হয়ে জীবন ধারণ করা অপেক্ষা নিধনই শতগুণে মঙ্গল

গীত।

ধিক জীবনে তার কিবা ফল
হৃদয় মাঝে যার, জলে অনিবার, বিষম দারিদ্র্য অনল
গ্রহ-চক্রে যারে নাচায়,
বন্ধুগণে ফিরে না চায়,
চক্ষের ধারা কেউ না মুছায়, সে অভাগার কি সুখ বাঁচায়,
নির্ধন জীবন হতে নিধন মঙ্গল

দিবা ত প্রায় অবসান হতে চল্লো, ভিক্ষাও অদ্য এই পর্য্যন্ত। গত কল্যকার দিন স্ত্রী পুত্রের সহিত অর্দ্ধাসনে গত করে, প্রভাতেই সেই ক্ষুধিত বালকের আর্ত্তনাদ শুনতে শুনতে ভিক্ষার্থে বহির্গত হয়েছি, এখন কুটীরে গিয়ে যে সে ক্ষুধাতৃষ্ণাক্লান্ত বালককে কি দিয়ে শ[illegible] করব, কিছুই স্থির করতে পারছি না, মনে করেছিলাম রাম-রাজ্যে সুখী হব, দারিদ্র্য দুঃখের অবসান হবে। আর অনেক মহাত্মার মুখে শুনেওছিলাম যে, রামচন্দ্রের রাজত্বকালে দুঃখের দৌরাত্ম্য দূর হয়ে সুখের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হবে, ক্ষুধা তৃষ্ণার্ত্ত দীন দরিদ্রের আর্ত্তনাদ আর শুনতে হবে না, দয়াময় রামের কৃপায় কোশল রাজ্যের কুশল ভিন্ন আর অনাময় ঘটবে না রামচন্দ্রের দেশাগমনে সে আশালতা অনেকাংশে বদ্ধমূল হয়েছিল, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গেই অযোধ্যা নগরী কি যেন

এক অপূর্ব্ব কান্তি ধারণ করে শান্তিরাজ্যে পরিণত হয়েছিল, রাজদ্বারে ভিক্ষার্থে গমন করা দূরে থাক্, রাজপথেও দণ্ডায়মান হতে হতো না, রাজ-ভৃত্যগণ নিত্য নিত্য দীন দরিদ্রের গৃহে গৃহে গমন ক'রে অকাতরে আশাতীতরূপে অশন বসনাদি দান করে আসৃত; কিন্তু এ হতভাগ্য দীন দরিদ্রের ভাগ্যে সে সুখসম্ভোগ স্থায়ী হবে কেন? আমার ন্যায় চির-দরিদ্রের নিবাস স্থলে কমলা সে রাজ্যে অবস্থিতি ক'র্‌বেন না বলেই, রামচন্দ্র নির্ব্বাসন ছলে অযোধ্যা-লক্ষ্মী সীতাদেবীকে নির্ব্বাসিতা কর্‌লেন, আর সেই সীতা-নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গেই অযোধ্যার এই অভাবনীয় দশা সংঘটিত হয়েছে ধিক্ মহাপাতকীর জীবনে! এক্ষণে কুটীরে যাই, যে পরিমাণে ভিক্ষা পেয়েছি, এতে আর কার উদর পূর্ণ ক'র্‌ব, এ ভাগ্যে উপবাস ত অবধারিত আর সেই হত ভাগিনীর ভাগ্যও যখন এই ভাগ্যহীনের ভাগ্যাধীন, তখন তার ভাগ্যেও উপবাস। এখন এই মুষ্টিমেয় ভিক্ষালব্ধ অন্নে সেই ক্ষুধিত বালকের তুষ্টিসাধন ক'র্‌তে পারলেই যথেষ্ট! একি! সহসা বামাঙ্গ স্পন্দিত হলো কেন? বাম নয়নের ঊর্দ্ধপক্ষ্ম নৃত্য ক'রে উঠ্‌ল! শুষ্কবৃক্ষের ভগ্নশাখায় বসে বায়সগণও কর্কশস্বরে চীৎকার ক'র্‌ছে। সহসা এই সকল দুর্লক্ষণ দর্শন কর্‌ছি কেন? হা ভগবান! আমার আবার দুর্নিমিত্ত! ভিক্ষাজীবির আবার শুভাশুভ! তুমি মঙ্গলময় বিধাতা, তুমি যা কর জীবের মঙ্গলের জন্য। এক্ষণে কুটীরে যাই, দেখি বিধাতার মনে কি আছে!

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—দশাশ্বশেখরের কুটীরাশ্রম
(তারাবতীর প্রবেশ)

তারা।—(স্বগতঃ) আহা! বাছা আমার কাল হ'তে কিছুই খেতে পায় নাই, আজ আবার এই সমস্ত দিন যায় যায় হয়েছে, সারাদিন উপবাসে কাতর হয়ে "মা আর থাকৃতে পারি না, বড় ক্ষুধা পেয়েছে" বলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো দেখে সকালে দুটি ক্ষুদ ভিক্ষা করে এনে সিদ্ধ করে দিয়েছিলাম, সোনার বাছা আমার সোনা পানা মুখ করে সেইগুলি খেয়ে বল্‌লে "মা! আর আমি খাবার জন্য কাঁদব না" এতেই এখন আমার পেট ভরেছে, এখন ভিক্ষায় যা পাবে তোমরা খেও, কাল হতে দুজনেই উপস করে আছ, আজ তোমাদের খাওয়া হলে যদি কিছু থাকে আমাকে দিও, না থাকে তবে চাইব না, খাবার জন্যও কাঁদব না, এখন আমি খেলা করিগে" এই বলে পাঁচ ছেলের সঙ্গে খেলায় ভুলে আছে, পিতামাতা যে দীনদুঃখি মুষ্টি ভিক্ষার জন্য লালায়িত, বাছা আমার তা জান্‌তে পেরেছে, তাই ক্ষুধার যাতনা আমাদিগে সহজে জান্‌তে দেয় না, ক্ষুধায় অধৈর্য্য না হলে আর কাঁদে না বাছা আমার ক্ষুধায় কাতর হলে পাছে সেই মেঘ-ঢাকা চাঁদের মত মলিন মুখখানি দেখে আমরা প্রাণে ব্যথা পাই, সেই ভেবে অতি কষ্টে ক্ষুধার যাতনা সম্বরণ করে, দুঃখের চক্ষে একটু প্রফুল্ল ভাব দেখিয়ে আমাদের দুঃখের বেগ লাঘব করিবার চেষ্টা করে, এই সারা-দিনের উপবাসে বাছা আমার ক্ষুধায় কাতর হ'য়েছে, কিন্তু পাছে আমরা জান্‌তে পারি সেই ভেবে এখনও ঘরে আসে নাই, এখনও পাঁচ ছেলের সঙ্গে খেলায় ভুলে আছে

(শশীবিন্দুর প্রবেশ)

শশী —মা! আমি এসেছি; বাবা কি এখনও ভিক্ষা হ'তে আসেন নাই মা?

তারা —না বাপ! এখনও তিনি আসেন নাই, তবে আসবার সময় হ'য়েছে—এলেন ব'লে, তোমার বড় ক্ষুধা হ'য়েছে নয়?

শশী —মা! আমার ত তত ক্ষুধা হয় নাই, তুমিত সকালে ভিক্ষা ক'রে এনে আমাকে খাইয়েছ, কিন্তু মা! বাবা যে আজ দুদিন ধরে উপবাসী আছেন, তুমিও যে মা কাল হ'তে কিছু খাও নাই। আজ বাবা ভিক্ষা থেকে যা কিছু আনবেন আগে তাঁকে দিও পরে তুমি খেও। আহা! বাবা আজ দুদিন ধ'রে বড় কষ্ট পাচ্ছেন, একে উপবাস তার উপর ভিক্ষার জন্য পথে পথে বেড়াতে হ'চ্ছে, মা! কাল হ'তে আর বাবাকে ভিক্ষায় যেতে দেবনা, আমি ভিক্ষায় যাব, কেন মা! আমি কি ভিক্ষা ক'রতে পারব না? এখনত আমি বড় হ'য়েছি, কি ক'রে যে ভিক্ষা ক'রতে হয় তাওত মা বুঝতে পেরেছি

তারা।—ভিক্ষুকের ছেলে ভিক্ষা ক'র্‌তে শিখবে বৈকি! যখন এমন অভাগিনীর গর্ব্ভে জন্মেছ, তখন ভিক্ষায় ভিন্ন আর জীবন ধারণের উপায় কি? হা ভগবান! আর যে সয়না পাপ কর্ণে এও শুনতে হল, বাপ! তুমি দুধের ছেলে হয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে এনে দেবে, আর সেই অন্নে এ পাপ উদর পূর্ণ ক'র্‌তে হ'বে?

শশী।—কেন মা! মা বাপ যদি কাঙ্গাল হয়, তা হ'লে ছেলে ভিক্ষা ক'রে এনে তাদের খাওয়ায় না? আমি যদি এখন হতে ভিক্ষা ক'রতে না শিখি, তা হ'লে যে বাবা বড় কষ্ট পাবেন। বাবার কষ্ট যে আর দেখ্‌তে পারি না মা!

তারা —কি ক'র্‌বে বাবা! সোনার চাঁদ আমার, তুমি বেঁচে থাক, ভগবান কি চিরদিনই আমাদের এমনি দিন রাখবেন?

শশী —মা ! বাবাত এখনও এলেন না ? তবে আমি আর একটু খেলা করিগে, খেলায় ভুলে থাকলে ক্ষুধা-তৃষ্ণার যাতনা তত জ নৃতে পাবিনে , এখন যাই, বাবা এলে আমাকে ডেক। নয় একটু পরে আমি আপনিই আসব

[প্রস্থান।

তারা —অ হা বাছা আমাব যেমন কাঙ্গালের ছেলে, স্বভাবটিও তেমনি কাঙ্গালের মত হয়েছে, অন্যেব ছেলে খাবার জন্য কত কাঁদে, ভাল মন্দ দেখে নেবাব জন্য কত আখুটী করে, বাছাব আমাব কোন ল্যাঠা নাই, মা বাপেব যেমন দুঃখের দশা, বাছাও আমাব তেমনি দুঃখের ভাগী হ'যেছে , আম দের দুঃখের সংসাব, ভিক্ষা ভিন্ন প্রাণবক্ষাব উপায় নাই, বিধাতা কোন দিন মাপান, কোন দিন বা অনাহাবেও কাটাতে হয়, এত দুঃখের উপব চক্ষেব জল সম্বরণ করে কেবল ঐ আঁধারের দীপ সোনাব বাছার মুখখানি দেখে জীবন ধারণ ক'রে আছি , আহ বাছার আমার কত জ্ঞান, মা বাপেব দুঃখেব দশা হ'লে ভিক্ষা কবে এনেও যে, অক্ষম পিতা মাতাকে প্রতিপালন ক'বৃতে হয়, সোনার চাঁদের আমার সে জ্ঞানও হ'য়েছে, এখন ভগবানেব কাছে এই প্রার্থনা যেন অনাথ অনাথার অন্ধের যষ্টিটি অক্ষয় হয়

(শশিবিন্দুব পুনঃ প্রবেশ)

শশী —মা আর আমি খেলা ক'রতে যেতে পারলাম না

তারা —কেন কেন বাবা। অমন কবে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলি ? বোঁটা ছেঁড় পদ্মের মত মুখখানি আবও যেন মলিন হয়ে গিয়েছে, চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে, কেন বে কাঙ্গালিনীর ধন কেউ কি তোকে কোন অপমানের কথা

বলেছে ? না কোনরূপ অসুখ হয়েছে ? সোনার চাঁদ আমার। বুকের মানিক আমার এমন ক'রে কেঁদে এলি কেন বাপ ? কি হয়েছে বল।

গীত।

ওরে অঙ্গের বল, জীবন সম্বল, বল কিসের তরে, কাঁদ কাতরে।
কে দিলে তোর মর্ম্মে বেদন, কিসের তরে বিরস বদন,
ওরে বক্ষের রতন, কে অযতন ক'রেছে তোরে
শিশির-সিক্ত যেন রক্ত-শতদল, কি বিষাদে কেঁদে রাঙ্গা ক'রেছ আঁখি যুগল
অশ্রুধারা তোর চক্ষে, (একি মায়ের প্রাণে সয়রে চাঁদ)
শেলসম বাজে বক্ষে, বড় দুঃখের ধন আমার তুই রে সংসারে

শশী — না মা আমায় কেউ কিছু বলে নাই, আমি ত মা কখন কারও সঙ্গে বিবাদ করিনে, আমাকে কেউ কখন একটা অপমানের কথাও বলে না, যাদের সঙ্গে খেলা করি, তারা আমাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে

তারা —তবে খেলা ক'র্‌তে যেতে যেতে এমনধারা কাঁদতে কাঁদ্‌তে চলে এলি কেন ?

শশী --মা পথে যেতে যেতে মাথাটা কেমন হঠাৎ টন্‌টন্‌ করে উঠ্‌লো, বড় যাতনা হতে লাগ্‌লে, তাই আর যেতে পা'র্‌লাম না, যাতন যেন ক্রমেই বাড়্‌ছে আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনে। আমাকে বাবার সেই কুশাসনখানি এখানে পেতে দাও, আমি একটু শুই

তারা —আহা বাছ আমার সারাদিনের ক্ষুধাতৃষ্ণার যাতনায় কাতর হয়ে পড়েছে, ক্ষুধার যাতনায় মাথা ধরেছে, দুখের ছেলের প্রাণে আর কত সইবে ? বাবা, তুমি এই কুশাসনে শোও আমি তোমার কাছে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

শশী।—না মা তোমরা আজ দুদিন ধরে কিছু খেতে পাও নাই, তার উপর আর আমার জন্য তোমকে কষ্ট পেতে হবেনা; বাবার আসবার সময় হয়েছে, আমি শুই, বাবা এলে তাঁর খাবার উদ্যোগ করে দিও, তাঁর খাওয়া হওয়ার আগে আমাকে ডেক না, আমার অসুখের কথাও তাঁকে ব'ল না, তাহ'লে তাঁর খাওয়া হবে না। (শয়ন)

তারা।—আমাদের যেমন দুঃখের ঘরকন্না, তেমনি দুঃখের দুঃখি ছেলেও পেয়েছি ভগবান কাঙ্গালের ঘরে এমন রত্ন কেন দিয়েছেন, কেনই বা এমন ননীর পুতুলকে দুঃখের আগুনে গলাচ্ছেন, তা তিনিই জানেন ঐ ত নাথ আসছেন, একে নিরম্বু উপবাস, তার উপর আবার ভিক্ষার জন্য পথে পথে বেড়ান, জীর্ণ শরীরে আর এ কষ্ট কত সইবে মুখখানি মলিন হ'য়ে গিয়েছে, দেহ যষ্টি যেন ভেঙ্গে পড়েছে; হা পোড়া অদৃষ্ট। পতির এত কষ্টের ভিক্ষায়েও পাপ উদর পূর্ণ ক'রতে হচ্ছে, ধিক্ সংসারে ধিক্—পোড়া জীবনে।

(দশাশ্বমেধরের প্রবেশ)

দশাশ্ব।—আজ তোমাদের বড় কষ্ট হয়েছে, গতকল্যকার সেই উপবাস, আজও দিনমান গত হতে চল্লো। কিন্তু কি করি. ভগবান কষ্ট দিলে কে তার প্রতিবিধান ক'রবে। এখন যাও অদ্যকার ভিক্ষায় যা কিঞ্চিৎ পেয়েছি, এরই দ্বারায় অন্নাদি প্রস্তুত ক'রে, অগ্রে বালকের প্রাণ রক্ষা কর; পরে আমাদের অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে এই লও ভিক্ষাপাত্র; দ্বিমুষ্টি পরিমিত তণ্ডুল—কিঞ্চিৎ সৈন্ধব। ■ হতেই যা হয় প্রস্তুত কর ওকি, অমনধারা কুশাসনে নিদ্রিত কে?

তারা।—এ কাঙ্গালের কুশশয্যায় আর কে শোবে, তোমার কাঙ্গালের ধন সারাদিনের উপবাসে ক্লান্ত হ'য়ে কুশশয্যায় শয়ন

করেছে, এখন আর ওকে উঠিয়ে কাজ নাই, বাছা আর তোমার আগে খাবে না, তোমার খাওয়া হ'লে তবে পরে খাব ব'লে শুয়েছে

দশাশ্ব।—হা হীন বুদ্ধে। তাও কি কখনও হয় ? ঐ দুধের বালককে উপবাসে রেখে পাপ উদর পূর্ণ ক'র্‌তে হবে। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে কুশশয্যায় পড়ে লুণ্ঠিত হবে, আর আমি ঐ ক্ষুধাতুর বালককে রেখে বিষ অন্ন গ্রহণ ক'রব. এখন যাও, যা আছে প্রস্তুত করগে, আমি নদীতীরে সায়ংসন্ধ্যাদি সমাধা ক'রে আসি

[প্রস্থান

তারা।—যাই, দুটো বনের শাক পাত তুলে ভিক্ষার চা'ল কটি সিদ্ধ ক'রে দিইগে আহা, বাছা আমার ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে ঘুমিয়েছে, এখন আর উঠাব না

[তারাবতীর প্রস্থান

(যমদূতদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম দূত —ঢুকে পড়্‌রে ঢুকে পড়—এই বেলা ঢুকে পড় ভোর সন্ধ্যে বেলা—ঠিক সময় হয়েছে, এই বেলা চল্‌ দেখিগে সে আগে গিয়ে কত দূর কি ক'র্‌লে ?

২য় —কে আগে গিয়েছেরে ?

১ম —সেই যে রে, সেই কন্‌কনানি ঝনঝনানি টন্‌টনানি, (শিরঃ প্রদর্শন) সেই শিরঃপীড়া মশাই, এতক্ষণ সে নিজের কাজ হাঁসিল ক'রে তুলেছে, চল্‌ আমরা নিজের কাজ সারিগে, এখন ঢুকে পড়।

২য়।—কোন্‌ বাড়ীতে ঢুক্‌তে হবেরে ? আমি ত চিনিনে, ঐ বড় বাড়িটেতে ঢুক্‌তে হবে ? ঐ ধপ্‌ধপ্‌ ক'র্‌ছে।

১ম —দূর বোকা, ওদিকে কি এখন ঘেঁস্‌বার যো আছে ওদের যে এখন বাড়্‌তির মুখ, একটু ভাংট পড়ে আসুক তার পর দেখিস্‌, গোটা গোটা পাব ক'র্‌ব ?

২য় —তবে এখন কোন্ বাড়ীতে ঢুক্‌বি বল্ দেখি ?

১ম —ঐ যে—ঐ বনের ধা'রে ভাঙ্গা কুঁড়ে, বাতাসে যাচ্ছে পাতা উড়ে, ঐ কুঁড়েতে এক বামুন বামনী আর ওদের একটা বছর দশের ছেলে আছে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা ক'রে খেয়ে ঐ ছেলেটিকে সম্বল ক'রে সংসারে পড়ে আছে, আজ ঐ ছেলে টাকে নিয়ে যেতে হবে

২য় —সেকি রে। ঐ গরিব বামুনের সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে হবে, সংসারের সম্বল একটি ছেলে, ওটিকে হারালে কি, কাঙ্গাল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী প্রাণে বাঁচবে ? এ ভাই বড় অন্যায় বিচার

১ম —কেন এ বিচার কি নূতন নাকি ? যমের বিচারই এই রকম অন্ধের নড়ীটি কেড়ে নেওয়া, আঁধারের প্রদীপটি নিবিয়ে দেওয়া, এই ত তাঁর কাজ আমরা হুকুমের চাকর, যেমন হুকুম পেলেম, তেমনি ত কাজ ক'র্‌তে হবে ? আর কি সেদিন আছে ? আগে যেমন ছিল, এখন আবার তেমনি হলো দিন কতক শুন্‌লেম যে, রামরাজা হ'য়েছেন, রামরাজ্যে অকাল মরণ হবে না, রাম রাজা হওয়ার পর সেট বন্ধও হয়েছিল, তার পর শুন্‌লাম, সীতাকে বনে দিয়ে পর্য্যন্ত রাম আর রাজকর্ম্ম দেখেন না, কাজেই চারিদিকে পাপের বলও বেড়ে উঠেছে, আর যম মশায়ও নিজমূর্ত্তি ধরে বসেছেন

২য় —কি মজার বিচার রে পারিস্ চল্ ঐ বড় বাড়ী-টেতে ঢুকে পড়িগে

১ম —কোন্ বাড়ীটে রে ? ঐ সাদা পাথরের মত কোঠা বালাখানা ধপ্‌ ধপ্‌ ক'র্‌ছে, পৎ পৎ ক'রে নিশানা উড়্‌ছে,

ড়গ্ ডগ্ ক'রে দগড়বাজছে, গুড় গুড় ক'রে গুড়গুড়িতে গুড়ক গারছে, ঐ বাড়ীটে ত ? আগেই ত ব'লেছি, ওখানে এখন আমাদের ছেড়ে যমেরও ঢোকবার যো নাই এখন ওরা চচ্চড় ক'রে বাড়চে,—আর আমরাও তথড় ক'রে কাঁপছি যখন হুড়্মুড়্ করে ভেঙ্গে পড়বে, তখন গিয়ে গড় গড়্ করে বেঁধে ফেল্বো এখন কি ওখানে এগোবার যো আছে ?

২য় —তা ও বামুনের গিয়ে এখন সর্ব্বনাশ ক'রবি, ওরা দুদিন উপবাস করে আছে তার উপর এ সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে কি ওদের আজ খাওয়া হবে ? দুটো খেতেও কি দিবিনে ?

১ম -এমনি ধারা মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়াই যে আমাদের কাজরে খেপা হা হা হা . এমন সুখের চাকরী কি আর কেউ পায়

গীত ।

আমাদের সুখের চাকরী ভাই, এমন পায় কি সবাই
ধর্ম্মে যে থাকে খাঁটী, তারই চালি ভিটে মাটী,
বাছিনে চাঁদা পুঁটী, গুটী গুটী করি জবাই ।
মা বাপ যার বুড় বুড়ী,
তারই ঘাড়ে আগে চড়ি,
কেড়ে নিই অন্ধের নড়ী, আঁধারের দীপ আগে নিবাই

১ম ।—এখন আয় ছোঁড়াটা পড়ে আছে, আ মরা ঐ কুঁড়ের পাশ দিয়ে ঢুকে পড়ে কাজ সেরে ফেলিগে ।

২য় ।—আমার ত ভাই দেখে শুনে মায়া হচ্ছে মাইরি । না আমার কান্না পাচ্ছে, তুই যা হয় কর আমি একটু সরে দাঁড়াই ।

১ম —তাই হবে এখন চল্ ।

[প্রস্থান ।

(তারাবতীর প্রবেশ)

তারা —আহা ! বাছা আমার ক্ষুধার যাতনায় মাথা ধরেছে ব'লে ছিন্ন কুশশয্যার উপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে, দুধের ছেলের প্রাণে আর কত সইবে ? তিনি সন্ধ্যা আহ্নিক ক'রে আসতে এখনও বিলম্ব আছে, বাছা কেন কষ্ট পায়, যাই তুলে দুটি খাওয়াইগে (পুত্রকে অঙ্কে ধারণ করিয়া) বাবা ওঠ, আহা মুখখানি যেন কালীমাখা হ'য়ে গিয়েছে, ক্ষুধার যাতনায় চক্ষে জল পড়েছে, বাছা আমাদের তাও জানতে দেয় নাই, চখের জল চখেই শুকিয়েছে বাপ আমার, যাদু আমার ওঠ তোমার জন্য খাবার এনেছি, উঠে খাও, (উত্তোলন ও অঙ্গের শিথিলতা দর্শনে) আহা সমস্ত দিন গিয়েছে, ক্ষুধার অবসাদে বাছার আমার সর্ব্বশরীর যেন শিথিল হ'য়ে গিয়েছে (পুত্রবক্ষে হস্ত-দান পূর্ব্বক) একি একি সর্ব্বনাশ ! বাছা আমার এমন হিমাঙ্গ হ'লো কেন ? নাকে নিশ্বাস পড়ছে না কেন ? ওমা ওমা আমার কি সর্ব্বনাশ হলো . ওগো কোথায় আছ দৌড়ে এস, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে পোড়া কপাল বুঝি পুড়ে গিয়েছে , বাপরে সোনার চাঁদ আমার অন্ধের নয়ন . কাঙ্গালের সর্ব্বস্ব ধন ! এমন হলি কেন বাপ ? বাবা তুমি যে এখনি ব'ল্‌লে "মা কাল হতে আমি ভিক্ষায় যাব, তোমাদের কষ্ট আর দেখতে পারিনে, ছেলেরা কি ভিক্ষা ক'রে এনে মা বাপকে খাওয়ায় না ? এম্‌নি এম্‌নি যে কত কথা বলি, এখন সে সব ভুলে যাচ্ছ কেন বাবা ? তোমার সে কথাগুলি চিরকাল শক্তিশেলের মত বুকে ক'রে রাখতে হবে বলেই কি বলেছিলে ? বাপ তুমি যে আজ সমস্ত দিন কিছু খাও নাই, একবার ওঠ, একবার তেম্‌নি ক'রে হতভাগিনীর গলা জড়িয়ে ধরে, মা আমার বড় ক্ষুধা হয়েছে ব'লে খেতে চাও বাবা ! সংসারে আমাদের কি সুখ আছে ? কেবল তো কষ্ট

মুখখানি দেখে—তোকেই সম্বল ক'রে এ পোড়া সংসারে পড়ে আছি তুমি এমন ক'রে ফাঁকি দিলে আর কার মুখ দেখে এ পাপ প্রাণ রাখব? বাপরে অমর, একবার ওঠ বাপ। এক-বার মা ব'লে ডাক বাপ ওরে আমি যে অনেকক্ষণ তোকে বুকে করিনি, একবার আয়—একবার আয় বাপ, আয়রে সোনার চাঁদ আমার, তেম্‌নি ক'রে মা মা ব'লে হতভাগিনীর কোলে এসে তাপিত প্রাণ শীতল কর

গীত

মা ব'লে চাঁদ একবার কোলে আয়রে
কি বিষাদে, নয়ন মুদে,
অচেতন ধরায় রে
এই হ'তে কি সাঙ্গ তোর সংসারের সাধ,
আর কি মা বলিয়ে কোলে আস্‌বিনেরে সোনার চাঁদ;
তুই যে যে সংসারের সম্বল,
(আমার আঁধারের দীপ অন্ধের নয়ন)
জগতে আর কে আছে বল,
শূন্য এ সংসারে কেবল আছি তোর মায়ায় রে॥
যখন যে বল্‌তিস্‌ রে প্রাণধন,
ভিক্ষা ক'রে দ্বারে দ্বারে মা তোদের ক'র্‌ব পালন,
আমার বড় কাঙ্গাল পিতা মাতা,
(আমি ভিক্ষায় গিয়ে ব'ল্‌ব সবে) দেখ্‌তে নারি তাঁদের ব্যথা,
শেল হ'য়ে তোর এ সব কথা, থাকবে এ হিয়ায় রে

কৈ বাপ এখনও কথা কইলে না? ওরে বুকের মাণিক। কাঙ্গাল কাঙ্গালীর সর্ব্বস্ব ধন। এমন ক'রে ফাঁকি দিলি কেন। হা পাপ প্রাণ আর কার মায়ায় এ পাপ দেহে আছিস? যার মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে—যার মুখপানে চেয়ে কোন দিন অদ্ধাশনে, কোন

দিন উপবাসে থেকেও এ পাপ দেহে বাস ক'রেছিস্, এখন ত সে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, তবে আর কেন। আর কার মায়ায় আছিস্? পোড়া দেহের মায়া কি ত্যাগ করবিনে? বাপরে! দাঁড়া—যাস্‌নে। তোর হত ভাগিনী জননীকে সঙ্গে নে, পাপ প্রা। আর কি সুখে দেহে আছিস্? আমার হৃদয় পিঞ্জর ভেঙ্গে প্রাণের পাখী কোথায় চলে গেল—তার তত্ত্ব করতে বহির্গত হলিনে? যাবিনে—পাপ প্রাণ সহজে যাবিনে? (বক্ষে করাঘাত) যা—নিষ্ঠুর প্রাণ। এখনি যা—এখনি—　　　(মূর্চ্ছা)

দশাশ্বশেখরের প্রবেশ।

দশাশ্ব—সায়ং সন্ধ্যাদিত সমাধা করলাম, এক্ষণে আর বিলম্ব করা উচিত নয়, যাই—কুটীরে যাই, সেই সমস্ত দিনের ক্ষুধার্ত্ত বালক হয়ত এতক্ষণ কতই আর্ত্তনাদ করছে, কিম্বা অনশনে ক্লান্ত হয়ে সেই কুশাসনেই পড়ে আছে, যাই আর বিলম্ব করা বিহিত নয়, (কুটীরে প্রবেশ পূর্ব্বক) কুটীর যে নিস্তব্ধ! এই যে, পাকাদি প্রায় সমাধাও হয়েছে, কিন্তু এ সকল এরূপ অযত্ন-রক্ষিতাবস্থায় বিপর্য্যস্ত ভাবে পতিত কেন? অগ্নি নির্ব্বাণ হয়েছে, অথচ পাকস্থলীর অন্ন পাকস্থলীতে অর্দ্ধসিদ্ধ অবস্থায় পতিত; ও কে! ঐযে ব্রাহ্মণীও ক্ষুধাতুরা হয়ে ধরাশয্যা শায়িনী উপর্য্যুপরি দিবসদ্বয় প্রায় উপবাসে অতিবাহিত হয়েছে! অন্ধকার দিবাও গত। অবলার দুর্ব্বল দেহে আর কত সহ্য হবে? দুগ্ধ পোষ্য শিশুর ত কথাই নাই। হা মঙ্গলময় বিধাতঃ জানি তুমি যা কর সকলই জীবের মঙ্গলের জন্য কিন্তু এই ভিক্ষান্নজীবী দরিদ্র ব্রাহ্মণকে এত মর্ম্ম যাতনা দিয়ে যে কি মঙ্গল বিধান ক'রবে তাত কিছুই বুঝতে পারছিনে, হা দারিদ্র্য! এ হতে আর কত বিকট মূর্ত্তি ধারণ ক'রবে? (ব্রাহ্মণীর কর ধারণপূর্ব্বক) প্রিয়ে, আর কেন? ক্ষণকালের জন্য ধৈর্য্য ধারণ কর, সন্ধ্যা গত হয়েছে,

অন্ধকার মত বিধাতা যা বিধান করেছেন তাতেই সন্তুষ্ট হযে, ঐ অর্দ্ধসিদ্ধ অন্নে অগ্রে কোমল-প্রাণ বালকের প্রাণ রক্ষা কর। ওঠ কি কর্‌বে বল বিধাতা যতদিন দুঃখের ভার বহন কর্‌তে দিয়েছেন, তত দিন বইতেই হবে একি! একবারে যে সংজ্ঞাহীন. মূর্চ্ছা নাকি? হা দারিদ্র্য জগতে যত কিছু যন্ত্রণা আছে—যে কোন ব্যাধি আছে, সকলই তোমার অনুগামী! সংসারবাসীর পক্ষে তোমার ন্যায় সংক্রামক ব্যাধি আর কিছুই নাই অন্নকষ্ট যে কি মহাকষ্ট, অন্নহীনের যে কি যাতনা, তা আমিই জান্‌তে পেরেছি. জগতে যে চির-শত্রু, সেও যেন কখন অন্ন কষ্ট না পায়। আজ এক মুষ্টি অন্নের অভাবে চির-দরিদ্রা সাধ্বী পত্নী মৃতপ্রায় ধরাশায়িনী—দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তান ধূলায় লুণ্ঠিত—নিজের জীবনও কণ্ঠাগত প্রায়. একমুষ্টি উদরান্নের অভাবে তিনটি মহাপ্রাণী যায় যায় হয়েছে এ যে ভগবানের কি লীলা ত অন্যে কি বুঝবে কৈ এখনও যে প্রিয়ার সংজ্ঞা নাই, তবে কি অন্নাভাবে ব্রাহ্মণী প্রাণত্যাগ করলেন প্রিয়ে আর উঠ্‌বে না? এ দরিদ্র-জীবনের যাবতীয় যাতনাভার এই হতভাগ্যের উপর অর্পণ করে তুমিও অবসর গ্রহণ করলে। ভাল অগ্রে দেখি বালকের কোন সর্ব্বনাশ ঘটেছে কিনা? (বালকের হস্ত ধারণপূর্ব্বক) বাপ নিদ্রা ত্যাগ করে আমার কোলে এস, সমস্ত দিন উপবাসে আছ, উঠে কিঞ্চিৎ আহার কর। আহা! বৃন্ত চ্যুত কমলদলের ন্যায় মুখখানি মলিন হয়ে যেন কালিমাচ্ছাদিত হয়েছে; একি সর্ব্বশরীর স্পন্দহীন। একবারে হিমাঙ্গ শ্বাস প্রশ্বাসও অনুভূত হচ্ছে না, এ যে সম্পূর্ণ মৃতের লক্ষণ! হাঃ আমি কি হতভাগ্য এক মুষ্টি উদরান্নের অভাবে স্ত্রী পুত্রের প্রাণ বিনাশ ক'র্‌লাম? কি পরিতাপ! কি ভীষণ দৃশ্য! হা দারিদ্র্য! এমন ধারা ভীষণ হ'তে ভীষণতর আর কত মূর্ত্তি ধারণ ক'র্‌বে? এক্ষণে প্রার্থনা—যে মূর্ত্তিতে এই

হতভাগ্যের স্ত্রী পুত্রকে দর্শন দিয়েছ, সেই মূর্ত্তিতে—সেই শান্তিময়ী মূর্ত্তিতে এ মহাপাতকীকে আলিঙ্গন কর, আমি চিরদিন তোমার আশ্রিত, আশ্রয়দাতার কাজ কর—আমি যাতনার হস্তে মুক্ত হই

তারা —একি এ কার কণ্ঠস্বর ? নাথ এসেছ ? দেখ দেখ আমার সোণার চাঁদ—আমার বুক ভর চাঁদ আজ কেমন করে ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে দেখ, ওগো তোমার সন্ধ্যা আহ্নিক ক'রে আস্তে বিলম্ব দেখে, তাড়াতাড়ি বাছাকে তুলিয়ে খাওয়াব মনে ক'রে কোলে তুলে নিতে গিয়ে দেখি, বাছার আমার সোণার অঙ্গ কালি হয়ে গিয়েছে, তেমন হাসি মাখা মুখখানি যেন বাসী পদ্মফুলের মত শুকিয়ে মলিন হয়ে গিয়েছে ওগো ঐ দেখ বাছা আমার দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে বাপরে কেন এমন হলি বাপ ? হা নাথ আর কি দেখ্‌ছ ? আর তোমাকে ভিক্ষায় যেতে হবেনা, আর কার জন্য ভিক্ষা করবে। যার জন্য ভিক্ষা—যাকে সম্বল করে ভিক্ষা, তোমার সেই ভিক্ষার ঝুলি আজ নির্দ্দয় যম কেড়ে নিয়েছে।

দশাশ্ব —হাঃ কি পরিতাপ। শিশুপুত্র অন্নাভাবে প্রাণ হারালে! ক্ষুধা তৃষ্ণার যাতনায় রুদ্ধকণ্ঠে ক্ষণে ক্ষণে মুখ ব্যাদন করেছে, আমি এমনি মহাপাতকী যে, মৃত্যুকালে সেই শিশু পুত্রের মুখে এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত দিতে পারলাম না, এ শেল চিরদিন বুকে থাকবে, হা বাপ আমি তোর আহারের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে যা আহরণ করলাম, সেই ভিক্ষার তোর মুখে অর্পণ না করে কি, সেই অন্নে তোর প্রেতাত্মার তর্পণ করতে হবে। হারে আমি যে বড় আশ করেছিলাম, অর্দ্ধাশনে হক অনশনে হক, এ যাতনাময় জীবন ভার বহন করেও যদি তোকে লালন পালন করতে পারি, তা'হলে মৃত্যুর পর পুত্রের হস্তে

জলপিণ্ড পেলেও এ দরিদ্র-জীবনের পরিণাম সার্থক হবে, আমার সে আশা লতায় কি শেষে এই ফল প্রসব ক'র্‌লে পুত্রের হস্তে পিণ্ড প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে আজ বৃদ্ধকালে সেই দুগ্ধপোষ্য পুত্রের ঊর্দ্ধদৈহিক কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করতে হবে হা কৃতান্ত! শেষে এই করলে তোমাকে লোকে ধর্ম্মরাজ বলে, শুনেছি ধর্ম্মের বিচারে পক্ষপাত নাই, তবে এই ভিক্ষান্নজীবী দীন ব্রাহ্মণের প্রতি এমন নিষ্ঠুর বিচার বিধান ক'র্‌লে কেন? আমার বোধ হয় সবলের সহায়তা, আর দুর্ব্বলের সর্ব্বনাশ করাই দেবত্বের পরিচায়ক, অগ্নিকে লোকে বায়ুসখা বলে, কিন্তু বায়ুর কার্য্য কি—না, সবল অগ্নিশিখাকে প্রদীপ্ত করেন আর দুর্ব্বল দীপ শিখাকে নির্ব্বাণ করে দেন। তুমি ধর্ম্মরাজ সকলের প্রতিই তোমার সমদৃষ্টি, তুমি সকলেরই বন্ধু এ অনাথের আঁধারের দীপটি নির্ব্বাণ করে দিলে তোমার নামের মাহাত্ম্য নষ্ট হবেনা

তারা —ওগো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ। আমার সোনার চাঁদকে বাঁচাও, আমার হৃদয়ের চাঁদ উদয় হয়ে কোথায় অস্ত গেল বলে দাও—আমি সেইখানে যাই।

দশাশ্ব।—চাঁদ উদয় হলে অস্তাচলে গিয়ে অদৃশ্য হয় তাকি জাননা, তবে যে তোমার এ চাঁদ উদয় হয়েই অপূর্ণ অবস্থায় অস্তগত হল, তার কারণ কি বুঝ্‌তে পার নাই। এই দুঃখের অমানিশার আঁধারের পরেই তোমার হৃদয়াকাশে চাঁদ উদয় হয়েছিল, কাজেই সে চাঁদ সঙ্গে সঙ্গেই অস্ত হয়েছে। অমাবস্যার পর যে চাঁদের উদয়, সেত প্রতিপদের চাঁদ। সে চাঁদ আর কতক্ষণ থাক্‌বে। শুনেছি চাঁদ যে স্থানে অস্তগত হয়, সে অস্তাচল সমুদ্রের পর পারে, তোমার হৃদয়ের চাঁদও যে অস্তাচলে গিয়ে বিলীন হয়েছে, সেও এ পারে নয়—সমুদ্রের পর-পারে, এ পারে থেকে আর সে চাঁদের দেখা পাবেনা, যদি কখন

পরপারে যেতে পার, তবেই আবার চাঁদের দেখা পাবে—নইলে এ পারে থেকে কেবল এই দুঃখের অন্ধকারে পড়ে হাহাকার করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই, এক্ষণে চল, মৃতপুত্রকে বক্ষে ধারণ করে জাহ্নবী-জলে জীবন পরিত্যাগ করিগে। (ব্রাহ্মণীর কোল হইতে মৃতপুত্রকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক) চল এবারকার কার্য্যত এই রূপেই সমাধা হ'ল দেখি বিধাতা মৃত্যুর পর কি বিধান করেন

[মৃতপুত্র-সহ উভয়ে প্রস্থানোদ্যত

(নারদের প্রবেশ)

নারদ।—কে তোমরা—স্থির হও স্থির হও করোনা—আত্মহত্যা করোনা, কি সর্ব্বনাশ কি সর্ব্বনাশ (নিকটস্থ হইয়া) দেখ্‌ছি ব্রাহ্মণ, অজ্ঞান ব'লেও বোধ হচ্ছে না, তবে এ মতিভ্রম কেন? আত্মহত্যা যে কি মহাপাপ,—আত্মহত্যাকারীর পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর, তা কি জাননা? ছি ছি। এমন পাপ বাসনা পরিত্যাগ কর। বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ হয়ে এ মহাপাপের অনুষ্ঠান কেন। কারণ কি?

ব্রাহ্মণ—তপঃপ্রদীপ্ত দেবকান্তি, কে আপনি? আমি আপনাকে প্রণাম ক'র্‌ছি।

নারদ।—ওকি—কর কি? তুমি ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মণ্যদেব তোমার প্রণাম গ্রহণ করুন, এক্ষণে ব্যাপার কি বল দেখি, এ মৃতপুত্র কার?

ব্রাহ্মণী—(নারদের পদতলে পতিত হইয়া) প্রভু। আপনি কোন্ দেবতা? এ হতভাগ্য ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আর বঞ্চনা ক'র্‌বেন না আপনি অন্তর্য্যামি অন্তরে যা হচ্ছে—এ পোড়া হৃদয় যে ক'রে পুড়্‌ছে, তা আপনি সবই জান্‌তে পার্‌ছেন। আর ছলনা ক'রে যাতনার উপর যাতনা দেবেন না, আমি আপনার কন্যা—আমি আপনার দাসী, দাসীর প্রতি দয়া ক'রে

বলে দিন আমার ■ সর্ব্বনাশ কেন হলো ? কি পাপে এমন বুক ভরা চাঁদ হারালাম ব'লে দিন্‌

নারদ।—মা আমি যে হই পরে পরিচয় পাবে, এক্ষণে উভয়ে আত্মহত্যার বাসনা পরিত্যাগ কর বোধ হচ্ছে এ শিশু পুত্রটি তোমাদের একমাত্র সংসারের সম্বল,—বার্দ্ধক্যের একমাত্র অবলম্বন। অকালে এই অমূল্য রত্নটি হারিয়ে আত্ম-বিসর্জ্জনে উদ্যত হয়েছ অবশ্য তুমি স্ত্রীজাতি সহজেই অধীরা, তুমি যে শোকে আত্মহারা হবে সে অসম্ভব নয়, কিন্তু তোমার স্বামীকে জ্ঞানবান্‌ ধীরপ্রকৃতি ব'লেই বোধ হচ্ছে পুত্র কলত্র কে কার মা ? আত্মকার্য্য সাধনের জন্যই সকলের সংসারে আসা—আবার কার্য্যান্তে প্রস্থান এই ত নশ্বর সংসারের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম তবে যে কয়েক দিনের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রের বসবাস নির্দ্দিষ্ট, সেই কয়-দিনের জন্যই পিতা, মাতা, পুত্র, কলত্র, বন্ধুবান্ধব রূপে সকলেই পরস্পর মায়া-সূত্রে আবদ্ধ। কিন্তু আপনাপন কার্য্য শেষ হলে, আর কেউ কারও মুখাপেক্ষা ক'র্‌বে না ; সঙ্গে সঙ্গেই মায়ার ফাঁস ছেদন ক'রে চলে যাবে নদীস্রোতে ভাসমান তৃণ কাষ্ঠাদি যেমন ক্ষণকালের জন্য সংযুক্ত হ'য়ে পরক্ষণেই বিযুক্ত,—আবার অন্য বস্তুর সংযোগে ভাস্‌তে ভাস্‌তে সংযোগ বিয়োগের সঙ্গে, ক্রমে অনন্ত সাগরে গিয়ে পতিত হয়, এ সংসারে পুত্র কলত্রাদির সঙ্গে সম্বন্ধও সেইরূপ সকলেই এই কালস্রোতে ভাস্‌ছে, এখনি যে পুত্ররূপে তোমার সহিত সংযুক্ত হয়েছিল, আবার পর-ক্ষণেই বিযুক্ত হয়েছে এইরূপে অন্যের সহিত সংযোগ বিয়োগ ক্রমে অনন্ত-কাল-সাগরে পতিত হবে, তোমরা পুত্রশোকে আত্ম-হত্যা ক'রলে পুত্রের মায়া ভুল্‌তে পার্‌বে, পরস্পরের সম্বন্ধও মিট্‌বে, কিন্তু আত্মহত্যা জন্য মহাপাপের সঙ্গে সম্বন্ধের শেষ যে শত জন্মেও হবে না। তাই বলি, আত্মহত্যার বাসনা পরি-

ত্যাগ ক'রে অযোধ্যা ধামে গমন কর আমি মহাত্মাগণের নিকট শুনেছি যে, রামরাজ্যে অকাল মৃত্যু হবে না, উভয়ে গিয়ে তাঁর অভয়পদে শরণ গ্রহণ করগে। দয়াময় রামের কৃপায় অবশ্যই উপায় হবে। যদি রামচন্দ্র এ অকাল মৃত্যুর—শমনের এ অযথা অত্যাচারের প্রতিকার না করেন তবে আর জাহ্নবী জলে না এসে, সেই জাহ্নবী জন্মদ রাম-পদ মহাতীর্থে মৃতপুত্র সমর্পণ ক'রে, উভয়ে জয় রাম জয় রাম ব'লে সেই সর্ব্ব তীর্থের নিদান মহাতীর্থ রাম পদে পুত্র কলত্রসহ আত্মসমর্পণ ক'রো প্রতিকারের উপায় সত্ত্বে অপ্রীতিকর আত্মহত্যায় উদ্যত কেন? যাও ঐ মৃত নন্দন বক্ষে ধারণ ক'রে সেই রঘুনন্দন রামচন্দ্রের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করগে, আমিও যথাসময়ে রাম দর্শন উপলক্ষে অযোধ্যা ধামে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রব; এক্ষণে আমি চল্লেম।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অযোধ্যার রাজসভা।

রামচন্দ্র আসীন

সুমন্ত্র।—মহারাজ, আপনাকে নিতান্ত ব্যাকুল চিত্ত ও রাজকার্য্য উদাসী দেখে, কুমার ভরত সংবাদ প্রেরণ করাতে মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞস্থল হ'তে মহর্ষি বশিষ্ঠদেব অযোধ্যায় আগমন ক'রেছেন।

রাম।—মহর্ষি বশিষ্ঠ কোথায়? তাঁকে সঙ্গে লয়ে এস।

সুমন্ত্র।—কুমার লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্নকে সঙ্গে ক'রে তিনি রাজসভাতেই আগমন ক'র্‌ছেন

(লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও বশিষ্ঠের প্রবেশ।)

বশিষ্ঠ।—মহারাজ রামচন্দ্রের জয় হ'ক্।

রাম।—আসুন আসুন আসতে আজ্ঞা হ'ক, মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞ ত নিরাপদে সম্পন্ন হয়েছে? আমাদের মাতৃগণের ত কুশল?

বশিষ্ঠ।—হাঁ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে, আর তোমার মাতৃগণের কুশলের কথা কি জিজ্ঞাসা ক'রছ? মহারাজ দশরথের স্বর্গারোহণের পর থেকেই সকলে কুশশয্যাশায়িনী হ'য়েছিলেন, এক্ষণে তোমা কর্ত্তৃক রঘুকুলের লক্ষ্মীরূপিণী কুলবধূ সীতা নিরপরাধে নির্ব্বাসিতা হওয়ার কথা শ্রবণে, সে কুশশয্যাও ত্যাগ করেছেন, সকলেই অনশন ব্রতে ধরাশয্যাশায়িনী। আর তাঁরা সীতাশূন্য অযোধ্যায় আসবেন না, জীবনের অবশিষ্ট দিন ক'টা তপারণ্যেই অতিবাহিত ক'রে, সেই শান্তিধামেই দেহ ত্যাগ ক'রবেন স্থির ক'রেছেন তা করুন, জীবনের শেষভাগ তপারণ্যে থেকে, ইষ্ট সাধনায় অতিবাহিত করাই সূর্য্যবংশের সনাতন ধর্ম্ম. এক্ষণে তুমি যে গুরুভার মস্তকে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজারঞ্জন ব্রতে দীক্ষিত হয়েছিলে, সে ব্রত কি এইরূপেই উদযাপিত হবে? রাম! প্রকৃতিপুঞ্জের মনোরঞ্জনের জন্য অপাপস্পর্শিতা জেনেও সীতাকে পরিত্যাগ ক'রতে কাতর হও নাই, এ—রাম-হৃদয়ের দৃঢ়তার—স্থির প্রতিজ্ঞতার অতীব উচ্চতম পরীক্ষা কিন্তু সেই দৃঢ়ব্রত রাম-হৃদয়ের সহিষ্ণুতায় পরিচয় কি এই?

রাম—প্রভু সকলই জানি, কিন্তু কি করি, চিত্ত আর আয়ত্ব ক'রতে পারলাম না, চির প্রতিষ্ঠিতা সতীর প্রতিমা সীতাকে বিসর্জ্জন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার ধৈর্য্য-সেতু ভঙ্গ হয়েছে। আমার শান্তির মন্দির হৃদয়ও ভগ্ন হয়েছে, এ ভগ্ন মন্দিরের ক্ষীণালোক জীবন-দীপও যে অচিরাৎ নির্ব্বাপিত হবে, তাও বুঝতে

পেরেছি, যদি সীতার শোকে আমাকে জীবন পরিত্যাগ ক'র্‌তে হয়, তাতেও আমি দোষী নই। আমার পিতামহ মহাত্মা অজ, ইন্দুমতীর শোকে প্রাণত্যাগ ক'রেছিলেন, আমাকে বনবাস দিযে পিতাও রাম! রাম! ব'লে প্রাণত্যাগ ক'রেছেন। আমি ত সেই বংশের সন্তান—সেই পিতার পুত্র! শোকে প্রাণত্যাগ করা আমাদের কুলধর্ম্ম। যে কুলের কুলবধূ মহাদেবী ইন্দুমতী, দেবর্ষি নারদের বিনাযন্ত্র-চ্যুত মন্দার মালার আঘাতে প্রাণত্যাগ ক'রেছিলেন, আমি সেই কুলের কুলবধূকে বিজন অরণ্য পাথারে বিসর্জ্জন দিয়ে এখনও যে জীবিত আছি এই বিচিত্র!—এই রাম হৃদয়ের সহিষ্ণুতার চরম পরীক্ষা। আপনি আমার উপদেষ্টা, আপনার উপদেশে সকলই জেনেছি, হৃদয়ের ধৈর্য্য-সেতুও যথাসাধ্য দৃঢ় ক'রেছিলাম, কিন্তু সীতা শোকের প্রবল উচ্ছ্বাস সহ্য ক'র্‌তে সক্ষম না হওয়াতেই সে সেতু ভগ্ন হ'য়েছে, যা হ'ক্ এক্ষণে যতদূর সাধ্য কর্ত্তব্য পালনে যত্নবান হব

(নেপথ্যে—ব্রাহ্মণগণ।—মহারাজ রামচন্দ্র রক্ষা করুন)

ব্রাহ্মণগণের সভায় প্রবেশ

১ম ব্রাঃ।—মহারাজ, রক্ষা করুন, এই কয়টি বনফল দিয়ে আশীর্ব্বাদ করি, রাজলক্ষ্মী অচলা হন

রাম।—আর রাজলক্ষ্মী অচলা স্বহস্তেই সে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়েছি।

২য় ব্রাঃ।—(তোত্‌লাস্বরে) দোহাই মহারাজ! এই গিয়ে—প্রিতিমে আবার হবে, ভাল ভাস্কর আনিয়ে গড়ে দেব, আমাদের রক্ষে করুন, এই গিয়ে—তিন সন্ধ্যে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ব

৩য় ব্রাঃ—মহারাজ রামচন্দ্র। তুমি সূর্য্যবংশের রাজা, দেব দ্বিজ ভক্ত,—দুষ্টের দণ্ড দাতা—শিষ্টের প্রতিপালক—দীনের

আশ্রয়—অনাথের বন্ধু দৈত্যভয়ে শরণাগত ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা কর

রাম।—আপনারা স্থির হউন, চিন্তা কি? এ রাজ্যেই ব্রাহ্মণ-গণের ব গ রাজা নয়—সেই ব্রাহ্মণগণের দাস আপনাদের আজ্ঞা পালনের জন্যই রামের দেহ ধারণ, আপনাদের বিপদের কারণ বলুন, প্রাণপণে তার প্রতিবিধানে প্রস্তুত হব

৩য় ব্রাঃ।—মহারাজ মথুরার নিকটবর্ত্তী যমুনাকূলে—মহর্ষি ভার্গব, চ্যবন প্রভৃতি মহাত্মাগণের আশ্রম সমীপে আমাদের বাস আমাদের গৃহ নাই, বৃত্তি নাই, পর্ণকুটীরে বাস আর যথাসাধ্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করাই আমাদের কার্য্য কিন্তু দুরাত্মা দানবের অত্যাচারে যজ্ঞাদি নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হওয়া দূরে থাক্, অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই এসে অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হয়, দুরাত্মা লবণ স্বয়ং ঘোর অত্যাচারী, অনুচরবর্গও ততোধিক

২য় ব্রাঃ।—(তোতলা স্বরে) বেট দত্যি বড় দুষ্ট, সেদিন এই গিয়ে—আমার হাত থেকে এই গিয়ে—কোষাকুষী কেড়ে নিয়ে এই গিয়ে—ব্রাহ্মণীকে কামড়াতে গিয়েছিল। দোহাই মহারাজ এই গিয়ে—বেটাদের মেরে ফেলে দ ও, আশীর্ব্বাদ ক'রব চিরজীবী হবে, বেরামুণের আশীর্ব্বাদ এই গিয়ে—তে রাত্তিরে ফল্‌বে, তে রাত্তিরের মধ্যে চিরজীবী হবে

৩য় ব্রাঃ।—অতি ভীষণ অত্যাচার মহারাজ! ব'ল্‌তে কি, সময়ে সময়ে আশ্রমকুটীরের দ্বারে - যজ্ঞবেদীতে পশু শোণিত, অতি অস্পৃশ্য গবাদির অস্থি, নরকঙ্কাল নিক্ষেপ ক'রে ঘোর অত্যাচার প্রকাশ ক'রে থাকে

রাম।—থাক্ আর বল্‌বার প্রয়োজন নাই, শীঘ্রই তার প্রতি-বিধান হবে

৩য় ব্রাঃ।—আঃ ধন্য মহারাজ! বড়ই আশ্বাসিত হ'লেম, আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী হও

রাম।—(স্বগতঃ) রাম আর সে আশীর্ব্বাদের প্রার্থী নয়, এক্ষণে যাতনাময় জীবনের অবসানই একান্ত প্রার্থনীয় সব গিয়েছে সব বিসর্জ্জন দিয়েছি. তবে যতক্ষণ দেহে বিন্দুমাত্র শোণিত সঞ্চারিত থাকবে, ততক্ষণ সূর্য্যকুলের সনাতন ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের উপকার সাধনে পরাঙ্মুখ হব না

সুমন্ত্র —উপস্থিত যেরূপ মনের অবস্থা, শরীরের যেরূপ ভাবান্তর, তাতে দৈত্যযুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে কি একটু বিবেচনা করা উচিত নয়?

রাম। —সুমন্ত্র! রাম রাজকার্য্যে নিতান্ত উদাসীন, সীতা নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গেই রামের ধৈর্য্য-সেতু ভঙ্গ হয়েছে, আর সেই সঙ্গে সেই রাজ্যমধ্যে দুর্নিবার্য্য দুর্নিমিত্ত সকল সংঘটিত হ'চ্ছে, প্রজাবর্গ বিবিধ অকালে উৎপীড়িত হ'চ্ছে এ হৃদয় সীতা-শোকাগ্নিতে নিরন্তর দগ্ধ হ'চ্ছে ব'লে, হৃদয়ের বল যদিও দুর্ব্বল হ'য়েছে কিন্তু এখনো রামের বাহুবল দুর্ব্বল হয় নাই আমি অদ্যই লবণদৈত্যের উপদ্রব শান্তির জন্য যুদ্ধসজ্জা ক'রব, তুমি রথ প্রস্তুত কর, আমার প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ প্রাণাধিক ভরত শত্রুঘ্ন তোমরা দেব বশিষ্ঠের মন্ত্রণানুসারে অতি সতর্কের সহিত রাজ্য রক্ষা ক'রবে যাও সুমন্ত্র তুমি আর বিলম্ব ক'র না শীঘ্র অস্ত্র শস্ত্রাদি সহ রথ প্রস্তুত ক'রতে অনুমতি দাওগে, ব্রাহ্মণগণ আপনারা আশ্বস্তচিত্তে অবস্থিতি করুন, পাদচারে গমনে প্রয়োজন নাই, আমার সহিত রথেই গমন ক'রবেন।

লক্ষ্মণ —প্রণমে চরণে দাস চির আজ্ঞাধীন—
বাসনা কিঞ্চিৎ নিবেদিতে রাজপদে।

রাম —প্রাণ দিয়া পূরাইব বাসনা তোমার—
 জীবন দোসর। কহ কি বাসনা তব ?
লক্ষ্মণ —চির পদাশ্রিত দাস চির আজ্ঞাবহ,
 এ দেহ ধারণ রাম তব কার্য্য হেতু
 কটাক্ষে সক্ষম দাস যে কার্য্য সাধিতে
 সে কার্য্যে প্রভুর সজ্জা —লজ্জা দেওয়া দাসে
 সবিনয়ে মাগি ভিক্ষা দেহ আজ্ঞা মোরে
 মুহূর্ত্তে বিনাশি দৈত্য ফিরিব সত্বরে
রাম —শুভক্ষণে বীরব্রতে দীক্ষিত লক্ষ্মণ
 অচলা বিজয়-লক্ষ্মী তার ভাগ্য পটে—
 অবাধে ত্রিলোক তার কর-তল-গত—
 হেন ভ্রাতা নেতা যার অরাতি বিগ্রহে।
 ত্রিলোক বিখ্যাত ভাই বাহুবল তব,
 বহু বর্ষ অনাহারে নিদ্রা পরিহরি
 লক্ষ লক্ষ রক্ষ রিপু নাশি রণাঙ্গণে
 বাসব-বিজেতা-জেতা যে বীর লক্ষ্মণ
 কি ছার লবণদৈত্য তুচ্ছ তার কাছে ?
 তথাপি দানব যুদ্ধে পাঠাইতে তোরে
 না চাহে পরাণ মোর, পরাণ পুত্তলি
 চিরদিন চীরবাস চির অনাহারে,
 অনেক যন্ত্রণা ভাই পেয়েছ কাননে
 শক্তিশেলে—মহীতলে মহীর বন্ধনে—
 নাগপাশে, যে যন্ত্রণা পেয়েছ লক্ষ্মণ।
 এখন বিদরে প্রাণ—হইলে স্মরণ।
 যদি ■ শেলের চিহ্ন হয়রে বিলীন,
 রামের হৃদয়ে শেল রবে চিরদিন।

তাই বলি থাক রাজ্যে ভ্রাতৃগণ সহ,
স্বয়ং সাজিব আমি দানব বিগ্রহে

ভরত —অলঙ্ঘ্য সাগর পারে রক্ষ রিপু মাঝে—
পেয়েছে অনেক দুঃখ লক্ষ্মণ সুমতি,
নহে যুক্তি প্রাণাধিকে পাঠাতে সমরে,
সার্থক হ'য়েছে দেহ রাম-কার্য্য সাধি
কিন্তু প্রভু চির খেদ দাসের অন্তরে
না সাধিনু রামকার্য্য,—বৃথা দেহ ধরি।

রাম —কে আছে তোমার সম সৌভ্রাতৃ বৎসল
প্রাণের প্রতিম ভাই আদর্শ মূরতি।
পিতৃ সত্যে বদ্ধ হয়ে বনবাসী আমি,
ভ্রাতৃ প্রেমে সন্ন্যাসী যে তুই রে ভরত।
কাননে বল্কল ধারী আমিও যেমন
ভবনে সন্ন্যাসী ভ ই তুমিও তেমতি।
রাজ পাটে স্থাপি মম পাদুকা যুগলে
অশ্রুধারে ধোয়াইয়া নিত্য পূজাকালে
কোথা রাম বলি কত করিতে রোদন
পাদুকা করিয়া রাজা শূন্য সিংহাসনে
গুণনিধি ভাই মম। প্রতিনিধি হ'য়ে
করিয়াছ রাজকার্য্য, সূর্য্যকুলমণি।
আত্মসুখ ত্যজে সদা পুত্র নির্ব্বিশেষে।
সদা বাঁধা রাম তেঁই তোর ভক্তিপাশে

শত্রুঘ্ন।—হয়েছেন ধন্য সবে ধরিত্রী মণ্ডলে,
সাধি দেব তব কার্য্য, সূর্য্যকুলমণি
শুভক্ষণে লক্ষ্মণেরে দিয়ে পদাশ্রয়
করিয়াছ ধন্য তারে গণ্য বীরকুলে

বহু বর্ষ অনাহারে বধি মেঘনাদে
লভেছে অনন্ত যশ অক্ষয় সুনাম
বাসব-বিজেতা-জেতা তোমার প্রসাদে।
রাম কার্য্যে শক্তিশেল ধরি বক্ষপাতি
ধরেছে পবিত্র চিহ্ন হৃদয় মাঝারে,
বীরের গৌরব চিহ্ন বীর বাঞ্ছনীয়
স্বার্থক জনম তাঁর সুমিত্রা উদরে—
সুমিত্র রূপেতে স্থান দিয়েছেন যারে—
ছায়াসম চিরদিন চরণ আশ্রয়ে
জগৎ আশ্রয় রাম, ধন্য সে লক্ষ্মণ
আমারও জনম ধন্য। সার্থক জীবন
রামদাস লক্ষ্মণের জন্ম যে জঠরে
আমারও জনম সেই পবিত্র উদরে।
তে কারণে এ জীবন ধন্য ব'লে মানি
কিন্তু প্রভু আছে কিছু দাসের প্রার্থনা।
নিবেদিতে রাজপদে,— সৎ কি অসৎ —
না জানি বিচার প্রভু, হ'লে অপরাধি—
ক'রিবেন ক্ষমা দাসে—চির ক্ষমাস্পদ
সৎ প্রভু কাছে ভৃত্য নিত্য অপরাধী

রাম —অচ্ছেদ্য প্রণয় পাশে বেঁধেছিস্ মোরে
চিরদিন বদ্ধ রাম তোদের নিকটে।
প্রাণাধিক বল বল কি বাসনা তব?
অপূর্ণ রবেনা সাধ রামের নিকটে

শত্রুঘ্ন।—দুর্ব্বার কর্ব্বুর কুল সংহারি সংগ্রামে
রাখিলে অক্ষয় কীর্ত্তি ধরিত্রী মণ্ডলে
তোমারি প্রসাদে ধন্য সৌমিত্রি কেশরী—

বিনাশি বিষম বৈরি বীর মেঘনাদে
বীরকুল বাঞ্ছনীয় বীরের ভূষণ—
জয়-লক্ষ যশ-রত্ন স্থির কীর্ত্তি আদি
বাহুবলে ক'রে নিজ কর-তলগত
করিয়াছেন সূর্য্যকুল উজ্জ্বল সগুণে
কিন্তু প্রভু যশ যদি সকলি লভিবে
না রাখিবে কিছু যদি এ দাসের তরে
কিসে পরিচিত তবে হব বীরমাঝে,
কেমনে লোকের কাছে দিব পরিচয় ?
রামের অনুজ বলি, সূর্য্য কুলোদ্ভব
কর পুটে তেঁই ভিক্ষা মাগি পদযুগে
দলিতে দানবদল দেহ আজ্ঞা দাসে

রাম —স্বয়ং সাজিতে রণে বাসনা যে মোর
জয়-লব্ধ-যশস্পৃহা নহে হেতু তার !
দানবের অত্যাচারে উৎপীড়িত সবে
ক্রিয়াহীন দ্বিজগণ যজ্ঞ বিঘ্ন হেতু
আতঙ্কে শরণাগত, সেই হেতু মম
সমর বাসনা ভাই চিন্তা-ক্লিষ্ট দেহে
সমর কুশল তুমি সুশিক্ষিত রণে—
জানি প্রাণাধিক আমি বাহুবল তব !
লক্ষণ অনুজ তুমি, লক্ষ্মণের সম—
রূপ গুণ বাহুবল সমর কৌশল—
কি ছার তোমার কাছে তুচ্ছ সে দানব
কিন্তু ভাই এক চিন্তা অন্তরে আমার
শুনিয়াছি শিব বরে বলী সে দানব
শিবদত্ত শূল সদা সহায় তাহার

তপ-লব্ধ দৈববলে দুর্দ্দম দানব
তেঁই তোরে পাঠাইতে নাহি সরে মন।
ননীর পুতলি তুই,—নয়নের মণি
সর্ব্বস্ব রতন তোরা সুমিত্রা মাতার,
প্রাণের সোদর মোর জীবন দোসর।
চিরদিন রাঘবের দুরদৃষ্ট বশে
বহু কষ্ট সহিয়াছে তোর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
জীবন সর্ব্বস্ব ভাই লক্ষ্মণ সুমতি।
বহু পুণ্যে অর্পিয়াছি মাতৃ স্বাপ্য ধন
মাতৃপদে—প্রাণাধিক লক্ষ্মণ রতনে.
তুমিও তেমতি, তেঁই না সরে বাসনা
হরিতে সে মাতৃধন, ভাগ্যহীন আমি

শত্রুঘ্ন।—(অধো বদন)

রাম —কেন কেন প্রাণাধিক বিষণ্ণ বদন
সমর বাসনা কিবে এত বলবতী?
আর না রোধিব তোর এ বাসনা স্রোত,
উচ্ছ্বলিত সিন্ধুবেগ কে পারে রোধিতে?

শত্রুঘ্ন —সত্য বটে যা কহিলে রঘুকুলমণি,
দুর্দ্দম সে সিন্ধুবেগ উচ্ছ্বলিত যবে।
কিন্তু প্রভু সিন্ধু বারি যতই উথলে—
যতই উঠয়ে ঊর্ম্মি হয় উচ্ছ্বলিত,
বেলাভুমি অতিক্রম নাহি করে কভু,
সমর-বাসনা স্রোত বহিছে হৃদয়ে
উছলিছে উৎসাহের ঘাত-প্রতিঘাতে
কিন্তু প্রভু! রাম-আজ্ঞা সিন্ধু বেলাভুমি
লঙ্ঘে কি শকতি? দাস চির পদানত

রাম — সমর বাসনা যদি এতই প্রবল,
যাও বৎস দ্বিজগণ সহ প্রাণাধিক ;
দানব সমরে আজ বরিণু তোমারে
ধর দ্বিজগণ, আজ তোমাদের করে
অর্পিলাম ভ্রাতৃ ধনে দানব নিগ্রহে

গীত

করোনা কাল হরণ, যাওরে গৌর বরণ,
করিলাম বরণ রণে তোমারে
মিটাও রণ প্রবৃত্তি, লাথ অতুল কীর্ত্তি
ধন্য আজ হও ধরিত্রী মাঝারে।
শুনেছি সে পামরে, নর কিন্নর অমরে,
সমরে সঙ্কা করে সকলে—
বধিলে সে দানবে, কীর্ত্তি কুসুম-সৌরভে
গৌরবে পূর্ণ রবে সংসারে

মৃত পুত্র কক্ষে লইয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর প্রবেশ

রাম —ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ　প্রাণাধিক ভ্রাতঃ। দেখ দেখ　অগ্রে একটি চীর-বাস পরিহিত শীর্ণকায় ব্রাহ্মণ, পশ্চাতে মলিনবেশা অবগুণ্ঠিতা একটি স্ত্রীলোক, কক্ষে একটি নিদ্রিত শিশু, অতি বিষন্ন ভাবে ধীরপদবিক্ষেপে এই দিকে আগমন করছেন, যাও লক্ষ্মণ তুমি অগ্রসর হয়ে ওঁদের সমাদরের সহিত সভায় লয়ে এস।

লক্ষ্মণ —(যে আজ্ঞে

[প্রস্থান

উভয়কে সঙ্গে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।

ব্রাহ্মণী —কৈ নাথ　আর কত দূর ? আর কত দূর গেলে রাম রাজার দেখা পাব ?

. ব্রাহ্মণ —প্রিয়ে আমরা রাম রাজার নিকটই এসেছি, ঐ দেখ আমাদের সম্মুখেই সেই চতুর্ম্মুখের আরাধ্য ধন দয়াল রাম দণ্ডায়মান একবার নয়ন ভরে ঐ শান্তিময়ের শান্তি-ময়ী-মূর্ত্তি দর্শন কর, ঐ রাম রাজার দয়া হ'লে সকল দুঃখের শান্তি হবে

রাম —(প্রণামান্তর) প্রভু রাম এরাজ্যের রাজা নয়, এ রাজ্যে ব্রাহ্মণগণই রাজা, রাম তাঁদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। এক্ষণে আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক কিজন্য আগমন আদেশ করুন, আমি ভৃত্যের কর্ত্তব্য ব্রত পালন করে কৃতার্থ হই, আপনার কোথায় বাস? ঐ অবগুণ্ঠিতা দেবী—আপনার সম্বোধন শ্রবণে সহধর্ম্মিণী বলেই অনুমিত হচ্ছে, উনিই বা কিজন্য রাজসভায় আগমন করেছেন, জানবার জন্য ইচ্ছা বড়ই বলবতী হয়েছে আর ঐ অঙ্কস্থিত শুষ্ক বালকটি—বোধ হয় আপনাদের গৃহ উজ্জ্বলকরা রত্ন

ব্রাহ্মণ —রামচন্দ্র হে আমার গৃহ নাই, পর্ণকুটীর মাত্র সম্বল. আর ঐ রত্নইটীই সেই পর্ণকুটীর উজ্জ্বল করেছিল মনে জান্‌তেম, যে রত্নটি বুঝি আমাদেরই, তাই এতদিন যত্নপূর্ব্বক বুকে করে রেখে ছিলাম, কিন্তু রত্ন যে আমাদের নয়, দুদিনের জন্য দিয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গেই কেড়ে নিয়ে, যেমন আঁধার কুটীর তেমনি আঁধার করবে তা অগ্রে জান্‌তেম না।

লক্ষ্মণ —কি কি। তবে কি ওটি মৃত পুত্র? কি হৃদয় বিদারক দৃশ্য ঠাকুর কি ব্যাধিতে বালকটির মৃত্যু হয়েছে?

ব্রাহ্মণ।—ব্যাধি—দারিদ্র্য, অন্নাভাবে মৃত্যু।

লক্ষ্মণ —আহা বড়ই দুঃখের কথা (স্বগতঃ) হাঃ মাতঃ অযোধ্যা লক্ষ্মি। তোমার বনবাসই অযোধ্যার সর্ব্বনাশের কারণ, লক্ষ্মী-হীন রাজ্য যে লক্ষ্মী ছাড়া হবে, অন্নাভাবে যে শত শত জীবন এইরূপে অকালে কালগ্রাসে পতিত হবে, এই তার প্রথম

সূত্রপাত, (প্রকাশ্যে) মহাশয় আপনি জ্ঞানবান, অবশ্যই জানেন যে, জীবের কাল পূর্ণ হলে কেউ তাকে রক্ষা ক'রতে সক্ষম হয় না এক্ষণে মৃতপুত্র বক্ষে ধারণ করে রাজসভায় আগমন কেন? হারান রত্ন আর কি পাবেন?

ব্রাহ্মণ —লক্ষ্মণ যে রত্ন হারিয়েছি তা আর পাব না, যে দীপ নির্ব্বাণ হয়েছে ত আর জ্বল্‌বে না, এখন ঐ আঁধারের দীপ নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে, এই তৈল বিহীন জীবন দীপের অন্তর্দাহেরও অবসান করতে যাচ্ছিলাম, এক মহাত্মা আমার সে সঙ্কল্পে বাধা দিয়ে, কতকগুলি সারগর্ভ উপদেশ প্রদানের পর বল্লেন, এখানে আত্মঘাতী হয়ে মহাপাপ সংগ্রহ করবে কেন? গঙ্গাজলে আত্ম হত্যা করলে কি, হারাণ রত্ন ফিরে পাবে? রাম রত্নাকরের কূলে যাও যদি হারাণ রত্ন পাও—উত্তম, নতুবা সেই রামপদ*মহাতীর্থে মৃত পুত্রের সদ্গতি ক'রে, পরে উভয়ে মিলে সেই পরম তীর্থে প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক পুত্র শোকানল নির্ব্বাণ ক'রবে, আমরা সেই মহাত্মার উপদেশেই এই মহাতীর্থের উদ্দেশে এসেছি, গুণনিধান রাম এখন যা হয় প্রতিবিধান কর।

লক্ষ্মণ —আপনারা পুত্র শোকে অত্যন্ত কাতর হয়েছেন ব'লে কোন কথা বল্‌তে সাহসী হচ্ছি না, অথচ যতক্ষণ পর্য্যন্ত বালকের শব দেহ স্থানান্তরিত না করবেন ততক্ষণ পুত্রহারা শোকাতুরা জননীর শোকের উচ্ছ্বাস বৃদ্ধিই হবে। তাই বলি, স্বহস্তে এর প্রতিবিধান করুন জাতি সত্ত্বে শব দেহ স্পর্শে অন্যের অনধি-কার, যদি স্বয়ং মৃতপুত্রের সৎকার্য্য ক'রতে সক্ষম হন, তা হ'লে শব দেহ গঙ্গাতীরে লয়ে চলুন।

ব্রাহ্মণ —হাঁ হে লক্ষ্মণ একি ছলন করছ না সত্য সত্যই তোমার ভ্রান্তি উপস্থিত হয়েছে তা তোমার ভ্রান্তি হওয়া অসম্ভব নয়, কারণ তুমি যে ঐ ভ্রান্তি হারীর সহচর,

দীপালোকে লোকে পথ দেখ্‌তে পায় সত্য, কিন্তু সেই দীপালোক যার হস্তে থাকে তার পথ দর্শনের পক্ষে বড়ই ব্যাঘাত ঘটে যদি পুত্রের পুনর্জীবনের আশা পরিত্যাগ করে সদ্গতির জন্য গঙ্গা তীরেই যেতে হয়, তবে আর অন্যত্রে লয়ে যেতে হবে কেন? আমিত সেই পতিত পাবনী গঙ্গার উৎপত্তি স্থানেই পুত্রের শব দেহ সমর্পণ করেছি শুদ্ধ পুত্রের সদ্গতি কেন? পুত্র কলত্রের সহিত একত্রে ঐ রামপদ পবিত্র তীর্থে প্রাণত্যাগপূর্ব্বক সকলের সদ্গতির উপায় কর্‌ব, গঙ্গা তীরে আর যেতে হবে কেন গয়া গঙ্গাদি সকল তীর্থের আধার রাম পদযুগল সম্মুখে থাক্‌তে আর অন্য তীর্থে যেতে বল কেন? রাম আর কত বঞ্চনা করবে? কাতর কিঙ্করের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত কর, আর করুণা দানে কৃপণতা কর্‌ছ কেন রাম।

গীত।

কিঙ্করে করুণা কর হে শঙ্কর সেবিত রাম
আর করুণা দানে ক'রনা দানে, কৃপণতা হে কৃপা-ধাম
আজ মৃত পুত্র লয়ে কোলে, এসেছি হে সঁপিতে পদকমলে,
যে হয় রাম কর হে গতি, তুমি হে গতি সদ্গতি,
(জীবের জীবন মুক্তি তোমার কৃপায়) (জানি ঐ পদ পতিতের উপায়)
(আমি শুনেছি হে কমল লোচন) (কর ঐ পদে অহল্যার মোচন)
ভক্তি হীনের ঐ পদ মুক্তিধাম (রামহে)
আজ বক্ষে লয়ে মৃত পুত্রে, কেন হে রাম যেতে বল জাহ্নবী ক্ষেত্রে,
মহাতীর্থ তেয়াগিয়ে, দাঁড়াব কোন্ তীর্থে গিয়ে,
(আর কোন্ তীর্থে লব শরণ) (ও রাম সর্ব্বতীর্থ তোমার চরণ)
(যে গঙ্গা জগতের গতি (জানি ঐ চরণে তাঁর উৎপত্তি)
আজ মূলতীর্থে পুত্রে সমর্পিলাম (রাম হে)

ব্রাহ্মণী।— কৈ নাথ এখনও আমার সোনার চাঁদকে

বাঁচাতে পারলে না ? আমরা প্রাণত্যাগে উদ্যত হ'লে এক মহাত্মা বলে ছিলেন যে রামের কাছে গেলে—দয়ার সাগর রামের দয় হলে, তোমাদের সোনার বাছা প্রাণ পাবে— সকল শোকের— সকল দুঃখের শান্তি হবে, তা কৈ হলো নাথ। দয়ার সাগর রামের ত দয় হলে না ? কাঙ্গালের কপাল দোষে কি সাগরও শুকিয়ে গেল।

ব্রাহ্মণ —না প্রিয়ে সাগর শুকায় নাই, তোমার অঞ্চলবদ্ধ মণী অন্বেষণের জন্য যে সাগর কূলে এসেছ। এ অতল স্থির সমুদ্র, একি শুকাবার সাগর ? এর নাম প্রশান্ত রাম-রত্নাকর এ সাগরের তলও নাই—তরঙ্গও নাই মগ্ন হতে না পারলেওত তল পাওয়া যায় না তা নিমগ্ন হতে পারলাম কৈ ? জল অপেক্ষা ভারের গুরুত্ব না থাকলেত সে পদার্থ নিমগ্ন হয় না। এ সাগরে নিমগ্ন হতে, যে গুরু-দত্ত গুরু পদার্থের গুরুত্বের প্রয়োজন, এ পাপ দেহে তা কৈ ? একে ত গুরুত্ব মাত্র নাই, তার উপর করী-ভুক্ত কপিত্থবৎ অন্তর্সার শূন্য হয়েছি এ দেহ নিমগ্ন হবে কেন ? ভেসে গিয়ে যে কূলে লাগ্‌ব তারও উপায় নাই এ স্থির সাগরে পড়ে জলও পেলাম না কূলও পেলাম না, যেখানে, পড়েছি সেই খানেই ভাস্‌ছি

ব্রাহ্মণী।—তবে কি আর কূল পাব না। কুলের তিলক কোলে করে অমন ধারা আর কতদিন অকূলে ভাস্‌তে হবে রাম অনুকূল কি হবে না কাঙ্গাল কাঙ্গালিনীর কোলের মাণিক কি আর ফিরে দেবে না ? যদি এমন ধারা দিয়ে নিধি হরে নেবে মনে ছিল, তবে কাঙ্গালের কুটীরে এমন রত্ন কেন দিয়েছিলে রাম

ব্রাহ্মণ তা সে জন্য আর আক্ষেপ কেন ? যার বস্তু সে যদি গ্রহণ করে তাতে দুঃখ কেন ? এক্ষণে এস উভয়ে

যোগ সনে বসে ঐ রাম পদ মহাতীর্থে প্রাণত্যাগ করে পুত্র শোকের শান্তি করি

(নারদের প্রবেশ)।

নারদ।—কে তুমি—রামপদ মহাতীর্থে প্রাণত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছ? দেখছি ব্রাহ্মণ, বাক্‌পটুতাতেও অজ্ঞান ব'লে বোধ হচ্ছে না। তবে এরূপ অবোধের ন্যায় আত্ম হত্যায় উদ্যত কেন রাম পদযে মহাতীর্থ এ যার জ্ঞান আছে, আত্মহত্যার পরিণাম কি তার জ্ঞান নাই? তীর্থে আত্মহত্যা করলে সদ্‌গতি লাভ হওয়া দূরে থাক্ বরং সেই আত্মঘাতীর পাপে তীর্থ ক্ষেত্র পর্য্যন্ত অপবিত্র হয়ে থাকে, কি আশ্চর্য্য কি ঘোর ভ্রান্তি

রাম।—আসুতে আজ্ঞা হক্। দাসের প্রণাম গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন

নারদ—তা বটে পাপীর নিকট নত মস্তক হয়ে অভয় প্রদান করাইত রামের কর্ত্তব্য কার্য্য। কারণ তোমার নামই ভূভার হারী। জগতের ভার হরণের জন্যই যখন তোমার অবতার গ্রহণ, তখন এ পাপাধম নারদের ভার ত নিতেই হবে তা অন্যের মস্তকের ভার নিজ মস্তকে গ্রহণ করতে হলেই কিঞ্চিৎ নত মস্তক হতে হয়, তাই বুঝি পাপাধম নারদের পাপ ভার গ্রহণের জন্যই নত মস্তক হচ্ছ রাম। তুমি যেমন প্রণামের ছলে আমার ভার গ্রহণ করলে, আমিও তেমনি তোমায় আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ ছলে আমার পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম আত্মকৃত কর্ম্মফল তোমাতেই অর্পণ করে এই প্রার্থনা করছি,যেন ভবে এসে ভূভার-হারীনামের গুণ প্রকাশ করতে ভুলনা।

লক্ষ্মণ—দেবর্ষি। দাস লক্ষ্মণ আপনাকে প্রণাম করছে

নারদ—কে লক্ষ্মণ তুমি আমাকে প্রণাম করছ. তা লক্ষ্মণের প্রণামের কারণও আমি বুঝেছি, লক্ষ্মণ না-কি স্বয়ং অনন্ত

দেবের তবভার ধর্‌তে শিরে ধরাই লক্ষণের কার্য্য লক্ষণ যে কি বস্তু, পাছে আমি না চিনতে পারি, তাই ধরায় শির স্পর্শন ছলে জানিয়ে দিচ্ছেন—"আমিই অনন্তরূপে সমস্তাকে শিরে ধারণ করে আছি অথচ জগতের ভার সমস্তকে স্বমস্তকে ধারণ করাই আমার কার্য্য। আমি বর্ত্তমানে পাপের ভার রামকে ন্যস্ত করতে হবে কেন, আমিই সে ভার গ্রহণে প্রস্তুত" লক্ষণ—এক প্রণামের ছলেই রামভক্তি এবং ভক্তানুরক্তি, সকলগুলিই ব্যক্ত করলেন ধন্য অনন্ত দেব তোমাদের অনন্ত লীলা সাগরের ক্ষুদ্রবিম্ব নারদ এ খেলার অন্ত কি বুঝ্‌বে? এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি রোরুদ্য মানা ব্রাহ্মণ পত্নী ধরালুণ্ঠিতা পুত্রশোকাতুর ব্রাহ্মণ প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত, এসব কি কাণ্ড?

রাম—প্রভুর অজানিত কিছুই নাই, মৃত পুত্রের পুনর্জীবন আশায় শোকাতুর ব্রাহ্মণ দম্পতি রাজসভায় উপস্থিত কিন্তু প্রভু। যে কার্য্য জীব মাত্রেরই সাধ্যাতীত, রামের এমন কি অমানুষীক দৈব শক্তি আছে যে সেই শক্তিবলে ব্রাহ্মণ কুমারকে পুনর্জীবিত ক'রবে

নারদ—কেন সে শক্তি নাই? একটি মৃত ব্রাহ্মণ কুমারের জীবন দান করা কি রামের পক্ষে অসম্ভব হলো? পদরজঃ দানে অহল্যার পাষাণ দেহ উদ্ধার ক'রতে পেরেছ, নাবিকের কাষ্ঠের নৌকা অষ্টাপদে পরিণত করতে পেরেছ, সিন্ধু সলিলে শীলা ভাসাতে পেরেছ, আর এই অকাল-মৃত ব্রাহ্মণ শিশুর জীবন দান ক'রতে পারবে না? তোমার জন্ম পরিগ্রহের পূর্ব্ব হতেই বিধি-বদ্ধ আছে যে, রামচন্দ্রের রাজত্ব কালে অনাবৃষ্টি—অন্নকষ্ট—তপ-বিঘ্ন—অকাল মৃত্যু প্রভৃতি কোন অনাময় সংঘটিত হবে না, আজ কি তোমা হতে সেই বিধিবাক্য মিথ্যা হবে? নিষ্কলঙ্ক সূর্য্যকুলের সহিত রাম নামে কলঙ্ক স্পর্শ করবে? তুমি প্রজারঞ্জন ব্রতে

দীক্ষিত হয়ে, সূর্য্যকুলের সহিত রামচরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখব ব'লে অপাপ স্পর্শিতা সীতা দেবীকে নির্ব্বাসিত করলে, কিন্তু সেই সীতা নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গেই কোশল সিংহাসনের অবনতি, ন্যায় শাসনের পক্ষেও পূর্ণ ব্যাঘাত সংঘটিত হয়েছে। আমি জানি পাপের অধিকার ভিন্ন রাম রাজ্যে অকাল মৃত্যু সংঘটিত হবে না, এক্ষণে কোথায় কিরূপে পাপের অধিকার হয়েছে অনুসন্ধান পূর্ব্বক প্রতিকার ক'রে, যাতে অনাথ ব্রাহ্মণ দম্পতির অন্ধকার হৃদয়ের ধ্রুব তারাটির পুনরুদয় হয়, যাতে অনাথ ব্রাহ্মণ শিশু প্রাণ পায়, তার উপায় কর আর বৃথা কাল হরণ ক'রো না।

গীত

কেন রাম বৃথা কালহরণ
কর তব অনিমিত্ত ঘটে কি কারণ,
জ্ঞান হয় রাম তব রাজ্যে ঘটেছে কি পাপাচরণ
ত্বরিতে হে গুণনিধান, ক'রে পাপের প্রতিবিধান,
কর পুত্রের জীবন প্রদান, দ্বিজের শোক কর নিবারণ।
কালের অধিকার অকালে, হবেনা রাম রাজ্যকালে, জানে সকলে,—
তোমা হ'তে আজ অবধি, মিথ্যা হবে বিধির বিধি,
রামরাজ্যে গুণনিধি, ঘটে যদি অকাল মরণ

রাম —প্রভু আপনি জগজ্জনের উপদেষ্টা। জগজ্জনকে জ্ঞান দান ক'রে নারদ নামের স্বার্থকত্ব সাধন করেছেন। এক্ষণে আদেশ করুন—যাতে ব্রাহ্মণপুত্র পুনর্জ্জীবিত হয় তার উপায় বলুন, আমি অবিচার্য রূপে সে কার্য্য সাধন করব।

নারদ —রামচন্দ্র অন্য কিছুই নয়, তোমার অধিকার কালে জীবের অকাল মৃত্যু হবে না এইটিই স্থির বাক্য কিন্তু উপস্থিত ঘটনা দৃষ্টে নিশ্চয় বোধ হচ্ছে কোনস্থানে কোনরূপ পাপাচার সংঘটিত হয়েছে। এক্ষণে স্বয়ং সশস্ত্রে তার অন্বেষণার্থ বহির্গত হও।

তোমার প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত, মৃত ব্রাহ্মণকুমারকে তৈলপূর্ণ কটাহে রক্ষা কর হ'ক লক্ষ্মণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আজ দিবসত্রয় উপবাসী। ওদের অন্তঃপুর মধ্যে লয়ে যাও যাও মা। পতি সঙ্গে অন্তঃপুরে যাও, এক্ষণে আমিও চল্লেম, আবার যথাসময়ে এসে সাক্ষাৎ ক'রব। রামচন্দ্র। আর বিলম্ব কেন, কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে প্রস্তুত হও, (স্বগতঃ) সম্বুক নামক শূদ্র ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তির বাসনায় ঘোরতর তপানুষ্ঠান ক'র্‌ছে, তার তপঃপ্রভাবে ইন্দ্রাদি সকলেই ত্রাসিত হ'য়ে উঠেছে ব্রাহ্মণের আচরিত তপাচার শূদ্রের দ্বারা'য় সম্পাদিত হচ্ছে, সেই জন্যই দ্বিজ পুত্রের অকাল মৃত্যু। সেই শাপভ্রষ্ট শূদ্র তাপস রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হ'য়ে স্বদেহ লাভ ক'র্‌বে, বাসবও ইন্দ্রত্ব-চ্যুতির আশঙ্কা হ'তে নিশ্চিন্ত হবে, আর এ সব আয়োজনও সেইজন্য এক্ষণে রামচন্দ্রও তার প্রতিবিধানে গমন করুন, আমিও একবার মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে গমন করি। শুন্‌লাম তথায় সীতাদেবী শুভক্ষণে দুটি যমজ সন্তান প্রসব ক'রেছেন ভাল, রামদর্শন ত হ'ল, একবার যুগল রামাত্মজ দর্শন ক'রে নয়ন যুগল সার্থক ক'রে যাই।

[প্রস্থান।

রাম —ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ। লবণদৈত্য বিনাশের জন্য যুদ্ধযাত্রা কালে শত্রুঘ্ন যে সকল সৈন্য সঙ্গে ল'যে গিয়েছে, তাদের প্রত্যাগমনের এখনও বিলম্ব আছে, সুতরাং অবশিষ্ট সৈন্যাদি সহ সর্ব্বদিকে সমদৃষ্টি রেখে সতর্কতার সহিত রাজ্যরক্ষা ক'র, আর আমার প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত, দেবর্ষির আদেশ মত শবদেহ তৈলপূর্ণ কটাহ মধ্যে রক্ষা ক'রে সর্ব্বদা স্বয়ং তার তত্ত্বগ্রহণ ক'র্‌বে। সুমন্ত্র। আমার বর্ম্ম, চর্ম্ম অসি, ধনু, সমস্ত রথে সজ্জিত কর, আমি এখনি পাপাচরণের অনুশরণের জন্য বহির্গত হব, যাও—শীঘ্র প্রস্তুত হও। আর বিলম্ব ক'র না। ভ্রাতঃ

লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ! সর্ব্বদা সসৈন্যে সতর্ক থাকবে, সাবধান ! !
আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

গীত।

রবে সবে সতর্ক সতত সসৈন্যে।
পাপী অন্বেষণ তরে, ভ্রমিব সর্ব্বত্র রে,
নগরে, চত্বরে, কান্তারে, প্রান্তরে, ভূধরে, ভূগর্ভে, অরণ্যে।
নিত্য নিত্য সবে ভৃত্যগণ সনে,
মৃত্যু-দেহের তত্ত্ব লবে সদা সাবধানে,
দেখ যেন অপরে সে, মৃতদেহ না পরশে,
না প্রবেশে পুরে যেন অন্যে

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—গঙ্গাতীর

সীতা

সীতা—না আর না, আর এ প্রাণ রাখ্‌ব না, যে পাপের আশঙ্কায় এতদিন যাতনাময় জীবন রেখেছিলাম, এখন ত সে পাপের ভয় গিয়েছে এতদিন পিতা বাল্মীকির উপদেশে প্রাণকে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে রেখেছিলাম, প্রাণের কষ্ট প্রাণে চেপে রেখে অনেক সময় অন্য চিন্তায় ভুলে থাকতে পারতেম, কিন্তু আর ত তাও পারি না অভিন্ন পিতৃ মূর্ত্তি বাছাদের নীল-পদ্ম তুল্য প্রফুল্ল মুখ দুটি দেখ্‌লে আমার যে, মনের আগুন দ্বিগুণ হ'য়ে জ্বলে উঠে যেদিন বাছারা আমার ভুমিষ্ঠ হলো, শুনলাম সেই দিনে দেবর শত্রুঘ্ন, লবণ দৈত্য বিনাশের জন্য মথুরা যাত্রা করেন দিবা অবসান হওয়াতে আমাদের তপোবনে রাত্রি যাপন ক'রেছিলেন, পিতা বাল্মীকির নিকট বাছাদের ভুমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদও শুনেছিলেন, কিন্তু পাছে রামের বিরাগভাজন হ'তে

হয়, সেই ভয়ে একবার দেখে যেতেও পারেন নাই আহা যে রঘু-কুলের একটি দাস দাসীর পুত্র সন্তান হ'লে, আনন্দ উৎসবের সীমা থাকে না, আজ সেই রঘু-কুলের কুলতিলক যুগল কুশ-শয্যায় প'ড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। যাদের নামকরণ উৎসবে জগৎ আনন্দিত হবে, আজ কি না বনবাসী ঋষি তপস্বিগণের মত তাদের নামকরণ সমাধা হলো। বাছাদের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পিতা বাল্মীকি কুশ-মুষ্টির অগ্রভাগ দ্বারা শান্তি-জল প্রদান ক'রেছিলেন ব'লে কনিষ্ঠের নাম "কুশী" আর মূল ভাগের দ্বারা শান্তিজল প্রদান ক'রেছিলেন ব'লে জ্যেষ্ঠের 'লব" নাম রক্ষা ক'রেছেন। বাছারা আমার, পিতা বাল্মীকির যেন কত আদরের ধন। তাঁর তপব্রত এক দিকে, আর বাছাদের লালন পালন এক দিকে। আর আমি বাছাদের জন্য চিন্তা করিনে, যদি তা'দের সতী গর্ভে জন্ম হ'য়ে থাকে, যদি ঋষি-বাক্য মিথ্যা না হয়, তাহ'লে ভগবান তাদের মঙ্গল কর্‌বেন এখন আর কেন এ রামত্যজ্য দেহ-ভার বহন ক'রে বসুন্ধরাকে ভারাক্রান্তা করি। এই ত সম্মুখেই সেই পাপ তাপ-নাশিনী পতিতপাবনী গঙ্গা, যার নামে জীবের সকল পাপ তাপের শান্তি হয়, সেই শান্তিময়ীর কূলে এসে আর শান্তি লাভের জন্য চিন্তা করি কেন? ওম জগজ্জননী জাহ্নবি! বড় যাতনায় জ্ব'লে জন্মদুঃখিনী জানকী তোর পবিত্র জলে জীবন জুড়াতে এসেছে মাগো। পাতকিনী ব'লে কেউ দয়া ক'র্‌লে না, কলুষিতা ব'লে হতভাগিনী সীতাকে কেউ স্থান দিলে না, তাই মা। অবশেষে তোর কূলে এসে শরণ লয়েছি তুই যে মা পতিতের গতি, পাতকির আশ্রয় পতিতপাবনী গো। পতি-পরিত্যজ্যা পতিতা সীতা আজ তোর পাদপদ্মে পতিতা, গঙ্গে গো। একবার কৃপাপাঙ্গে চেয়ে এই পতিতা সীতাকে তোর পবিত্র তরঙ্গে স্থান দে।

গীত।

চাও মা করুণ অপাঙ্গে

বড় দুঃখে তাপে জ্বলে, (মাগো) এসেছি বিমলে,
জুড়াতে ষ'তন' ভব তরঙ্গে
ওমা মাধবমোহিনী, মকরবাহিনী
শিব সোহাগিনী রঙ্গে
শিব স্তবত রঙ্গিনী, সুর তরঙ্গিনী
ত্রাহিমে জননী জাহ্নবী গঙ্গে
জানি ব্রহ্ম শাপোদ্ধার, হেতু ম তোমার,
মিলন সাগর সঙ্গে
আজ পতি ব্রহ্মরূপ, দাসীরে বিরূপ,
উদ্ধার জননী কৃপা ভ্রূভঙ্গে
ছিল লিপি ভাগ্যপটে, তাই অকপটে,
রটে কলঙ্ক বৈরঙ্গে
হলেম কুলটা সমা যে, পতিতা সমাজে,
তাই ত্যজে সব অন্তরঙ্গে
আমার যে দুঃখে অন্তর রহে নিরন্তর,
যে অনল জ্বলিছে অঙ্গে
আমার সে মরমের ব্যথা বুঝিবে কে কোথা
দুঃখের কথা আর কব কার সঙ্গে
তুমি অনন্তরূপিনী, অন্তর যামিনী
শুনি পুরাণ প্রসঙ্গে
অন্তে পদ-কোকনদে, দিও স্থান সারদে,
ভীত ভূষণ মানস-ভৃঙ্গে

(গঙ্গা ও মুরলার প্রবেশ।)

গঙ্গা —সখিরে সহসা আজ একি ভাবান্তর .
তীরভূমি আলোকিত, প্রাণ মন পুলকিত
কেন প্রেমানন্দে আজ পূরিল অন্তর ?

মুরলা।—কি হেতু কি ঘটে কোথা কহিব কেমনে।
তব ব্যাপ্তি চরাচর, কিবা তব অগোচর,
অন্তর যামিনী তুমি কিনা জান মনে?

গঙ্গা —তবে সখি চল দেখি যাই দুই জনে,
পুলকে পূরিল হিয়া কি কারণে দেখি গিয়া,
তীর-ভূমি আলোকিত কিসের কারণে?

মুরলা।—কে তব বোধিবে গতি গতি-বিধায়িনি।
চল হর-মন রমা, পদাশ্রিতা ছায়া সমা,
আছে ত এ দাসী তব সতত সঙ্গিনী

(গমন পূর্ব্বক)

গঙ্গা —মরি মরি মরি, কিরূপ মাধুরী, দেখ সহচরি,
দেখলো ত্বরায়।

মুরলা —ত্যজি মেঘমালা, বুঝি বা চপলা, হয়ে অচঞ্চলা,
লুটায় ধরায়॥

গঙ্গা —ত নয় তা নয় সখি। তা নয় তা নয়,
কুল আলোকিত যাঁর রূপের আলোকে
প্রেমানন্দে প্রাণমন পূরিল পুলকে
ঐ রূপ একদিন দেখেছি গোলোকে
পলকের তরে আসি ভূলোকে উদয়।

মুরলা।—তবে কি ও মেঘচ্যুতা ক্ষণপ্রভা নয়?

গঙ্গা —ক্ষণপ্রভা এত প্রভা পাবে মা কোথায়?
সামান্য জলদ কোলে খেলে যে দামিনী,
ও নয় সে ক্ষণপ্রভা জলধি কামিনী।
রাম-জলধর বামে, খেলিত অযোধ্যা ধামে,
সেই মেঘচ্যুতা ঐ সীতা-সৌদামিনী।

মুরলা।—জনকের যজ্ঞ-ভূমে জনম হইতে,

বাল্মীকির তপাশ্রমে বনবাসাবধি—
শুনেছি মা জানকীর জীবনী যতেক।
তাঁর আগমনে তব তীর আলোকিত
অবশ্য সম্ভবে তাঁর রূপের আলোক
অলোক-সামান্যা সীতা ত্রিলোক সুন্দরী।
কিন্তু দেখি কতরূপ, তার আলোকে ত
প্রগানন্দে পুলকিত হয়না পরাণ
তাই মা সুধাই তোরে সুধাংশু বদনি
কি সুবাদ সীতা সহ সুর-তরঙ্গিণী ?

গঙ্গা —হের সখি। শোক মোহে হইয়া মূৰ্চ্ছিতা
চৈতন্য বিহীন সীতা চৈতন্যদায়িনী
চেতন করিয়া মাকে ল'য়ে চল গৃহে
পাবে পরিচয় পরে পরাণ সজনি।
(সীতার পদধারণ পূর্ব্বক)
অনন্ত সমাধি যোগে যে পদ আরাধে
বিরিঞ্চি বাসব, সাধে শঙ্কর শ্মশানে,
নাহি জানি পূর্ব্বার্জ্জিত কি সাধন ফলে
পাইলাম অবাধে সে অতুল চরণ
এত দিনে জাহ্নবীর ধন্য এ জীবন
উঠ মা গোলোক লক্ষ্মি। ত্রিলোক-পালিকে
ভুলেছ কি সব হ'য়ে ভুলোকবাসিনী ?
অকুলে লভিতে কূল আকুল হৃদয়ে
কার কুলে এসেছ মা কুলকুণ্ডলিনী ?

সীতা।—কে তুমি মা বন মাঝে কোন মহাদেবী ?
পতিত্যজ্যা পাপিনীরে দেমা পদধূলি।
(পদধূলি গ্রহণোদ্যত)

গঙ্গা ।—কিকর করুণাময়ী কল্যাণদায়িনি
তক'বে অকল্যাণ ক'র না দাসীর
কাষ্ঠ-তরি অষ্টাপদ, পাষাণ মানবী,
পতিত পাবনি ! যার চরণ পরশে
ভাসে শিলা সিন্ধুজলে যে রামের নামে,
তার জায়া তুমি, সীতে ! জগৎজননী !
কে তারে বিতরে পদ, অযোনি-সম্ভবা !
পদ্মযোনি পদ যাঁর ভাবে নিরন্তর

সীতা ।—কে তুমি মা নারী আমি নারিনু চিনিতে,
ক'রোনা বঞ্চনা কহ করুণা বিতরি,
সহজে অবলা আমি অবোধ মানবী,
মানব-ললনা সহ ছলনা কি সাজে ?
দেব-বালা তুমি সতি ! কহ সত্য করি
কোন মহাদেবী তুমি দয়ার প্রতিমা ?

গঙ্গা ।—তোর কাছে নহি দেবী, দাসী আমি তোর,
কৃপায় দিয়েছ স্থান ও রাঙ্গা চরণে
দাসী ব'লে, তেই সবে বলে মহাদেবী,—
হরিপদে জন্ম মোর বাস ব্রহ্মলোকে,
স্বর্গে মন্দাকিনী নাম, মর্ত্ত্যে ভাগিরথি,
ভোগবতী নাম মোর রসাতল পুরে,
ত্রিলোকে ত্রিবিধ নাম মা তব দাসীর ।

সীতা ।—কে মা গঙ্গে !—
গতি-বিধায়িনী গঙ্গে ! হ'য়েছে কি দয়া ?
না থাকিলে এত দয়া পতিতের প্রতি,
পতিতপাবনী কেন বলিবে ত্রিলোকে ?
শুভক্ষণে ধ'রেছ মা দয়াময়ী নাম

শুনেছি মা ব্রহ্মশাপ উদ্ধারের হেতু
এসেছ ভূলোক মাঝে ত্রিলোকপাবনি।
বিরূপ দাসীর প্রতি পতি ব্রহ্মরূপ
ভাগ্য দোষে পতি-কোপে পতিতা অভাগা,
তেঁই মা শরণ তোর ল'য়েছি চরণে
পতি-কোপে উদ্ধার মা পতিতপাবনী
গঙ্গা —একি লীলা লীলাময়ি! কেন এ ছলনা?
তুমিই দিয়েছ পাপী উদ্ধারের ভার
স্বগুণে করুণাময়ী, তোমারি প্রসাদে
পতিতপাবনী দাসী বিদিতা ত্রিলোকে
পতির চরণে তব জনম আমার
হরিপদ-বিহারিণী নাম সে কারণে,
তনয়া তোমার দাসী খ্যাত চরাচরে
দগ্ধা কন্যা ব'লে মনে পড়ে নাকি সতি।
সে সব কি ভুলেছ মা কেশব বাসনা?
সগর-সন্তানগণে উদ্ধারের ছলে,
যে অবধি পাঠাইলে মর্ত্ত্যে এ দাসীরে,
তদবধি মাতৃপদ-সেবায় বঞ্চিত
দাসী তব, তেঁই এবে বড় সাধ মনে
সযতনে রাখি তোরে নিজ নিকেতনে
পুলকে পূজিয়ে পদ পুরাব বাসনা।
দাসীর ভবনে এবে চল দয়াময়ী।

(গীত)

চল চলমা, ও রাম মনোরমা চল মা দাসীর ভবনে।
কেন দেখি মা অধীরা (সভয়ে কেন এমন ধারা
বহে ধারা মা তোর দু'নয়নে (ধরা ভাসাইয়ে)

গ্লানি শোকে তাপে জ্বলে, মায়ের কোলে গেলে
সকল জ্বালা ভুলে যায় মা সবে ; বুঝি তাই দিবানিশিতে,
(শীতে গো) (শোক তাপের জ্বালা ভুলবি ব'লে)
(মায়ের কোল বড় শীতল বলে) সদাই ধরায় শুতে,
ধরায়তে তোর সাধ মা মনে । (ও ধরা নন্দিনী)
(বুঝি বলিছ মা) (মায়ের বুকে শুয়ে দুঃখের কথা)
(বুঝি বলিছ মা) মাগো মা বৈ কন্যার বেদন অন্যে কে শুনে ।
মাগো মায়ের কোলে ব'সে, আছেত বাব মাস,
দুদিন না হয় গেলি কন্যাব বাসে , (দাসী তনয়া তোমার)
(ও রাম-মনোরমা তাকি ভুলেছ মা)
আমার উৎপত্তি যে মা তোর পতির চরণে ।
(ও পতিতপাবনি । (তাকি ভুলেছ মা)
(তাইতে সবে বলে) (হরিপদ বিহারিণী আমায় সবে বলে)
ওমা জনম হ'তে যে, দুঃখিনীরে তাজে,
ব্রহ্মলোকে রেখেছিলে ;
পরে মর্ত্যপুরে, পাঠালে দাসীরে,
সাগর-কুল উদ্ধারের ছলে । (আর ত নিলিনে মা)
(দয়া কন্যা বলে কোলে আরত নিলিনে মা)
আছে বড় সাধ অন্তরে, লয়ে যাব তোরে,
বাঁধিয়ে ভকতি পাশে ;
তাইতে এসেছি মা নিতে, চল ত্বরাম্বিতে,
দুঃখিনী তনয়ার বাসে (আরত ছাড়বনা মা)
(আরত চরণ ছাড়বনা)
(তোরে মাথায় ক'রে ল'য়ে যাব চরণ ছাড়বনা মা)
যদি মাতৃ পূজার সুদিন পেলাম এতদিনে

সীতা —বড়ই জ্বালায় জলে এসেছি জাহ্নবী
জুড়াতে যাতনা জলে, যাব সঙ্গে তোর,

কুমার যুগলে মোর পালিবেন পিতা
বাল্মীকি, স্নেহময় জনকের মত।
একটি বাসনা মোর পূবাস্ জাহ্নবী
মাঝে মাঝে দেখাস্ মা বাছাদের মুখ

গঙ্গা।—কেন চিন্তা কর সতি কুমার যুগলে
যাচিয়া লইয়া যাব মুনীর নিকটে,
দয়ার সাগর ঋষি দিবেন ছাড়িয়া
ভ্রাতৃদ্বয়ে, সযতনে পালি ভ্রাতৃস্নেহে
শিখাব বিবিধ অস্ত্র সমর-কৌশল,
সুদুর্ল্লভ যাহা সতি। মহারথি কুলে।
মাতৃ অঙ্কে তপোবনে তরঙ্গিনী বুকে
যখন যেখানে সাধ খেলিবে দুজনে,
তুমিও খেলিবে মাগো যখন বাসনা,
থাকিবে মুরলা সখি সঙ্গিনী তোমার
দাসীও আসিবে সঙ্গে পদছায়া সম।
দেখাইব তপবন মুনী ঋষিগণে,
দেখাব তাপস তরু আশ্রম কুটীর
সাজে যথা মুনীবালা ফুল্ল ফুল সাজে
আশ্রম পাদপ মূলে দেখাব যতনে,
মৃগশিশু সহ সুখে বাঘিনীর খেলা।
সকলি দেখিবে তুমি, মম মন্ত্র বলে
তব অঙ্গ কেহ সতি না পাবে দেখিতে
চল লো মুরলে। মাকে রাখিয়া যতনে
যাচিবারে যাই মার কুমার যুগলে।

সীতা।—সকলি সম্ভবে তোবে শম্ভু-সিমন্তিনী,
সকলি দেখিতে পাব তোমার কল্যাণে

কিন্তু আর এজনমে—অভাগিনী আমি
পাবনা দেখিতে সেই রাতুল চরণ
সীতা-সরোজের রবি অতুল জগতে
গঙ্গা ।—অচিরে পূরিবে সাধ, ত্যজ চিন্তা সতি ।
তাপস সংহার হেতু রঘুকুল-রবি
পিতা মোর, আসিবেন যবে এ কাননে,
সঙ্গে ক'রে সেই দিন আনিব মা তোরে
দেখিবে পতির পদ পতিত পাবনি ।
একাসনে রাম সনে বসায়ে তোমায়,
মাতৃপদ পিতৃপদ যত্নে পূজা করি
হেরিব যুগল রূপ নয়ন ভরিয়া,
ধন্য হবে জাহ্নবীর জন্ম সেই দিনে
সীতা ।—আতঙ্কে কাঁপিল প্রাণ । কি কহিলি সতি ।
তাপস সংহার হেতু আসিবেন নাথ ?
দয়ার সাগর তিনি সদা শান্তিপ্রিয়
হেন নাথ রত আজ তাপস নিধনে ?
শুনে যে শিহরে অঙ্গ, অসম্ভব কথা
বিশেষ বারতা সতি । কহ সত্য করি
গঙ্গা —আচরে দুষ্কর তপ ঘোর বনাশ্রমে
সম্বুক নামেতে শূদ্র ইন্দ্রত্ব প্রয়াসি
সে কারণে রাম রাজ্যে দ্বিজ পুত্র হত
অকালে কালের গ্রাসে পাপাচার হেতু
পতি তব ব্রতী এবে প্রতিকারে তার
নিত্য সত্যপ্রিয় রাম ভ্রমিছেন সদা
পাপীর সন্ধান হেতু নির্ভীক হৃদয়ে,
সতত সশস্ত্র পাণি, বন-বনান্তরে

সীতা।—দ্বিজ আচরিত তপ আচরয়ে পাপী
বিজন বিপিন মাঝে　কেমনে মা তবে
পাবেন সন্ধান তার রঘুকুল-মণি ?
না জানি কতই কষ্ট পাবেন কাননে
গঙ্গা।—বৃথা চিন্তা ত্যজ সতি অচিন্ত্যরূপিণী
পদ্মা সহ রাখি তোরে যতনে ভবনে,
যথা কালে যাব আমি উড়ি শূন্য পথে—
আপন বিস্মৃত রামে কহিতে বারতা,
ঊর্দ্ধপদে অধঃশিরে অগ্নি রাশি মাঝে—
তাপস সম্বুক শূদ্র যথা মগ্ন তপে
তোমার কৃপায় সতি　অজানিত কিবা ?
কহিব পশিয়ে তব দৈববাণীচ্ছলে,
চিন্তা পরিহরি এবে চল দয়াময়ি
[সীতা গঙ্গা ও মুরলার প্রস্থান

(রামচন্দ্রের প্রবেশ)

রাম —সাগর-সৈকত, শৈল, ভূগর্ভ ভূধর—
জন স্থান, পান্থশালা প্রাগ্ভার প্রান্তর
পাঁতি পাঁতি অন্বেষিনু অবনীমণ্ডল,
না পাইনু কোন স্থানে পাপীর সন্ধান।
যথা যাই তথা নাই অন্য আলাপন,
বাক্যচ্ছলে—উপহাসে—বিষাদে—হরিষে'
বালক, বণিতা, বৃদ্ধ, যুবকমণ্ডলে
কেবল জল্পনা মাত্র রামের দুর্নাম
"ন্যায়-যুক্তিহীন রাম নির্দ্দয় পাষাণ
তারি পাপে ঘটে রাজ্যে ঘোর অমঙ্গল
তা'রি দোষে—তা'রি পাপে রাজলক্ষ্মী সমা—

অপাপ স্পর্শিতা সীতে কানন-বাসিনী।"
মনে হয় আরও কত কঠোর দুর্নাম
হ'তেছে জল্পনা রাজ্যে নগরে প্রান্তরে।
পঞ্চ মাস গর্ভবতী সরলা সীতারে
অবাধে দিয়েছে বনে যে রাম নির্দ্দয়,
তার সম মহাপাপী কে আছে ত্রিলোকে
মম পাপে ঘটে রাজ্যে এত অমঙ্গল।
রাম সম মহাপাপী থাকিতে জীবিত
বৃথা কেন করি অন্য পাপীর সন্ধান,
এ পাপ জীবন দানে করিব এখনি—
জীবিত অকাল মৃত ব্রাহ্মণ কুমারে।
আত্মহত্যা মহাপাপ ভাবুক অপরে
পাপে সঙ্কোচিত যারা—ধার্ম্মিক সুধীর,
অকাতরে অবাধে যে নির্দ্দয় রাক্ষস,
গর্ভবতী দয়িতারে দিয়ে বনবাসে,
অনায়াসে বিনাশে সে আত্মজাত ধনে
করে ভীত সে চণ্ডাল আত্মহত্যা পাপে?

(দৈববাণী)

জ্বালিয়া অগ্নিরাশি রে, ঊর্দ্ধপদে অধোশিরে
করে তপ শূদ্র তপোধন
যাও রাম চিন্তা ত্যজে, নৈমিষ অরণ্য মাঝে
ত্বরা কর তাপস নিধন

রাম।—কি, নৈমিষারণ্য মধ্যে ঊর্দ্ধপদে অধঃমস্তকে প্রজ্বলিত অগ্নিরাশির মধ্যে শূদ্রতাপস তপে মগ্ন যাই—যাই নৈমিষারণ্যে।

নিষ্কোসিত অসি হস্তে প্রস্থান

—❀—

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—অযোধ্যা—রাজসভা।

বশিষ্ঠ।—কৈ এখন পর্য্যন্তত রামচন্দ্র প্রত্যাগত হলেন না। পুত্র শোকাতুর ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকেই বা আর এমন ক'রে কতদিন প্রবোধ দিয়ে রাখ্‌ব। আর ত কোনরূপেই সান্ত্বনা কর্‌তে পারি না, উভয়েরই আহার নিদ্রা নাই, নিয়তই কেবল তৈল কটাহস্থ শব দেহের নিকট বসে অবিরল ধারে অশ্রু-বিসর্জ্জন ক'র্‌ছে, রামচন্দ্রের বন-গমনের পর মহারাজ দশরথ পুত্র-শোকে প্রাণ পরিত্যাগ ক'রলে, তাঁর শবদেহ তৈল কটাহ মধ্যে রক্ষা করা হ'য়েছিল, পরে ভরত মাতুলালয় হ'তে এসে তাঁর সৎকার্য্য সাধন করেন আবার এই অকাল মৃত ব্রাহ্মণ কুমারের শবদেহ তৈলকটাহ মধ্যে রক্ষা করা হ'য়েছে, এখন রামচন্দ্র এসে জীবিত কর্‌বেন কি সৎকার্য্য সাধন কর্‌বেন তাত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে, দেবর্ষি নারদের বাক্য কি মিথ্যা হ'বে? ভাল একবার ধ্যানস্থ হয়েই দেখি (ধ্যানস্থ) এই ত রামচন্দ্র শূদ্র তাপসের অনুসন্ধান ক'রে তার বধ সাধনে অগ্রসর হ'য়েছেন,

অদ্যই ত ব্রহ্মণ কুমার পুনর্জীবিত হ'বে। এক্ষণে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে তৈল কটাহস্থ শবদেহ সহ সভায় আনায়ন করাই কর্ত্তব্য, তাঁদের চক্ষের উপর সর্ব্বসমক্ষে মৃত পুত্র জীবন লাভ করুক আর সভাস্থ সকলেই রামের অলৌকিক কার্য্য দর্শন ক'রে প্রেমানন্দে জয় রাম জয় রাম ধ্বনিতে নগর প্রতিধ্বনিত করুক (লক্ষ্মণের প্রতি) কুমার লক্ষ্মণ শীঘ্র পুত্রশোক-সন্তাপিত ব্রাহ্মণ দম্পতিকে মৃত পুত্র সহ সভায় আন্তে অনুমতি প্রদান কর, অদ্যই ব্রাহ্মণ কুমার পুনর্জ্জীবিত হবে.

লক্ষ্মণ —প্রভু! ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কি আর সুস্থির আছেন? আপনার সভায় আগমন শ্রবণ মাত্রেই ব্যস্তভাবে এই দিকেই আগমন ক'রছেন, এক্ষণে শব দেহ কি অস্ত্রের দ্বারায় আনায়ন করা হবে?

বশিষ্ঠ।—না, জীবিত না হওয়া পর্য্যন্ত অস্ত্রে স্পর্শ করার প্রয়োজন নাই, ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী উভয়ের যে কেহ হ'ক মৃত পুত্রকে সভায় আনয়ন করুক

লক্ষ্মণ। যে আজ্ঞে

[প্রস্থান।

(মৃতপুত্র বক্ষে তারাবতী ও দশাশ্বমেধর সহ লক্ষ্মণের পুনঃ প্রবেশ)

তারা —ঠাকুর আর কতদিন এমন ধারা কাঁদিতে হবে? আর কতদিন এমন ধারা আশা দিয়ে জীবিত রাখ্‌বেন? রামচন্দ্রের আসার আশায় এ জীর্ণ দেহে আর কত দিন প্রাণ থাকৃবে? রামের কি দয়া হলো না?

দশাশ্ব —প্রিয়ে সকল কুলই হারালাম। এক মহাত্মার উপদেশে এখানে এসেছিলাম, তিনি ব'লেছিলেন "রামচন্দ্রের কাছে যাও, রামের কৃপায় উপায় হয় উত্তম, নতুবা উভয়ে তাঁর

অভয় পদে প্রাণত্যাগ ক'র্‌বে" এই ব'লে গঙ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগে, বাধ দিয়েছিলেন, তাহ'লো। মৃত পুত্রের উপায় ত যথেষ্টই হ'লো, লাভে হ'তে গঙ্গাও হারালাম—রামপদ তীর্থেও বঞ্চিত হ'লাম। এখন এস। রামকে ত হারায়েছি, এখন নামকে সম্বল ক'রে জয় রাম জয় রাম ব'লে সরযূ জলে যাতনাময় জীবনের শেষ করি।

লক্ষ্মণ —মহাশয় আর শোকে অধৈর্য্য হ'বেন না, একবার আপনার মৃত পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, শরীরের লাবণ্য কিছুমাত্র হ্রাস হওয়া দূরে থাক, বরং জীবিত দেহের লক্ষণ সকলই ক্রমে প্রকাশ হচ্ছে

বশিষ্ঠ।—মা আর অশ্রুবর্ষণ ক'রে পুত্রের অকল্যাণ ক'রো না, ঐ দেখ শরীর স্পন্দিত হ'চ্চে, শীঘ্র মুখের বসনাচ্ছাদন মুক্ত ক'রে অঙ্কে ধারণ কর।

(শূন্যে দৈববাণী)

রামরাজ্যে যে নিমিত্ত,　　সংঘটিত অনিমিত্ত,
হইল সে পাপ তিরোহিত।
হত শূদ্র তপোধন,　　নিষ্পাপ রাজ্য এখন,
দ্বিজপুত্র হউক জীবিত।

বশিষ্ঠ।—মা। ঐ দেখ ঐ দেখ—তোমার পুত্র নয়ন উন্মীলন ক'রেছে, দেখ। সকলে দেখ।

সকলে —হাঁ হাঁ চেয়েছে। চেয়েছে॥

বশিষ্ঠ —সকলে একবার রঘুকুল-যশকেতু রামচন্দ্রের জয়শব্দ উচ্চারণ কর

সকলে।—জয় দয়াময় রামচন্দ্রের জয়

দশাশ্ব —আহা কি আনন্দ। কি আনন্দ। পরমানন্দময় রামচন্দ্রের কি বিচিত্র লীলা। সকলে একবার রামচন্দ্রের প্রীত্যর্থে হরিবোল হরিবোল বল

তারা —বাপ, ঘুম কি ভেঙেছে। সোনার চাঁদ আমার! হারান ধন—বুকের মাণিক। আর ধূলায় পড়ে কেন? বাপরে, বড় জ্বলে যাচ্ছে। একবার মা ব'লে হতভাগিনীর কোলে এসে তাপিত প্রাণ শীতল কর্।

গীত।

আর কি দুঃখে বক্ষের ধনরে ভূতলে
প্রাণ জ্বলে যায়, কেন আর ধরা-শয্যায়,
একবার চাঁদমুখে মা ব'লে চাঁদ আয় কোলে
রামের কৃপায় আবার যদি, পেলাম তোরে হারানিধি,
বদন ভ'রে নিরবধি ডাক জয় জয় রাম ব'লে

শশী —মা। আমি বড় ঘুমিয়ে ছিলাম নয় মা? বাবা কি ভিক্ষা হ'তে এসেছেন? হাঁ মা আমরা এখানে কেন? আমাদের সে কুঁড়ে ঘর কৈ? বাবার সে ভিক্ষার ঝুলি কৈ?

দশাশ্ব।—এই যে বাপ আমার ভিক্ষার ঝুলি। যে ভিক্ষার ঝুলি সম্বল ক'রেই এতদিন সংসারে ছিলাম, আজ সেই ভিক্ষার ঝুলি হারায়েছিলাম ব'লেই সে ভগ্নকুটীর ত্যাগ ক'রে এসেছি এখন আয়, আমার ভিক্ষার ঝুলি আমার কক্ষে আয়, আমি এই ঝুলি কক্ষে ক'রে, দয়াময় রামের কাছে এই ভিক্ষা প্রার্থনা করি, আর যেন এ ঝুলিটি হারাতে না হয় যেন এই পর্ণ কুটীরের ধন পর্ণ কুটীরে রক্ষা ক'রে যন্ত্রণাময় জীবন পরিত্যাগ ক'র্‌তে পারি

শশী —বাবা। তুমি কখন ভিক্ষা থেকে এলে? বেলা ত গিয়েছে, তবু কি ভিক্ষা সমাধা হয় নাই?

দশাশ্ব।—বাপ। আমার বেলা গিয়েছে তা জানি, কিন্তু ভিক্ষা সমাধা ক'র্‌তে পারি নাই, আজ বোধ হচ্ছে যে

আমার ভিক্ষা সমাধা হ'য়েছে তাই আজ ভিক্ষাব ঝুলি তোমাকে কক্ষে ক'বে বাম কল্পবৃক্ষেব মূলে এসেছি, এখন আমার কোলে বসে প্রাণ ভবে জয় বাম জয় বাম ব'লে ডাক (পুত্রকে বক্ষে গ্রহণ পূর্ব্বক) আব ধরাসনে কেন বাপ, আয়! বুকে বেখে প্রাণ জুড়াই।

গীত।

জুড়াই জীবন বক্ষে ধবে
ঘুচাও বাপ, মনস্তাপ,
একবাব পিতা ব'লে চাঁদ ডাকবে চন্দ্রাধরে।
অপাব কৃপাসিন্ধু রাম-গুণনিধি, সদয় হ'য়ে আজ তোবে হাবানিধি,
মিলালেন যদি;—
তবে কুতূহলে, বাহু তুলে জয় জয় রাম বলরে বদন ভরে॥

শশী —বাবা! রাম কে বাবা? আমি তাঁকে দেখ্‌ব।

দশাশ্ব —যাঁর কৃপায আজ হারান নিধি তোমাকে পেয়েছি তাঁরই নাম বাম, তিনিই জগদভিবাম—তিনিই আমাদেব এ দুর্দ্দিনের বন্ধু, তিনিই আমাদেব অদিনের আশ্রয়।

শশী —বাবা, আমাদের কি কেউ বন্ধু আছে? কৈ তুমি ভিক্ষায় গেলে মা যখন কুটীবে বসে কাঁদ্‌তেন, কৈ কেউত এসে সে সময় দেখা দিতনা, বাম যদি আমাদের বন্ধু, তবে আমাকে তাঁব কাছে নিয়ে চল, আমি তাঁর কাছে গিয়ে ব'ল্‌ব "রাম হে! আমার পিতা মাতা বড় কাঙ্গাল, তাঁদের দুঃখের শান্তি কর, আব যেন তাঁদের এমন ধারা ভিক্ষা ক'র্‌তে না হয়

দশাশ্ব —বাপ! রামের কাছে প্রার্থনা ক'র, বালকেব কথায় রাম অবশ্যই কর্ণপাত ক'র্‌বেন। বামদর্শন না ক'বে আব কুটীরে প্রত্যাগমন ক'র্‌ব না।

বশিষ্ঠ —তোমরা সকলেই এই স্থানে অবস্থিতি কর, রামচন্দ্র শীঘ্রই প্রত্যাগত হবেন কুমার লক্ষ্মণ। রামচন্দ্রের প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত এঁদের যত্নপূর্ব্বক রক্ষণাবেক্ষণ ক'র্‌বে এক্ষণে সকলে বিশ্রাম-ভবনে গমন কর

[সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—নৈমিষারণ্য

(শূদ্র তাপসের ছিন্নমুণ্ড হস্তে রামচন্দ্রের প্রবেশ)

রাম —রামের ন্যায় নৃশংসের পক্ষে এই উপযুক্ত কার্য্য . মহর্ষি বিশ্বশ্রবার ঔরসে রাবণাদি রাক্ষসগণের জন্ম, এক সীতার জন্য সেই সকল ব্রহ্মবংশ-জাত রাক্ষসগণকে অকাতরে বিনাশ ক'রে ব্রহ্মহত্যা পাপ সংগ্রহ ক'রেছি পরম হিতাকাঙ্ক্ষী মিত্র বিভীষণের একমাত্র পুত্র তরণীকে বিনাশ ক'রে তার চির-সুখের তরণী দুঃখের সাগরে নিমগ্ন ক'রে দিয়েছি।—আজ আবার একটি মহাত্মার বিনাশ সাধন ক'রে রাম চরিত্রের চণ্ডা-লত্বের উৎকর্ষ সাধন ক'র্‌লাম চণ্ডাল-বৃত্তি-অবলম্বী রামের এ অতুল কীর্ত্তি চিরদিন অটল থাক্‌বে

(দিব্য পরিচ্ছদধারী সদেহ প্রাপ্ত যক্ষের প্রবেশ)

যক্ষ —প্রভু রামচন্দ্র! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন

রাম।—কে তুমি! এ দুর্গম বন-ভূমিতে ভস্মাপসারিত অগ্নির ন্যায়, মেঘচ্যুত শশধরের ন্যায় সহসা উদয় হ'য়ে বনভূমি আলোকিত ক'র্‌লে? যথার্থ আত্ম-পরিচয় প্রদান কর

যক্ষ।—প্রকৃত আত্মপরিচয় কেমন ক'রে দেব প্রভু। যদি যথার্থ আত্মপরিচয় প্রদানে সমর্থ হ'তাম, যদি এ পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাতা আত্মা রামকে চিন্‌তে পার্‌তাম, তা হ'লে আর আত্মপরিচয় দিতে হবে কেন? রামকে আত্মীয় বলে আপনিই পাদপদ্মে স্থান দিতেন, তাহ'লো কৈ? আপনাকে আপনি চিন্‌তে পার্‌লাম না, আত্মপরিচয়ও দিতে পার্‌লাম না রামের হস্তে দেহ পতন ক'রে, অদলিত নবদূর্ব্বাদলকান্তি শান্তিসাগর রামরূপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেহ ত্যাগ ক'রে কোথায় অনন্ত শান্তি-ধাম লাভ ক'র্‌ব, তা না হ'য়ে আবার ভ্রান্তি পন্থায় পতিত হ'য়ে জঘন্য যক্ষদেহ ধারণ ক'র্‌তে হলো আজ যদি অচিন্ত্যরূপকে চিন্‌তে পার্‌তাম, আর চিন্তা ক'র্‌তে জান্‌তাম, তাহ'লে আর চিন্তা ছিল কি? অন্তে স্বারূপ্য লাভ ক'রে অনায়াসে অনন্তধামে গমন কর্‌তাম, সামান্য তৈলকীটও অন্য কীট কর্ত্তৃক ধৃত হ'য়ে সেই কীট মূর্ত্তি চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে শেষে স্বদেহেই তার স্বারূপ্য লাভ ক'রে থাকে, কিন্তু আমি এমনই কীটাধম যে রাম-কর্ত্তৃক আকর্ষিত হ'য়ে পাপময় দেহ পতন ক'র্‌লাম, কিন্তু ঐকান্তিকী চিন্তার অভাবে চিন্তার ধন তোমাকে চিন্‌তে পার্‌লাম না। সামান্য কীটের কাছে স্বারূপ্য লাভের জীবন্ত উপমা প্রত্যক্ষ ক'রেও মোক্ষলাভের পরিবর্ত্তে আবার যক্ষদেহ ধারণ ক'র্‌তে হ'লো। রাম, দয়া হ'লো না? যদি দয়া ক'রে শাপভ্রষ্ট দেহ মুক্ত ক'র্‌লে, তবে এ পাপভ্রষ্ট যক্ষদেহ মুক্ত ক'রে দাও। আমি মুক্ত-কণ্ঠে তোমার গুণকীর্ত্তন ক'র্‌তে ক'র্‌তে নিত্যধামে চলে যাই

রাম।—তোমার মঙ্গল হ'ক, তোমার সাধুচিত্ত সদালাপে সম্পূর্ণ রূপে সন্তোষ লাভ ক'র্‌লাম, এক্ষণে অকপটে আত্মপরিচয় দানে আমার উৎকণ্ঠা দূর কর।

যক্ষ।—রাম! আমি অন্য কেউ নই, যার পাপাচার জন্য

পুণ্যময় রামরাজ্যে আজ অকাল মৃত্যু সংঘটিত হ'য়েছে, যার অন্বেষণ জন্য জগৎশরণ্য রাম আজ অরণ্যপথে বিচরণ ক'রছেন, যার ছিন্ন মস্তক আজ ঐ বামদেব সেবিত রামচন্দ্রের বাম হস্তে শোভা পাচ্চে, আমি সেই শাপভ্রষ্ট তাপস সম্বুক, সম্প্রতি তোমার কৃপায় শাপভ্রষ্ট দেহ পরিত্যাগ ক'রে পূর্ব্বদেহ লাভ ক'রেছি। আমার শাপভ্রষ্ট দেহ ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই অকাল মৃত ব্রাহ্মণ পুত্র জীবনলাভ ক'রেছে, এক্ষণে আপনি অযোধ্যায় গমন করুন এই বনভাগ বা গিরিশঙ্কটের দুর্গমপথ দাসের অজানিত নাই, চলুন কিয়দ্দূর আমি সঙ্গেও যাচ্চি, কিন্তু রাম আজ এই গিরিশঙ্কটের সামান্য পথে আমি তোমার পথদর্শক হচ্চি, তুমি যেন সেই শেষের দিনে শমন-শঙ্কটের দুর্গম পথের পথদর্শক হইও

গীত

শুনেছি সেই গোলোকের ধন রামরূপে অবতরি,
অকূলে নিস্তারেন সে রাম দুস্তরে কৃপা বিতরি
(বলেন আয় আয় কূলে পাবি তরি)
(যদি এতুফানে যাবি তরি) (ও পাতকী জীব)
যে পদে হরে বিপদ, হবের চির-সম্পদ।
পরশনে সে রাম-পদ, অষ্টাপদ। কাষ্ঠতরি,
(আমি শুনেছি শুনেছি) (ও পদের মহিমা)
ঐ পদ পরশে মুক্ত পাষাণী গৌতম-নারী,
যে পায় পাষাণ পায় মানবী কায়
সে পায় কাতরে যার মন বিকায়
সেত সকায় যায় বৈকুণ্ঠপুরী
(চলে যায় রাম যায় রাম) (জয় রাম ব'লে মুখে)
কালকে ফাঁকি দিয়ে, সেত সকায় যায় বৈকুণ্ঠপুরী
বাধ্য নও রাম অন্য রসে, প্রেমহীন ব্রত সন্ন্যাসে
যে তোমারে ভালবাসে, রাম তুমি হও হে তারি—

(কিছু চাও না চাও না) (ভক্তের প্রেম বিনে)
চণ্ডালের প্রেমেতে মেতে মিতে ব'লে কোল দিয়েছ হরি।
(সে যে রাম। ব'লে সম্ভাষিত)
তার প্রেমে দুনয়নভাসিত, দিয়ে তুষিত উড়িধানের মুড়ি
(বনেতে খায়ে রাম।)
(চাঁদমুখ সুখায়েছে ধব খাঁরে রাম।) অমনি নিতে দুবাহু প্রস নি।

(সীতা আসীনা, গঙ্গা ও মুরলার প্রবেশ।)

গঙ্গা —মা দাসী জাহ্নবী তোমাকে প্রণাম ক'র্‌ছে।

মুরলা —তোমার দাসীর দাসী মুরলা প্রণাম ক'র্‌তে এসেছে

সীতা —কে মা, জাহ্নবী ? এসেছ ? বাছা মুরলা এসেছিস্ ? অনেক দিন যে বাছা তোদের দেখি নাই, মাঝে মাঝে এক এক বার কি আস্‌তে নাই ? এমনি ধারা কি ভুলে থাক্‌তে হয় ?

গঙ্গা —সেকি মা, আমরা ত তোমার কাছে সর্ব্বদাই আছি, ছয়া আর পদাশ্রয় ছাড়া কবে মা ? তবে তুমি নাকি সর্ব্বদাই পতিপদ-চিন্তায় অন্যমনা, যখন আসি তখনি দেখি অধোমুখী হ'য়ে ধরা দর্শন ক'র্‌ছ। কখন ধারাবিগলিত চক্ষে মাতৃবক্ষে শয়ন ক'রে অশ্রুধারায় ধরাসিক্ত ক'র্‌ছ, চিন্তিতের পক্ষে নির্জ্জনতা বড় প্রিয় বস্তু, কাছে গেলে পাছে তোমার নির্জ্জনতা ভঙ্গ হয়, চিন্তায় বাধা পড়ে, তাই অন্তরালে থেকে তোমাকে দেখি, তবে আজ নাকি আস্‌বার নিতান্ত প্রয়োজন, তাই এসে তোমার পতি-চিন্তায় বাধা দিয়েছি, এখন দুঃখের আগুন চেপে রেখে আমার একটি কথা শুন্‌বে কি ?

সীতা —কেন শুন্‌ব না মা। কি ব'ল্‌বে বল।

গঙ্গা।—মা। এক রামপদ-চিন্তাতেই তুমি জগৎ সংসারের সকল চিন্তা ভুলেছ, তাই আজ লব কুশের কুশলানুষ্ঠানের জন্য

আমাকে এসে মনে ক'রে দিতে হ'চ্চে, নইলে সন্তানের শুভানুষ্ঠানের কথা কি মার কাছে এসে অন্যকে বলে দিতে হয় ?

সীতা ।—কি মঙ্গলানুষ্ঠান ক'রব মা, আমার ত কিছুই মনে নাই, কিছুতে মনও নাই, আমি রামপদ চিন্তা ক'রছি, রাম রাম ব'লে কাঁদছি, সর্ব্বদা চক্ষের জলে তাঁর পূজা ক'রছি এই আমার মহাব্রত—এই আমার মঙ্গলানুষ্ঠান, বাছাদের আমার এতেই মঙ্গল হবে।

গঙ্গা।—তা জানি মা জগতে সতী-ধর্ম্ম শিক্ষা দেবার জন্যই সতী-কুলেশ্বরী তোমার জন্মগ্রহণ, আর রাজধর্ম্মের কঠোরব্রতের পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্যই রামচন্দ্র কর্ত্তৃক তোমার নির্ব্বাসন, তাত সবই জানি মা। তবু লোকাচার, কুলাচারও যে নিতান্ত অত্যজ্য। তুমি কুল-লক্ষ্মী, কুলধর্ম্ম রক্ষাত তোমাকে ক'রতেই হবে।

সীতা।—কি কুলধর্ম্ম মা আমার সঙ্গে কুলধর্ম্মের কি সম্বন্ধ আছে মা ?

গঙ্গা।—মা এ ত নিজের মঙ্গলের জন্য নয়, তোমার লব কুশের মঙ্গলের জন্য রঘুবংশের চির-পদ্ধতি, সন্তানের ষষ্ঠ বর্ষ বয়ক্রম-পূর্ণ-দিনে স্বহস্তে পুষ্পচয়ন ক'রে এনে কুল-দেবতার পূজা ক'রতে হয়, সন্তানের হস্তে রক্ষাবন্ধন ক'রতে হয়, সেই জন্য তোমাকে সঙ্গে নিয়ে তপোবনে পুষ্পচয়নে যাব বলে এসেছি, আমাদের সঙ্গে চল, আপন হাতে ফুল তুলে তপনদেবের পূজা ক'রবে।

সীতা।—মা। আবার আমাকে তপোবনে যেতে হবে ? আবার লোকের কাছে এ মুখ দেখাতে হবে ?

গঙ্গা।—তার জন্য চিন্তা কি মা ? আমি ত পূর্ব্বেই ব'লেছি যে, আমার মন্ত্র-প্রভাবে কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না, তবে তুমি সকলকেই দেখতে পাবে চল্ মুরলা।

মুরলা —আমি সেজে গুজেই বসে আছি; ঐ দেখ দেখি মা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সুরবালাগণ তোমার পবিত্র জলে স্নান ক'র্‌তে এসেছে, তারা কেমন মধুর গান ক'র্‌তে ক'র্‌তে ফুল তুলে বেড়াচ্ছে, আমিও ওদের সঙ্গে সুর মিশিয়ে গান ক'র্‌ব মা।

(প্রস্থান)

(দেববালাগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

(গীত)

সমীর মৃদুলে, দুলে দুলে দুলে, ফুলে ফুলে অলি ভ্রমিছে সৈ।
প্রেম-অনুরাগে, মজিয়ে পরাগে সোহাগে মধুপ মজিল ঐ॥
নধর পল্লবে রূপের রাশি, ফুল্ল অধরে ফুলের হাসি,
সুরভি গরবী দেখে অভিলাষী, কুসুম জনম সৈ—
ফুল মানে, প্রসুনের সনে, কুসুম হইয়ে রৈ,
রসের গুমরে রসিক ভ্রমরে মজায়ে রাখি জনম সৈ

১ম সুরবালিকা —ফুল হ'তে সাধ কেনলো এত?

২য় সুঃবা —দেখ্‌না ফুলের গুমর কত?

১ম সুঃবা —এত গুমর কি দেখ্‌লি ফুলে?

২য় সুঃবা।—দেখ্‌না সুখে প'ড়েছে ঢলে, মৃদুপবনে ফুটেছে কলি, আপনি এসে জুটেছে অলি।

৩য় সুঃবা।—ওলো টাট্‌কা কলি যতই ফুট্‌ক,
সৌরভের রব যতই ছুটুক,
যতই এসে অলি জুটুক
যতই হ'ক না বশ।
ফুলের হাসি, রূপের রাশি, বাসি হলেই বস্।
তখন সব যায় লো সবাই পলায়
কেউ থাকেনা দুঃখের বেলায়।

কেউ আসেনা সুখ না পেলে,
হাঁস চরেনা শুকনা খালে,
বসন্তেই কোকিল জোটে বর্ষা পলেই পলায়

২য় সুঃবা —ধীর পবনে দুলে দুলে হাসছে কুসুম বনে,

৩য় সুঃবা ওলো। যত হাসি তত কান্না বাসনম্না ভং।

২য় সুঃবা —তা'জানি, চিরদিনের কিছুই নয়,
তবুত ভ্রমর বাঁধা রয়।

৩য় সুঃবা —তানয় লো তানয়।
ফুলের গুমর দেখে ভ্রমর, ব'ল্‌ছে কাণে কাণে।
দুদিন বাদে সব যাবে ফুল কাঁদ্‌তে হবে বনে

মুরলার নেপথ্যে গীত।

অলি ত রয়না ফুলে কাণে কাণে ব'লে যায়
এরূপের গুমর কুসুম ক'দিন আর রবে বজায়
অলি কারু প্রেমে বাঁধা নয়,
বক-বকুলের রাখেনা প্রণয়,
সুখের আশে, আপনি আসে,
মজে না কেবল মজায়।

৩য় সুঃবা —(গঙ্গাদেবীকে দেখিয়া) ও কে মা জহ্নবী এ যে বড় ভাগ্য মা। আমরা ত এ বনে প্রত্যহই ফুল তুলি, প্রতিদিন প্রত্যূষে এসে এইস্থানে স্নান করি, কৈমা একদিনও তোমাকে দেখ্‌তে পাইনে ?

২য় সুঃবা —ইনি কে মা ? পঙ্কিল জলের পদ্মের মত—অসংস্কৃত মণির মত মলিন বেশা, অথচ যেন শান্তির প্রতিমাখানি। ইনি কে মা ?

৩য় সুঃবা।—সেকিলো, চিন্তে পারিস্ নাই? এই জাহ্নবী-পুলিনে, বাল্মীকির বনে কতদিন ত দেখেছিস্, কত সান্ত্বনা ক'রেছিস্, আজ চিন্‌তে পার্‌ছিস্‌নে উনি যে সেই রঘুকুল-কমল —সেই রাম-মনোরমা বনবাসিনী সীতা দেবি।

২য় সুঃবা —মা এমন হয়েছ শরতের পদ্ম যেমন হেমন্তের শেষে চিন্‌তে পারা যায় না, তেমনি তোমাকেও যে মা আর চিন্‌বার যো নই এমন অস্থিচর্ম্ম-সার দেহ নিয়ে বনভ্রমণে কেন এসেছ মা!

গঙ্গা।—(সুরবালাগণের কর্ণে মুখ রাখিয়া)। আজ এ বনে রামচন্দ্র এসেছেন, আজ দেবীকে রাম দর্শন করাব।

২য় সুঃবা —(সীতার অজ্ঞাতে গঙ্গার প্রতি) তাতে যে হিতে বিপরীত ঘটবে মা। সীতাকে দেখ্‌লে হয়ত রামচন্দ্রও শোকে অধীর হয়ে উঠ্‌বেন

গঙ্গা।—তিনি সীতাদেবীকে দেখ্‌তে পাবেন না।

২য় সুঃবা —কেন?

গঙ্গা —আমার মন্ত্র-প্রভাবে।

৩য় ও ১ম সুঃবা —এত কথা কি হবে আমরা কি শুন্‌তে পাইনে?

২য় সুঃবা।—(উভয়ের কাণে কাণে)

৩য় সুঃবা —তবে মা আমরাও তোমাদের সঙ্গে যাব, দুকথা শুনিয়ে মনের ঝাল মিটাব।

গঙ্গা —সমক্ষে পতিনিন্দা সতীর প্রাণে ব্যথা লাগবে।

৩য় সুঃবা।—যাতে তা না লাগে তাই ক'র্‌ব, আমোদেরছলে দুকথা ব'ল্‌ব, একটু প্রাণে ঘাদিয়ে।

সীতা —তোরা কি কথা বলছিস মা, আমিত কিছুই বুঝতে পার্‌ছিনে?

গঙ্গা অন্য কথা কিছুই নয় মা। তোমার লব কুশীর আজ ষষ্ঠ বার্ষিকী জন্মোৎসব, কুল-প্রথানুসারে স্বহস্তে পুষ্পচয়ন ক'র্‌তে হবে, সেই পুষ্পে কুল-দেবতার পূজা ক'রে কুমারদের হাতে রক্ষা-সূত্র বাঁধিতে হবে, ঋষিকন্যা'দের কাছে সেই সব কথা বল্‌ছিলাম এখন চলো সকাল সকাল ফুল তুলে পূজার আয়োজন করিগে

২য় ঋঃবা —আমরাও তবে যাই এখন

৩য় ঋঃবা —আজ বনদেবীর কাছে যাবিনে, বনদেবী আমাদের বড় ভালবাসেন, কেমন নিত্য নূতন রকমের মালা গেঁথে গলায় পরিয়ে দেন

১ম ঋঃবা ।—আজও কি মালা না নিয়ে যাব? তবে আজকার মালা আর নিজে পর্‌বনা, গঙ্গাদেবীর সঙ্গে রাম রাজাকে দেখ্‌ব, আর সেই সময় সীতাদেবীকে তাঁর কাছে দাঁড় করিয়ে দু'জনকে মালা পরিয়ে দেব

২য় ঋঃবা । বেশ কথা বলেছিস্ ভাই চল বনদেবীর কাছে যাই।

(সকলের প্রস্থান)

(বনদেবীর প্রবেশ।)

ব, দেবী ।—আজ বনে বড় শোভা হ'য়েছে মালতী লতাটি এতদিন ভূতলে লতিয়ে লতিয়ে বেড়িয়ে শেষে অশোক তরুটিকে আশ্রয় করাতে দুটিরি যেন দ্বিগুণ শোভা হয়েছে। বাতাসের সঙ্গে দুটীতে গলাগলি ক'রে কেমন দুলছে—কেমন হাসছে—কেমন প্রাণ ভরা প্রেমের সাগরে ভাসছে বনের তরু, বনের লতা, এদের কাছেও যেন প্রেমের পূর্ণ বিকাশ বাক্‌শক্তি হীন, গতি শক্তি হীন, জড়প্রকৃতি হ'য়েও যেন পবিত্র প্রেমের জীবন্ত প্রতিমা কথা নাই, গতি নাই, আহার নাই, বিহার নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, কেবল

প্রেমেই বিভোর, প্রেমেই মাতোয়ারা। জগতে যেন প্রেম ভিন্ন কিছুই নাই, যাকিছু আছে সবই প্রেমে। প্রেমেই সুখ, প্রেমেই শান্তি, প্রেমেই সম্পদাপদ, প্রেমেই ব্রহ্মপদ। প্রেম শিখলেই ব্রহ্ম লাভ। আশা যায়, চিন্তা যায় ক্ষুধা যায়, তৃষ্ণা যায়, সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ যায়, থাকে কেবল প্রেম আর উল্লাস জগতের লোককে তাই দেখাবার জন্য তরু লতারা সব ছেড়েছে, যেন প্রেমের যোগে প্রেমের ধ্যানেই ধ্যানস্থ প্রেম কথাটি ছোট, কিন্তু স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সর্ব্বত্রেই প্রেমের কারবার, এ জিনিষের বেচা কেনা অনেকেই ক'র্‌তে যায়, কিন্তু জিনিস কেউ চেনেনা, মূল্য জানেনা, আদর জানেনা যার বিতরণ বই বিনিময় নাই—দান বৈ প্রতিদান নাই, যাতে স্বার্থের ছায়া একটু পড়লেই খাঁটি জিনিস মাটী হয়ে যায়, তার আদর কজনে জানে? প্রেম আছে সর্ব্বত্রেই, কিন্তু পবিত্র জিনিস কোথায়ও মেলেনা স্বর্গে মেলেনা, মর্ত্ত্যে মেলেনা, পাতালে মেলেনা, জীবলোকের কোথাও মেলেনা, মেলে কেবল বনে তরুলতার কাছে ঐ সহকার তরুটিকে একটি মাধবী একটি মল্লিকা, দুটি লতা দুদিক থেকে আশ্রয় ক'রেছে। দুটিতেই ফুল ফুটেছে, দুটিতেই এক প্রাণ হ'য়ে প্রেমে হাসছে, প্রেমে ভাসছে, প্রেমের হাটে প্রেমের খেলা খেলছে! স্বার্থের ভাব নাই, সঙ্গিনীর দ্বেষ নাই, কেবল প্রেমের হাসি। কেমন সুখ! কেমন প্রাণ ভরা প্রেম! বনে প্রেমেরও যেমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত, বিরহেরও তেমনি জ্বলন্ত ছবি। ঐ যে সহকারের দক্ষিণে দেবদারু তরুটির আগে কত শোভা ছিল, একটি বনলতাকে আশ্রয় ক'রে কত ফুল ফল প্রসব ক'র্‌ত, বনহস্তীদের গাত্রঘর্ষণে লতাটি ছিন্ন হ'য়ে শুকিয়ে গিয়েছে, তরুটিও শ্রীহীন হ'য়েছে, বনলতাটি যে ভাবে যে অঙ্গে জড়িয়ে ছিল সেই অঙ্গের লতাবন্ধনের দাগগুলি কিছুমাত্রও বিলীন হয় নাই, সে চির-বিরহের চিহ্ন অঙ্গে ধারণ ক'রে শ্রীহীন দেবদারু তরুটি শান্ত

মনে, জগৎ শূন্য জ্ঞানে, কেবল শূন্যের দিকেই ধাবিত হচ্ছে আহা এমন প্রেমিক, এমন বিরহী আর কোথায় আছে? লতা ছিন্ন হ'য়েছে, শুকুয়ে গিয়েছে, কিন্তু তরুর বুকের চিহ্ন চিরদিনই থাকবে

(রামচন্দ্রের প্রবেশ।)

রাম —আহা ধন্য প্রেমিক প্রেমিকা তরু লতাগণ জগৎ যেন তোমাদের কাছেই প্রেম শিক্ষা করে। অশোক তরু! তুমি দুটি লতাকে সমান প্রেমে সমান আদরে আশ্রয় দিয়ে সুখের হিল্লোলে দুলে দুলে প্রেমের খেলা খেলছ, আর আমি এমনি হতভাগ্য যে, একটি চির-দুঃখে জীর্ণশীর্ণ লতা কত প্রেমে— কত আদরে এই রাম রূপ কণ্টক তরুকে বেঁধে ছিল, কিন্তু আমি তার ভারও বহন ক'রতে পারলামনা। হাঃ দেবদারু তোমার অঙ্গে জড়িতা বনলতাটি মাতঙ্গের গাত্রঘর্ষণে ছিন্ন হ'য়েছে। তুমি সেই বিরহের চিহ্ন অঙ্গে ধারণ ক'রে জগৎ শূন্য জ্ঞানে কেবল শূন্যের দিকেই উন্নীত হচ্চ, আর এই হতভাগ্য রাম এমনি অপ্রেমিক যে, বিমল প্রেমের বন্ধনে জড়িতা সুবর্ণ ব্রততীকে স্বহস্তে ছিন্ন ক'রে এখনও এই সংসার-কাননে শাখা পত্র বিস্তার ক'রছি। কুসুমালঙ্কৃতা বনদেবীর কথাগুলি শুনে বোধ হচ্ছে যেন, এই পাপাত্মা রামকে তিরস্কার ক'রবার জন্যই বৃক্ষলতাদের উপলক্ষ ক'রে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কথাগুলি বল্লেন (প্রকাশ্যে) দেবি! এ নির্জ্জন বনভূমিতে, একাকিনী কে আপনি? আকার প্রকার সর্ব্বাঙ্গে পুষ্পালঙ্কার দেখে বোধ হচ্ছে, আপনি এই তপোবনের অধিষ্ঠাত্রী বনদেবী, বনদেবী নাহ'লে এভাবে বনে বনে ভ্রমণ ক'রবেন কেন?

ব, দে।—ন্যায়বিচার-বিহীন নির্দ্দয় রাজার রাজ্যে, নগর অপেক্ষা বনবাসই মঙ্গল

রাম।—(স্বগত) এই ত তিরস্কারের প্রথম সূত্রপাত, (প্রকাশ্যে) দেবি এ রাজ্যের রাজা কে ?

ব, দে —অগ্নি যেমন স্পর্শে শীতল, কিন্তু তার ধর্ম্ম অতি কঠোর, এ রাজ্যের বর্ত্তমান রাজারও তেমনি নামটি অতি কোমল, কিন্তু তাঁর কার্য্য অতি নিষ্ঠুর যিনি নিরপরাধিনী পত্নীকে নির্ব্বাসিতা ক'রে, জগৎ জুড়ে, অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন ক'রেছেন, সেই সূর্য্যবংশের সু-সন্তান, "রাম" এরাজ্যের রাজা, আপনি কি সে কীর্ত্তিবান, দয়াময় রাজার নাম শোনেন নাই ?

রাম —(স্বগতঃ) হ দগ্ধ হৃদয়। আর কত শুনবে ? (প্রকাশ্যে) দেবি। ন্যায়বিচার-বিহীন রাম যদি এরাজ্যের রাজা, তা হ'লে ত বনও সেই নির্দ্দয় রাজার অধিকার ভুক্ত, এখানেই বা কি সুখ আছে ?

ব, দে —যথেষ্ট আছে ; বনে দয়া, ধর্ম্ম, সুখ, শান্তি, প্রেম সহানুভূতি সবই আছে বৃক্ষেরা অকাতরে ফল দেয়, ছায়া দেয়, লতারা কুসুম-পরিমলে প্রাণ পুলকিত করে, পশু পক্ষীরা প্রেম জানে, স্নেহ জানে, রাজ-নিয়মের বাধ্য নয়, যদি দেখতে চাও, তার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ঐ বৃক্ষশাখায় দেখ

রাম —বৃক্ষশাখায় কি দেখব দেবি ? ঐত দুটি পক্ষী, একটি কুলায় নির্ম্মাণ ক'রছে আর অপরটি বসে আছে

বনদেবী।—বুঝতে পারলে না ? তা বুঝবে কেন ? যে রাজার রাজ্যে বাস, তাতে বুঝেও না বোঝার সম্ভব দেখ পক্ষীনীটি পূর্ণগর্ভা, প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী দেখে পক্ষীটি বাসা নির্ম্মাণে ব্যস্ত হ'য়েছে ; জীর্ণ বাসায় প্রসব ক'রলে পাছে প্রসূত ডিম্বগুলি পতিত হ'য়ে ভগ্ন হয়, পাছে আত্মজ পদার্থের কোন অনিষ্ট ঘটে, সেই ভয়ে নূতন নীড় নির্ম্মাণে নিযুক্ত, ওরা বনের পক্ষী হ'য়ে আত্মজ পদার্থ রক্ষার জন্য বৃক্ষের শাখায় নূতন বাসা নির্ম্মাণ ক'রছে—

আর সূর্য্যবংশের শিক্ষিত, দীক্ষিত, গুণবান, জ্ঞানবান, রাজা হ'যে. রাম কিনা গর্ব্ভবতী সতীপত্নী সীতাকে নিতান্ত নির্দ্দযের ন্যায় নির্ব্বাসিতা ক'রেছেন সেই নির্ম্মম রাজার রাজ্যের নগর হ'তে বন কি শান্তিধাম নয় ? বনের পশু পক্ষীর হৃদযে যা আছে এ রাজ্যের রাজার হৃদয়ে যে তাও নাই

রাম —(স্বগতঃ) হাঃ দগ্ধ প্রাণ । এই সকল ভীষণ বজ্রাঘাত অকাতরে বিনা বাক্যব্যয়ে বৃক্ষের ন্যায় বক্ষে ধারণ ক'রে মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ হ'তে হবে ব'লেই কি এখনও পাপদেহ পরিত্যাগ কর নাই । আর কত শুনবি, আর কত সহ্য ক'রবি ? (প্রঃ) দেবি ! ক্ষমা করুন, যথেষ্ট হ'যেছে, আর এ তীব্র হলাহলে দগ্ধ ক'রবেন না এ চণ্ডালাধম আত্মপরিচয় দানের যোগ্য নয়, আমি আত্মদোষে রাজ্য অপবিত্র ক'রেছি, আজ পুণ্যাশ্রমকে অপবিত্র ক'রতে এসেছি

বনদেবী ।—তুমিও কি সেই পত্নী-পুত্রঘাতী নিষ্ঠুর রাজা রামের মত কোন মহাত্মা নাকি ? যদি তা হও, তবে শীঘ্র এস্থান হ'তে প্রস্থান কর এ তপোবন্য, পুণ্য-ভূমিকে কলুষিত ক'রনা, এখনি এই মুহূর্ত্তে এস্থান পরিত্যাগ কর

রাম —(স্বগত) আর সয়না ।—সব গেল, সব ভস্ম হ'য়ে গেল . অনুতাপের অনলে, এই তীব্র শ্লেষের আহুতিতে সব পুড়ে গেল ! হাঃ প্রিয়ে হাঃ জানকি। হাঃ পতিব্রতে ।—(কম্পিত ভাবে পতিত প্রায় ■ বনদেবী কর্ত্তৃক ধারণ)

বনদেবী —ও কি । তুমি কাঁপছ কেন ? তুমিই কি তবে সেই নিষ্ঠুর রাম ? তুমিই কি সেই পত্নী-পুত্রঘাতী দাশরথি রাম, রাম ? ধন্য তুমি, শুভক্ষণে সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে, জগতে সতী হত্যা রূপ মহাকীর্ত্তি রক্ষা ক'রলে, রাম . কার জন্য জনক-পুরে হরধনু ভঙ্গ ক'রেছিলে ? কার জন্য বিনাপরাধে বালিকে বিনাশ ক'রে .

তারার চক্ষের ধারায় ধরাসিক্ত ক'রেছিলে ? কার জন্য বনে বনে কেঁদে বেড়ায়েছিলে ? কার জন্য বানর সৈন্য সংগ্রহ ক'রে অকূল সাগরে সেতুবন্ধন ক'রেছিলে ? বল ! বল মহারাজ ! বল নিষ্ঠুর রাজা ! কার জন্য তেমন প্রাণের ভক্ত বিভীষণের বক্ষের নিধি চক্ষের তারা তরণীকে বিনাশ ক'রে একপুত্রা সরমার সাধের তরণী চির-দুঃখের সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছিলে ? বল বল , অধো-বদন কেন ? এ ত উপযুক্ত কার্য্য বীর তুমি—ন্যায়বিচারক, ক্ষত্রিয় রাজা তুমি, সীতাকে বনবাস দিয়ে বীর-হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছ প্রজারঞ্জনের—ন্যায়বিচারের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছ রাম ! যে সীতার পায়ের ধূলার কণামাত্র পেলে জগতের রমণীরা সাবিত্রী হ'তেও শতগুণে সতী-কুলের শীর্ষস্থানীয় হয়, যে সীতা সতীকুলের আদর্শ প্রতিমা !—যার ধ্যানে রাম—জ্ঞানে রাম—জগত যার রামময়, যে রাম-জলধরের চাতকিনী—রামসুধাকরের চকো-রিণী—রাম-শশধরের কুমুদিনী—রাম-রবির পদ্মিনী, সেই সীতাকে —সেই সতীকুলেশ্বরীকে তুমি প্রজারঞ্জনের জন্য বনব সিনী ক'রে কুলগৌরবের বৃদ্ধি ক'রেছ ধন্য রাম ধন্য তোমার বিচার আর তোমার কোন কথা শুনতে নাই, বাক্যালাপ ক'রতে নাই, তোমার রাজ্যে বাস ক'রতে ন ই, ধিক্ রাজা ধিক্ তোমাকে !

রাম —কি ঘোর লাঞ্ছনা ! কি তীব্র গঞ্জনা দুরাত্মা রাম ! এখনও তোর পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই ক্রমে এ হ'তে শত সহস্র গুণে বিষময় গঞ্জনা সহ্য ক'রতে হবে ! শত সহস্র শৃগাল কুক্কুরে তোর জীবিত দেহের মর্ম্মাস্থি চর্ব্বণ ক'রবে . শত শত গৃধিনীতে জীবিতে হৃদপিণ্ড ছিন্ন ক'রবে। জীবিতে নরক ভোগ হবে ! হাঃ কি পরিতাপ !—নরকের কি ভীষণ চিত্র !—সব গেল ! সব গেল ! অনুতাপের জ্বলন্ত চিতায় সব পুড়ে গেল ! দেবি, শান্তিময়ী বনদেবি ! রক্ষা করুন হা প্রিয়ে জানকি !—(মূর্চ্ছা)

বনদেবী —একি! মহারাজ মূর্চ্ছিত হ'লেন? কি সর্ব্বনাশ! এখন চৈতন্য ক'র্‌তে হলো। ও কে দেবি জাহ্নবী সীতাদেবীকে সঙ্গে ক'রে এই দিকে আসচেন নয়? একটু অন্তরালে থাকি, দেখি ওঁরাই এসে কি করেন

(প্রস্থান)

(গঙ্গা ও মুরলার প্রবেশ)

গঙ্গা —আজ নিরানন্দের উপর আনন্দের দিন! শূদ্র তাপস্ বিনাশের জন্য আজ রামচন্দ্র এই অরণ্যে আগমন ক'রেছেন, আজ সীতাদেবীকে রাম দর্শন করাব—আমরাও ঘটনাক্রমে রাম সীতার যুগলরূপ দেখে ধন্য হব!

সীতা —জাহ্নবী চলনা মা! ফুল ত অনেক তোলা হ'য়েছে, আমার কিছুই ভাল লাগছে না।

গঙ্গা —মা, দেখ দেখ এই বনটীতে কেমন ফুল ফুটেছে এস আরও চাট্টি ফুল তুলি।

রাম।—হাঃ আবার আমার চৈতন্য হলো, আমি অচেতনে যে অপার আনন্দ সাগরে সন্তরণ ক'র্‌ছিলেম, বিধাতা আমার সে সুখসিন্ধুও শুকায়ে দিলেন—সে বিমল সুখেও বাদ সাধলেন এখনি যেন দেখলেম, প্রিয়ে আমার নবদূর্ব্বাদল-কান্তি দুটী শিশু সন্তানের কর ধারণ ক'রে সজল নয়নে মা কৌশল্যার করে করে সমর্পণ পূর্ব্বক মার পদধূলি গ্রহণ করিতে করিতে চির-বিদায় প্রার্থনা ক'রেছেন, মা কৌশল্যা ধারাবিগলিত চক্ষে বনবাসিনী বধুকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক শিরচুম্বন ক'র্‌ছেন কৈ কোথায় সে দৃশ্য?—সে প্রাণভরা আনন্দময় দৃশ্য কোথায় গেল?—সে বন-বাসিনী সন্ন্যাসিনীর শান্তিময়ী মূর্ত্তি কোথায় অন্তর্হিত হলো? হা

চৈতন্য ! তুই এসে আমার সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে দিলি ! এই সঙ্গে কেন এ যাতনাময় জীবনেরও শেষ করলি না।

(পতন)

সীতা।—মা জাহ্নবী এ কি শুনি মা ! এ কার কণ্ঠস্বর ? ধরাসনে ও কে ? সেই হৃদ পদ্মের মধুকর—নয়ন-চকোরের সুধা কর—হৃদয় আকাশের নবজলধর ধরাসনে ! হতভাগিনী সীতার সর্ব্বস্বধন বিজনবনে ধরাসনে জীবিতেশ্বর ! সীতার কণ্ঠহার ধরাসনে কেন নাথ ! মা জাহ্নবী গো, আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ! মা গো এতদিনে হতভাগিনী সীতার কপাল ভেঙ্গেছে

(ধরাশায়ী রামের পার্শ্বে উপবেশন গাত্র মার্জ্জন ও ব্যজন)

রাম।—কে ? কে তুমি এ বিজন বনে ধরাশায়ী রামের পাপদেহের ধূলি মার্জ্জন পূর্ব্বক ব্যজন ক'র্‌ছ ? এ সুখময়—এ পবিত্রতাময় স্পর্শ-সুখত এক সীতার অঙ্গ স্পর্শ ভিন্ন কখন অনুভূত হয়নি ! পদ্মের রূপ, পদ্মের রস, পদ্মের গন্ধ, এক পদ্মেই সম্ভবে বল কে তুমি দয়ার প্রতিমা এ সতী-পত্নীঘাতী মহাপাপীর পাপদেহ স্পর্শ ক'রে তোমার পবিত্র দেহকে অপবিত্র ক'র্‌ছ ?

গঙ্গা।—মা ! আর না, সরে এস, চৈতন্য হ'য়েছে

(সীতার দূরে গমন)

রাম।—কৈ ? কোথায় গেল ? সে অমৃতরসসম্পৃক্ত পবিত্র সুখময় স্পর্শ কোথায় গেল ? মনে হয়, যেন একদিন বহুদিনগত পূর্ব্বস্মৃতির ন্যায়—সুখস্বপ্নের আংশিক স্মরণের ন্যায়, মনে হয়—একদিন যেন এই স্বর্গীয় সুখময় স্পর্শ অনুভব ক'রেছিলেম এই ভস্মরাশিপূর্ণ হৃদয় আগ্নেয়-গিরিতে একদিন যেন শান্তি-তটিনী প্রবাহিত হ'য়েছিল ! এ মরুক্ষেত্রে একদিন যেন কল্পলতার শান্তি-

কুঞ্জ ছিল। আজ একের অভাবে সব গিয়েছে—হৃদয় শ্মশান হ'য়েছে। এক সীতার অভাবেই এ পাপ হৃদয়ে শ্মশানের চিতা জ্ব'ল্‌ছে। হা সীতে হা রামময় জীবিতে। হা পতিগত প্রাণা সরলে. আজ তুমি কোথায়? একবার এসে দেখে যাও, আজ তোমার অভাবে হতভাগ্য রামের কি দশা হ'য়েছে আমি অন্ধ! রত্ন চিনি নাই, অনল ভ্রমে অমূল্যনিধি দূরে নিক্ষেপ ক'রেছি, দয়াময়ী সতীর প্রতিমা স্বহস্তে বিসর্জ্জন দিয়ে আপন শান্তিমন্দির আপনি ভঙ্গ ক'রেছি এখন ত চিরজীবনের মত অশান্তির অগ্নিময় অঙ্কেই আশ্রয় নিতে হবে। অনুতাপের জ্বলন্ত চিতায় এ পাপ হৃদয় ভস্ম না হ'লে আর এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না, এ জন্মে আর সে রঘুকুল কমলার দেখা পাব না

সীতা —মা জাহ্নবী, আর যে শুন্‌তে পারিনে মা। পতির দুঃখে যে সতীর বক্ষে কি শেল বাজে তা কি মা তোমাকে ব'লে জানাতে হবে? যাই মা নাথের পদে ধ'রে ক্ষমা ভিক্ষা চাই গে।

গঙ্গা —আমার মন্ত্রপ্রভাবে রামচন্দ্র ত তোমাকে দেখ্‌তে পাবেন না, তুমি যা ব'ল্‌বে শুন্‌তে পাবেন মাত্র কণ্ঠস্বরও বুঝ্‌তে পার্‌বেন, কিন্তু তাতে মনে শান্তি পাওয়া দূরে থাক্‌, দৈবী মায়া বা অন্য কিছু মনে ক'রে আরও উদ্বিগ্ন হবেন। তোমাকে সঙ্গে এনে ভ ল করি নাই

সীতা।—কেন মা তুমি দুঃখিত হ'চ্চ, তোমার গুণে আমার বড় আশার ধন পতির দর্শন হ'ল, তোমার এ গুণের ধার কি শুধ্‌তে পারব।

গঙ্গা।—মা! তোমাকে রাম দর্শন করালেম ব'লে যদি দয়া হ'য়ে থাকে, তবে এই সময় আমাদের একটী সাধ পূর্ণ কর

মা। একবার এই পবিত্র বনাশ্রমে রামের বামে দাঁড়াও, আমি একবার পিতামাতার চরণ দর্শন ক'রে, আর প্রাণ ভ'রে ভক্তি-উপচারে মাতৃ-পিতৃপদ পূজা ক'রে জীবন সার্থক করি।

গীত।

দাঁড়াও মা রামের বামে জানকী
হ'ক জনম সফল জননী গো নয়ন ভ'রে যুগলরূপ নিরখি
ধন্যা কন্যা ধন্যা আজ তার পুণ্যের কি আর বাকি,
কৃপা ক'রে দিলেন দেখা রাম কমল আঁখি
(চরণ ছাড়বনা ছাড়বনা) (শিবের সর্ব্বস্ব ধন)
পূজিব আজ হৃদয় মাঝে রাখি
(যদি পেয়েছি পেয়েছি) (পিতামাতার দেখা)—
যে হ'তে পাঠালে ভবে তরিতে পাতকী,
তদবধি হ'য়ে আছি তৃষিতা চাতকী,
(সে তো দেখি নাই দেখি নাই) (মেঘের কোলে স্থির বিজলী)
আজ জুড়াব প্রাণ সে যুগলরূপ দেখি
(জনম সফল আজ হ'ল মা) (দেখে জনম স্থান)

সীতা।—তোমাদের সাধই পূর্ণ হ'ক। কিন্তু মা এ মিলন আমার সুখের মিলন নয়

সীতাদেবীর রামচন্দ্রের বামে দণ্ডায়মান এবং গান করিতে করিতে ফুলমালা হস্তে দেববালাগণের প্রবেশ এবং আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে কণ্ঠে অর্পণ।

গীত।

গেঁথে ফুল হার, দিতে উপহার, আয়লো সখি আয়।
যদি পাষাণ রামের পাষাণ হিয়া কোমল হয় ফুলের হাওয়ায়
ভালবাসা প্রেমের বিধি, ফুলের কাছে শিখ্‌ত যদি,
পুরুষ হ'ত পরশ নিধি, সুখের নদী বৈত ধরায়।

[রাম সীতার কণ্ঠে কুসুমদাম অর্পণ পূর্ব্বক সকলের প্রস্থান

রাম।—দৈবীলীলা। বিচিত্র দৈবীলীলা। সেই তীব্র ভর্ৎসনার পর বনদেবী কোথায় অন্তর্হিতা হ'লেন? অচেতন অবস্থায় স্বপ্ন-দৃষ্টের ন্যায় প্রাণাধিকা সীতার সেই অনুভূতপূর্ব্ব সুখময় স্পর্শ, সেই পতিপ্রাণা প্রিয়বাদিনীর পরিবাদিনী নিন্দিত মধুর কণ্ঠস্বর, কোথায় চ'লে গেল। দেববালাগণ নৃত্য করিতে করিতে এসে আমার কণ্ঠে কুসুমহার উপহার প্রদান পূর্ব্বক সংগীতচ্ছলে যেন উপহাস ক'র্‌তে ক'র্‌তে কোথায় অন্তর্হিত হ'ল বনদেবীর সেই অনুতাপপূর্ণ ভর্ৎসনা, সীতার সেই সুখময় স্পর্শ, সেই বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর, দেববালাগণের সেই সংগীতচ্ছলে উপহাস, সেই নৃত্য সব নীরব—নিস্তব্ধ! স্বপ্নের কুহকের ন্যায়—মায়ার ছলনার ন্যায়, কোথায় মিশিয়ে গেল! একি সত্যই দৈবীলীলা, না মায়ার প্রতারণা? নিশ্চয় —নিশ্চয় কোন মায়াবীর ছলনা। রাম শোকাতুর, সীতাশক্তি অভাবে শক্তিহীন, দুর্ব্বল-হৃদয় আত্মহারা তাই কোন্ দুরাত্মা মায়াবী সময় পেয়ে ছলনা আরম্ভ ক'রেছে কোন্ দুরাত্মার দুর্ম্মতি উপস্থিত? যে হও শোন! এখনো প্রস্থান কর, রাম এখনো এত দুর্ব্বল হয় নাই যে, মায়া-জাল বিস্তার ক'রে নিস্তার পাবে, রঘুকুলের অস্ত্র চিরকাল অব্যর্থ। এখনি শাস্তি পাবে। (অসি নিষ্কোষিত পূর্ব্বক) এই অস্ত্রে—এই মুহূর্ত্তে মায়াজাল ছিন্ন হবে।

বনদেবীর প্রবেশ

বনদেবী —(রামচন্দ্রের হস্তধারণ পূর্ব্বক) আত্মবিস্মৃত রাম-চন্দ্র! কার প্রতি অস্ত্র প্রয়োগে উদ্যত প্রভু! অস্ত্র সম্বরণ করুন বনে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হ'য়েছে কিছুই মায়া-কল্পিত নয়। আমি এই বনের অধিষ্ঠাত্রী, মায়াকল্পিতা নৈ, যদি মায়াকল্পিতাই হই সেত প্রভু তোমারি মায়াকল্পিত। আমিত কোন ছার, এ জগৎ ব্রহ্মাণ্ডই যে তোমার মায়ায় কল্পিত নতুবা সীতাদেবীর অঙ্গ-স্পর্শ, সেই কাননবাস-কাতরা রঘুকুল-কমলার করুণ কণ্ঠস্বর,

দেববালাগণের সমাগম, কিছুই মায়ার প্রতারণা নয়, সকলই সত্য নির্ব্বাসিতা হওয়ার পর সীতাদেবী কখন বাল্মীকির আশ্রমে, কখন বনে, কখনও গঙ্গাদেবীর পবিত্র ভবনে অবস্থিতি পূর্ব্বক উপাস্য দেবতা তোমারি পদ পূজা ক'রে থাকেন আজ পুষ্পচয়নের জন্য বনে এসেছিলেন, আপনার অচেতন অবস্থায় সুশ্রূষা ক'রেছেন, আপনাকে দর্শন ক'রে পূজা ক'রে, গঙ্গাগর্ভে প্রস্থান ক'র্লেন, দেববালারাও সেই সঙ্গে চ'লে গিয়েছে। তবে সীতাদেবীকে যে আপনি দেখ্তে পান্ নাই সে কেবল জাহ্নবীদেবীর মন্ত্রের প্রভাব মাত্র এক্ষণে বাল্মীকির আশ্রমে আপনার ম তৃগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে অযোধ্যায় গমন করুন। অচিরেই সীতাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তবে মিলন—স্বধামে।

রাম।—আর সাক্ষাৎ। পেয়ে হারালেম একবার চক্ষের দেখা তাও ভাগ্যে ঘটল না রামের ভাগ্যে সীতা-সম্মিলনের আশা এজন্মের মত শেষ হ'য়েছে সে স্বর্গের দেবী এ পা প চক্ষে দৃশ্য হবে কেন?

গীত।

আর কি পাব দেখা সেই রঘুকুল-কমলার
এ হৃদি মরুভূমিতে ফুটিবে কি সে কমল আর
যে কনক নলিনীরে, কল্পিত কলঙ্ক-নীরে,
চির-জীবনের তরে বিসর্জ্জন দিয়েছি এবার।
হৃদয় বেঁধে পাষাণে, বিষ সম বাক্যবাণে,
ব্যথা দিয়ে কোমল প্রাণে, বধেছি প্রাণ যে সরলার

[রামচন্দ্রের প্রস্থান

বনদেবী —আজ গঙ্গাদেবীর গুণে এক নূতন ভাবে রাম-সীতার যুগলরূপ দেখলেম্, নূতন ভাবের নূতন মিলন।

সীত —এত সুখের মিলন নয় মা স্বপ্নের মিলন আজ

কোথায় অযোধ্যাব সিংহাসনে নাথেব বামে বস্‌ব, তা না হ'য়ে তরুতলে ধরাসনে তাঁব অলক্ষ্যে, কেবল চক্ষেমাত্র দেখে স্বপ্নেব ন্যায় সব হাবাতে হ'লো। মা কৌশল্যাব স্নেহ, লক্ষ্মণেব সেই হৃদয় ভবা ভক্তি, কুলদেব বশিষ্ঠেব ইষ্ট উপদেশ দাসদাসী পুববাসীগণের প্রাণভবা ভালবাসা, সব হাবিয়ে নির্ব্বাসীতা হয়ে জীবনযাপন ক'র্‌তে হ'লো। এর নাম কি মিলন, এ ত একটি দুঃখপূর্ণ স্বপ্নের খেলা মা

বনদেবী —মা অযোধ্যাব সিংহাসনে বামেব বামে ব'সলেই যদি সুখী হও, যদি কৌশল্যাব স্নেহ—লক্ষ্মণেব ভক্তি—বশিষ্ঠের উপদেশোক্তি, দাসদাসীব সেবানুরক্তি পেলেই তোমাব দুঃখেব শান্তি হয়, তবে শান্তিময়ী, এস আযোধ্যার সিংহাসনেই এস, বশিষ্ঠঋষি, দাসদাসী পুববাসী সকলকেই পাবে এস একবার আমার দেহ-অযোধ্যাধামে এসে আত্মা-রামের বামে ব'স, আমি চিবদিন তোদেব যুগলরূপের পদধুলি পেতে সাধ ক'রে, হৃদয়-সিংহাসন পেতে বেখেছি, আয় মা বিদেহ বাজদুহিতে। একবাব এ দেহ-অযোধ্যাপুবীতে এসে আত্মাবামের বামে ব'স

গীত

আয় মা বিদেহ সুতে এদেহ-অযোধ্যাধামে।
এসে হৃদ্‌-সিংহাসনের মাঝে বস আত্মারামের বামে
মম অপাব মমতাবাশি, হবে কৌশল্যামহিষী,
জ্ঞান হবে বশিষ্ঠঋষি, ভক্তি হবে প্রিয় দাসী,
ধ'ববে দাস্যভাব সৌমিত্রি আসি, সাধনচ্ছত্র সীতারামে॥
সখি সহ সরযূকূলে, ভ্রমিতে সীতে কুতুহলে,
(আমার) শ্রদ্ধা সখি সহ মিলে, ভ্রম প্রেম সরযূকূলে,
বস প্রাণ শান্তি তরুমূলে, শ্রান্ত হ'লে পথশ্রমে

[বনদেবীর সহিত সকলেব প্রস্থান

সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—অযোধ্যা—রাজসভা

সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ—আর্য্য! অকাল-মৃত ব্রাহ্মণ-কুমারের জীবন প্রাপ্তির পর সপুত্র ব্রাহ্মণ দম্পতি আপনাকে দর্শন ক'রবার বাসনায় এ পর্য্যন্ত অযোধ্যায় অবস্থিতি ক'রছিলেন, অদ্য আপনার দর্শন লাভে আনন্দিত হ'য়ে বিদায় প্রার্থনা ক'রছেন, তাঁদের প্রতি সম্প্রতি কি বিদায়াজ্ঞা প্রদত্ত হবে?

রাম—স্বস্থানে গমনের জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ ক'রলে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন নাই, তাঁদের সন্তোষজনক অশন বসন এবং প্রার্থনা মত ধন-রত্নাদি প্রদান পূর্ব্বক বিদায় দাওগে। সুমন্ত্র! তুমি রাজকোষ হ'তে যথেষ্ট প্রমাণ ধনদান ক'রে তাঁদের বিদায় করগে তবে এক কথা—সীতা নির্ব্বাসনের সংবাদ শ্রবণে বধূমাতাগণ আর অযোধ্যায় আসেন নাই। কিছুদিন ঋষ্যশৃঙ্গের

আশ্রমে অবস্থিতির পর এক্ষণে মহর্ষি বাল্মীকির তপারণ্যে বাস ক'র্‌ছেন, সীতাশূন্য অযোধ্যায় আর আস্‌বেন না—এই তাঁহাদের স্থির সংকল্প ছিল কিন্তু আমার অনুনয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি প্রদান ক'রেছেন অযোধ্যায় আসবেন। কিন্তু কোন যজ্ঞাদির উদ্যোগ ভিন্ন অকারণে আর আস্‌তে ইচ্ছা নাই একথাও ব'লেছেন এক্ষণে তাঁদের অযোধ্যায় আনয়ন জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান ক'র্‌ব, তুমি তাঁদের অযোধ্যায় ল'য়ে এস, শীঘ্র শিবিকাসহ বাহকগণকে ল'য়ে বাল্মীকির তপাশ্রমে যাত্রা কর।

সুমন্ত্র —যে আজ্ঞা

[প্রস্থান।

রাম —ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ। এ চিরদুঃখপূর্ণ দেহভার ধারণ ক'রে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ কাল হ'তে এ পর্য্যন্ত রাম জীবনের প্রতিক্ষণ প্রতি মুহূর্ত্ত যেভাবে গত হ'য়েছে, তা তোমার অজ্ঞাত নাই। জগতে একমাত্র তুমিই এ রাম-হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ। এ হৃদয়ে যখন যে ভাবের উদয় হ'য়েছে, যখন যে ভাব ধারণ ক'রেছে, তার প্রতিবিম্ব তন্মুহূর্ত্তেই তোমার হৃদয় মুকুরে প্রতিফলিত হ'য়েছে, তুমি আমার বিপদের বন্ধু—জীবনের সহচর—ভ্রান্তি পন্থায় সৎপথ দর্শক। অনেক সময়ে অনেক ভ্রম সংশোধন ক'রেছ, অনেক কূট তর্কের মীমাংসা পূর্ব্বক সংশয়চ্ছেদ ক'রেছ। চিরদিন তোমাদের মন্ত্রণার অনুসরণ ক'রেছিলাম ব'লেই, এতদিন এ চির-নির্ম্মল সূর্য্যকুলের অতুল গৌরব রক্ষা ক'র্‌তে সক্ষম হ'য়েছিলেম, কিন্তু পরিশেষে আপন অদূরদর্শিতা দোষেই হ'ক বা ভাগ্যলিপির অপ্রতিবিধেয় বিধানের বশবর্ত্তী হ'য়েই হ'ক, গুরুজনের উপদেশ উপেক্ষা ক'রে, সুমন্ত্রীগণের সৎপরামর্শে কর্ণপাত না ক'রে, তোমাদের চক্ষের জলে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে

কেবল প্রজারঞ্জন মহাব্রত রক্ষার জন্য অপাপস্পর্শিতা সীতাকে অনাথিনীর বেশে অরণ্যবাসিনী ক'রেছি। আর সেই সীতা-নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে আমার সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকেও বিসর্জ্জন দিয়েছি। সেই হ'তে কার্য্যে উৎসাহ—রাজ্যের কুশলচিন্তা—অন্তরের শান্তি,—শরীরের কান্তি সব হারিয়েছি। সেই হ'তে সুখের আধার অযোধ্যারও শান্তিভঙ্গ হ'য়েছে ব্রাহ্মণ-কুমারের অকাল মৃত্যুই অযোধ্যার অমঙ্গলের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আবার সেই ব্রাহ্মণ কুমারের পুনর্জ্জীবনের জন্য স্বহস্তে একটী সাধকের বিনাশ সাধন ক'রে আত্মজীবনেরও ঘোর দুর্নিমিত্তের পথ পরিষ্কার ক'রে রাখ্লাম। এক্ষণে কিসে যে এ মহাপাপ হ'তে মুক্তিলাভ ক'র্‌ব, তার কিছুই স্থির ক'র্‌তে পার্‌ছিনে। শুদ্ধ তাপস বিনাশ কেন? আজ যে সীতাকে চির-নির্ব্বাসিতা ক'রে অকাতরে জীবনধারণ ক'রে আছি, সেই সীতার জন্য লঙ্কা-সমরে রাক্ষসগণকে বিনাশ ক'রে ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ সংগ্রহ ক'রেছি। এক্ষণে যথাযোগ্য যজ্ঞাদি দ্বারা দৈবানুগ্রহ লাভ ভিন্ন আর পাপের শান্তি নাই; সেই জন্য অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'র্‌ব মনস্থ ক'রেছি, এ সম্বন্ধে তোমার মত কি বল দেখি?

সুমন্ত্রের পুনঃ প্রবেশ

সুমন্ত্র।—দেবর্ষি নারদ বশিষ্ঠাশ্রম হ'তে বশিষ্ঠদেবকে সঙ্গে ল'য়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ জন্য অযোধ্যাধামে আগমন ক'রেছেন।

রাম।—যাও লক্ষ্মণ। তাঁদের উভয়কে সমাদরের সহিত সভায় লয়ে এস, আর আমার উপস্থিত অভিলাষ তাঁদের কাছে বিশেষরূপে ব্যক্ত ক'র্‌তে বিস্মরণ হও না, কারণ এ সম্বন্ধে

তাঁদের যুক্তি উপদেশই সর্ব্বোপরি শিরোধার্য্য যাও ভাই, সত্বরে তাঁদের সভায় ল'য়ে এস।

লক্ষ্মণ। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

রাম।—সুমন্ত্র বাল্মীকির তপোবন হ'তে মাতৃগণকে আনয়নের কিরূপ ব্যবস্থা ক'র্‌লে ?

সুমন্ত্র।—আজ্ঞে শিবিকা সজ্জিতকরতে অনুমতি দেওয়া হ'য়েছে, অদ্যই গমন ক'র্‌বে

লক্ষ্মণের সহিত ঋষিদয়ের প্রবেশ

রাম।—আসুন আসুন আসতে আজ্ঞা হ'ক প্রণাম করি মধ্যে মধ্যে যে পাদপদ্ম দর্শন পাই, এ পরম সৌভাগ্য

নারদ।—দীর্ঘায়ুঃ ভব রামচন্দ্র সম্প্রতি কুমার লক্ষ্মণের নিকট যা শুন্‌লেম, সেটীই কি সম্পূর্ণ বাসনা ?

রাম।—আজ্ঞা হাঁ। এক্ষণে যে কর্ত্তব্য হয় সদুপদেশ দানে কৃতার্থ করুন

নারদ।—এ সম্বন্ধে আর সদসদ্ যুক্তি কি ? এ ত সূর্য্য-কুলের সুসন্তানের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য লঙ্কা সমরে রাবণ, কুম্ভকর্ণাদিকে সংহার ক'রেছ, তারা মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র, ব্রহ্মবংশজাত, সুতরাং তাদের বিনাশ জন্য ব্রহ্মহত্যা পাপ সংগ্রহ করা হ'য়েছে, এক্ষণে যথাযোগ্য স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা শান্তিবিধান অবশ্যই কর্ত্তব্য—দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুর বধ হেতু ব্রহ্মহত্যা পাপের শান্তির জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হ'য়েছিলেন, তুমিও সেই মহাযজ্ঞ অশ্বমেধের অনুষ্ঠান কর কিন্তু রাম একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি, যজ্ঞের অন্যান্য আয়োজন ত, অন্যের দ্বারা

অনায়াসে আয়োজিত হবে, কিন্তু এ যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর নির্ব্বাচন ক'রবে কাকে? অন্যে যজ্ঞে ব্রতী হ'য়ে তোমাকেই যজ্ঞেশ্বর ক'রে, যজ্ঞশেষে কর্ম্মফল তোমাতেই অর্পণ ক'রে থাকে। আজ তুমি যজ্ঞে ব্রতী হ'য়ে কাকে যজ্ঞেশ্বর বরণ ক'র্‌বে, যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়ে কাকে কর্ম্মফল সমর্পণ ক'র্‌বে? যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর হ'য়ে যজ্ঞফল গ্রহণ ক'র্‌বে, এমন যোগ্যপাত্র জগতে আর কে আছে রাম?

(গীত)

বাসনা করিতে যজ্ঞ যদি সম্প্রতি
বল হে যজ্ঞেশ্বর হরি, কি যজ্ঞে আজ হবে ব্রতী।
যে যেখানে যজ্ঞ করে, অগ্রভাগ রাম দেয় তোমারে,
তুমি অগ্র দিবে কারে, করিয়ে মঙ্গলারতি।
যারে সাধেন নিরবধি, বিধি মহেশ্বর,
তাঁর যজ্ঞে রাঘবে কে হবে যজ্ঞেশ্বর,
যজ্ঞ সাঙ্গ ক'রে পরে, কর্ম্মফল সঁপে তোমারে,
তুমি সমর্পিবে কারে দিয়ে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি।
যার নামে উচ্চারণে পূর্ণ মনোরথ,
ব্রহ্মহত্যা পাপে মুক্ত রাজা দশরথ,
তাঁর পাপ মুক্তি যোগ্য, কি আছে রাম হেন যজ্ঞ,
চরণে যাঁর চতুর্ব্বর্গ, চরমে জীবের সদগতি

রাম।—হৃদয় যাঁর ব্রহ্মজ্ঞানে পূর্ণ, বাহ্যেন্দ্রিয়গণ পর্য্যন্ত যার ব্রহ্মানন্দ-নীরে নিমগ্ন, তিনি জগৎকেই ব্রহ্মময় দর্শন করেন। এক্ষণে দাসের প্রার্থনা, আমার স্বর্গগত পিতা পিতামহগণ রাজসূয়, অশ্বমেধাদি বহুযজ্ঞ সমাধা ক'রে স্বর্গগত হ'য়েছেন, এবং তাঁরা যেরূপ নিয়মে যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন ক'রেছেন, আমার

সংকল্পিত অশ্বমেধও সেইরূপে সম্পন্ন হবে কুলদেব বশিষ্ঠ এবং প্রভু স্বয়ং উদ্যোগী হ'য়ে যাতে সঙ্কল্পিত যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়, সে পক্ষে মনোযোগী হন ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ, আর্য্য সুমন্ত্র যাও, যজ্ঞ সম্বন্ধে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির আয়োজন জন্য যথাযোগ্য ব্যক্তিগণকে তৎ তৎ কার্য্যে নিযুক্ত করগে— একি! উভয়েই যে অধোবদন তবে কি লক্ষ্মণ যজ্ঞারম্ভ সম্বন্ধে তোমার সম্মতি নাই?

লক্ষ্মণ —যার কার্য্যে বাধা জন্মাতে স্বয়ং বিধাতার সাধ্য নাই, তাঁর কার্য্যে অসম্মতি প্রকাশ ক্ষুদ্রমতি লক্ষ্মণ বা বৃদ্ধ সুমন্ত্রের সাধ্য কি?

রাম —তবে এ সৎসংকল্পে সন্তুষ্ট না হ'যে বিষণ্ণভাব কেন?

সুমন্ত্র —কুমার লক্ষ্মণের লক্ষণ দেখে কি বিষাদের কারণ এখনো বুঝ্‌তে পারেন নাই? আজ অযোধ্যার রাজরাজেশ্বর রামচন্দ্র অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে ব্রতী হবেন শুনে, কোথায় লক্ষ্মণের হৃদয়ে আনন্দের স্থান হবে, না, তা না হ'য়ে আজ রামযজ্ঞের কথা শুনে লক্ষ্মণের দুঃখের সাগরে হৃদয়ভেদী তরঙ্গ উঠে চক্ষের জলে বক্ষ প্লাবিত হ'চ্চে, এ বিষাদের কারণ কি এখনো বুঝতে পারেন নাই? এ যজ্ঞে লক্ষ্মণ বাধা না দেন, লক্ষ্মণের প্রাণ যে বাধা দেবে তার আর সন্দেহ নাই

বশিষ্ঠ —অবশ্য, শুধু এ যজ্ঞে লক্ষ্মণ কেন, অনেকেই বাধা দিতে বাধ্য, কারণ সস্ত্রীক হ'য়ে যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়াই যজ্ঞকর্ত্তার নিতান্ত কর্ত্তব্য আজ, যে অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী সহধর্ম্মিণী সহ ধর্ম্মাচরণে ব্রতী হবে, সে কুললক্ষ্মীকে ত চিরদিনের মত নির্ব্বাসিতা ক'রেছ, এখন কোন্ সহধর্ম্মিণীকে ল'য়ে যজ্ঞ সমাধা ক'র্‌বে? দ্বিতীয় দার পরিগ্রহই মনস্থ?

লক্ষ্মণ —আর্য্য! রামের কার্য্য-চাতুর্য্য কি এখনও বুঝতে

পারেন নাই ? চির-পবিত্রা সতী-কুলেশ্বরী সীতাকে পরিত্যাগ ক'রে দ্বার পরিগ্রহই রামের বাসনা, যজ্ঞ কেবল উপলক্ষ মাত্র। তা করুন রামের মনে যা আছে তাই হ'ক। কিন্তু আর্য্য! আজ রামযজ্ঞে সকলেই উৎসাহিত হবে, জগৎবাসী সকলেই এ রাম-যজ্ঞে যোগদান ক'র্‌বে, কেবল সেই জগৎলক্ষ্মী জানকী এ যজ্ঞ-ক্ষেত্র দেখ্‌তে পাবেন না, আর দুটী ক্ষুদ্র জীব জীবনসত্ত্বে এ যজ্ঞে যোগদান ক'রবে না। এ রামানুষ্ঠিত যজ্ঞে যোগদান দূরে থাক্, রামযজ্ঞের কথা যে রাজ্য পর্য্যন্ত ঘোষিত হবে, সে রাজ্যও থাক্‌বে না আজ হতভাগ্য লক্ষ্মণ অযোধ্যা পরিত্যাগ ক'রে চির-জীবনের মত বিদায় হ'লো আর সেই দুর্ভাগ্য পশু যে চির-দিনের মত রাম সীতার পদে জীবন বিক্রয় ক'রেছিল, যে মাথায় ক'রে বৃক্ষ প্রস্তর এনে দুস্তর লবণসিন্ধুতে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক সীতা উদ্ধারের জন্য জীবন সংকল্প ক'রেছিল, সেই হতভাগ্য পবনপুত্র, এ সীতা শূন্য অযোধ্যায় আসবে না স্নেহময়ী সাক্ষাৎ সতীত্বের জীবন্ত প্রতিমা সীতাকে পরিত্যাগ ক'রে রাম অন্য সহধর্ম্মিণী গ্রহণ ক'র্‌বেন যে জলধরের কোলে স্থির দামিনীকে দর্শন ক'রে নয়ন সার্থক ক'রেছি, আজ সেই নবজলধরের কোলে খদ্যোতিকা পুচ্ছজ্যোতি বিস্তার ক'র্‌বে। শুকের পিঞ্জর পেচকের আশ্রয় হবে ? পবিত্র দেবী-মন্দির পিশাচীতে অধিকার ক'রবে সীতাপদে বিক্রীত, সীতা সর্ব্বস্ব মারুতি সেই দৃশ্য দেখ্‌বার জন্য অযোধ্যায় আসবে ? রাম সীতা পরিত্যাগ ক'রে, যজ্ঞ পূরণার্থ ভার্য্যান্তর গ্রহণ ক'রেছেন একথা শুন্‌লে রুদ্ররূপী হনুমান যে কি মহারুদ্ররূপ ধারণ ক'র্‌বে, রামযজ্ঞের যে কি বিপর্য্যয় ঘটাবে, তা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে, হয় সীতা শূন্য এ শ্মশান তুল্য অযোধ্যা উৎপাটিত ক'রে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ ক'র্‌বে, কিম্বা স্বয়ং জলে বা অনলে আত্মবিসর্জ্জন ক'রে হতভাগ্য

পশু রাম-যজ্ঞে আহুতি দানের পূর্ব্বেই জীবন-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদান ক'র্বে তাই বলি সুমন্ত্র দেব বশিষ্ঠ। আর না,—আর অযোধ্যায় থাক্‌ব না, তোমরা যজ্ঞের আয়োজন কর, আমি যাতনাময় জীবন-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিতে চল্লেম। কোন্ অলক্ষ্মীর দ্বারা লক্ষ্মী স্থান পূর্ণ হবে তাই দেখ্‌তে—সেই বিষ সদৃশ বিসদৃশ দৃশ্য দেখ্‌তে লক্ষ্মণ আবার অযোধ্যায় থাকবে? লক্ষ্মণের সঙ্গে অযোধ্যার এই শেষ সাক্ষাৎ (প্রস্থান উদ্যত ও রাম কর্ত্তৃক ধৃত)

রাম লক্ষ্মণ। রামের কার্য্য যদিও চণ্ডালের ন্যায় ঘৃণিত, কিন্তু তথাপি হৃদয় এখনও চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয় নাই যে মন্দির সতীর প্রেমময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠায় পবিত্র ক'রেছি, সে মন্দিরের সে আসনে আর অন্যে স্থান পাবে না, যতদিন সংসারে থাক্‌তে হবে,—এ যাতনাময় জীবন-ভার যতদিন বহন ক'র্‌তে হবে, ততদিন এ শূন্য মন্দিরে সেই সতীর প্রতিমা সীতার কল্পনাময়ী মূর্ত্তিই বিরাজ ক'র্‌বে। তেমন পতিপ্রাণা সতীর প্রতিমার প্রতি নিগ্রহ ক'রে আবার দারপরিগ্রহ। পীযূষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরীষ ভোজন। পবিত্র সূত্র-গ্রথিত অপার্থিব রত্ন অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়ে উপলখণ্ড কণ্ঠে ধারণ ক'রব? লক্ষ্মণ রাম এখনও ততদূর পশুত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, রাম আপন কার্য্যদোষে চণ্ডালের অধম হ'য়েছে, বিবিধ পাপে কলুষিত হ'য়েছে, কিন্তু এহৃদয়—এ পবিত্র সতীমন্দির এখনও অপবিত্র হয় নাই লক্ষ্মণরে, অধিক কি ব'ল্‌ব, যতকাল—যতদিন যাতনাময় জীবন-ভার ল'য়ে সংসারে থাক্‌ব, ততদিন সীতার সেই প্রেমময়ী প্রতিমা হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন ক'রে অশ্রুজলে পূজা ক'র্‌ব, অনুতাপের অগ্নিকে হোমাগ্নি রূপে স্থাপন ক'রে, সেই অনলে এ জীবনের সুখ—শান্তি—আশা—ভরসা—সমস্তই আহুতি দিয়ে শেষে এ পাপ-দেহ পূর্ণাহুতি দানে সতীপ্রেম মহাযজ্ঞ পূর্ণ ক'রব।

গীত।

লক্ষ্মণরে। সেই দিনে এজনমের মত, ভুলিব সেধনে।
যাবে মর্শ্মের ব্যথা, নিব্‌বে শোকের চিতা,
এ রামের চিতা যেদিন জ্বলিবে শ্মশানে।
এ জীবনের মত ক'রেছি এই পণ,
সে প্রতিমা হৃদে করিয়ে স্থাপন,
সতী প্রেম যজ্ঞ ক'র্‌ব উদ্‌যাপন,
শোকানলে দেহ আহুতি প্রদানে
প্রাণের প্রতিমা দিয়ে বিসর্জ্জন, এ মন্দিরে কারে করিব স্থাপন,
কমলভিকাবে, উৎপাটিতা ক'রে,
বিষলতা কিবে রোপিব উদ্যানে

বশিষ্ঠ। রামচন্দ্র সীতাসমা লক্ষ্মীরূপিণী সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ ক'রে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ বিষয়ে কেউ পরামর্শ প্রদান ক'র্‌বে না, তবে সহধর্ম্মিণীসহ ধর্ম্মাচরণ নিতান্ত কর্ত্তব্য ব'লেই যাহ'ক্

নারদ। আর দারপরিগ্রহ ক'র্‌লেই বা দোষ কি ? রাজা রাজড়াদের ত ওটা কর্ত্তব্যের মধ্যেই পরিগণিত। তোমার পিতা যে ত্রিশতাধিক দারপরিগ্রহ ক'রেছিলেন, তুমি তেমন শত শত ক'র্‌তে যাচ্ছনা, একটা পরিত্যাগ ক'রে তার স্থলে আর একটা ক'র্‌বে, এ আর বেশী কথা কি।

রাম প্রভু আমি আত্মকৃত অপরাধের জন্য অনুক্ষণই অনুতাপাগুনে দগ্ধ হচ্চি। তার উপর আর এ তীব্র তিরস্কার কেন ? সীতাসমা গুণবতী সতীপত্নীকে পরিত্যাগ ক'রে ভার্য্যান্তর পরিগ্রহ, রামের ন্যায় চণ্ডালের পক্ষে অধিক নয় কিন্তু প্রভু। পারিজাত তরু উৎপাটিত ক'রে সেস্থানে আর কোন্

পুষ্প-তরু রোপিত হওয়া সম্ভবে ? পারিজাতের স্থল এক পারিজাতেই পূর্ণ হ'তে পারে, আমি সীতার কল্পনাময়ী মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা ক'রেছি, যজ্ঞকালেও সেই লাবণ্যময়ীর সুবর্ণময়ী প্রতিমা বামে ল'য়ে যজ্ঞ পূর্ণ ক'রব।

বশিষ্ঠ —(স্বগতঃ) আহা ধন্য রাম। ধন্য তোমার অপার্থিব প্রেম! আজ প্রজারঞ্জন হেতু পরিত্যক্তা সীতার পরিবর্ত্তে, সেই পরিবর্জ্জিতা পত্নীর প্রতিমা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যজ্ঞ পূর্ণ ক'রবার বাসনা ক'রেছ, এ হ'তে রাম-চরিত্রের পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা,—পবিত্র প্রেমের চরম পরীক্ষা আর কি হ'তে পারে ? (প্রকাশ্যে) রামচন্দ্র! দেবর্ষি তোমার চিত্ত পরীক্ষার জন্য দারপরিগ্রহের প্রস্তাব ক'রে-ছিলেন, পরীক্ষাও যথেষ্ট পেলেন, এক্ষণে সীতাদেবীর সুবর্ণময়ী প্রতিমা প্রস্তুত ক'রে যজ্ঞে ব্রতী হওয়া আমারও অভিপ্রেত।

রাম —লক্ষ্মণ। তুমি স্বয়ং কৃতবিদ্য সুবর্ণকারগণকে ল'য়ে এসে ভাণ্ডার হ'তে আবশ্যক মত সুবর্ণ প্রদান পূর্ব্বক সীতার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী প্রতিমা প্রস্তুতে অনুমতি দাও। দেবর্ষি আপনারাও সর্ব্ব বিষয়ে দৃষ্টি রেখে প্রয়োজনাধিক দ্রব্যাদির আয়োজনের জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচন পূর্ব্বক কার্য্যে অনুমতি প্রদান করুন! সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণের ভার যথাযোগ্য পাত্রে ন্যস্ত করা হ'ক্! স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিলোকের মধ্যে কেহ যেন অনাহুত না থাকে। গোমতীতীরে নৈমিষারণ্যে যজ্ঞভূমি নির্ব্বাচিত হ'ক্।

নারদ —সে জন্য চিন্তা নাই; নিমন্ত্রণের ভার আমি স্বয়ংই গ্রহণ ক'ল্লেম

রাম।—তবে এক্ষণে ক্ষণকালের জন্য আমি বিদায় হ'লেম, মাতৃগণকে বাল্মীকির আশ্রম হ'তে অযোধ্যায় আনবার জন্য শিবিকাদি প্রেরিত হ'য়েছে, তাঁদেরও আসবার সময় হ'লো।

বশিষ্ঠ।—তবে তুমি পুরমধ্যে গমন ক'রে তাঁদের সঙ্গে

সাক্ষাৎ করগে। আমিও সময়ান্তে দেখা ক'রব সুমন্ত্র। শুন, স্বর্গধামে, পাতালে বা কৈলাসে নিমন্ত্রণার্থে দেবর্ষি স্বয়ং গমন ক'রবেন

সুমন্ত্র —সর্ব্বোর নিমন্ত্রণ কি ঘোষণা দ্বারা সম্পাদিত হবে ?

বশিষ্ঠ —না, স্থান বিশেষে উপযুক্ত পাত্রের দ্বারা, কোন স্থানে পত্রের দ্বারা এবং অবশিষ্ট স্থলে ঘোষণা দ্বারা নিমন্ত্রণ করা হবে।

রাম।—যথাযোগ্য সম্মানের ক্রটী না হয়, পরিচিত আত্মীয়, গুরুজন, বন্ধু ও সুহৃদ্‌বর্গকে যজ্ঞ দর্শনার্থে কোথাও যোগ্য পাত্র, কোথাও বা যোগ্য পত্র প্রেরণ দ্বারা নিমন্ত্রণ করা হক্।

বশিষ্ঠ —অবশ্য তা'ত হবেই আর এক কথা, অশ্বমেধ উপযোগী সুলক্ষণযুক্ত অশ্ব শিরে জয়পত্র ধারণ পূর্ব্বক বহির্গত হ'লে, তার রক্ষার ভার কার হস্তে অর্পিত হবে ?

রাম —সে নির্ব্বাচনের ভারও আপনাদের উপর। ভরত লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, যাকে মনোনীত ক'রবেন, তার উপরেই সে ভার ন্যস্ত ক'রবেন, তবে শত্রুঘ্নই বোধ হয় সেজন্য অধিক আগ্রহ প্রকাশ ক'রবে, এক্ষণে বিদায়।

[প্রণাম ও প্রস্থান।

নারদ।—আজ মহারাজা রামচন্দ্রের অশ্বমেধ মহাযজ্ঞারম্ভ, এ যজ্ঞে যেন ত্রিলোকে কেহই অনাহূত না থাকে। এই মুহূর্ত্তেই সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণার্থে যথাযোগ্য দূত প্রেরিত হ'ক, ঋষিগণের তপাশ্রমে—বিভীষণের নিকট লঙ্কাধামে—শৃঙ্গবের পুরে গুহক আশ্রমে—মিথিলায় জনকালয়ে—কোশলপুরে—নন্দীগ্রামে—কিষ্কিন্ধ্যায় সুগ্রীবের নিকট—কদলীবনে রামচন্দ্রের প্রিয় সেবক হনুমানের কাছে, কুত্রাপি যেন সমাদরের ক্রটী না হয়। স্বর্গ

নিমন্ত্রণে ত স্বয়ংই প্রস্তুত হ'য়েছি, সুমন্ত্র, লক্ষ্মণ, কুমার ভরত শত্রুঘ্ন। আর বিলম্ব ক'রোনা শীঘ্র প্রস্তুত হও—

গীত।

বিলম্বে কিবা প্রয়োজন (আর)
পাল রাজ আজ্ঞা সবে,   পরম উৎসবে,
কর যজ্ঞের আয়োজন।
নিমন্ত্রণ পত্র লিখে নামে নামে,   কিষ্কিন্ধ্যা মিথিলা গুহক আশ্রমে,
দূত পাঠাও নন্দীগ্রামে
(হে স্বর্ণ লঙ্কাধামে, যথ বন্ধু প্রিয়জন)

[সকলের প্রস্থান

অষ্টম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নৈমিষারণ্য।

(হনুমানের প্রবেশ)

হনু।—আজ আমার বিভীষণের সেই কথা স্মরণ হচ্ছে,—যেদিন মা জানকী আমাকে "চিরজীবী হও" ব'লে অমর বর দিয়েছিলেন, সেই দিন বিভীষণ রামচন্দ্রের কাছে আক্ষেপ ক'রে ব'লেছিলেন যে "হে দীনবন্ধু রাম। এ রাক্ষসাধম বিভীষণকে ত মিত্র মিত্র ব'লে কর্ম্মসূত্র পাশে চিরদিনের মত বদ্ধ ক'রেছ, আর মোক্ষলাভের আশা নাই, এ রক্ষদেহ চিরকালই বহন ক'র্তে হবে। আজ আবার হনুমানের পশুদেহেরও মুক্তির পথ রোধ ক'রে অমর বর প্রদান করলে।" এখন একবার সেই বিভীষণের সঙ্গে দেখা হ'লে ব'ল্‌ব; রক্ষরাজ, একদিন যে দেহের পতনের জন্য কামনা ক'রেছিলে আজ সেই দেহের যতনের জন্য বাসনা হয় কিনা বল দেখি? রাম-কল্প-বৃক্ষমূলে শীতল ছায়ায় ব'সে

মোক্ষফলের রসাস্বাদন হ'তে আর মধুর কি আছে? সুবাদকের হস্তে বাদিত হ'লে বাদ্য-যন্ত্রের মধুর রব শ্রে তারই শ্রুতি-সুখকর, বাদ্য-যন্ত্রের তাতে সুখ দুঃখ কি? এতদিন যদি বিভীষণের রাক্ষসদেহের পতন হ'তো, কিম্বা এ পশু দেহের ধ্বংস হ'তো, তা হ'লে কি আজ সেই যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞধামে, যজ্ঞেশ্বরের বামে যজ্ঞেশ্বরীকে দর্শন ক'রে জীবন ধন্য ক'র্‌তে পার্‌তেম? অ'হা! আজ কি আনন্দের দিন! আজ যজ্ঞেশ্বর রামচন্দ্র আমাকে যজ্ঞদর্শনে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন, মা যজ্ঞভূমি-সম্ভূতে যজ্ঞেশ্বরি! আজ তোদের যজ্ঞদর্শন উপলক্ষে আমার চির-সংকল্পিত মহাযজ্ঞ পূর্ণ ক'রব, সেইজন্য আজ পদ্ম তুলে এনেছি! যখন দুজনে যুগলবেশে যজ্ঞস্থলে যজ্ঞাসনে বস্‌বি, তখন মা পদ্মালয়ে! আমি যুগল করে পদ্ম ল'য়ে তোদের যুগল রূপের পাদপদ্ম পূজা ক'রে জীবন সার্থক ক'রব

গীত

মনের সাধে যুগলপদে অর্পিব নীল পদ্ম ল'য়ে
যজ্ঞধামে রামের বামে বস্‌বি যখন পদ্মালয়ে
যুগল করে মনের সাধে, পদ্ম দিয়ে যুগল পদে,
ধ্যান যুগল নয়ন মুদে, যুগল রূপ দেখিব হৃদে,
ক্ষমস্ব বলিয়ে পদে লুটাব দণ্ডবৎ হয়ে
যজ্ঞাসন পরিহরি, যজ্ঞাসনে বস্‌বেন হরি,
যজ্ঞভূমি আলো করি, বামে বস্‌বেন যজ্ঞেশ্বরী,
জ্ঞানচক্ষে সে মাধুরী দেখিব হৃদ্-পদ্মালয়ে

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নৈমিষ বণ্য—যজ্ঞভূমি-দ্বারদেশ।

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ।—আজ প্রায় ত্রিলোকবাসী সকলেই নৈমিষারণ্যে উপস্থিত, এখন হনুমান আর লঙ্কানাথ বিভীষণ এই দু'জনের আসবার কালবিলম্ব হেতু চিন্তা, আবার আগত প্রায় ভ'বৃতে গেলেও ঘোর চিন্তা। ঐনা আস্‌ছে, আগা। মারুতি আজ বড় আনন্দেই অযোধ্যায় আস্‌ছে, হস্তে দেখ্‌ছি কতকগুলি বিকশিত পদ্ম, পদ্মালয়া সীতা সম্মিলিত পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্রের পাদপদ্ম পুজা করবার মানসে পদ্ম চয়ন ক'রে আন্‌ছে। এদিকে যে তার হৃদ্ পদ্মের চির-সেবিত ধন সতীকুলেশ্বরী সীতাকে চির-নির্ব্বাসিতা ক'রে রামচন্দ্র আনন্দের অযোধ্যা অন্ধকার ক'রেছেন, মারুতি এখনো তার কিছুই জান্‌তে পারে নাই,এখনি এসে অগ্রেই জিজ্ঞাসা ক'রবে -লক্ষ্মণ,আমার মা কুশলে আছেন ত? তখন কি উত্তর দেব। সূর্য্যকুলের কুসন্তান লক্ষ্মণ সেই কোশল রাজ্যের কুশলরূপিণী মাকে স্বহস্তে কুশ কণ্টক পূর্ণ অরণ্যপাথারে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছে. এ কথা শুন্‌লেই হয়ত সেই সীতাগত-জীবন পবনপুত্র শোকে উন্মত্ত প্রায় হ'য়ে ঘোর অনর্থ উপস্থিত ক'র্‌বে, কিম্বা আত্মহারা হয়ে আত্মহত্যায় উদ্যত হবে, হা দেব রামচন্দ্র। আজ কোথায় সুখের যজ্ঞে আনন্দের সহিত আহুতি প্রদান ক'রে যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাণ ক'র্‌বেন, তা না হ'য়ে শোকের যজ্ঞে অশ্রুধারা আহুতি দিয়ে দুঃখের আগুন, নির্ব্বাণের চেষ্টা ক'রতে হবে। (অধোবদনে দণ্ডায়মান)—

(হনুমানের প্রবেশ।)

হনুমান —এই ত যজ্ঞধাম। নৈমিষারণ্যে আজ বড় ধুমধাম, গুণধাম রামচন্দ্রের মহাযজ্ঞে আজ জগৎ নিমন্ত্রিত, উৎসবের কোলাহল পূর্ণ জনস্রোত যজ্ঞভূমির দিকেই প্রবাহিত সকলেই যেন রাম সীতার যুগলরূপ দেখ্‌বার জন্য ব্যগ্র আজ বড় আনন্দের দিন! অঞ্জলিপূর্ণ পদ্ম ল'য়ে পূর্ণানন্দে সেই পূর্ণানন্দধাম যুগল রূপের পদ পূজা করে বাসনা পূর্ণ ক'র্‌ব. (হস্ত হইতে পদ্ম পতন) একি! হাত হ'তে পদ্ম পড়ে কেন? তবে কি রাম সীতার পদ পূজা আমার ভাগ্যে ঘট্‌বেনা স্বয়ং মহাকাল সংহার মূর্ত্তিতে সমরে সম্মুখীন হ'লেও যার অঙ্গের কেশাগ্র মাত্র কম্পিত হয় না, আজ তার হাত কাঁপল। পূজার ফুল ধূলায় পতিত হলো হর্ষে বিষাদ মঙ্গলে অমঙ্গল দেখা দিলে। মা মঙ্গলময়ী জানকী! আমি যে বড় আশা ক'রে তোদের যুগলরূপের পূজা ক'র্‌বার বাসনায় অযোধ্যায় এসেছি আমার বাসনা কি পূর্ণ হবেনা মা! দেখি তোদের মনে কি আছে। ও কে যজ্ঞবাটের দ্বারে? লক্ষ্মণ! যজ্ঞস্থল পরিত্যাগ ক'রে এমন অধোবদনে একাকী দ্বারে দাঁড়িয়ে কেন? (লক্ষ্মণের নিকট গিয়া) খুল্লতাত লক্ষ্মণ! তোমাদের দাসানুদাস হনুমান প্রণাম ক'র্‌ছে, (প্রণাম) খুল্লতাত! এমন ধারা অধোবদনে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান কেন? আমিত জানি অযোধ্যায় এসে চিরদিন রাম সীতার মস্তকে ছত্র ধারণ ক'রে অষ্টপ্রহরই যুগলরূপের পদ দর্শন ক'রবে, এই তোমার বাসনা, আজ আবার প্রহরী হ'য়ে দ্বাররক্ষা করার সাধ হলো কেন? রাম সীতার অভয় পদ—যা ভক্তের সর্ব্বস্বধন, তাত একরূপ নিজস্ব ক'রেই নিয়েছ একস্থানে রাখ্‌লে পাছে অন্যে অধিকার ক'রে তোমার পূর্ণাধিকারে ব্যাঘাত জন্মায়, সেই ভয়ে চিরদিন যাকে কখন পঞ্চবটীর বনে—কখন চিত্রকূট পর্ব্বতে—কখন তপোবনে,

নানা স্থানে ভ্রমণের পর দেশে এসে আবার ভক্তের রাম দর্শন আশা-লহরী রোধ ক'র্‌বার জন্য প্রহরী সেজে দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত হ য়েছ ? সে সুধার স্বাদ কি একাই উপভো গ ক'র্‌বে, অন্যের সাধ পূর্ণ হ'তে দেবেনা ? ত ই হনু মানের সাধ বুঝতে পেরেই বুঝি এমনধারা বিষাদপূর্ণ বদনে ধারাগলিত চক্ষে ধরা দর্শন ক'র্‌ছ ? লক্ষ্মণ ! আমি তোমার সে সাধে বাদী হ'তে আসি নাই তুমি সাধ পূর্ণ ক'রে, সে সুধার স্বাদ উপভোগ কর, আমি কেবল তোমার প্রসাদভিখারী মাত্র কি দেশে—কি বিদেশে, সর্ব্বত্রই রাম ভক্ত মাত্রেই যে তোমার বিদ্বেষে পতিত, তা আমি জানি। আমি শুনেছি তোমাদের চিত্রকূটে অবস্থান কালে ভরত মাতুলালয় হতে এসে যখন রাম দর্শনে বনে গমন করেন, তখন তুমি প্রকারে তাঁর প্রতি দোষারোপ ক'রে তাঁকে বিনাশে উদ্যত হ'য়েছিলে। বনগমন কালে শৃঙ্গবের পুরে উপস্থিত হ'য়ে পরম রামভক্ত গুহকের প্রতিও বাণ নিক্ষেপের উপক্রম ক'র্‌তে ছাড় নাই, তাই বলি জগতে আর রাম-পদসেবায় কারু অধিকার না রাখ্‌বার বাসনায়, নিষাদপতির প্রতি, যে আচরণে উদ্যত হ'য়েছিলে, এ প্রসাদভিখারী পশুর সঙ্গেও কি তাই ক'র্‌বে ? ওকি ক্রমেই যে বিষাদের কালীমায় মুখপদ্ম মলিন হ'য়ে উঠ্‌ছে কারণ কি ?

লক্ষ্মণ।—মারুতি আর কি বল্‌ব! আজ শুদ্ধ লক্ষ্মণের মুখপদ্ম মলিন হয় নাই, এতদিনে অযোধ্যার সুখ-পদ্ম চিরদিনের মত মুদিত হয়েছে। আর অযোধ্যার সে সুখ, সে শান্তি, সে আনন্দ, সে উৎসব কিছুই নাই, একদিন যে অযোধ্যায় সুখের প্রস্রবণ প্রবাহিত হ'য়েছে, আজ সেই সুখের অযোধ্যা শ্মশানভূমি। কেবল সীতা-বিচ্ছেদ-চিতাগ্নি হুহু ক'রে জ্বল্‌ছে। আনন্দের আধার অযোধ্যা আজ সত্য সত্যই আঁধার হ'য়েছে। আজ

যে ম, "আমার অতি স্নেহের ধন মারুতি এসেছে" ব'লে, সাদরে বক্ষে ধ'রে পুত্রাধিক স্নেহে কুশল জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন, সে মা আর অযোধ্যায় নাই হনুমানরে।—এতদিনে আনন্দের হাট ভেঙ্গেছে সুখের নন্দন বন শ্মশানে পরিণত হ'য়েছে।

হনু —কেন, কেন লক্ষ্মণ কেন ম অযোধ্যায় নাই? তিনি অযোধ্যা পরিত্যাগ ক'রে কোথায় বাস ক'র্‌ছেন?

লক্ষ্মণ।—বাল্মীকির তপোবনে। রঘুকুল লক্ষ্মী সীতা আজ নির্ব্বাসিতা।

হনু —নির্ব্বাসিতা কেন, মা নির্ব্বাসিতা কি জন্য?

লক্ষ্মণ —দীর্ঘকাল রাবণ গৃহে বাস হেতু, মারুতি, সে কথা উচ্চারণেও রসনা পাপাগ্নিতে দগ্ধ হয়, সেই অপাপস্পর্শিতা সীতা-চরিত্রে প্রজাগণের সন্দেহ, সেই জন্য, আর প্রজারঞ্জন ব্রত পালন উদ্দেশে রামচন্দ্র মাকে বনবাসিনী ক'রেছেন

হনু —কি বল্লি লক্ষ্মণ জগৎলক্ষ্মী সীতা নির্ব্বাসিতা হ'য়েছেন। জগৎপ্রসূতি সীতা অসতী অপবাদে অরণ্যবাসিনী। তবে সংসার এখনো রামশূন্য হয় নাই কেন? পাপ অযোধ্যা এখনো মহাপাপের ভারে রসাতল গর্ভে প্রবেশ করে নাই কেন? আর এই মহানরকের দ্বারপাল লক্ষ্মণই বা এখনও মরে নাই কেন? সামান্য শক্তিশেলে যার মরণ হ'য়েছিল, আজ আদ্যাশক্তিরূপিণী সীতার শোক মহাশক্তিশেলে তার পতন হলো না? হ্যাঁরে। কুসুমাঘাতে যার মূর্চ্ছা হ'ল, সে বজ্রাঘাত সহ্য ক'রে জীবিত থাকুল কেমন ক'রে? তবে বোধ হয় তুই সে লক্ষ্মণ না হবি যে লক্ষ্মণ সীতা-শোক-শক্তিশেল অকাতরে সহ্য ক'র্‌তে পারে, রাবণ নিক্ষিপ্ত শক্তিশেলত তার পক্ষে পাষাণের উপর তুষার কণা মাত্র। তাই বলি, হয় তুই সে সীতা-পদসেবক লক্ষ্মণ নয়, কিম্বা অযোধ্যায় এসে দাসত্ব ভাব পরিত্যাগ ক'রে, বৈমাত্রেয়

স্বভাব প্রাপ্ত হ'য়েছিস্। কিন্তু শোন্ লক্ষ্মণ যদি সত্যই প্রজা-রঞ্জনের জন্য নির্দ্দয় রাম মাকে আমার নিরপরাধে নির্ব্বাসিতা ক'রে থাকেন, তাহ'লে নিশ্চয় জেন, আজ অযোধ্যার অস্তিত্ব লোপ হবে, রাম-যজ্ঞ আজ দক্ষযজ্ঞে পরিণত হবে। জগৎ মাতা সীতা অসতী? আমরা অসতীর পুত্র? একথা যে পাপাত্মাদের রসনা হ'তে নির্গত হ'য়েছে, আজ সেই নরকের কৃমিকীটদের জীবিত দগ্ধ ক'র্ব —লঙ্কা দগ্ধের মত পাপ অযোধ্যা পুড়িয়ে ভস্মে পরিণত ক'র্ব। আজ ত্রিলোক একপক্ষ হ'ক্—জগৎ লক্ষ্মণময় হ'য়ে অযোধ্যা-নরকের দ্বারপালরূপে অযোধ্যা রক্ষায় প্রস্তুত হ'ক, তথাপি সীতা বিরুদ্ধাচারী—আমার মাতৃচরিত্রে দোষারোপ করা রাম রাজ্যের প্রজা নামধারী এক পাপাত্মাকেও জীবিত রাখ্‌ব না সব পোড়াব—তেমনি ক'রে লঙ্কা পোড়ানর মত পাপ অযোধ্যা পোড়াব।—সব ছারখার ক'র্ব। একবার লঙ্কা পুড়িয়ে মাকে অশোক বন হ'তে উদ্ধার ক'রে, শেষে রামের বামে বসিয়ে যুগলরূপ দেখেছিলাম, এবারে অযোধ্যা পুড়িয়ে বাল্মীকির বন হ'তে মাকে উদ্ধার ক'রে এনে হৃদয় চিরে আত্মারামের বামে চির-প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক প্রাণ ভ'রে অবিচ্ছেদ রূপ দর্শন ক'র্ব, দেখি কার সাধ্য আমার সংকল্পে বাধা দেয়? কৈ সে নিষ্ঠুর রাম? বুঝি যজ্ঞবাটে, দেখি তোর অশ্বমেধযজ্ঞ আজ নরমেধযজ্ঞে পরিণত ক'র্তে পারি কি না।

[বেগে প্রস্থান।

লক্ষ্মণ —(স্বগতঃ) আমিত ত পূর্ব্বেই জানি, সীতা-নির্ব্বাসন সম্বাদ শ্রবণে আত্মহারা হ'য়ে হনুমান কোন না কোন অনর্থ উপস্থিত ক'র্বেই ক'র্বে. এখন যাই, সকলে একত্র হ'য়ে আত্মহারা

পবন-পুত্রকে সাধ্যমত সান্ত্বনার চেষ্টা করিগে। সীতাহীন র ম-. যজ্ঞ যে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে না, এই তার সূত্রপাত।

[লক্ষ্মণের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—যজ্ঞস্থল

পট্টবস্ত্র পরিহিত রামচন্দ্র

(বশিষ্ঠাদি মুনিগণ.যথাস্থানে উপবিষ্ট, মন্ত্রপাঠ, স্বস্তিবাচন সংকল্প, অগ্নিস্থাপন ইত্যাদি)

বশিষ্ঠ —সুমন্ত্র! পট্টবাস আবরিত সুবর্ণময়ী সীত মূর্ত্তি রামচন্দ্রের বামভাগে স্থাপন কর

নারদ —সংকল্প পূর্ব্বক স্বর্ণ সীতার প্রা ‹ প্রতিষ্ঠা কর হ'ক্

(হনুমানের প্রবেশ)

হনু —প্রাণপ্রতিষ্ঠা . সে ভারটা আমিই নিচ্চি যে যজ্ঞে সতীর অপমান, সে সতীশূন্য যজ্ঞে যিনি যিনি লিপ্ত আছেন—যিনি এ রাম যজ্ঞের উপদেষ্টা, আজ তারই প্রাণ যমালয়ে প্রতিষ্ঠা ক'রব। আগে দেখি লক্ষ্মণের কথা কতদূর সত্য, (রামচন্দ্রের বামভাগে সীতামূর্ত্তি দর্শন পূর্ব্বক) ওকে? ঐ যে পীত কৌশেয় বাস পরিহিত প্রভু রামচন্দ্র বামভাগে বামদেবারাধ্যা সীতাদেবীকে ল'য়ে যজ্ঞবেদীতে উপবিষ্ট। সম্মুখে বশিষ্ঠ নারদাদি ঋষিগণ হৃষ্টমনে যেন নিবিষ্ট চিত্তে জগদিষ্ট যুগলরূপের পদযুগল দর্শনে তন্ময়! তবে কি লক্ষ্মণ এতক্ষণ অযথা মিথ্যালাপ

দ্বারা আমার চিত্ত পরীক্ষা ক'রছিল ? মাতৃচরিত্রে দোষারোপের কথা !—য শ্রবণে মহাপাপ—উচ্চারণে অনন্ত নরক, সেই কথা ল'য়ে পরিহাস। উন্মাদ—লক্ষ্মণ নিশ্চয় উন্মাদ। কিম্বা মিথ্যাবাদী—ঘোর মিথ্যাবাদী। এখনি বল্‌লে "মা অযোধ্যায় নাই, তপোবণ্যবাসিনী" ঐ যে পট্টবস্ত্র আবরিতা হেমলতা, ব'ম নীল'চলের অঙ্গে স্থির-দামিনী জলধরের কোলে শোভা পাচ্ছে। যাই যুগল করে পদ্ম ল'য়ে ঐ পদ্মযোনির হৃদ্‌পদ্মের ধন রাম সীতার পাদপদ্মে অর্পণ পূর্ব্বক পাপ পশুদেহ ধন্য করি। (পদ্মাঞ্জলী গ্রহণ পূর্ব্বক পাতিত জানু হইয়া) ইদং অঞ্জলী পূর্ণ নীলকমল কমলা শোভিত কমল লোচন রামচন্দ্রায় নমঃ।

রাম।—(বিষাদিত নেত্রে) এস বৎস মারুতি। তোমার সর্ব্বাঙ্গিন কুশল ত ?

হনু।—যার পিতা স্বয়ং মঙ্গলময়, মা যার সর্ব্বমঙ্গলা, তার আবার অমঙ্গল কোথায় প্রভু ? মা সর্ব্বমঙ্গলময়ী। আজ তোমার অধম পুত্র হনুমানের বড় আনন্দের দিন। আজ জননী যজ্ঞেশ্বরীর সহিত স্বয়ং পিতা যজ্ঞেশ্বর মহাযজ্ঞে দীক্ষিত, আর সেই যজ্ঞে হনুমান নিমন্ত্রিত. মা বড় শুভক্ষণেই এ অধম পুত্রকে অমর বর দিয়েছিলি। যে দেহের পতন হবে না ব'লে একদিন দুঃখ প্রকাশ ক'রেছিলাম, এখন প্রার্থনা ক'র্‌ছি আমার সেই পশুদেহ অক্ষয় হক্, আমি ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব চাইনে, শিবত্বেরও প্রার্থী নৈ কেবল এই প্রার্থনা, চিরদিন যেন এস্নিধারা এই পশু দেহেই তোদের ঐ পশুপতি সেবিত যুগলরূপের দাসত্ব ক'র্‌তে পাই, তাহ'লেই আমার পশুত্ব সার্থক হবে, তা হ'লেই আমি কৃতার্থ হব এখন কৃপা ক'রে পদধুলি দে, আমি পিতা মাতার পদরজ মাথার মণি ক'রে ধন্য হ'ই। কেন মা এমন ধারা নীরবে স্থিরভাবে থাক্‌লে ? কি দোষে দাসের প্রতি এরূপ বিরূপ হলি মা ? কি অপরাধ

ক'রেছি বস, এখনি এই মুহূর্ত্তে তোদের পদতলে প্রাণ পরিত্যাগ ক'রে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌ব

লক্ষ্মণ—হনুমান! তুমি কাকে মাতৃ সম্বোধন ক'রে পদধূলি প্রার্থনা ক'র্‌ছ? লক্ষ্মণ মিথ্যাবাদী নয়, সত্যই মা অযোধ্যায় নাই, রঘুকুল লক্ষ্মী আজ সত্য সত্যই অনাথিনী বেশে বনবাসিনী। মা অযোধ্যায় থাক্‌লে কি তোকে পদধূলি প্রার্থনা ক'র্‌তে হতো? তাড়াতাড়ি এসে কোলে নিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তেন, পুত্রাধিক স্নেহে কুশল জিজ্ঞাসা ক'র্‌তেন

হনু —তবে লক্ষ্মণ যা বলেছিলি সত্যই তাই। সত্যই সে সতী কুলেশ্বরী মা আমার অযোধ্যায় নাই? কার বিচারে—কার মন্ত্রণায় মা আমার অসতী অপবাদে অরণ্যবাসিনী, রাম তুমি এ রাজ্যের ন্যায়বান ভূপতি? তবে তোমারি বিচারে অসতী অপবাদগ্রস্তা হ'য়ে জগৎলক্ষ্মী মা আমার অনাথিনীর মত অরণ্যে বসতি ক'র্‌ছেন? বশিষ্ঠ! তুমি না রঘুকুলের ইষ্ট উপদেষ্টা? তবে তোমারি মন্ত্রণাগুণে জগত জননী মা আজ যন্ত্রণা সাগরে ভাস্‌চেন? সতীকুলেশ্বরী সীতা অসতী!—জগতমাতা অসতী! আমরা অসতীর পুত্র! এই রামের বিচার—এই তোমার ইষ্টমন্ত্রণা? শোন বশিষ্ঠ! জারজ আখ্যা তোমার পক্ষে দোষের নাহ'তে পারে, কারণ যেরূপ ক্ষেত্রে তোমার উদ্ভব, তাতে জারজ আখ্যায় তোমার ব্যাখ্যা ভিন্ন গৌরব লাঘব নাহ'তে পারে অথচ যেমন মুখ্য ক্ষেত্রে তোমার জন্ম তেমনি মুর্খের মত কার্য্যও করেছ, মন্ত্রণা দিয়ে রাজলক্ষ্মীকে বনবাসিনী ক'রে, রামকে লক্ষ্মী ছাড়া ক'রে, আবার যে কোন্ ভাগ্যলক্ষ্মী লাভের জন্য রামকে যজ্ঞে ব্রতী ক'রেছ, তা তুমিই বলতে পার, আমার বোধ হয় রাজপরিণয় উপলক্ষে কিছু ধন রত্ন পাবার প্রত্যাশায় পরামর্শ দিয়ে সীতা বর্জ্জন করিয়ে রামকে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়েছ; আর তোমাদের

মত স্বার্থপর মহামূর্খের মন্ত্রণায় মুগ্ধ হ'য়ে নির্দ্দয় রাম রঘুকুল-লক্ষ্মীকে দুঃখের সাগরে বিসর্জ্জন দিয়েছেন। কিন্তু শোন বশিষ্ঠ! যে রাজ্যের পাপাত্মা প্রজাবর্গ সতী-চরিত্রে অযথা কলঙ্কারোপ ক'রেছে—যে রাজ্যের মহামূর্খ মুখ্য পাত্রগণ যে পাষণ্ড প্রজাদের পাপ আন্দোলনে অনুমোদন ক'রে নির্দ্দয় রাজা রামকে সীতা পরিত্যাগে পরামর্শ দিয়েছে,আজ সেই সকলকেই যমালয় পাঠাব, পাপ অযোধ্যা শ্মশানে পরিণত ক'র্‌ব। যতদিন জগতে সীতা বিদ্বেষীর অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন হনুমান মহা প্রলয়কারী সংহার মূর্ত্তিতে ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ ক'রবে। হও দেখি—কে আছ—কার সাধ্য পাপ অযোধ্যা রক্ষায় অগ্রসর হও? আজ জগত শুদ্ধ সকলে একত্র হক্ তথাপি অযোধ্যার ধ্বংস অনিবার্য্য। (রামচন্দ্রের পার্শ্বস্থ স্ত্রী মূর্ত্তিকে লক্ষ্য পূর্ব্বক) কে তুমি? নির্দ্দয় রাম ত দ্বিতীয় পরিণীতা—আমার বিমাতা? যে বিমাতার জন্য ঐ নির্দ্দয়—ঐ সতী পত্নীঘাতী আমার মাতৃহন্তা রাম জটা-বাকলধারী পথের ভিখারী। তুমি আমার সেই বিমাতা? লও বিমাতা লও তোমার সত্যপ্রতিজ্ঞ পতির কাছে কি বর নেবে লও সপত্নী পুত্রকে বনে দেবে? সন্ন্যাসী সাজাবে? তা আমার ত বনেই বাস, সন্ন্যাসীর হতেও সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীর বরং কদাচিৎ আশ্রম থাকে আমার আশ্রম তরুতল, আশ্রয় বৃক্ষপত্র, করপুট পানপাত্র,আহার্য্য বনফল মাত্র, এ হ'তে আর সন্ন্যাস কি আছে? এ সন্ন্যাসী ত মাতাতেই সাজিয়েছেন তুমি বিমাতা এ অপেক্ষা আর কি সন্ন্যাসী সাজাবে? যদি কিছু বাকী থাকে বল, তাও ছাড়ব,—কেবল ছাড়ব না আমার অতুলসম্পদ মা জনকনন্দিনীর পদাশ্রয়। তুমি আমাকে সেই সম্পদে বঞ্চিত ক'র্‌বার জন্য আমার মাতৃস্থান অধিকার ক'রে বসেছ,কিন্তু এখনও বলছি—আমার সম্মুখ হ'তে প্রস্থান কর,হনুমান রামসীতার যুগলরূপ দেখ্‌বার জন্য এসেছে, রামের বামে—আমার

মা জগজ্জননীর আসনে অন্য রমণীকে দেখ্‌তে আসে নাই শুকের পিঞ্জরে পেচকের অভিনয় দেখ্‌তে আসে নাই তুমি যে হও, স্ত্রীজাতি, তাতে আমার মাতৃস্থানে উপবিষ্টা, সুতরাং অবধ্যা, তাই বলি শীঘ্র আমার সম্মুখ হ'তে প্রস্থান কর, নতুবা স্ত্রী হত্যা অনিবার্য্য। আমি অনন্তকালের জন্য সে যুগল মূর্ত্তি হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ক'রেছি, আমি কি বাহিরে—কি অন্তরে চিরদিনের তরে যেরূপ অপরিবর্ত্তনীয় দেখা সংকল্প ক'রেছি, কার সাধ্য আমার সে সংকল্প ভঙ্গ করে; শুন নির্দ্দয় রাম। তুমি যত চাতুরীই কর, যতই মায়াজাল বিস্তার কর, হনুমান তোমার সে কুহকে ভুলবে না, সে মায়া-ফাঁদে পড়্‌বেনা আমি স্থির-সংকল্পে রাম সীতার দাসত্বব্রতে দীক্ষিত হ'য়েছি, স্থির সংকল্পে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, আজ আবার তোমার সমক্ষেও মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করছি, রাম সীতার যুগলরূপ ভিন্ন কখন অন্যরূপ ইষ্টভাবে দেখ্‌বনা, হনুমানের এ মস্তক কখন রাম সীতার পাদপদ্ম ব্যতীত এ জগত-ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ব্রহ্মার কাছেও নত হবেনা। তুমি যে মূর্ত্তিই বা যে ভাবেই ছলনা কর, যে অলক্ষীকে এনে বামে বসাও, হনুমানের কাছে সেই জগত লক্ষী সীতা শোভিত রামরূপ অটল ভাবেই থাক্‌বে। একবার বুক চিরে তার পরীক্ষাও দেখিয়েছি, আজ আবার বুক চিরে তোমাকে দেখাব! আর তোমার এই নরকের কীট প্রজা নামধারী পিশাচদের বুক চিরে দেখাব কি ঘোর নরকাগ্নি তাদের হৃদয়ে জ্বল্‌ছে, মহাপাপের কি ভয়ানক অভিনয় হচ্চে, সব পোড়াব তেম্‌নি করে, লঙ্কা দগ্ধ করার মত পোড়াব।

লক্ষ্মণ।—মারুতি। শোকে, অভিমানে আত্মহারা হ'য়ে কাকে অলক্ষী সম্বোধনে অযোধ্যা-লক্ষী সীতার আসন হ'তে অন্তর্হিত হ'তে ব'ল্‌ছ? মারুতি। এখনো ততদূর ঘটে নাই মাকে হারিয়েছি

আর সেই সঙ্গে অযোধ্যার সৌভাগ্য লক্ষ্মীকেও চিরদিনের মত বিদায় দিয়েছি সত্য ; কিন্তু তুমি যে ভয় ক'র্‌ছ অযোধ্যায় এখনো সে মর্ম্মভেদী চিত্র অঙ্কিত হয় নাই, সুবর্ণময় শুকের পিঞ্জর এখনো পেচকে অধিকার করে নাই, পবিত্র দেবী-মন্দির এখনো পিশাচীর আশ্রয় হয় নাই, তাহ'লে এতদিন অযোধ্যায় থাক্‌তেম না , রাম হৃদয়ে সে অপবিত্রতা প্রবেশ কল্লে—রাম-হৃদয় রূপ সতী-মন্দির হ'তে সীতা প্রেমের স্বর্গীয় সৌরভ তিরোহিত হ'লে,এতদিন অযো - ধ্যায় থাক্‌তেম না, এ যজ্ঞেও লিপ্ত হ'তেম না, রাম-দাসত্বে জলাঞ্জলি দিয়ে- জলন্ত চিতায় এযাতনাময় দেহ আহুতি দিয়ে জীবনযজ্ঞের শেষ ক'র্‌তেম। রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনব্রত পালনের জন্য, কঠোর কুলধর্ম্ম আর রাজনীতির বশবর্ত্তী হ'য়ে সীতাদেবীকে নির্ব্বাসিতা ক'রেছেন সত্য ; কিন্তু সেই সতীশ্বরী সীতার স্বর্গীয় প্রেমময়ী মূর্ত্তি রাম হৃদয়ে পবিত্র ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে এ সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি তাঁর সাক্ষী মাত্র, আর এই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পেয়েই এখনো দুঃখপূর্ণ অযোধ্যায় আছি। তুমি সম্মুখে যে মূর্ত্তি দর্শন ক'রে রামচন্দ্রের দ্বিতীয় পরিণীত পত্নী জ্ঞান ক'রেছ, ও তা নয়, আমাদের সেই বনবাসিনী মায়ের সুবর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি মাত্র সস্ত্রীক ব্যতীত যজ্ঞে দীক্ষিত হ'লে যজ্ঞফল অপূর্ণ থাকে ব'লেই যজ্ঞ সম্পূরণের জন্য স্বর্ণসীতা নির্ম্মিত হ'য়েছে।

হনুমান।—লক্ষ্মণ! আমি হীন বুদ্ধি বনের পশু, আর তোরা রাজপুত্র, তোদের রাজবুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম, সুতরাং আমার মত মূর্খকে বুঝাবার শক্তি তোদের যথেষ্টই আছে। রামচন্দ্র সীতাকে বনবাস দিয়ে তাঁর পবিত্র প্রেম বিস্মরণ হন নাই, তাই তাঁর সোণার মূর্ত্তি গড়িয়ে যজ্ঞে ব্রতী হ'য়েছেন, সুতরাং রাম যে অপার দয়ার সাগর, তারই পরীক্ষা দিয়েছেন, আর লক্ষ্মণ তাতেই সেই সাগরে ভেসে বেড়াচ্চে শুনে আমিও চরিতার্থ হ'লেম—সকল দুঃখ দূর হলো।

এখন, সীতা বনেই থাক্ বা কেঁদেই বেড়া'ক রাম যে সোণার সীতা নির্ম্মাণ ক'রে পবিত্র প্রেমের পরীক্ষা দিয়েছেন এতেই জগতের প্রাণ বুঝেছে—প্রবোধ পেয়েছে, এ অবোধ পশুকেও বেশ বুঝিয়ে দিলে। বলি রামকে সোণার সীতা নির্ম্মাণ কর্‌তে কে যুক্তি দিয়েছিল? সোণা শ্রেষ্ঠ পদার্থ মূল্যবান্ সুতরাং তদ্দ্বারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'র্‌লে সীতার গৌরব বৃদ্ধি করা হবে এই বোধ হয় সেই মন্ত্রণা-দাতা মহাত্মাদের বিশ্বাস; হায়রে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড, এমন কি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও যাঁর সৃষ্ট পদার্থ; ব্রহ্মার সৃষ্ট পদার্থ মধ্যে এমন শ্রেষ্ঠ পদার্থ কি আছে যে তদ্দ্বারা পরম পদার্থ পরমার্থদায়িনী ব্রহ্মময়ী সীতার মূর্ত্তি নির্ম্মিত হ'তে পারে? এ সব বোধ হয় ঐ বশিষ্ঠ, গৌতম, মরীচি নারদ প্রভৃতি মহাত্মাদের পরামর্শ। সোণার সীতা ল'য়ে যজ্ঞ সমাধা হ'লে শেষে সকলে মিলে সোণা ভাগ ক'রে, উপাসনার ধন ব্রাহ্মণীদের জন্য স্বর্ণ অলঙ্কার নির্ম্মাণ ক'র্‌বেন, এই বোধ হয় প্রভুদের মনোগত বাসনা। তা সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় আর কি। স্বর্ণকার ডেকে ব্রাহ্মণীদের জন্য অলঙ্কার গঠনে আদেশ দিলেই হয়। আর নিজেরাও এক একটী সোণার লাঙ্গুল গড়িয়ে নিয়ে অপূর্ণ দেহের পূর্ণতা সম্পাদন করুন। আমরা বনের বানর—অধম পশু, আমাদের ন্যায় লাঙ্গুল ধারণ ক'র্‌লে আপনাদের অপমান হ'তে পারে, এমন সব ব্রহ্ম-বানরদের সোণার ল্যাজ হওয়াই উচিত, নারদ। তুমি দেবর্ষি, মহাজ্ঞানী, তুমি ত বিষয়াশক্তিহীন, অকৃতদার, তুমি সোণা নিয়ে কার বাসনা পূর্ণ কর্‌বে? আমার বোধ হয় এ তোমার মন্ত্রণা নয়? যারা পূর্ণ আশ্রমী, রাজ-যজ্ঞে যথেষ্ট ধনরত্ন এনে সন্তুষ্ট ক'র্‌ব ব'লে ব্রাহ্মণীদের আশা দিয়ে এসেছেন, এ সেই সকল অর্থলোলুপ স্বার্থপর যাজকগণের মন্ত্রণা, সব অনিষ্টের মূল বশিষ্ঠ, আর ঐ জাবালী—মরীচি—অঙ্গীরা প্রভৃতি ব্রহ্ম কুলা-ঙ্গারগণ। আপন ইষ্টসিদ্ধির জন্য এমন নিকৃষ্ট বৃত্তি নাই যে তোমরা

লোভের বশে তা ক'রতে অক্ষম। পরের যজ্ঞে গিয়ে লোভে পড়ে হোমের ঘৃত চুরি ক'রে বসে থাক, কিন্তু শেষে যমের বাড়ী গিয়ে যে তার ফল ভোগ ক'রতে হবে, তা বোধ হয় ভুলেও ভাব না। কিন্তু শোন জাবালী—মরীচি। আমিত মরেচি, ব্রহ্মশাপ আমার কপালে নৃত্য ক'রছে, তা বুঝ্‌তেও পেরেছি। কিন্তু প্রাণে যে আগুন জ্বলছে, তার কাছে ব্রহ্মশাপানলত, বজ্রের কাছে ক্ষুদ্র দীপালোক হ'তেও সামান্য। আমি তোমাদের কর্ম্মোচিত ফল দান ক'রে অকাতরে ব্রহ্ম শাপানলে দগ্ধ হব। এ বজ্রানলে—এ মাতৃশোক বজ্রানলে, এ রাম মেঘ হ'তে পতিত বজ্রানলে মরণ অপেক্ষা ব্রহ্ম-শাপানলে মরণই মঙ্গল। আমি জানি ব্রহ্ম-শাপে পতিত হ'লে, সে অন্তে রামপদলাভে বঞ্চিত হয় না, সগর-বংশ কোপিল-শাপে ধ্বংস হ'লে, বিষ্ণুপদ বিহারিণী গঙ্গা এসে তাদের উদ্ধার ক'রেছিলেন গৌতম শাপে অহল্যা পাষাণী হ'লে, শেষে রামপদস্পর্শে উদ্ধার হ'য়েছিল, তাই বলি ব্রহ্মশাপে মরণ হ'লে শেষে সদ্গতি লাভ ক'রব। কিন্তু এ বজ্রানলে পতন হ'লে চিরদিন প্রেতাত্মাকে পর্য্যন্ত জ্বলতে হবে। আজ গৌতম, মরীচি, বশিষ্ঠ, যিনি রামযজ্ঞের উপদেষ্টা—সীতা নির্ব্বাসনের মন্ত্রণা-দাতা, অগ্রে তাদেরই সংহার ক'রব শুন বশিষ্ঠ। এ রাম-যজ্ঞে তোমার যে কি লভ্য হবে, তা বোধ হয় এখনও বুঝতে পার নাই, দক্ষের সতীশূন্য যজ্ঞে ভৃগুর যেরূপ ফললাভ হ'য়েছিল, রামের সীতাশূন্য যজ্ঞে বশিষ্ঠেরও সেই গতি হবে তা নিশ্চয় জেনো, দক্ষ-যজ্ঞে পশুপতির জটা হ'তে বীরভদ্র উৎপত্তি হ'য়ে ভৃগুর দুর্গতি ক'রেছিল, রামযজ্ঞে এই পশুর হৃদয় থেকে ক্রোধরূপ বীরভদ্র উৎপত্তি হ'য়েছে—আর তোমাদের ভদ্রস্থ নাই। শোন রাম। তোমার এ যজ্ঞ—এ সতীশূন্য যজ্ঞ পূর্ণ হবে তা মনে করোনা, অনধিকার ব্রতে কখনই শুভ ফল লাভ হয় না। অশ্বমেধ রাজযজ্ঞ,

যাঁদের রাজলক্ষ্মী অচলা, এ যজ্ঞে তাদেরই অধিকার। তোমার সে রাজলক্ষ্মী কৈ? যেদিন কুললক্ষ্মী সীতা কে নির্ব্বাসিতা ক'রেছ, তোমার রাজলক্ষ্মী সেই দিনেই বিদায় হ'য়েছেন। এখন ত তুমি লক্ষ্মীছাড়া। লক্ষ্মী ছাড়ার অশ্বমেধ আবার কবে পূর্ণ হ'য়ে থাকে। এখন ত অযোধ্যায় অলক্ষ্মীর পূর্ণ আবির্ভাব, সুতরাং অলক্ষ্মীর আবির্ভাবে তোমারও পূর্ব্ব ভাবের তিরোভাব হ'য়েছে, নৈলে ছার সোণার সীতা নির্ম্মাণ ক'রে যজ্ঞে ব্রতী হবে কেন? কাঠের তরণিতে তোমার পাদস্পর্শ হওয়াতে যে সোণার উৎপত্তি হ'য়েছিল, সেই সোণা দিয়ে সেই সনক সনাতন দির উপাসনার ধন, সীতার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ। ছার সোণার সঙ্গে সেই সনাতনীর উপমা।

গীত।

উপমার ধন মা কি আমার সেই সোণার সনে (রাঘবে)
যে সোণার কাঠে উদ্ভব, তব পদ পরশনে
বৈকুণ্ঠে যে বক্ষাসনা, তার উপমা রত্ন সোণা,
ব্রহ্মাদি পুরাণ বাসনা, যে সনাতনীর দরশনে
কি ধর্ম্ম করিতে অর্জ্জন, ক'রেছ যজ্ঞের আয়োজন,
যজ্ঞেশ্বরী মাকে আমার দিয়ে বিসর্জ্জন—
যে যজ্ঞেতে সতী বাম, সে যজ্ঞের ফল জানত রাম,
দক্ষযজ্ঞের যে পরিণাম, সতী ক্রোধ হুতাশনে

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী।—মহারাজ! বহুসংখ্যক রাক্ষসগণ সঙ্গে, লঙ্কানাথ বিভীষণ দ্বার দেশে উপস্থিত।

রাম।—(অধোবদনে) যাও যত্নের সহিত যজ্ঞস্থলে ল'য়ে এসগে।

হনুমান —এসেছে বিভীষণ সে আবার আমা হ'তেও

মহামূর্খ। আমি কপট রামের মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে সীতা উদ্ধারের জন্য কেবল তপনার মুখ মন্ত্র দগ্ধ ক'রেছি, সে হতভাগ্য মন্ত্রণা দিয়ে বিপুল বংশটা ধ্বংস কল্লে, শেষে ঐ রামের জন্য এক-মাত্র পুত্র তরণীসেনকে বিনাশ ক'রে অন্তে জল পিণ্ডের পথ পর্য্যন্ত রোধ কল্লে। সে সময় হয়ত মনে করে'ছিল, আশ্রিত অমর, মরণত হবেনা, সুতরাং জল পিণ্ডেরও প্রয়োজন নাই, চিরদিন ঐ রাম-জলধরের চাতক হ'য়ে থাকব আর কৃপাবারি পানে কৃতার্থ হব। চাতক আজ বড় আশা ক'রেই আস্‌ছে। এদিকে তার জলধর যে বজ্রধর হ'য়ে বসে আছে আস্‌বে মাত্রেই যে মাথায় বজ্রাঘাত হান্‌বে, তা বোধ হয় বুঝ্‌তে পারে নাই।

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ বুঝ্‌তে পারি নাই হনুমান। পূর্ব্বে বুঝ্‌তে পার্‌লে মন্ত্রণা দিয়ে এমন বিপুল বংশ ধ্বংস ক'র্‌তেম না, একমাত্র পুত্র তরণী ধনের নিধনোপায় ব'লে দিয়ে সাধে সাধে সমর সাগরে তরণী নিমগ্ন ক'রে সে সরলপ্রাণা সরমাকে চির বিষাদের সাগরে ভাসাতেম না ইাহে দয়াময় রামচন্দ্র, একি সর্ব্বনাশের কথা শুন্‌লেম প্রভু যার জন্য বিপুল রাক্ষস বংশ স্বয়ং মন্ত্রণা দিয়ে ধ্বংস কল্লেম,যার জন্য সোণার লঙ্কা—সেই বীর-রত্নখণি লঙ্কা,আজ শ্মশানে পরিণত, সেই সীতাকে—সেই পতিগত প্রাণা সতীকে অসতী বলে নির্ব্বাসিতা ক'রেছ এখনও যে লঙ্কার সে হাহাকার নিবারণ হয় নাই। সরমার বক্ষের সে পুত্র-শোকরূপ শেল যে এখনো উদ্ঘাটিত হয় নাই, সে চক্ষের ধারা যে এখনও গোমুখীর ধারার ন্যায় নির্গত হ'চ্চে, আমি যে একদিন—সেই সীতা উদ্ধারের দিন, সে হতভাগিনীকে প্রবোধ দিয়ে ব'লেছিলাম তরণীর জন্য কেঁদনা, তোমার সামান্য তরণী সংসার-সাগরের কাল স্রোতে ডুবিয়ে আজ ভব-সাগরের তরণী উদ্ধার ক'রে দিলাম।

সে তরণীকে ভুলে এই তরণী সম্বল কর, আর ভব-বৈতরণী পারের জন্য ভ বৃতে হবে ন এবার লঙ্কায় গিয়ে কি বলব,রাম! আমি যে অনেক দিনের পর আজ বড় আশা ক'রে অযোধ্যায় এসেছিলাম। আমি মন্ত্রণা দিয়ে একমাত্র পুত্রধন নিধন ক'রে যে মাকে অশোক বন হ'তে উদ্ধার ক'রে এনেছিলাম, যাকে একদিন অতি মলিন বেশা মুক্তকেশা দেখেছিলাম, যে জনক-দুহিতাকে একদিন শতগ্রন্থি জীর্ণ মলিনবাস মাত্র পরিহিতা,অতি দীন হীনার ন্যায় দেখে দুঃখে চক্ষের জলে বক্ষ প্লাবিত ক'রেছিলাম, কোথা আজ সেই মাকে সেই অযোনি সম্ভবা ভূসুতাকে যজ্ঞাসনে রত্নালঙ্কার ভূষিতা দেখে,রাম নবঘনের বামে সেই স্থির সৌদামিনীকে দেখে, নয়ন মন চরিতার্থ ক'রব, তা না হ'য়ে ৩মিত চ তকের ভাগ্যে যে বিন্দুপাতের পরিবর্ত্তে এমন ধারা বজ্রপাত হবে, ত স্বপ্নেও ভাবি নাই। রাম যদি পালিতা বিহঙ্গিনীকে ব্যাধের হস্তে মুক্ত ক'রে শেষে স্বহস্তে অগ্নিতে দগ্ধ ক'রবে মনে ছিল, সাগর সেচন পূর্ব্বক রত্ন উদ্ধার ক'রে সে রত্ন যে শেষে বিজন বনে নিক্ষেপ ক'রবে স্থির ক'রেছিলে, তবে কেন বিনা দোষে বালিকে বিনাশ ক'রে, অঙ্গদকে পিতৃহীন কল্লে? কেন তেমন সোণার লঙ্কা শ্মশান কল্লে? কেন সেই এক পুত্রা সরমার একমাত্র চক্ষের তারা বক্ষের শোণিত তরণীধনকে বিনাশ ক'রে তার সুখের তরণী চির-দুঃখের সাগরে ডুবিয়ে দিলে? রামচন্দ্র! আজ কি এই হতভাগ্য বিভীষণকে এই ভীষণ দৃশ্য দেখাবার জন্যই অযোধ্যায় আনলে, আমি যে তোমাকে বড় দয়াল জানতেম প্রভু! তোমার সঙ্গে সখ্যভাবে অন্তে মোক্ষধাম পাব ভেবে, পাপ রক্ষধাম পরিত্যাগ ক'রে, রাম-কল্পবৃক্ষমূলে আশ্রয় নিয়েছিলাম, কিন্তু এ হতভাগ্যের ভাগ্যফলে কল্পবৃক্ষ যে এমন বিষবৃক্ষে পরিণত হবে, তা পূর্ব্বে জানতেম্ না হা নির্দ্দয়!—ভক্ত বিরোধি—শরণাগত ঘাতক! শেষে এই ক'রলে,

এই দেখ্‌তে অযোধ্যায় আন্‌লে ? ধিক্‌ রাম তোমার দয়াকে — ধিক্‌, লক্ষ্মণের রাম-দাসত্বকে। আর এই হতভাগ্য পুত্রঘাতী বিভীষণের জীবনে ধিক্‌।

গীত।

ধিক হে মিতে তোমার কঠিন হৃদয় হে
কি দিয়ে, হৃদয় বাঁধিয়ে, এত বাদ সাধিয়ে,
পাষাণ হ'যে পাসরিয়ে আছ নিদয় হে
কেন বা বধিলে বালি কিষ্কিন্ধ্যা নগরে,
কি হেতু বাঁধিলে সেতু অকূল সাগরে,
দুঃখের পাথারে, সীতারে, অকাতরে—
যদি ভাসাবে অনমের তরে ভুলে সমুদয় হে।
লক্ষ্মণের শেল বিদ্ধ চক্ষে দরশনে,
সে দুঃখের দিন হে রাম পড়ে নাকি মনে,
সিন্ধু বালুকায়, নীলকায়, লুটায় যে দিনে—
সেই নাগপাশ বন্ধন মনে হয় না কি উদয় হে
ত্যজিবে সীতারে যদি এত অযতনে
কেন বিনাশিয়ে মম তরণী রতনে
দুঃশাসন, পুত্রশোক, দিলে প্রাণে
দেখে শ্মশান সোণার লঙ্কা শোকে অঙ্গ দহে হে।

হনুমান।—বিভীষণ। আর ও নির্দ্দয় রামের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদলে কি হবে ? বলি, যে অকাতরে গৃহপালিতা বিহঙ্গিনীকে বিনাশ ক'র্‌তে পারে, সামান্য বন্য বিহঙ্গের আর্ত্তনাদে সে ব্যাধের হৃদয়ে কি দয়া হয়ে থাকে ? আবার যদি সেই স্নেহের প্রতিমা মার দেখা পাই, তা'হলে দুঃখের শান্তি ক'র্‌ব, ও নিষ্ঠুর রাঘবের কাছে কেঁদ্‌লে কি আর এ দুঃখ নাশের উপায় হবে। এখন

চল—পাপ অযোধ্যা ধ্বংস ক'রে—সাত বৈরী বিনাশ ক'রে—রাম-যজ্ঞ দক্ষযজ্ঞে পরিণত ক'রে বাল্মীকির তপোবনে চল। মহীতলে গিয়ে মহীরাবণ বিনাশ ক'রে যেমন ভদ্রকালীকে উদ্ধার ক'রেছি, পাপ অযোধ্যাকে মহীতল গর্ভে প্রেরণ ক'রে তেমনিধারা আমার সর্ব্ব ভদ্র-প্রদায়িনী জন্মদুঃখিনী মাতাকে মাথায় ক'রে এনে, যেখানে নির্দ্দয় রাম নাই, অযোধ্যার মত পাপের আধার কঠোর রাজনীতি নাই, সেইখানে মাকে স্থাপন ক'রব, আর অষ্ট প্রহরই মায়ের প্রহরী হ'য়ে থাকব, অযোধ্যায় আর আস্‌বনা। অযোধ্যা নামে যে এক মহানরক ছিল, তারও অস্তিত্ব রাখ্‌বনা, আর ঐ সব স্বার্থপর কপট ধার্ম্মিক অঙ্গিরা পুলস্ত্যেরও অস্তিত্ব লোপ করব। একবার গন্ধমাদন পর্ব্বতে যেমন ক'রে কপট মুনিবেশ-ধারী মায়াবী কালনেমিকে সংহার করেছি, মরীচি, তোমাদিগেও আজ তেমনি ক'রে মেরেচি তা নিশ্চয় জেনো। ব্রহ্মশাপের ভয়। ত ত পূর্ব্বেই ব'লেছি ব্রহ্মশাপে ধ্বংস হ'লেই পরিণামে বিষ্ণুপদ লাভ। সগরবংশ আর অহল্যাই তার সাক্ষী। এক নরকের ভয়, তার জন্যেই ব চিন্তা কি। রত্নাকর শত শত ব্রহ্মহত্যা ক'রে রাম-নামে মুক্ত হ'য়েছিল, ত র আমি এইকটা কপটমায়াধারী স্বার্থপর ধূর্ত্তকে সংহার ক'রে অব্যাহতি পাবনা, আর না পাই, নরকেই থাকব,এ নরক যন্ত্রণা হ'তে মুক্ত হ'য়ে—এ ভীষণ নরকের চিত্র লুপ্ত ক'রে যদি নরকস্থও হ'তে হয় সেও স্বর্গলাভ। তথাপি এ অযোধ্যা নরকে—এ মহাশ্মশানে তোমাদের ন্যায় মহাপিশাচের অভিনয় আর দেখ্‌বনা। দেখি কার সাধ্য তোমাদের রক্ষা করে।

(ভয়ে মুনিগণের ইতস্ততঃ পলায়ন।)

বিভীষণ —মারুতি। সীতা-শোকে আত্মহারা হ'যে মহা অনর্থের সূত্রপাত ক'রনা, পাপ সংকল্প পরিত্যাগ কর, জগতে যা কিছু সংঘটিত হয় সমস্তই বিধিলিপি, অন্যে কেবল নিমিত্ত-

ভাগী মাত্র। এতে অন্যের প্রতি দোষারোপ বৃথা, রামচন্দ্রকে দুর্ব্বাক্য ব'লে দুরদৃষ্টভাগী হ'য়ো না। গুরুনিন্দা অধোগতি, তা কি জাননা ?

হনু।—আরে রেখে দাও তোমার অধোগতি। উচিত কথা পিতাকে বলি। গুরুনিন্দা অধোগতি। তবে—"দোষ বাচ্যা গুরোরপি" একথাটা কি কথাই নয় নাকি ?

বিভী।—তা সত্য কিন্তু আমাদের ততদূর দেখ্‌বার অধিকার কি আছে ? আমরা ক্ষীণবুদ্ধি, জ্ঞানও অতি ক্ষুদ্র, সুতরাং রামের কার্য্য চাতুর্য্য আমাদের সে ক্ষুদ্র জ্ঞানের অতীত। তবে বর্ত্তমানের দৃশ্য আমাদের ন্যায় ধৈর্য্যহীনের ক্ষুদ্র প্রাণে সহ্য হয় না ব'লেই মনের আবেগ সম্বরণে সমর্থ নৈ। কিন্তু প্রতীক্ষা আর ধৈর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন কোন কার্য্যের পরিণামফল উপলব্ধি হয় না। মহারাজ দশরথ যখন রামচন্দ্রকে বনে দিয়েছিলেন তখন কেউ বা কৈকেয়ীদেবীর প্রতি, কেউ বা দশরথের প্রতি দোষারোপ ক'রেছিল কিন্তু সেই রাম-বনবাসের পরিণাম চিন্তা কর দেখি। তাতে জগতের মঙ্গলসাধন হ'য়েছে কি না ? তাই বলি আমরা মোক্ষফলের আশায় যে কল্প-বৃক্ষমূলে আশ্রয় নিয়েছি, সেই মোক্ষ-বৃক্ষমূলেই ব'সে থাকি, দেখি পরিণামে কি ফল প্রাপ্ত হই।

হনু।—কি বল্লে বিভীষণ, মোক্ষফল ! রাম-কল্পবৃক্ষতলে ব'সে থাক্‌লে মোক্ষফল ল[illegible] হবে যে মূর্খ, জানে না ওকথা তাকে বলগে। রাম যত মোক্ষফলদাতা, তা একবার মাতা জানকীর দত্ত আম্রফলেই তার পরীক্ষা পেয়েছি, সীতা দেবীর অনুসন্ধান ক'রে লঙ্কা হ'তে ফিরে আস্‌বার সময় মা আমাকে তিনটী আম্র-ফল দিয়েছিলেন, একটী আমার, একটী লক্ষ্মণের, একটী রামের জন্য। আমি হীনবুদ্ধি পশু, লোভে প'ড়ে সেই তিনটী ফলই খেতে

গিয়েছিলাম, লক্ষ্মণের জন্য প্রদত্ত ফলটী স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ ক'রে শেষে, প্রভুর ফলটী উদরস্থ ক'রতে গিয়েই বিপদগ্রস্ত। নামেও না, উঠেও না। আঁটী শুদ্ধ বুকে বেধে সারাদিন সেই সাগরধারে কেঁদে মরেছিলাম একটা সামান্য ফলের জন্য যে রাম সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফল দিয়েছিল, সেই রামের কাছে আবার মোক্ষফলের প্রত্যাশা এ কোন্ মূর্খকে বুঝাতে এসেছ বিভীষণ। যদি বল, তবে জেনে শুনে রাম-দাসত্বে ব্রতী হ'য়েছিলে কেন? হ'য়েছিলেম, কেবল রামচরিত্র বুঝতে না পেরে, আর সেই স্নেহময়ী—সেই মায়াময়ী মায়ের মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে; আগে চিনতে পাল্লে ও নির্দ্দয়ের উপাসনা ক'রতেম না

বিভীষণ —রামচন্দ্র তোমার প্রতি নির্দ্দয় আর মা—ই যে স্নেহময়ী ছিলেন তার পরীক্ষাই বা কিসে পেলে? রামচন্দ্রের ফল ভক্ষণে প্রতিফল পেয়েছিলে ব'লেই যদি রামকে নির্দ্দয় বল, তা'হলে লক্ষ্মণ ভোজনের দিনে—যেদিন সেই ভববন্ধননাশিনী মা স্বহস্তে রন্ধন ক'রে সকলকে পরিবেশন ক'রেছিলেন, সেদিন আহারের পটুতা দেখাতে গিয়ে, শেষে পর্ব্বত প্রমাণ অন্নরাশি মধ্যে পতিত হ'য়ে কি দুর্গতি ভোগ ক'রেছিলে মনে হয় কি? যদি লক্ষ্মণকে সুহৃদ্ বল, তা ফল পরীক্ষাকালে লক্ষ্মণের কাছেও ত একদিন বিলক্ষণ শিক্ষা পেয়েছ, একদিন যে হস্তে মহাগিরি গন্ধমাদন উৎপাটন ক'রেছ, শত শত গুরুভার মহা শৈল এনে সেতু বন্ধনের সহায়তা ক'রেছ, সেই হস্তে সপ্ত দিনের সঞ্চিত সামান্য শুষ্ক-ফলপূর্ণ তূণীর উত্তোলনে সক্ষম হওয়া দূরে থাক, সম্পূর্ণ বল প্রয়োগে স্থানচ্যুত পর্য্যন্ত ক'রতে পার নাই। রামচন্দ্রের ফলভক্ষণ কালে হয়ত মনে ক'রেছিলে রাম জানতে পারবেন না, অন্তর্যামী রাম সেইজন্য তোমা'কে চৈতন্য দানের জন্য সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফল প্রদান ক'রে বরং দয়ারই পরিচয়

দিয়াছেন, আহারের পটুতায় অন্নপূর্ণার অন্নভাণ্ডার শূন্য ক'রে অন্নদাকে অপ্রস্তুত ক'র্‌ব মনে ক'রেছিলে সেই অহঙ্কারেই অন্নস্তূপ মধ্যে রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে ত্রাহি ত্রাহি ক'র্‌তে হ'য়েছিল, ফল পরীক্ষা কালেও অহঙ্কার দোষে তূণীর উত্তোলনে অক্ষম হ'য়েছিলে, কিন্তু তাতে তাঁদের নির্দ্দয়তা প্রকাশ হয় নাই, বরং তাঁরা তোমার ভক্তিযোগ দৃঢ় ক'র্‌বার জন্য ঐশীক শক্তির পরীক্ষা দিয়ে পরম দয়াই প্রকাশ ক'রেছেন। তাই বলি সকল কার্য্যের পরিণাম না বুঝে, উতলা হওয়া কর্ত্তব্য নয় মারুতি! যাঁর কার্য্য-চাতুর্য্য ব্রহ্মাদির জ্ঞানাতীত, সেই মায়াতীত রামচন্দ্রের মায়া তুমি আমি কি বুঝিব? ধন্য রঘুনাথ ধন্য তোমার লীলা! আমি জানি, পাপী বিমর্দ্দন আর শান্তি-সুখবর্দ্ধন জন্যই রঘুনন্দন রামরূপে তোমার জন্মগ্রহণ। কিন্তু রাম, সংসারে এসে পর্য্যন্ত কখনও সরল ভাবে সকলকে সর্ব্বাঙ্গীন সুখে সুখী ক'র্‌লে না। তোমার যে কার্য্যে একজনের শুভ, অন্যের পক্ষে সেইটীই সম্পূর্ণ দুঃখের কারণে পরিণত হ'য়েছে, তোমার জন্মপরিগ্রহে একদিকে অযোধ্যায় আনন্দের প্রস্রবণ প্রবাহিত হ'য়েছে, আর সেই জন্মক্ষণে অপর দিকে লঙ্কাধামে ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্পাদি অশুভ সঙ্ঘটন হ'য়ে শোকের প্রবাহে লঙ্কাকে প্লাবিত ক'রেছে! বিবাহ-বাসরে সকল-কেই সুখী ক'রেছ, কিন্তু সেই হরধনুভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে জামদগ্নির দর্প চূর্ণ ক'রে ব্রাহ্মণের মর্ম্মে ব্যথা দিয়েছ। রাজ্যাভিষেক দিনে রাবণবংশ নিধন এবং দেবকার্য্য সাধন জন্য জটা বন্ধন পূর্ব্বক বন-গমন ক'রেছ—সুরগণের সুখবর্দ্ধন ক'রেছ, কিন্তু সেই সঙ্গে রাম-গত-জীবন মহারাজ দশরথ তোমার শোকে হা রাম! হা রাম! ব'লে প্রাণত্যাগ ক'র্‌লেন একদিকে দেবতার সুখের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হলো, অপর দিকে অযোধ্যার সুখপর্ব্বতে বিষাদের বিষম বজ্র পতিত হ'য়ে, সুখের অযোধ্যা শোকের আধাররূপে পরিণত হলো।

তাই বলি রাম, তুমি যে কখন কার প্রতি সদয়, কার প্রতি নির্দ্দয়, তা নির্ণয় করা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের সাধ্য নাত, অনিত্য মায়া-পাশ ছিন্ন ক'রে তোমার দাসত্বে আত্মসমর্পণ ভিন্ন ঐ পদারবিন্দ-মকরন্দ পানে প্রেমানন্দ লাভের অধিকারী হয় না, কিন্তু সে সুধার স্বাদ ক'জনে পেয়েছে? আর কাকেই বা সে সুধা নিরাপদে সম্ভোগ ক'র্‌তে দিয়েছ? সম্ভোগ ক'র্‌তে দেওয়া দূরে থাক, সুধা প্রাপ্তির আশায় যদি কেউ তোমার প্রেম-সাগরের কূলে গিয়ে দাঁড়ায় তুমি তাকেই অমনি মায়াতরঙ্গের কুটিলাবর্ত্তনে ফেলে আত্মহারা ক'রেছ। তবে যে মহাত্মা সে আবর্ত্তনে প'ড়েও আত্মহারা না হ'য়ে পরমাত্মারূপী রাম কোথা হে ব'লে আর্ত্তনাদ ক'রেছে, আত্মারামে আত্মোৎসর্গ ক'রে তন্ময় হ'য়ে জগৎময় রামরূপ দেখ্‌তে শিখেছে, তাকেই দয়া ক'রেছ তার কর্ম্মের অবসাদ গিয়েছে, মর্ম্মের বিষাদ গিয়েছে, তোমার অনন্ত প্রেমের শান্তির প্রসাদলাভে পবিত্র হ'য়েছে আর সেই সুখ পেয়েছেন ব'লেই——শুকদেব সংসারবিরাগী, নারদ যোগী—শঙ্কর সর্ব্বত্যাগী, প্রেম অনুরাগী বিরাগী ভিন্ন ও সুধার সাধ অন্যে কি জান্‌বে? তোমার পদের মাহাত্ম্যই বা কে বুঝ্‌বে রাম?

গীত

কত গুণ আছে পদরাজীবে
যার হৃদে তুমি বিরাজিবে, ভ্রান্ত জীবে কি বুঝিবে,
তবেই বিরাগ উপজীবে, সর্ব্বস্ব ত্যজিবে সে সন্ন্যাসী সাজিবে
যেজন তোমায় ভজিবে, প্রেমে মজিবে,
ভক্তিবলে মুক্তিসুধা সেই ভুঞ্জিবে
ভুবনের বদ্ধ জীবে কবে মায়া পরিত্যজিবে,
হৃদযন্ত্রে কবে বা বিরাগ বাজিবে॥

রাম —মিত্র বিভীষণ বড় আশা ক'রে, বড় আনন্দে যজ্ঞ দর্শনে এসেছিলে, একদিন য ব জন্য সেই স্বর্ণ সৌধ কিরীটিনী লঙ্কাধামের রত্নভূষণ পরিত্যাগ ক'রে, পর্ণকুটীর আর কুশশয্যা সার ক'রেছিলে, যে কপটীর কপট সখাভাবে মুগ্ধ হ'য়ে তেমন পিতৃ পরায়ণ ধার্ম্মিক বীরপুত্র তরণীধনের নিধন উপায় ব'লে দিয়ে সতীপত্নী সরমার বক্ষে চির দুঃখের শেল বিদ্ধ ক'রেছিলে, সেই রামের—সেই মিত্র পুত্রঘাতী রামের যজ্ঞে তোমার স্বহস্তে উদ্ধার করা রত্ন সীতাকে রত্নাসনে রত্নভূষণে ভূষিতা দর্শন ক'রে মহানন্দে মহাযজ্ঞ পূর্ণ ক'রবে বাসনা ক'রেছিলে। তা না হ'য়ে বড় আশায় বড় হতাশ হ'লে। দুরাত্মা রাম অনেকদিন তোমাদের সে আশালতার মূলোচ্ছেদ ক'রেছে; আমার আনন্দের অশ্বমেধ যজ্ঞে যোগদান ক'রে আনন্দ উৎসব ক'রতে হবে ব'লে তোমাদের যজ্ঞদর্শনে নিমন্ত্রণ করি নাই,মিত্রহে। এ আমার সুখের যজ্ঞ নয়, শোকের যজ্ঞ। অনুতাপ—এর যজ্ঞাগ্নি, অশ্রু-আহুতি, জীবনান্ত—এর দক্ষিণ। আজ আমার সেই যজ্ঞের দক্ষিণান্তকাল সন্নিকট জেনে একবার তোমাদের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ ক'রব ব'লেই আমন্ত্রণ ক'রেছি। মিত্র! আর কিছুই নাই—সব গিয়েছে। চিত্তের—স্থিরতা, হৃদয়ের—দৃঢ়তা, মনের—শান্তি, উদ্যম, উৎসাহ, আশা, ভরসা, সব গিয়েছে। আছে কেবল কীট-কলুষিত শুষ্ক তরুর ন্যায় দেহ, আর তৈল বিহীন নির্ব্বাণোন্মুখ ক্ষীণালোক দীপশিখার ন্যায় জীবনমাত্র অবশিষ্ট। এ দীপ অচিরেই নির্ব্বাণ হবে জেনেই একবার তোমাদের দেখ্‌ব, জন্মের মত—চির জীবনের মত শেষ বিদায় গ্রহণ কর্‌ব, আর তোমাদের কাছে যে চিরঋণে ঋণী আছি, সেই অপরিশোধনীয় ঋণ হ'তে মুক্তি প্রার্থনা ক'র্‌ব ব'লেই আহ্বান ক'রেছি. এসেছ—ভালই হ'য়েছে বৎস পরমোপকারী মারুতি! আজ বড় আশায় বড় হতাশ,

বড় আনন্দের পরিবর্ত্তে বড় মর্ম্মাহত হ'য়ে আমাকে তিরস্কার ক'র্‌ছ ; কিন্তু বৎস! আর কাকে তিরস্কার ক'র্‌ছ। রামকে তিরস্কার করা কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের উপর যষ্টি প্রহার করা মাত্র। মারুতি রে। এ দুর্ভাগ্য রামের কার্য্যসাধন জন্য অনেক কষ্ট— অনেক যন্ত্রণা অনেক প্রাণান্ত প্রয়াস স্বীকার ক'রে মহাঋণে ঋণী ক'রে রেখেছ। মিত্র বিভীষণ, সখা সুগ্রীব, প্রাণাধিক লক্ষ্মণ, প্রিয় ভ্রাতা ভরত শত্রুঘ্ন তোমাদের ঋণ আমার অপরি-শোধনীয়, এ দেহে—এ জীবনে আর তোমাদের ঋণ পরিশোধ হ'লো না, তাই যজ্ঞদর্শন উপলক্ষে তোমাদের সকলকে আহ্বান ক'রেছি,সকলে মুক্ত হৃদয়ে আমাকে ঋণ হ'তে মুক্তিদান কর। আর এক কথা—আমার দেহান্তে সকলে দুঃখিত হ'ও না ; লক্ষ্মণকে অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষেক ক'রে কিছুদিন অযোধ্যায় অব-স্থিতি ক'রো, আমার জীবনের শেষ হ'য়েছে। বোধ হয় এই অশ্ব-মেধই আমার জীবনের শেষ কার্য্য। এক্ষণে এস উভয়ে আমাকে আলিঙ্গন দাও, আর এই রত্নহার—বহুমূল্য ব'লে নয়, রাজপ্রসাদ ব'লেও নয়,কেবল আমার মরণের পর স্মরণের চিহ্নস্বরূপ—তোমা-দের চির-পবিত্র প্রেমের প্রতিভূরূপে প্রদান ক'র্‌ছি, ধর আমার এই কণ্ঠের রত্ন কণ্ঠে ধারণ কর, (লক্ষ্মণের হস্তধারণ পুর্ব্বক) আর এই হৃদয়-রত্নটি তোমাদের করে করে সমর্পণ ক'রে দিচ্ছি, এটী যেন হৃদয় ছাড়া ক'রো না।

বিভীষণ।—রামহে। বড় আশায়—বড় উৎসাহে তোমার যজ্ঞদর্শনে নৈমিষারণ্যে এসেছিলাম, কিন্তু আমাদের এত আশায় এমন হতাশ ক'র্‌বে ; বিপুল বংশ ধ্বংস ক'রে বংশের জলপিণ্ড স্থল লোপ ক'রে যে সীতাকে অশোক বন হ'তে উদ্ধার ক'রেছিলাম, তুমি সেই সতীকে—সেই রক্ষকুল কমলাকে নির্ব্বাসিতা ক'রে— সুখের অযোধ্যাকে অরণ্যে পরিণত ক'রে, নৈমিষারণ্যে যজ্ঞা-

বদ্ধ ক'রেছ তা আগে জানুতেম না, জানুলে আর তোমার সাধের যজ্ঞে বিষাদের অশ্রু আহুতি দিতে আসুতেম না। তোমার যজ্ঞ দর্শনে এসে সীতানির্ব্বাসন-বজ্রাঘাতে হৃদয় পেতে সহ্য ক'র্‌লেম; রাক্ষস আর পশুর প্রাণ বড় কঠিন—ব'লেই এ বজ্রানলে প্রাণান্ত হ'লনা। কিন্তু সে বজ্র হ'তেও কঠিনতর বজ্র আবার প্রহার ক'র্‌ছ কেন প্রভু। সীতা শোকে জীবন বিস-র্জ্জন ক'র্‌বে। তাই এই অশ্বমেধ উপলক্ষে আমাদের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ ক'রে, শেষ বিদায় গ্রহণ, আর কি ঋণে বদ্ধ আছ সেই ঋণ হ'তে মুক্তি প্রার্থনা ক'র্‌বে ব'লে নিমন্ত্রণ ক'রেছ? এচাতুরী এ ছলনা, এ বঞ্চনা কেন রাম। তুমি আমাদের কাছে ঋণমুক্তি প্রার্থনা ক'র্‌বে, কিন্তু আমরা যে তোমাকে কোন্ ঋণে বদ্ধ ক'রেছি তা ত কিছুই জানিনে, তুমি কবে কার কাছে ঋণী আছ রাম? এক লক্ষ্মণের কাছে ঋণী আছ.তা ত জন্মান্তরে তাকে জ্যেষ্ঠ ক'রে স্বয়ং কনিষ্ঠরূপে তার ঋণ পরিশোধ ক'র্‌বে ব'লে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধও আছ, আর আমাদের কাছে একটী গুরুদায়িত্ব, তা ও ত জন্মান্তরে পরিশোধ ক'র্‌বে স্বীকার ক'রেছ,আর এক ঋণী ভক্তের কাছে, তাদের কাছে ত ঋণ পরিশোধ না দিয়ে মুক্তি চাওনা, আর তারাও দেয় না, আগে মুক্তি না দিয়ে কবে কোন্ ভক্তের ঋণে মুক্ত হ'তে পেরেছ রাম। হিরণ্যকশিপুর ঋণে নরহরি, রাবণের ঋণে জটাবল্কল ধরা, পাতালে বলির ঋণে প্রহরী হ'য়েছ। কৈ তাদের কাছে ত এখনো মুক্ত হ'তে পার নাই। তবে আমাদিগকে ভক্তবলে দয়া ক'রেও যে এ ঋণ অপরিশোধনীয় ব'লে মুক্তি প্রার্থনা ক'র্‌ছ। তার কারণও আমি বুঝেছি, আমা-দিগে ত আর মুক্তি দিয়ে ভক্তের ঋণে মুক্তি হবার উপায় নাই, এ রাক্ষসাধমের রক্ষদেহ, আর হনুমানের পশুদেহ চির-দিনই বহন ক'রতে হবে, মুক্তি দিয়ে মুক্তি গ্রহণের পথ ■

আগেই বোধ ক'রে রেখেছ, কাযেই আজ সেই জন্য—"অপরিশোধনীয়" ব'লে আমাদের কাছে ঋণমুক্তি প্রার্থনা ক'রছ ; আবার লক্ষ্মণকে আমার হস্তে সমর্পণ ক'রে ব'লছ,"এই বস্তুটি দিয়ে চল্লেম সর্ব্বদা হৃদয়ে হৃদয়ে রেখ" ॥ ছলনাই বা কেন রাম, লক্ষ্মণ যে কি রত্ন, কোন্ রত্নাকরের রত্ন, বিভীষণ কি তা জানে না? ক্ষীরোদ-রত্নাকরের অমূল্যরত্ন নীরদ বর্ণ রামরত্নের হৃদয়ের ধন। কোটী কোটী যোগী ঋষিগণ অনশন ব্রতে ভীষণ অগ্নিরাশি মধ্যে অনন্ত সমাধি যোগে যার অন্ত পান না, ক্ষুদ্রমতি বিভীষণ সে রত্নের যত্ন কি জান্‌বে প্রভু। আবার একটী রত্নহার সখ্যভাবের প্রতিভূরূপে উপহার প্রদান ক'র্‌লে, রত্নাকর সাগরমধ্যে যার বাস, যে ঐ রামরত্নাকরের দাস, তাকে ও রত্নহার উপহার কেন? দাও—য'দি প্রতিভূ প্রদান ক'র্‌বে, তবে প্রভু তেমনি প্রতিভূ দাও, একবার যেমন প্রভু পশুপতিকে প্রতিভূ প্রদানচ্ছলে আলিঙ্গনদানে যুগলাঙ্গে যোগ হ'য়ে হর-হরি মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছিলে, তেমনি ক'রে একবার প্রতিভূচ্ছলে আলিঙ্গন দাও। আমি পাপ রক্ষদেহ পরিত্যাগ ক'রে মোক্ষধামে রাম-অঙ্গে লীন হ'য়ে সকায় সাযুজ্যপদ লাভ করি,আর বিভীষণের সর্ব্বস্বধন ঐ শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত সুরাসুর বাঞ্ছিত পদের রজকণা মস্তকে প্রদান কর, আমি ঐ ভূষণ শিবভূষণ ক'রে ধন্য হই। আর না—রাম আর বঞ্চনা ক'রোনা, অচিন্ত্য রূপ। মতিভ্রান্ত জীবে কে কবে তোমাকে চিন্তে পেরেছে রাম।

গীত।

তোমায় কে পারে চিনিতে হে রাম দয়াময়।
মায়ায় মোহিত জীব সমুদয় ॥
তুমি পুরুষ কি প্রকৃতি তোমার আকৃতি কেমন,
(ধর) কখনো বিরাট মূর্ত্তি কখনো বামন,

যখন বাসনা যেমন রূপ ধরহে তেমন,
তুমি মনোময় রূপে রাম হে ব্যাপ্ত ভুবনময়

তুমি মৎস্যরূপে লুপ্ত বেদ করিলে উদ্ধার,
আবার কূর্ম্মরূপে পৃষ্ঠোপরে ধর ধরাভার,
তুমি বরাহরূপে, নাশ দনুজ ভূপে,
কভু নরহরি রূপে হরি স্তম্ভে হও উদয়

জানি যুগ-অবতার দশ তোমারি স্বরূপ,
আব র, তোমাতে প্রকাশ দশমহাবিদ্যারূপ,
তুমি শক্তিরূপে সব, সৃষ্টি প্রসব কেশব,
তুমিই মহাকাল রূপে ধ্বংস কর সমুদয়

কর কখনো অনন্ত সনে ক্ষীরোদে শয়ন,
কভু পাতালে কপিল রূপে ধ্যানে নিমগন,
কভু অনন্তে শয়ান, কভু বটপত্রে স্থান,
তুমি কভু সাধ্য কভু আত্মসাধনে তন্ময়

মণিপুর অনাহত আজ্ঞা স্বাধিষ্ঠান,
বিশুদ্ধাদি মহাপদ্মে তুমি অধিষ্ঠান,
ষড়চক্রে ভগবান, তব শক্তি বিদ্যমান,
মূল আধারে কুণ্ডলিনী চক্রে মগন নিদ্রায়

তুমি চতুর্দ্দলে লিঙ্গাকার স্বয়ম্ভু স্বরূপ,
স্বাধিষ্ঠানে অধিষ্ঠান তব মহাবিষ্ণুরূপ,
মণিপুর চক্রে বাস, ধর মহারুদ্র নাম,
তুমি অনাহতে মহেশ্বর ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়

যার বিশুদ্ধ ষোড়শ দল বিশুদ্ধা যার নাম,
সদা সদাশিব রূপে তথা ব্যাপ্ত তুমি রাম,
আজ্ঞাচক্রে বিশ্বরূপ, তোমার জ্ঞানস্বরূপ,
সহস্রারে পরমহংস তুমি বিশ্বময়

ধর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রামহে অনন্ত কায়ায়,
সদা ভ্রান্ত জীব অনন্ত তব অনন্ত মায়ায়,
সম্পদ স্বজন জায়ায়, মুক্ত রেখেছ যাহায়,
তোমার শ্রীপদ ছায়ায় সেই পেয়েছ আশ্রয়

আমি ভবসিন্ধু তরিবারে লইলাম শরণ,
শেষে অকূল সিন্ধুমাঝে স্থান দিলে নারায়ণ,
দিয়ে রতন কাঞ্চন, ওহে শ্রীবৎস লাঞ্ছন,
আর কত বা বঞ্চন রাম করিবে আমায়

এ সব রত্ন অলঙ্কার আমার যাবে না সনে,
এখন ঐ পদ-সরোজ রজঃ দাও বিভীষণে,
অন্তে ঐ ভূষণে, ভ্রান্ত অহিভূষণে,
হবে তুষিতে একান্ত রামহে প্রশান্ত হৃদয়

হনুমান —ধন্য বিভীষণ ধন্য তোমার রামভক্তি। শুভক্ষণেই সর্ব্বস্ব ত্যাগী হ'য়ে রাম-প্রেমে বৈরাগী হ'য়েছিলে, শুভক্ষণেই রামভক্তির অতল সাগরে প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলে। তুমি যথার্থই রামভক্ত, রাম যে কি বস্তু, জগৎপ্রাণ রাম, আত্মার মধ্যে কি ধন, তা তুমিই জেনেছ। আমি বনের বানর—যেমন তেমন নয়, একটা গোটা বানর, বুদ্ধিটেও তদনুরূপ মোটা, আমি রামকে কেমন করে চিনব। লোকে বলে পুত্র-কলত্র, সংসার সম্পদ মায়া মমতা, গৃহবাস, সব পরিত্যাগ ক'রে চীরবাসধারী ফলমূলাহারী হ'য়ে সন্ন্যাস গ্রহণ ভিন্ন পরমার্থলাভের অধিকারী হয় না তবে আমি এমন পরমার্থ হাতে পেয়ে চিনতে পা'রলাম না কেন! আমি ত একজন অকৃতদার, প্রকৃত সন্ন্যাসী,—স্বজন, মিত্র, সংসার, সম্পদ, গৃহ আশ্রম কিছুই নাই! আমার আহার বনফল আর বৃক্ষ পত্র, পরিধান বল্কল মাত্র.সন্ন্যাসীরও কদাচিৎ পর্ণ কুটীর আর পানপাত্র কমণ্ডলু থাকে আমার পানপাত্র দক্ষ বদন, আর আশ্রয় বৃক্ষ.

শাখা। তবে ভক্তের সখা রামের দয়া হলো না কেন? রাম! আমি বনের বানর নিতান্ত মূর্খ, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিচারে অধিকার নাই তাই বর্ত্তমানের কার্য্য মাত্র দেখে—পরিণাম চিন্তা না ক'রে তোমাকে দুর্ব্বাক্য ব'লেছি, লক্ষ্মণকে তিরস্কার ক'রেছি ক্ষমা করো প্রভু এখন এই প্রার্থনা এমনধারা ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্যশূন্য আত্মহারা ক'রে পাপ পঙ্কে লিপ্ত ক'রো না দেব বশিষ্ঠ। দেবর্ষি নারদ সকলেই শিশুবুদ্ধি পশুকে ক্ষমা করো। আর আমার মা জানকী সেই রঘুকুল-কমলার কত দিনে দেখা পাব বলুন?

বিভী —হনুমান। যাঁর কার্য্য তিনিই তোমার সে আশা পূর্ণ ক'রবেন

রাম দেব বশিষ্ঠ যজ্ঞের সঙ্কল্প ত সমাধা হ'লো, এক্ষণে শত্রুঘ্ন-রক্ষিত যজ্ঞাশ্ব প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় কালবিলম্ব মাত্র সকলে চলুন অন্যান্য কর্ত্তব্যকার্য্যের উদ্যোগ করা হ'ক।

সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

গঙ্গাতীরস্থ তপাশ্রম।

লব, কুশী ও সত্যানন্দ, জ্ঞানানন্দ প্রভৃতি ঋষি-বালকগণের প্রবেশ

সত্যানন্দ —গাও দেখি ভাই। দুইজনে সমস্বরে,
বীণায় মিশায়ে স্বর, রামগুণ-গীতি

জ্ঞানানন্দ —গাও ভাই কুশী বড় ভাল বাসি,
শুনিতে মধুর গীতি
জননীর কাছে, নেচে নেচে নেচে,
গাইতে যা নিতি নিতি।

লব — এস কুশী ভাই, দুই জনে গাই,
বীণার সঙ্গেতে মিশ যে তান

কুশী ।— গাও দাদা তবে, মনের উৎসবে,
রাম-গুণ-গীতি মধুর গান

সত্যানন্দ —পর মালা গলে, পরাইব বলে,
বন ফুল তুলে গেঁথেছি মালা,
আয় দেই পরাইয়া

(তথা করণ)

জ্ঞানা — তুলিয়ে মঞ্জুরী, ক বেছি অঙ্গুরী,
মৃণালে রচন ক'রেছি বালা,
করে দেই জড়াইয়া

(তথাকরণ।)

সত্যা — তুলে ফুল বনে, গাঁথিয়ে যতনে,
যুগল রতনে পরানু মালা .

জ্ঞানা — নেচে নেচে ভাই, এ বন নির্জ্জনে,
দেখানা দুজনে বাণের খেলা

লব ।— না দেয় খেলিতে কুশী সর্ব্বদা চঞ্চল।

সত্যা ।— শিখেছ যে সব বাণ মুনির নিকটে,
থাকিয়া মায়ের সনে পর্ণ কুটীর ভুবনে,
জাহ্নবীর কাছে ভাই শিখেছ যে সব,
অপূর্ব্ব বাণের খেলা খেল দুই জনে,
দেখি মোরা . বড় সাধ সে খেলা দেখিতে
বাণেতে জলদ সৃষ্টি করিয়া গগনে,
ঢাকি রবি-কর-জাল, নিবারিতে যথা,
প্রখর তপন তাপ ! তাপিত হইয়া,
ভ্রমিতাম যবে সবে বন-বনান্তরে,

পক্ক ফল লক্ষ্য করি উচ্চ বৃক্ষ শিরে,
নিক্ষেপ করিয়া বাণ দিতে ফল পাড়ি।
পশ্চাতে দৌড়িয়া গিয়া কেশরী-শাবকে,
কেশে ধরি আনি কত দেখাতে কৌতুক,
খেল সেই খেলা দোঁহে দেখি মোরা সবে

লব।—দেখিবে মেঘের সৃষ্টি করিব আকাশে। (অস্ত্র নিক্ষেপ)

কুশী।—(অস্ত্র নিক্ষেপ)

লব।—ঐ দেখ কুশী দিল উড়ায়ে বাতাসে।
ভাল কুশী। নিব দেখি জ্বালিনু অনল (অস্ত্রক্ষেপণ)

কুশী —(অস্ত্রক্ষেপণ পূর্ব্বক) ঐ দেখ হ'লো মেঘ, ঐ এলো জল

জ্ঞানানন্দ।—আমরা ভিজে মরি সবে।

কুশী —আমি নেচে নেই তবে (নৃত্য করিতে করিতে) ঘুও দাদা হেরে গেল

লব —বটে আমি হারিলাম, কৈ চল দেখি,
কে পারে ধরিতে আগে দৌড়িয়া পশ্চাতে,
পলাইত মৃগশিশু ঐ—দেখ ধর।

(উভয়ের দৌড়িয়া গমন)

কুশী —(নেপথ্য হইতে) ধরেছি ধরেছি, আগে আমিই ধরেছি।

(উভয়ে মৃগশিশু কোলে করিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক)

লব —(মুনি বালকগণের প্রতি) কে ধরেছে আগে মৃগ? সত্য বল্ তোরা!

কুশী।—ওরা কি বলিবে? আগে ধরিয়াছি আমি।
বল্ মৃগশিশু, কে তোরে ধরেছে আগে,

সত্য না বলিলে কিন্তু মারিব এখনি,
বলিলিনা সত্য কথা দেখ্ তবে মাবি।

লব —তুমিই জিতেছ কুশী　হারিয়েছি আমি।
ছেড়ে দাও মৃগশিশু পাইয়াছে ভয়
চাহিছে সবার পানে চঞ্চল নয়নে
কাঁপিছে আতঙ্কে, ওবে ছেড়ে দাও ভাই।
যাউক মায়ের কাছে নাচিতে নাচিতে,
যথাকালে দোঁহে মোরা না গেলে কুটীরে,
কাঁদেন জননী যথা আকুল পরাণে,
সেই মত কাঁদিতেছে জননী উহার।
ছেড়ে দাও যাক্ চ'লে মায়ের নিকটে।

(মৃগশাবক ত্যাগ)

সত্যানন্দ —ভাল কুশী এইবার মিটে যাবে গোল,
পাড় দেখি পাকা ফল বোঁটা লক্ষ্য করি

লব —বেশ কথা, কিন্তু ভাই পাকার সঙ্গেতে—
কাঁচা ফল পড়ে যদি হার হবে তবে
ঐ দেখ বৃক্ষশিরে পাতার ভিতরে,
একবৃন্তে ঝুলিতেছে কাঁচা পাকা ফল,
লক্ষ্য কর পত্র-বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া,
বোঝা যাবে স্থিরলক্ষ্য কার কতদূর।

কুশী —বড় শক্ত কথা এত।　দেখ পারি কিনা,

(লক্ষ্য স্থির করিয়া)

কেমন তবে পাড়ি?

জানা —আমি আঁচল পেতে ধরি,

(অঞ্চল বিস্তার ও ফলপতন)

লব — বাণেতে কাটিয়া বৃন্ত পাড়িয়াছ ফল
সত্য বটে, কিন্তু কুশী হয় নাই তোর
স্থির লক্ষ্য, দেখ বৃক্ষশাখে, কাঁচা ফলে,
লাগিয়া আঘাত কত ঝরিছে নির্য্যাস।

কুশী —যাও দাদা তুমি কিন্তু বড় মিথ্যাবাদী,
কোথায় লেগেছে ফলে বাণের আঘাত?

লব —লাগে নাই কাঁচা ফলে বাণের আঘাত?
থাকে চক্ষু—দেখ দেখি চেয়ে বৃক্ষপানে—
সত্য কিনা? দেখ ভাই তোমরাও সবে
আমিই মিথ্যুক কিবা কুশী মিথ্যাবাদী

কুশী দাদা। মিথ্যাবাদী তুমি বলিলে আমারে,
থাক তুমি মার কাছে বলিব এখনি,
মিথ্যাবাদী ব'লে দাদা কাঁদায়েছে মোরে

(কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান ও সীতাদেবীর কোলে বসিয়া এবং গঙ্গার সহ পুনঃ প্রবেশ)

সীতা। কেন লব কাঁদায়েছ অবোধ কুশীরে?
ছোট ভাই আছে কিরে কাঁদাতে উহারে,
দেখ দেখি কেঁদে আঁখি ফুলেছে বাছার,
শুকায়েছে চাঁদ মুখ দেখে বুক ফাটে,
দুঃখিনীর ধন তোরা দুঃখেতে পালিত,
দেখিয়ে তোদের মুখ, আঁধার কুটীরে,
জুড়াই প্রাণের জ্বালা হাসি হাসি আমি,
মা মা ব'লে যবে তোরা ডাকিস্ দুজনে
দেখিলে মলিন মুখ কাঁদেরে পরাণ,
মনের আগুন মোর ওঠেরে জ্বলিয়া।

তাই বাপ করে ধ'রে নিষেধি তোদের,
কথা রাখ, ভাই ভাই ক'রোনা বিবাদ।

লব —কিসের বিবাদ মাগো। কুশী ছোট ভাই,
তোমার স্নেহের ধন, আমার কি নয় ?
না খেয়ে খাওয়াই ওরে ক্ষুধিত দেখিলে,
পত্রপুটে আনি জল তৃষ্ণার সময়,
বসাই বৃক্ষের তলে আঁচল পাতিয়া,
যতনে ব্যজন করি নবীন পল্লবে,
স্বেদবিন্দু যদি কভু দেখি চন্দ্রাননে
হারে কুশী। রাগ কি ক'রেছ ভাই তুমি ?
খেলিতে খেলিতে যদি ব'লে থাকি কিছু,
আছে কি করিতে রাগ, —আয় কোলে করি।

(কোলে লইতে কর প্রসারণ)

কুশী —কে ধ'রেছে মৃগ, আগে বল মার কাছে।

লব।—তুমিই ধ'রেছ মৃগ, পাড়িয়াছ ফল,
তুমিই জিতেছ ভাই　হারিয়াছি আমি

সীতা —কিসের হার জিত লব ?
কি খেলা খেলেছ আজ বনে ?

লব —দেখিতে বাণের খেলা চাহিল সকলে,
তাই সৃজিলাম মেঘ গগন ঘেরিয়ে।

কুশী।—আমি মা পবন-বাণে দিয়েছি উড়ায়ে

সীতা —বেশ ক'রেছ।—তার পর ?

লব।—তারপর অগ্নিবাণে জ্বালিনু অনল

কুশী —বরুণ-বাণেতে আমি নিবানু সকল

সীতা —তবে ত সকল অস্ত্র শিখিয়াছ কুশী ?

কুশী —দাদার অপেক্ষা আমি শিখিয়াছি বেশী

সীতা —তা-ত শিখ্‌বেই চাঁদ—সোনা ছেলে তুমি
ক্ষুধায় মলিন মুখ হ'য়েছে দোঁহার,
চল বাপ, কা'ল আবার আসিবে খেলিতে।

কুশী —(সঙ্গীবালকগণের প্রতি)
যাই ভাই মার সঙ্গে, এসেছেন নিতে,
আসিব খেলিতে কা'ল, চলিলাম আজ
(সীতার কোলে আরোহণ)

(দ্রুতপদে জনৈক বালকের প্রবেশ)

বালক।—আয় কুশী লব, আয় ভাই সব,
দেখ্‌বি যদি আয় রে ত্বরা।
বড় চমৎকার, এলো জানোয়ার,
নাম না-কি তার শুন্‌লেম ঘোড়া।
দেখ্‌লে পরে লাগে ভয়,
বাঘের মত শান্ত নয়

কুশী —তবে মা আমরা যাবনা এখন,
ছেড়ে দাও—বনে দেখিগে ঘোড়া

লব —অবোধ কুশী ধ'রেছে কোট্
দাও মা বিদায় আস্‌ব ত্বরা

সীতা।—(স্বগত) কথা শুনে বাছাদের ফেটে যায় বুক।
কোটী কোটী অশ্ব গজ রতনে ভুষিত—
সাজে সদা পশুশালে যার জনকের,
বিবিধ বিচিত্র অশ্বে আরোহণ করি,
ভ্রমে সদা শত শত কিঙ্কর যাদের,
ঘোড়া দেখিবারে আজ ব্যাকুলিত তারা,
এহ'তে বিধির বাদ আর কি অধিক।

লব —নীরবে মা কি ভাবিছ, দাও অনুমতি।
ঘোড়া দেখিবারে যাই কুশীরে লইয়া
সীতা।—বড় অভাগিনী আমি, দুঃখিনীর ধন
করিতে নয়ন ছাড়া না চাহে পরাণ
বড়ই অশান্ত কুশী তাই ভয় মনে,
বিপিনে বিরোধ পাছে ঘটে কারো সনে
লব —হউক অশান্ত কুশী, চিন্তা কি তোমার,
আমি ত আছি মা সঙ্গে—দাও অনুমতি।
কুশী —না-ই সঙ্গে থাক্ দাদা তাতেই কি ভয়
বিবাদ করিবে যে মা, তাকেই মারিব
সীতা —এই মোর মহামন্ত্র মৃত্যু সঞ্জীবনী।
প্রবোধের বাঁধ মোর দুঃখের সাগরে।
হতাশ মরুতে এই আশার তটিনী।
এই দেখে চেপে রাখি মনের আগুন
সিংহের কুমার আজ শিবা-শিশু সম,
পালিত অনন্ত দুঃখে। নাহি জানে মনে
কাহার সন্তান মোর জনম কোথায়
তথাপি হৃদয় মন পূর্ণ নিরন্তর—
সিংহের স্বভাবসিদ্ধ, মদ বীরভাবে

(কুশীর প্রতি)

কুশী যদি নিতান্তই না যাবি কুটীরে,
দাদার সঙ্গেতে তবে যাও খেলিবারে,
দে'খ যেন কারু সহ ক'র না বিবাদ—
অকারণে, দুঃখিনীর ধন তোরা দোঁহে!
দুঃখীর মতই থেক, কি কাজ বিবাদে?
আয় কুশী। আয় লব বেঁধে দেই করে

রক্ষাসূত্র কুলদেবে পূজি ভক্তিভাবে,
আ নিয়াছি বিপদের পরম ঔষধি .
নিরাপদে রবে সদা প্রসাদে ইহার
(রক্ষাসূত্র বন্ধন করিতে করিতে)
যদি বাপ হও দোঁহে সতীর সন্তান,
রতি মতি গতি নতি যদি পতি-পদে—
থাকে মোর , কায়মনে পূজে থাকি যদি,
সতীর সর্ব্বস্বধন পতি-পদ কভু
কদাপি না পরশিবে বিপদের ছায়া,
সর্ব্বজয়ী হবি তোরা মোর আশীর্ব্বাদে
লব —চিন্তা কি মা । পদধূলি দাও আমা দোঁহে,
সতীর সন্তান মোরা, কারে করি ভয়
কুশ আজ যদি কারু সঙ্গে ঘটে মা বিবাদ
দেখিবে শিখেছে কুশী কত অস্ত্র তবে
সীতা ।—(কুশীর চিবুক ধরিয়া)
ক'রোনা বিরোধ যাদু ! নির্দ্দোষীর সনে ।
শিখিয়াছ অস্ত্র শস্ত্র হ'য়েছ দীক্ষিত,
বীরব্রতে, বীরকার্য্যে হওনা বিমুখ
নির্দ্দোষীরে দণ্ড যেন দিওনা কদাপি
(করপুটে) সর্ব্ব শুভঙ্করী দুর্গে দুর্গতিনাশিনী,
দানবদলনী দশভুজে দয়াময়ী
ক'রে দয়া দুঃখিনীর কুমার যুগলে,
সঙ্কটে পড়িয়ে যদি কভু সকাতরে,
মা মা ব'লে কাঁদে দোঁহে বিজন বিপিনে,
কাতর দেখিয়া কোলে ক'রো কাত্যায়নী ।
উদ্দেশে সঁপিনু পদে অনাথ যুগলে

গীত

কাতরে, মা তোরে, ডাকিগো সর্ব্বাণি সর্ব্বমঙ্গলে
সঙ্কটে শঙ্করী, দেখ কৃপা করি, কাতরা কিঙ্করীর কুমার যুগলে।
নীলকণ্ঠপ্রিয়ে, নৃমুণ্ডমালিকে, নাগেন্দ্র পবিতে, নগেন্দ্র বালিকে,
কৌশিকী-কালিকে, কপালমালিকে, প্রপন্নপালিকে প্রসীদ অকূলে
অঞ্চলের নিধি যুগল শুকতারা, সংসারের সম্বল নয়নের তারা,
মা বিনে যে তারা জানেনা মা তারা,
তাই সঁপিলাম তারা, তোর পদকমলে

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—তপোবনস্থ অপরাহ্ণ

(অথ বঙ্গকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম —তুই পেইলে আয় ভাই, পেইলে আয়। কত্তা নেইলে দিয়ে মজা দেখ্‌ছে ছেড়া দু'ট এসে ঘোড়াটাকে তেইড়ে ধ'রে নিয়ে গেল। কাজ কি বাবা পরের দায়ে নাস্তা নাবুদ হওয়ায়। আস্তাবল হ'তে বেইরে আস্‌বার কালে মাথায় উপর টীক্‌টীক্‌য়ে ছেল বাব দু'ট কি ছেলে গো ওর কোনো পুরুষে ছেলে নয়। আদত বাজে ভরা মেষের বাচ্চা, আচ্ছা ভাই। লোকে বলে ম্যাগে শালপত্ত খায়—আর অভ্যোর হাগে, এ শালার ম্যাগের বাচ্চা দু'ট বনে শালপাতা খেতে এসেছেল—নয় ?

২য়।—আরে শালা, ওকি মেষের বাচ্চা, নীল মানুষের ছানা আচ্ছা শক্তি বটে। ঘোড়ার কপালে লেকন খ না যাকিন পড়েচে তেকুনি এসে ধরেচে ছোট ছোড়টা যেন কেউটের বাচ্চা।

নেউটে আগাম এসে খপ ক'রে ল গা্‌ম চেপে ধর্‌লে, শেষে লতা পাতা দিয়ে ঘোড়াটাকে গাছের সাথে বেঁধে তীর ধেনুক নিয়ে রুকে ডাডাল, বুকের পাটা কত আছ্‌ ভাই। ও ন্যাকনটায় কি ন্যাকা অ ছে বল্‌তে প রিস্‌ ?

১ম —ওরে শালা, ঘোড়ার কপালে ন্যাকা যাঁই থাক্‌, নিজের কপালে কি ন্যাকা আছে আগে তাই ভাব্‌ এখুনি ছোট কত্তা এসে ঘোড়া না দেখ্‌তে পেলে দু'জনকেই মেরে গোহাড় বার ক'রে দেবে

২য় —আঃ মার্‌বে অমনি ত্য মেসা অ র কি! এখনি এসে ঘোড়া দেখ্‌য়ে দেবো, থাকে ক্ষ্যামতা কেড়ে লেবে, মোদের মার্‌বে কিসের লেগে ?

১ম —তা বই কি ঘোড়া ঢুক্‌ল—বনে, খারে ছুট গেঘের ছানায়। শালপাতা খেয়ে অভ্যোর হাগে—ঘোড়া খেয়ে গোহাড় হেগে কুড্‌ ক'র্‌বে আমরা দেখ্‌যে দিয়ে খ লাস। ঐ রে—ঐ— ছোট কত্তা আস্‌চে।

২য় —এঁ্যা আস্‌চে ছোট কত্তা অ স্‌চে ? আমারও যে বড় কত্তা দেখা দিয়েচেন বুজি কাপড়ে চোপড়ে হ'ল।

(শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

শত্রুঘ্ন —কইরে অশ্ব-পালদ্বয় যজ্ঞ-তুরঙ্গ কোন্‌ দিকে গেল ? এইত আমার অগ্রে অগ্রেই তপোবনে প্রবেশ ক'র্‌লে, তোরা বুঝি সঙ্গে ছিলিনে ?

দ্বিতীয় —দোহাই কত্তা মাইরি মোরা,
একবারও নই সঙ্গ ছাড়া,
যেমন বনে ঢুক্‌লো ঘোড়া,
কোথায় থেকে দুটো ছোড়া—
ঠিক যেন গো মেঘের চারা

তাড়িয়ে এসে ধর্‌লে দড়া,
যেমন ধরা তেমনি কাড়া,
খেলাম একটা বাঘা তাড়া,
তাড়ায় কি বাপ্ ডরায় তারা ?

ক্রমশ কি বলিলি অশ্বপাল। তপোবনবাসী—
ধরিয়াছে যজ্ঞ-অশ্ব বালক যুগলে ?
জ্ঞানহীন অবোধ বালক, নাহি বোঝে ভবিষ্যৎ
সে কারণে দোঁহে বুঝি হ'য়েছে সাহসী—
ধরিতে যজ্ঞের অশ্ব। ভাল অশ্বপাল.
ক'রেছ কি কোনরূপ কটু উক্তি কেহ
বালক যুগল প্রতি ?
বোধ হয় ঋষিপুত্র তারা

১ম — কত্তা ইষিপুত্তুর নয়গো তারা,
কালো কালো মেঘের চারা,
শোন নাই কি কালো মেঘে,
শালপাত খেয়ে অভ্যোর হাগে
ঘোড়া খাবে রাগে রাগে
নাশ ক'র্‌বে গোহাড় হে'গে
আস্‌ছে কত ঐ দেখনা,
ঐ—সেই দুটো মেঘের ছানা

(লব ও কুশীর প্রবেশ)

২য় — ও বাবা লক্ষ্মী ছেলে।
ঘোড়াটী কেন দাওনা খুলে,
কেন বাবা এ কম্মভোগ,
কাঙ্গালের ছেলের ঘোড়া রোগ

১ম — এখন ধর্‌লে ঘোড় বোগে,
শীগ্‌গির বাবা যাবে ভুগে।
বেঁধে রেখেছ গাছের তলে,
বল যদি ত আনি খুলে

শত্রুঘ্ন —কহ বৎস কে তোমরা, কাহার নন্দন ?

লব —যে হই সে হই মোরা, ধ'রেছি যজ্ঞের ঘোড়া
পরিচয়ে কিবা প্রয়োজন ?

শত্রুঘ্ন। —অশ্বশিরে জয়পত্র দেখ নাই প'ড়ে ?

লব —আগে তা দেখেছি প'ড়ে, ধরিয়াছি তার পরে,
তোমার ললাট লিপি পড়িবার তরে

শত্রুঘ্ন বালকের এ সাহস উপযুক্ত নয়

লব।—সতীর সন্তান কবে কারে করে ভয়।

শত্রুঘ্ন —তবে কি সহজে অশ্ব দিবে না ছাড়িয়া ?

কুশী।- ভিক্ষা চাও,—মাগ ক্ষমা, মিনতি করিয়া

১ম —ও বাবা এটার যে ল্যাজে পা দেবার যো নাই গো।

শত্রুঘ্ন —শুন বৎসদ্বয় নাহি দিলে পরিচয়,
ঋষিপুত্র অনুমানি করিয়াছি ক্ষমা—
বার বার, কিন্তু আর না করিব ক্ষমা,
নাহি উপেক্ষিব কভু বালক বলিয়া
বালকের কোমলাঙ্গে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত
অপৌরুষ বীরকুলে, তাই সহিতেছি—
পুনঃ পুনঃ ক্ষুদ্র মুখে কটু উক্তি এত।

লব —না হবে সহিতে আর, ক্ষণেকের পরে,—
ভুলিবে সকলি, করি ধরা-শয্যা-সার

শত্রুঘ্ন।—কি বল সম্বরণ করি পশিবে সমরে ?

লব।—সতীর চরণধূলি ধরিয়াছি শিরে

শত্রুঘ্ন —পদনজে হয় কিরে সময় বিজয় ?
লব —মাতৃ আশীর্ব্বাদে রণে জিনিব নিশ্চয়
শত্রুঘ্ন —বিলম্ব কি এস তবে হও ব্রতী রণে,
কুশী —থাক দাদা আমি ওবে নাশি একবাণে

[কুশীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

নিকষার প্রবেশ

নিকষা —হয়েছে সময় হয়েছে। নেব—আজ প্রতিশোধ নেব। আমি নিকষা—রাবণের মা নিকষা যে রাবণ সোনার লঙ্কার রাজা ইন্দ্র, চন্দ্র যার দুয়ারে বাঁধা, লক্ষি লক্ষি বেটা—লক্ষি লক্ষি নাতি। সেই রাবণের মা আমি, আর কেউ নাই—সোনার লঙ্কা শ্মশান হয়েছে। বেটা পুত নাতি সব গিয়েছে—চক্ষে দেখেছি—প্রাণে সয়েছি বাজের চেয়ে বাজের আঘাত বুক পেতে ধরেছি। প্রতিশোধ নেব বলে আজ তার সময় হয়েছে, মরবে—সব মরবে। আমার বংশ,—সোনার বংশ যে ছারখার করেছে, আমার সুখের হাট যে ভেঙ্গে দিয়েছে—আনন্দের হাটে আগুন দিয়েছে, সে মরবে। এই সিঁদূর পাতালে মহীরাবণের ঘরে ছিল,—ভদ্রকালীর মন্দিরে ছিল, যত্ন করে রেখেছি—কৌটাভরা সিঁদূর আঁচলে বেঁধে রেখেছি ছেলে দুটোকে পরিয়ে দেব, গায়ে বল পাবে,—শিবের শক্তি পাবে আর সব মারবে সব মারবে আমার মনের কালী যাবে। বেশ হয়েছে। হিঃ হিঃ হিঃ কি মজা। কি মজা।।

[ভজি ক্রমে প্রস্থান।

লব ও কুশীর প্রবেশ

কুশী।—আমারই বানে মরেছে—নয় দাদা ?
লব —হঁ তোমারই বাণে—তুমি বেশ যুদ্ধ শিখেছ

নিকষার পুনঃ প্রবেশ.

নিকষা —বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে।
ছোট ভাইটে আগে মরেছে।
ফলুক—ফলুক বিধির লেখা,
মরুক ভরত রামা লখা
বংশ নাশ মোর করলে যে,
নির্ব্বংশ হ'ক সে
ঐ এসেছে ছেলে দুটো,
আঁচল হ'তে খুলে কোটো
পরিয়ে দিইগে সিঁদূর ভালে,
রামা লখাকে মারবে ছেলে,
যেমন রোগ তেমনি ওঝা,
হিঃ হিঃ হিঃ কি মজা!
(ভঙ্গিক্রমে লবকুশের নিকট আগমন)
আয়, আয় আয়রে দৌড়ে,
এনেছি সিঁদূর কৌটা ভরে,
দিই পরিয়ে কপালে আয়
শিবের শক্তি পাবি গায়

[ললাটে সিন্দুর দান ও প্রস্থান

(ভরতের প্রবেশ)

ভরত — ওহো অসম্ভব কথা নাহি লয় মনে,
অবোধ বালক এরা তপ-বনবাসী
অনুমানি ঋষিপুত্র হবে দুই জনে
দুর্জ্জয় লবণ দৈত্য বিনাশি সংগ্রামে,

বীরকুলে স্থিরকীর্ত্তি রাখিল যে জন
সেই ভ্রাতা হত আজ শিশুর সংগ্রামে ?
বড়বাগ্নি নির্ব্বাপিত সফরী ফুৎকারে।
অসম্ভব অসম্ভব ! বিধির বিধান !

২য় — ও কর্ত্তা অমন ক'রে,
কি হবে আর ভাব্‌লে পরে,
মেরে ফেলগো যাক্ বালাই,
পুন্‌কে শত্রু রাখ্‌তে নাই

ভরত।—তাপস কুমার দ্বয়, কহ সত্য পরিচয়,
কাহার কুমার দোঁহে কিবা নাম কার ?

লব।—অন্য পরিচয়ে আর কি কাজ এক্ষণে
ধনুর্ব্বাণ ধরি রণে, পশিয়াছ যে কারণে,
তারি পরিচয় আগে হ'ক দুইজনে

ভরত —নবনীত বিনিন্দিত সুকোমল দেহে,
প্রহারিতে তীক্ষ্ণ শর নাহি সরে মন।
হও যদি তাপস্-কুমার, তবে ত্যজ বিসম্বাদ।
যাও শিশু চলিয়া স্বধামে—
শিখ গিয়া তপ-জপ যাগ-যজ্ঞ এত।
যুদ্ধ চর্চ্চা নহে কভু ব্রাহ্মণের নীতি
একে ত ব্রাহ্মণ, তাহে শিশু সুকুমার,
সাজেনা সমর সজ্জা তোমাদের সনে,
বালক, ব্রাহ্মণ, বালা অবধ্য সতত
লতা-পাশ-বদ্ধ অশ্ব করিয়া মোচন,
জননীর কোলে সুখে করগে বিশ্রাম

কুশ। —শমনের কোলে আগে শোয়ায়ে তো মায়,
পরে জননীর কোলে করিব বিশ্রাম

ভরত —বালকের বাক্য বিষে জর্জ্জরিত দেহ,
কুশী —এ বিষে নিশ্চয় মৃত্যু নাহিক সন্দেহ
ভরত —হের সর্প। সম্মুখেতে গড়ুর তোমার,
কুশী —সম্মুখে মূষিক-শিশু নাচিছে আমার
ভরত - উত্তপ্ত শোণিত স্রোত বহিছে শিরায়,—
দহিছে সর্ব্বাঙ্গ যেন ভীষণ অনলে
কুশী —অমোঘ ঔষধ এই হের রথিবর
এখনি হিমাঙ্গ হবে এ ঔষধ বলে।
(অস্ত্রত্যাগ)
ভরত।—তবেরে উন্মাদ শিশু। নাহিরক্ষা আর
(অস্ত্র প্রয়োগ)
কুশী —(অস্ত্র নিবারণ পূর্ব্বক)—
কে উন্মাদ রথিবর।—
এই শক্তি তোমার ?
(অস্ত্র প্রয়োগ)
[উভয়ের যুদ্ধ করিতে ক রতে প্রস্থান।

(নিকষার পুনঃ প্রবেশ)

নিকষা —বেশ হ'য়েছে—বেশ হ'য়েছে।
চারটে ছিল, দুটো গেল
বেঁচে থাক্‌বে দুটী ভাই
বালাই নিয়ে ম'রে যাই
ছিল সিঁদুর পাতাল পুরে—
রেখেছিনু কৌটা ভরে,
দিয়েছি সিন্দুর পরিয়ে ভালে,
থাক্‌বি বেঁচে মায়ের কোলে,

লখা রামায় দেরে বলী,
ঘুচে যাক্ মোর মনের কালী
আমার বংশ নাশ্‌লে যে,
. নির্ব্বংশ হ'ক সে,
পূরাব আমার মনের আশা,
তবে আম র নাম নিকষা
হা .—হা !—হা .—

[প্রস্থান

লব কুশীর প্রবেশ

কুশী ,— ও ভাই—ও ভাই—
এক বাণেতে ইনিও ত ই

লব !—মেরে ফেলেছ ?

কুশী !—হুঁ ! আবার দু'জন জুটেছে ! এস দৌড়ে এস

[প্রস্থান

নিকষার পুনঃ প্রবেশ

নিকষা —বেশ হ'লো, বেশ হ'লো
একটা—দুটো—তিনটে ম'লো
আমার মনের কালী গেল
বেঁচে থাকবে দুটী ভাই,
বালাই নিয়ে ম'রে যাই
ম'লো যুবরাজ ম'বৃবে রাজা,
হা-হা-হা কি মজা—কি মজা !

(কুশীর পুনঃ প্রবেশ)

কুশী —বা বা। বেশ একটা মুখ-পোড়া হনুমান মেরেছি দাদাকে দেখাব

[আনন্দিত ভাবে প্রস্থান

(রামচন্দ্রের অঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে উভয়ের পুনঃ প্রবেশ)

রাম —প্রহারো প্রহারে শিশু—
প্রাণপণে প্রহারো শায়ক—
পাষাণ হৃদয়ে মোর, সহি বুক পাতি

লব। কেন রথি! নিরবে সহিবে বুক পাতি
উপজিল হৃদয়ে কি ভয় আচম্বিতে?

রাম ভয় নয়. ভয় নয়, না পারি বুঝিতে,
হ'তে রণে অগ্রসর, খ'সে পড়ে ধনুঃ শর,
কে যেন কি দৃঢ় সূত্রে টানিছে পশ্চাতে

লব · টানিছে আতঙ্ক সূত্রে ভীরুতা তোমার,
কাজ নাই যাও ত্বরা রণ তেয়াগিয়া

রাম — যাব। যাব ——
না করিব রণ
যাব রণ তেযাগিয়া,—
কিন্তু চাহি পরিচয়,
কহ বৎস। কার পুত্র দোঁহে
কোন ভাগ্যবতী সতী—
ধরিয়াছে গর্ভে হেন যুগল রতন?

লব - সতীর সন্তান মোরা বাস তপোবনে,
নাহি জানি জনকের নাম

রাম।—পিতার নাম জান না?

কুশী।—না।

রাম।—জননীর নাম ?

কুশী।—জননীর নাম "জননী" "মা" আমরাও বলি মা, আমাদের গুরুদেব বাল্মিকীও বলেন, "মা" কাজেই আমরা জানি তাঁর নাম মা—জননী—সতী

রাম —তোমাদের জননী কি করেন

কুশী —অত কথা কে তোমাকে বল্‌বে মশায়

রাম।—বলনা বাপ ছুটো কথার উত্তর দিতে দোষ কি ? তোমাদের জননী—কি করেন বল ?

কুশী।—ক'র্‌বেন আর কি—কাঁদেন। খাওয়া নেই,ঘুমনা নেই, আছে কেবল রাত্ত দিন কান্না

রাম —কি ব'লে কাঁদেন ?

কুশী —আমাদের সাক্ষাতে বড় একটা ফুকারে কাঁদেন মা, কাছে না থাকলে চেঁচিয়ে কাঁদেন, কাছে এলেই আবার চুপ করেন, সেই কাছে আস্‌বার সময় যা শুনতে পাই,দয়াময়—প্রভু—রঘুনাথ, এম্‌নি এম্‌নি কত কি বলেন, আর চখের জলে বুক ভেসে যায়। আমরা কাছে গেলেই অম্‌নি চখের জল মুছে আমাদের কোলে নেন্‌

লব —কুশী মা হয়ত কাঁদ্‌ছেন, আর না চল ভাই কুটীরে যাই (রামের প্রতি) মহাশয় আমরা আপনার অশ্বের শিরে জয় পত্র দেখে যজ্ঞের অশ্ব ধ'রেছি, এখন আপনি যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে অশ্ব নিয়ে গিয়ে আরব্ধ যজ্ঞ পূর্ণ ক'র্‌তে ইচ্ছা করেন কি ?

রাম —অশ্বমেধ—আজ আমার শত অশ্বমেধ পূর্ণ; আজ আমার শত সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের—কোটী মহা যজ্ঞের যুগল কাম্যফল লাভ ক'রেছি। তোমরাই আমার কোটী মহাযজ্ঞের কাম্যফল, (স্বগতঃ) না না, জগতের কাছে পতিত হব। সীতা নির্ব্বাসিতা,—অসতী অপবাদে নির্ব্বাসিত, সেই নির্ব্বাসিতা

পত্নীর গর্ভজাত পুত্র পুত্র ভাবে গ্রহণেও সমাজে পতিত হব, হাঃ কঠোব বাজধর্ম্ম

লব – আপনি যে দেখ্‌ছি দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাগলের মত হ'য়ে উঠলেন্ একবাব আমাদিগে কাম্যফল বলে কোলে নিতে আস্‌ছেন আবার কি ভেবে দূরে নিক্ষেপ করছেন। আপনি কে, সত্য ক'বে বলুন দেখি ?

রাম। –অশ্ব শিবে জয় পত্রে কি লেখা আছে দেখেছ কি ?

লব।—দেখেছি বৈকি ?

রাম —তাতে কাব নাম লেখা আছে ?

লব। অযোধ্যার রাজা বামচন্দ্রের

রাম —আমিই অযোধ্যার রাজা সেই—বাম

লব —তুমি সেই রাম, গুরুদেব বাল্মিকীব কাছে রামায়ণে যে রাম-চরিত্র গান শিখেছি, তুমি কি সেই বাম। যে রাম গুপ্ত অস্ত্রে বানর বাজ বালীর প্রাণ বধ করেছিল,—তুমি কি সেই বাম যে রাম, মিত্র-পুত্র তবণীকে বিনাশ ক'বেছিল, তুমি কি সেই বাম ? যে রাম গর্ভবতী সতী পত্নীকে অনাথার মত বনবাস দিয়েছে তুমিই সেই রাম ?

কুশ —দাদা ঐ বনবাস দেওয়ার সময়ের গান শিখ্‌বার সময় আমাদের গুরুদেবও কাঁদেন—নয় ? দূব দূব নিষ্ঠুব রাম। তপোবন হ তে চ'লে যাও

রাম —যাব—ভ্রাতৃগণ যে পথে, সেই পথে যাব। অসহ্য—অসহ্য আর সয়না। হা দগ্ধ হৃদয়।——

(বাল্মিকীর প্রবেশ)

বাল্মিকী —মহাবাজ বামচন্দ্র। তোমার ভ্রাতৃগণের জন্য চিন্তা ক'বো না, আমাব সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রভাবে সকলেই

পুনর্জ্জীবন লাভ ক'রেছেন্ তুমিও যে, বালকেব যুদ্ধে মূর্চ্ছিত হ'য়েছ—শিশুর সঙ্গে সমরে পরাভূত হ'য়েছ, তার কারণ, সময়ে স্মরণ করিয়ে দেব। এক্ষণে তোমা'র যজ্ঞা'শ্ব ও ভ্রা'তৃগণ সহ রা'জ-ধানীতে গমন করে সংকল্পিত অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ করগে, আমিও যথাসময়ে যজ্ঞ দর্শনার্থে সশিষ্য নৈমিষারণ্যে যাত্রা করব, (লব কুশের প্রতি) কুশী, লব

লব —আজ্ঞে.

বাল্মিকী —অশ্বের লত-বন্ধন মোচন ক'রে দাও, সে সচ্ছন্দে যদৃচ্ছা গমন করুক

লব —যে আজ্ঞে

কুশী —না দাদা, ঘোড়ার মাথায় যে জয়পত্র লেখা আছে। তাতে যে কঠিন দিব্যি দেওয়া আছে

বাল্মিকী —থাক্ দিব্যি দেওয়া, যিনি দিব্যি দিয়েছেন তিনিই তার ফল ভাগী হবেন, এদিব্যি দেওয়ায় পরিণাম ও দিব্য চক্ষে দেখ্‌লেন এখন আমার আদেশ শোন অশ্ব মুক্তকরে দাও।

কুশী —বলেন—দিচ্চি, (রামের প্রতি) যান্ মশায়, আমরা বীরের বেটার মত ঘোড়া ধরেছিলেম, বীরের বেটার মত ছেড়ে দিলেম, আপনি কাপুরুষের বেটার মত ঘোড়া নিয়ে গিয়ে যজ্ঞ সাঙ্গ করুণগে এস দাদা ঘোড়া ছেড়ে দিইগে।

বাল্মিকী —হাঁ এখনি ছেড়ে দাওগে (রামের প্রতি) যাও মহারাজ। যথাসময়ে আপনার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হব আপনা-দের কুল-পুরহিত বশিষ্ঠ মহাশয়কে ব'লবেন, আমার আরব্ধ কার্য্য শেষ হ'য়েছে

রাম —যে আজ্ঞে

প্রস্থান।

বাল্মিকী —কুশ! লব! তোমরাও প্রস্তুত হওগে, বীণায় নূতন তন্ত্র সংযোগ ক'রে লওগে, তোমাদিগের জননীকেও বলগে যেন প্রস্তুত থাকেন, আজ সকলেই তোমরা আমার সঙ্গে যজ্ঞ দর্শনে যাবে। এখন যাও অগ্রে অশ্বের লতা বন্ধন মোচন করে দাওগে।

সকলের প্রস্থান

নবম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—নৈমিষারণ্য যজ্ঞস্থল

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ —ভগবানের অবতার গ্রহণের ষষ্ঠি সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে মহর্ষি বাল্মিকী যোগ বলে ভবিষ্যৎ ঘটনা পরম্পরা যেরূপ লিপি বদ্ধ করে গিয়েছেন এক্ষণে সেইগুলি পর্য্যায় ক্রমে কার্য্যে পরিণত হ'য়ে আসছে, রামলীলা মহানাটকের অভিনয় ত প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। এক্ষণে উদ্যোগী হ'য়ে ভগবৎ-লীলা-নাট্যাংশের অবশিষ্ঠ ভাগের অভিনয় সমাধানান্তে ভগবানকে নিত্যধামে লয়ে গিয়ে বৈকুণ্ঠের সিংহাসনে যুগলরূপ দর্শন ক'রতে পারলেই, দেবগণের বাসনা পূর্ণ হয়।

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। দেব বশিষ্ঠ। মহারাজ রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণের সহিত সসৈন্যে যজ্ঞের অশ্ব ল'য়ে প্রত্যাগমন ক'রেছেন। আপনি যজ্ঞ পূর্ণ করিবার আয়োজন করুন।

বশিষ্ঠ —ভাল, তুমি এই নৈমিষারণ্যে যে সকল ঋষিগণের আশ্রম আছে সমস্ত আশ্রমের ঋষিগণকে সংবাদ দাওগে, যেন শীঘ্র যজ্ঞ স্থলে আগমন করে।

দূত।—যে আজ্ঞা

প্রস্থান

(ঋষিগণ, ভ্রাতৃগণ পরিবেষ্টিত রামচন্দ্রের সভায় প্রবেশ)

রাম —কুলগুরু বশিষ্ঠদেব আমরা সকলে আপনাকে প্রণাম করি

ঋষিগণ —(বশিষ্ঠের প্রতি) মহাশয় নমস্কার। নমস্কার। নমস্কার।

বশিষ্ঠ —ব্রাহ্মণেভ্যো নম সকলে আসন গ্রহণ করুন।

রামচন্দ্র সিংহাসনে উপবিষ্ট, লক্ষ্মণের ছত্র ধারণ, ভরত শত্রুঘ্ন চামর ব্যজনে নিযুক্ত, দক্ষিণপার্শ্বে ঋষিগণ দণ্ডায়মান, বামভাগে সুমন্ত্র, বিভীষণ ইত্যাদি সম্মুখে হনুমান উপবিষ্ট গান গাইতে গাইতে লব কুশসহ বাল্মিকীর প্রবেশ

গীত।

ত্রাহি রঘুবর
শোভিত ত্রিপুর হর নিন্দি নীল ইন্দিবর,
নিত্য নিধীশ্বর।
নব নীল কান্ত কান্তি হে শান্ত শান্তি সাগর॥
রিপু শাসন অচ্যুত বপু চন্দন চর্চ্চিত,
সদানন্দ অর্চ্চিত, সচ্চিত সর্ব্বেশ্বর
পাতকী উদ্ধারক, শর কার্ম্মুক ধারক,
কর্ব্বুর-কুল হারক, ভার্গব-গর্ব্ব হর
ভব-জলধি-ভেলক, ভানুজ-কুল-বালক,
দয়াল দীন-পালক, ত্রিলোক লোক সুন্দর

লব, কুশ। — গীত।

দীননাথ দীন দয়াল, দেবেশ দীন তারণ
দানব দল দর্প দলন, দাশরথী দুঃখ বারণ
জননী জঠর জনম বারণ, জগত জনক জানকী জীবন,
জাহ্নবী জনদ জয় জনার্দ্দন, জগত জন শরণ
নিকষা নন্দন নিধনকারী, নব নীর ধর, নীলকান্তহরি,
নিখিল নায়ক নরকনিবারী, নরহরি রূপ ধারণ।
ভীরু ভয়ত্রাতা, ভুবনরঞ্জন, ভার্গব জেতা ভকতি ভাজন,
ভব-ভয়-ভীত দীন অভাজন, ভূষণ-ভীতিহরণ

(সকলের প্রণাম।)

রাম।—ওকি মহর্ষে! আপনি প্রণাম ক'রছেন কাকে?

বাল্মীকি।—রামকে। যিনি আত্মারাম রূপে সর্ব্ব জীবে বিদ্যমান, আমি সেই জগদভিরাম রামকে প্রণাম ক'রছি।

রাম।—রাম চিরদিন ব্রাহ্মণের দাস

বাল্মীকি।—আবার ব্রহ্মরূপে ব্রাহ্মণের উপাস্য দেবতাও তিনি, কৈ বশিষ্ঠদেব কৈ?

বশিষ্ঠ।—আসুন আসুন সকলেই উপস্থিত আছেন।

বাল্মীকি।—মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদানের আর বিলম্ব কত?

রাম।—আপনার আগমনের অপেক্ষা মাত্র

বশিষ্ঠ।—এ দুটী কে?

বাল্মীকি।—আমারি শিষ্য, কখনো রাজসভা দেখে নাই—রাজা কেমন জানে না, তাই আমার সঙ্গে এসেছে

বশিষ্ঠ।—গুরুর উপযুক্ত শিষ্য তা বুঝ্‌তে পেরেছি। রাজা কেমন তা ওরা জানে না, কখন জানবেও না। কেননা, সূর্য্য কিরণ সূর্য্যই বিকীরণ করেন,—সূর্য্যই সংযত করেন। ভাল

এদের হস্তে বীণাযন্ত্র কেন, সংগীত বিদ্যাও কিছু শিক্ষা দেওয়া হ'য়েছে নাকি ?

বাল্মিকী —হঁ, বহু পূর্ব্বে আমি রামায়ণ নামক একখানি কাব্য রচনা ক'রেছিলেম, সম্প্রতি সেই কাব্যখানি ওদের শিক্ষা দিয়েছি। রামচন্দ্রের রাজসভায় সেই গীতিকাব্যখানি শুনাব ব'লেই ওদের সঙ্গে আনা

বশিষ্ঠ। বড়ই আনন্দের কথা ? রাজ আজ্ঞা গ্রহণ ক'রে সংগীত আরম্ভ ক'র্‌লে ভাল হয় না ?

বাল্মীকি।—ক্ষতি কি ?

বশিষ্ঠ।—মহারাজ কি আদেশ করেন ?

রাম।—(স্বগতঃ) আমি যে কাকে চরিতার্থ ক'র্‌ব, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে, চক্ষু ত নিমিষ ত্যাগ ক'রেছে. যতই দেখ্‌ছি, দর্শন-তৃষ্ণা ততই বলবতী হচ্ছে, তার উপর কর্ণও মধুময় বাক্য শ্রবণে লালায়িত হউক চক্ষু কর্ণ উভয়েই তৃপ্ত হ'ক, চিত্ত চরিতার্থ হ'ক্‌,—(প্রকাশ্যে) হ'ক্‌ সংগীত আরম্ভ হ'ক্‌।

বাল্মীকি —বৎস লব, কুশী।

উভয়ে —আজ্ঞে।

বাল্মীকি।—কাব্য গীত আরম্ভের পূর্ব্বে সেই রামরূপ বর্ণন গীতটী গাও দেখি।

লব।—দুজনে একত্রে গাইব ?

কুশী – তা কেন, সেই—তেমনি ক'রে, সে বেশ হবে, আগে গোড়াটা দুজনে গাই। তার পর তুমি একটু গাইবে, আমিও একটু গাইব

বাল্মীকি —ভাল তাই হ'ক্‌, কুশী যা বল্‌বে তাই হবে

কুশী।—কেন দাদা সেত বেশ। গাইতেও কষ্ট হয় না।

বাল্মীকি।—তাই গাও

গীত।

লব, কুশী —নবীন নীল নীরধর, নীলকান্ত সুন্দর,
মরি কি রামরূপ কান্তি স্থির শান্তিসাগর।
লব।— নিন্দি নীল-ইন্দিবর, সুরবন্দিত চরণ,
কুশী — দশ নখে দশধ শশী, দশ দিকে ঢালে কিরণ,
লব — ধাইছে কত অগণন, যোগী ঋষি তাপসীগণ,
কুশী।— প্রয়াসে সুধা পিয়াসে যেন আসে চকোর নিকর।
লব।— বিচিত্র কার্ম্মুক করে শোভেরে রাম নীলতনু,
কুশী — নব জলদ কোলে যেন দোলেরে ইন্দ্রধনু,
লব — প্রকটি প্রভা কোটী ভানু, পরশি কটি, উরু, জানু,
কুশী — চুম্বিতে চরণরেণু, লম্বিত অসি মনোহর
লব।— দলিত কদলী তরু চারু উরু কি সুবলিত,
কুশী।— গতি হেরি গজেন্দ্র লাজে, সতত ধূলি ধূসরিত,
লব — ডমরু জিনি কটি নেহারি, সরমে বনে পশিল হরি,
কুশী।— রামরূপ ঠাম হেরি, কাম ত্যজে কলেবর
লব — ধবলিত পবিত্র কিবা মিলিত একাবলীতে,
কুশী।— সক্ষম রসনা কোথা সে শোভা একা বর্ণিতে,
লব — লম্বিত মুক্তাবলীতে, পরশে নাভি ত্রিবলিতে,
কুশী - নীল গগনে তারাবলীতে, যেন বিধুর সুন্দর
লব।— সুরক্ত চন্দন বিন্দু শোভিত সুন্দর ভালে,
কুশী — যেন রে নব রবিচ্ছবি, স্থির নীল জলধিজলে,
লব — নিরখি আঁখি যুগলে, শিহরি কণ্টকচ্ছলে,
কুশী — সরমে শরণ জলে নিল রে ইন্দিবর
লব।— কি ছার কন্দর্প গর্ব্ব, গন্ধর্ব্ব অমর কত,
কুশী।— শিরসে উরসে বাসে, ঝলসে মণি মরকত।
লব — সভা কিবা অমরাজিত, শোভে অলকা পরাজিত,
কুশী।— রাজিত-রতনাসনে বিরাজিত রঘুবর
লব।— যাঁর তারক ব্রহ্মনামে শান্তি ভব পিপাসারে,

কুশী — যাঁরে ভক্তি, জীবন মুক্তি, শিব উক্তি তন্ত্রসারে।
লব। — যাঁর নামে সংসার অসারে, যায় জীবের যাওয়া আসা রে,
কুশী — নিরখি সেই সারাৎসারে, মায়া নেশারে পরিহর
লব — ঐ মাধুরী হৃদে ধরি যেন জীবন অন্তকালে,
কুশী — জয় রাম রাঘব ব'লে যায় প্রাণ জাহ্নবী জলে৹
লব। — মুক্ত হয়ে মায়া ফাঁদে, মিশাবে কবে নিবাপদে,
কুশী অহিভূষণ সেবিত পদে, অহিভূষণ কিঙ্কর

সবেগে কৌশল্যার প্রবেশ

কৌশল্যা —রাম। রাম আর যে থাকৃতে পার্লেম না (বাল্মিকীর প্রতি) প্রভু—অন্তর্য্যামি ঋষি আর কেন, অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি আপনার ঋষি বালক দুটীকে চিনেছি আমার কুল-লক্ষ্মী—আমার মা রাজরাজেশ্বরী ভিখারিণী দীন দুঃখিনীর বেশে আমার অন্তঃপুরে এসেছেন। আমার বুকের ভিতর কে যেন এসে ব'লে দিচ্চে, তোর রাজ রাজেশ্বরী—রাজলক্ষ্মী সতী-কুলেশ্বরীর গর্ভের ধন—তোর রাম নীলকান্তমণির প্রভেদ রূপ—তোর কুলের কুলভূষণ সৌভাগ্য বৃক্ষের কাঞ্চণফলদুটী বনের ঋষিবালকবেশে তোর রামের যজ্ঞসভায় উদয় হ'য়েছে, ঋষিরাজ। দয়া ক'রে অনুমতি দিন, আমি আমার রামের অভেদ রূপ নয়নাভিরাম দুটীকে কোলে করে তাপিত হৃদয় শীতল করি

বাল্মিকী —মা রামরত্ন প্রসূতি। দ্বিতীয় অদিতীরূপিনী কৌশল্যে। এ দু'টী তোমার সতীকুলের আদর্শ লক্ষ্মীরূপিণী সীতার গর্ভজাত তোমার রামের পুত্র লোকাপবাদ ভয়ে প্রজারঞ্জক রাজা রামচন্দ্র গর্ভবতী সতীকে বনবাসিনী করার পর, যথাকালে এই দীনহীন বাল্মিকীর তপাশ্রমে মা আমার এই রত্ন দুটী প্রসব করেন, আমি যথাসাধ্য ফল মূলে আর বৃক্ষবল্কলে আসমুদ্র ধরার অধীশ্বরের পুত্রযুগলকে লালন পালন করেছি। এখন তোমারি ধন

তুমি কোলে লও রামচন্দ্র, ঋষিবাক্যে অবিশ্বাস করো না, সীতাদেবী সতীকুলের আদর্শ প্রতিমা। এই দুটী অভেদ রামমূর্ত্তি লব কুশী তোমার অঙ্গজ, সতী জানকীর গর্ত্তজাত পুত্র যাও ভাই লব—যাও ভাই কুশী তোমরা বনবাসী ঋষিবালক নও সসাগরা ধরার অধীশ্বর মহারাজা রামচন্দ্রের পুত্র। যাও রাজ-মাতা কৌশল্যা দেবীর কোলে যাও সূর্য্যকুলের তরুণ অরুণ দ্বয় ঐ শ্বেত বসনা উষা দেবীর কোলে উদয় হওগে সকলে একবার মহারাজ রামচন্দ্রের জয় শব্দ উচ্চারণ কর

লব কুশীকে অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক কৌশল্যার উপবেশন
একপার্শ্বে ঋষিগণ, অন্যদিগে ঋষিবালকগণ দণ্ডায়মান
নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

গীত

সকলে।—মরি কি সুন্দর শোভা কৌশল্যার কোলেরে।
কল্পলতা অঙ্গে যেন কাম্যফল দোলেরে।
ঋষিগণ —নীলোজ্জল রবিচ্ছবি উষা অঙ্গে খেলেরে।
বালকগণ —স্বচ্ছজলে যেন যুগল নীলকমল দোলেরে -
নর্ত্তকীগণ —কিব নৈমিষে আনন্দের হাট (আজ) রাম-যজ্ঞচ্ছলে রে
(নৃত্য)
ঋষিগণ। শান্তি, ধর্ম্ম, রাজনীতি শিখাতে ভূতলে রে -
বালকগণ —চতুর্বাংশে পূর্ণ ব্রহ্ম উদয় সূর্য্যকুলে রে—
নর্ত্তকীগণ —হয়ে ফুল্লচিত্ত, করো নৃত্য জয় জয় রাম ব'লে রে।

সমাপ্ত।